বুদ্ধের অভিযান

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির সঙ্কলিত

ও

ব্রহ্ম-প্রবাসী চট্টল-বৌদ্ধদের অর্থানুকুল্যে

প্রকাশিত।

২৪৭৯ বুদ্ধাব্দ, ১৩৪২ সাল।

মূল্য — { কাপড়ের বাঁধাই ২৲ টাকা।
কাগজের বাঁধাই ১৷৹ আনা। }

চট্টগ্রাম, মিণ্টো প্রেসে —
শ্রীআশুবোধ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীপ্রিয়দর্শী ভিক্ষু

১ নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট্,

বউবাজার, কলিকাতা।

শ্রীবীরেন্দ্র সেবক বড়ুয়া

গ্রাম বৈদ্যপাড়া, পোঃ অঃ সারোয়াতলী,

জিলা চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

আমার চতুর্মাসাধিক এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরম
ধার্ম্মিক পিতার দেহত্যাগের পর, যাঁহারা আমাকে
অপত্যস্নেহে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত
করিয়া পবিত্র ভিক্ষু-জীবন-লাভের
উপযুক্ত করিয়াছিলেন,
সেই স্নেহাধার
পিতামহ, পিতামহী
এবং পিতৃব্যাদির অতুলনীয়
স্নেহ-যত্নাদি উপকারের কিঞ্চিৎ প্রতিদান
স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের করকমলে অর্পণ
করিলাম।

আশ্বিনী পূর্ণিমা,
২৪৭৯ বুদ্ধাব্দ।

প্রজ্ঞানন্দ

ভূমিকা

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ বৌদ্ধযুগে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, চরিত্র মাহাত্ম্য প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই ভারতভূমি হইতেই চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, সিংহল, বর্ম্মা এমন কি সুদূর আমেরিকা প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। তাই আজিও বৌদ্ধ জগত ভারতবর্ষের নামে শ্রদ্ধাবনতশিরঃ।

কালের আবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দুর্ব্বলতার সুযোগে অসাধারণ ক্ষমতাবলে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গদেশে মাত্র তিনলক্ষ বৌদ্ধ বিদ্যমান। তন্মধ্যে চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়া বৌদ্ধগণই শিক্ষায় দীক্ষায় উল্লেখ যোগ্য।

জগতের সর্ব্বত্র হিংসা, দ্বেষ, পররাজ্য-লিপ্সা ও ধ্বংসলীলার অবতারণা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বুদ্ধের অমূল্য বাণীর বহুল প্রচারই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারে। পরম সুখের বিষয় যে, সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে বৌদ্ধ কীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অসংখ্য পালি গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞানের আকর। সারা ভারতে প্রচার করে অসাধারণ পণ্ডিত ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন ও ভিক্ষু কাশ্যপ ভারতবর্ষের ভাবী জাতীয় ভাষা হিন্দীতে পালি গ্রন্থ অনুবাদ করিতেছেন। সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন ও বাঙ্গালী বৌদ্ধের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "ধর্ম্মপদ" অনুবাদক শ্রীযুত চারুচন্দ্র বসু, "জাতক" এর অনুবাদক শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহোদয়গণ বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণায় অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুত বেণী. মাধব বড়ুয়া এম, এ; ডি, লিট্; ডাক্তার নলিনাক্ষ দত্ত এম, এ; ডি, লিট্; পি, এইচ, ডি; ও ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা এম, এ; পি, এইচ ডি, মহোদয়গণ বৌদ্ধ সাহিত্যে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ভারতের এই নব জাগরণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরুত্থান তথা ভারতবর্ষের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যত সূচনা করিতেছে।

বড়ুয়া বা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই প্রকৃত বৌদ্ধ নহে। পরন্তু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিতে প্রকৃত বৌদ্ধ পদ বাচ্য অনেক ব্যক্তি আছেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ মিথ্যাদৃষ্টি ও অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিলেন। পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বড়ুয়া মহোদয়ের নাম বড়ুয়া মাত্রেরই চির স্মরণীয়। তিনি বড়ুয়া সমাজের অন্ধকার যুগে বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও দৃঢ়তার সহিত অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আদর্শ স্থানীয় বৌদ্ধ জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি কিছুদিন বুদ্ধিষ্ট টেক্‌ষ্ট সোসাইটীতে পালি ভাষার অনুবাদ করিয়াছেন এবং সরল পদ্যে "প্রকৃত সুখী কে?", "প্রসন্ন জিতোপাখ্যান" ও "বুদ্ধ-পরিচয়" রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "পালি ব্যাকরণ" বাঙ্গালীর পালি শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত স্বর্গীয় ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া মহোদয় "হত্তসার" সঙ্কলন করিয়া সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

ভাষার পরিপুষ্টি জাতির উন্নতির দ্যোতক। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বাঙ্গলা ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রকেই গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও বঙ্গদেশকে সভ্যজগতে স্থান গ্রহণে অধিকারী করিয়াছেন। আশা করি, পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলী বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইবেন। সুখের বিষয় যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্র মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মবংশ মহাস্থবির, পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বড়ুয়া মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "বৌদ্ধ মিশন" প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর পণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়গণের তত্বাবধানে পালি গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। 'বেস্সান্তর' প্রণেতা শ্রীযুত গজেন্দ্র লাল চৌধুরী মহোদয়ের অনুবাদ এবং "বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ" প্রণেতা শ্রীযুত শ্রীধর বড়ুয়া মহোদয়ের গবেষণা ও প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

ভিক্ষুগণ সমাজের মেরুদণ্ড। প্রাচীন ভারতে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বাণী দেশ দেশান্তরে নিয়া জগত আলোকিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেরণায় প্রবুদ্ধ ভারত সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আধুনিক কালে বড়ুয়া সমাজ যাহা কিছু অগ্রসর হইয়াছে তাহার মূল ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টা। কলিকাতা ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি ও "জগজ্জ্যোতির" হোতা কর্ম্মবীর স্বর্গীয় কৃপাশরণ মহাস্থবির মহোদয় বড়ুয়া বৌদ্ধকে জগতের সহিত পরিচিত করিয়াছেন। পূর্ণাচার ধর্ম্মাধার আচার্য্য স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মহাস্থবির মহোদয় ভিক্ষুসমাজের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া স্থবির বাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বড়ুয়া সমাজের অশেষ কল্যাণমিত্র স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম

বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্র মহাপণ্ডিত মহোদয়ের অসাধারণ আত্মোৎসর্গের ফলে বড়ুয়া সমাজে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। "জগজ্জ্যোতির" সম্পাদক স্বর্গীয় গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও "বৌদ্ধ বন্ধুর" সম্পাদক স্বর্গীয় পূর্ণানন্দ শ্রমণ মহোদয়গণ সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন কর্ম্মবীর শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী আছেন তিনি অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও বর্ত্তমানে "ত্রিপিটক" বঙ্গাক্ষরে প্রচাররূপ মহান্ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার আবদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হউক, ইহাই আন্তরিক কামনা। 'ভিক্ষুগণ ধ্যান মার্গে বিচরণ করিবেন এবং জগতের অপর যাবতীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া যাঁহারা ভিক্ষুগণকে স্থানচ্যুত করিতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্য কতদূর সমীচিন তাহা বিবেচ্য।

বহুদিন হইতে বাঙ্গলা ভাষায় বুদ্ধে বিস্তৃত জীবন চরিতের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। অনুজ প্রতিম শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির মহোদয় ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত স্বর্গীয় নবরাজ বাবুর সুযোগ্য পুত্র। পণ্ডিত মহোদয় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "বুদ্ধ-পরিচয়" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আজ আমি অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রের '**বুদ্ধের অভিযানের**' র ভূমিকা লিখার উপলক্ষে দুই একটি কথা লিখিতে সম্মান ও গৌরব বোধ করিতেছি। ভূমিকা পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করে; কিন্তু আমার যোগ্যতা কৈ? গ্রন্থকার ধার্ম্মিকের পুত্র এবং নিজে ধর্ম্মজীবন যাপন করেন।

'বুদ্ধের অভিযান'—বুদ্ধের জীবন কাহিনী ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ বিশেষ। ইহার পূর্ব্বাভাষ বহু মূল্যবান তথ্য সমন্বিত এবং পরিশিষ্টে সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদের বর্ত্তমান ভৌগোলিক নির্দ্দেশ আছে। ভরসা আছে, অল্প

বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও এই গ্রন্থ পাঠক পাঠিকার সমাদর লাভ করিবে।

হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ইত্যাদি বলিলে ধর্ম্ম অর্থে যাহা বুঝায় বুদ্ধ তদ্রূপ কোন 'ধর্ম্ম' প্রচার করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মে পরনির্ভরতা ও অন্ধ বিশ্বাস নাই। সাধারণতঃ 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা' যে অর্থে ব্যবহৃত হয় বুদ্ধ তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বুদ্ধের অপর নাম নৈরাত্মবাদী। আত্মা-বাদের উপরই ঈশ্বর-বাদ নিহিত। রাজতন্ত্রে ও প্রজাতন্ত্রে যেই পার্থক্য অপর ধর্ম্মে ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেই পার্থক্য। বুদ্ধের ধর্ম্ম দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। ইহার অপর নাম বিভাজ্যবাদ। আদর্শ মানবত্বলাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সম্যক্ দৃষ্টির প্রয়োজন। শাস্ত্রবাণী বা পূর্ব্ববর্ত্তীদের বাণী নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যেক বিষয় বা বস্তু সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিয়া গ্রাহ্য হইলেই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই বিভাজ্যবাদ।

বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। যুবজাগরণের সময়েই বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তখন দলে দলে তির্থঙ্কর বা পরিব্রাজকগণ বিভিন্নস্থলে বিচরণ করিয়া যুক্তি তর্কবলে নিজেদের দল পুষ্টি করিতেন। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সকল কাজ করিতেন। পরাজিত হওয়া মাত্র জেতার মতাবলম্বী হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে সাতিশয় উন্নত ছিলেন, তাই অত্যল্প সময়ে বা অত্যল্প উপদেশে বুদ্ধের বাণী গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন ও অরহত্বলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহারাই ভারতের মস্তিষ্ক। অধ্যয়ন অধ্যাপনায় তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা রাজার মন্ত্রীত্বও করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধ কর্ম্ম বাদী। তিনি জন্ম দ্বারা লোক ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের যেই সংজ্ঞা দিয়াছেন তন্মতে শ্রমণ ও প্রকৃত ব্রাহ্মণে প্রভেদ বিস্তর নহে। বৌদ্ধ গ্রন্থে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বয় পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে: ব্রাহ্মণগণই প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধের সঙ্গে যে ভাবে তর্ক করিয়াছেন, যেরূপ জটিল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাতেও ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধের সময়ে ভারতে স্ত্রীলোকের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। তৎকালে অবরোধ-প্রথা ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। এমন কি বারনারীও শিক্ষিতা ছিলেন। আম্রপালীর কবিত্বশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বিবেচনাশক্তি প্রশংসনীয়।

বুদ্ধের সময়ে ভারতে বহু মত-বাদ প্রচলিত ছিল। তীর্থঙ্করের বা পরিব্রাজকের এক একটি দল এক এক মতাবলম্বী ছিলেন। সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গৃহিগণ ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও সামাজিক ব্যবস্থায় বৈষম্য ছিল না। বুদ্ধ নিজে কোন সমাজ গঠন করেন নাই। ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার দরুণ বিবাহ বন্ধনেও কোন বিঘ্ন ঘটিত না।

দেবদত্ত বহুদিন বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। গ্রন্থকার বহু পালি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেবদত্তের বিস্তৃত জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবদত্তের এরূপ সুদীর্ঘ জীবনী কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধ বর্ষা ঋতুতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতেন এবং অপর ঋতুতে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি প্রথম বর্ষা বারাণসীর ঋষি পতনে, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ বর্ষা রাজ গৃহে, পঞ্চম হইতে সপ্তদশ বর্ষা যথাক্রমে বৈশালী, মুকুল পর্ব্বত,

ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক, সুংসুমারগিরি, কৌশাম্বী, পারিলেয্য বন, নালা: ব্রাহ্মণগ্রাম, বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ গ্রাম, চালিয় পর্ব্বত, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু আলবী ও রাজগৃহে, অষ্টাদশ ও উনবিংশতি বর্ষা চালিয় পর্ব্বতে, বিংশতি বর্ষা রাজগৃহে, একবিংশতি হইতে চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষা শ্রাবস্তীতে এবং শেষ বর্ষা বৈশালীর বেলুবগ্রামে অতিবাহিত করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদের জেতবন বিহারে উনবিংশতি বর্ষা ও বিশাখার পূর্ব্বারামে ছয় বর্ষা বাস করিয়াছিলেন। পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন মাস বুদ্ধ কোন কোন গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে।

প্রশ্নোত্তর ও উপদেশচ্ছলে বুদ্ধের বাণী সরল ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামোটি জ্ঞান লাভের সুযোগ হইল।

শ্রীধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া

পূর্ব্বাভাষ

ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ ভুলিয়া মানব বাহ্যিক আড়ম্বরে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিত। সদাচার, লোকহিত, আধ্যাত্মিক শান্তি ও মুক্তিচিন্তা লুপ্ত হইয়াছিল এবং মিথ্যাদৃষ্টি ও শুষ্কতর্ক চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞ, হোম, বলি, তন্ত্র, মন্ত্র, যাদু এবং অভিচারের স্রোত প্রবলভাবে বহিতেছিল। অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ এবং বাজপেয়াদি যজ্ঞের অত্যধিক প্রচলন ছিল। কাশী, কোশল, কুরু, পঞ্চাল এবং মগধাদি রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজা, মহারাজা, ধনী ও দরিদ্রাদি সর্ব্বস্তরের লোকদিগকে মহা সমারোহে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দেখা যাইত। যজ্ঞ বেদী সর্ব্বদা নিরীহ পশুরক্তে সিক্ত থাকিত, যজ্ঞ-উদ্দিষ্ট পশুদের আর্ত্তনাদে দশদিক প্রকম্পিত এবং যজ্ঞ ধূমে গগন মণ্ডল আচ্ছাদিত থাকিত। সোম ও সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পুরোহিতেরা যজ্ঞ-মণ্ডপে যজমানদের সঙ্গে নির্লজ্জ ব্যঙ্গ-কৌতুকে রত থাকিত। পূর্ব্বে ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা এই তিনটী মাত্র রোগ ছিল। এই জীবহিংসার মহাপাপে মানবদেহে ৯৬ প্রকার রোগের সঞ্চার হইয়াছিল।* যজ্ঞে নিরন্তর পশুবধ হওয়ায় মানব হৃদয় উত্তরোত্তর কঠোর ও নির্ম্মম হইয়া যাইতেছিল। লোকে আড়ম্বর পূর্ণ আচারকেই ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ মনে করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিত। ব্রাহ্মণেরা উহার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা ছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা রাজা ও

বুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা

---

* ব্রাহ্মণ ধম্মিয় সুত্ত — সুত্তনিপাত।

ধনলোক হইতে প্রচুর পরিমাণে হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস-দাসী, ধন ধান্য এবং বহুমূল্য বস্ত্রাদি লাভ করিয়া ভোগ পরায়ণ হইয়াছিলেন।

অন্য এক শ্রেণীর লোক দেহ পীড়ক নানা প্রকার কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত থাকিতেন। এই তপস্বীদের মধ্যে কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হস্ত শুষ্ক করিতেন, কেহ পঞ্চাগ্নিতে তপ্ত হইতেন, কেহ কণ্টক শয্যায় শয়ন করিয়া শরীরে বৃথা ক্লেশ উৎপাদন করিতেন কেহ বা জলে শয়ন করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আত্মা জরা-মৃত্যু রহিত এবং শরীর তাহার কারাগার স্বরূপ; তদ্ধেতু তাঁহারা যথাসাধ্য দেহপীড়ন করিয়া আত্মিক শক্তি বিকাশে উদ্যোগী হইতেন। তাঁহারা আত্মা অজর অমর মনে করিয়া মানব-সমাজে শুষ্ক এবং ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান প্রচার করিতেন।

তৎকালে এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি দার্শনিক সম্প্রদায় আত্মা, ব্রহ্ম ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া, হিরণ্যগর্ভ, বিরাটাদি বিষয় লইয়া বৃথা তর্কে কালযাপন করিতেন। অপর এক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বাদী ছিল। তাহারা বলিত — পরলোক বা পুনর্জন্ম নাই, মৃত্যুর পর শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না, যতদিন বাঁচিবে সুখে জীবন ধারণ করিবে, অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে; দেহ একবার ভস্মীভূত হইয়া গেলে উহা আর পুনর্বার ফিরিয়া আসে না। 'রূপ-রসাদি বিষয় হইতে সমুৎপন্ন সুখ প্রায়শঃ দুঃখ দ্বারা সংমিশ্রিত অতএব উহা ত্যাজ্য।' — এইরূপ কথা যাহারা বলে তাহারা নিতান্ত মূর্খ উৎকৃষ্ট শ্বেত তণ্ডুল ধান্য-তুষ দ্বারা আবৃত দেখিয়া কোন হিতার্থী ব্যক্তি উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন? অতএব ধর্ম্ম ও পরলোক মিথ্যা ধারণা। ইহাদের এইরূপ শুষ্ক ও তমস্ক তর্কে মানব সমাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

সেই সময় জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্ন বর্ণের লোকদিগকে বড় হীন দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। নীচ বর্ণের লোকদের কোন প্রকারের সামাজিক, ধর্ম্ম বিষয়ক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না — সমাজে তাহাদের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না। তাহারা দীন হীনের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা উন্নত ছিল না। এই হতভাগ্যেরা মানব সমাজের সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিত। উচ্চবর্ণের কেহ যদি নীচবর্ণের কাহাকেও দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন, তবে সেই অভাগা নিজকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত।

এই প্রকার অন্যায় অত্যাচার এবং অনর্থকর মিথ্যাড়ম্বরে যখন ভারতভূমি প্লাবিত তখন মানব-সমাজ ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি তাহার অসন্তোষ ও অবিশ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহারা এইরূপ একজন সর্ব্বজ্ঞ মহা

মানব সমাজের ব্যাকুলতা ও বুদ্ধের আবির্ভাব।

মানবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, যিনি স্বীয় চরিত্র ও উপদেশ প্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য এইরূপ একটি পবিত্র, প্রশস্ত ও নির্দ্দোষ আদর্শ উপস্থিত করিতে পারেন, যাহার অনুসরণ করিয়া তাহারা স্বীয় জীবনের চরম উৎকর্ষতা সাধন করিতে সমর্থ হয়। যেই সময় লোকে এইরূপ জগদ্গুরুর প্রতীক্ষায় প্রচলিত ধর্ম্মের বিলোপ সাধনে উৎকণ্ঠিত, ঠিক সেই সময় শাক্যরাজ-কুমার সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুম মূলে সম্যক্‌জ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়া সপ্ত সপ্তাহ পরে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন —

অপারুতা তেসং অমতস্স দ্বারং,
যে সোতবন্তো পমুঞ্চন্তু সদ্ধং।

এই সম্বন্ধে বিগত বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—"ভগবান বুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তর। ... ... বেদ ও বর্ণাশ্রম শাসিত সমাজ—ঐশ্বর্য্যে ও বীর্য্যে সমুন্নত ভারতের উদ্ধত ক্ষত্রিয় সম্রাটগণের আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ পশুবলির রুধিরাক্ত যজ্ঞাগ্নির ধূমে আচ্ছন্ন ভারতভূমি—স্ত্রী-শূদ্রের আত্যন্তিক ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে বহু নিপীড়িত নরনারীর আর্ত্তক্রন্দনে মুখরিত ভারতভূমি—দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটগণের পরপীড়ন ও নিষ্ঠুর বিলাসে পরিপূর্ণ ভারতভূমিতে করুণাময় বুদ্ধের আবির্ভাব, এক অভূতপূর্ব্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। প্রচলিত বিশ্বাস, আচরণের ধর্ম্ম, গতানুগতিক লোক ব্যবহার এসকলকেই উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের নামে ভগবান বুদ্ধ সকলকেই আহ্বান করিলেন! এবং বলিলেন,—আমি মানব-সন্তান, সাধনাবলে জন্ম ও জগতের রহস্য অবগত হইয়াছি; দুঃখ কি জানিয়াছি, দুঃখের কারণ জানিয়াছি, সেই কারণ দূর করিবার উপায়ও জানিয়াছি। সত্যকে লাভ করিয়া আমি যেমন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি, তোমরা সকলে এবং প্রত্যেকে তদ্রূপ মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হইতে পার। কোন রহস্য, কোন অলৌকিক গুপ্ত-তত্ত্ব না বলিয়া তিনি দুঃখ-জরা-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির অষ্টপথ নির্দ্দেশ করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকেই মুক্তির পথে আহ্বান করিলেন।"

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনী তিনটী নিদান বা কাল-পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে।

১। 'দূরে নিদানং'—দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

২। 'অবিদূরে নিদানং'—নাতিদূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

৩। 'সন্তিকে নিদানং' — সমীপবর্ত্তী পরিচ্ছেদ।

সুমেধ তাপসের প্রণিধান বা সম্বুদ্ধত্ব লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে বোধিসত্ত্বের তোষিত স্বর্গে সন্তোষিত দেবপুত্ররূপে অবস্থান পর্য্যন্ত যে কাল, তাহা দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ বলিয়া আখ্যাত। সিদ্ধার্থের গর্ভাবক্রান্তি হইতে বুদ্ধত্ব লাভ পর্য্যন্ত যে কাল তাহা নাতিদূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ; সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে মহা পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কালই সমীপবর্ত্তী পরিচ্ছেদ নামে কথিত হয়। দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ কয়েকটি কল্পে বিভক্ত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে, ইহার প্রত্যেক কল্পে এক বা একাধিক সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার শেষ কল্পের নাম ভদ্র কল্প এবং এই ভদ্র কল্পের শেষভাগে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দীপঙ্কর প্রমুখ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের আবির্ভাব সময়ে সুমেধ তাপস বোধিসত্ত্বরূপে বিভিন্ন দেবতা, মনুষ্য ও তীর্য্যগ জাতিতে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নাতি দূরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের বিস্তৃতি কাল মাত্র ৩৫ বৎসর। শাক্য-কুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হইতে বুদ্ধত্ব লাভ পর্য্যন্ত এই পরিচ্ছেদের সীমা। নিকটবর্ত্তী পরিচ্ছেদের বিস্তৃতি কাল ৪৫ বৎসর। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ হইতে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত।

বুদ্ধের জীবন কাহিনী তিন অংশে বিভক্ত।

বুদ্ধের ধর্ম্ম-প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ পাঠের পূর্ব্বে তাঁহার সমসাময়িক কালের ভারতের ইতিহাস, ভূগোল সমাজ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে পাঠকের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমি রাহুল সাংকৃত্যায়নজীর হিন্দী রচনা অবলম্বনে এই স্থানে ঐ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা প্রত্যেক সূত্রের 'এবম্মে সুতং, একং সময়ং ভগবা ... ... বিহরতি' এই বাক্য পাঠ করিয়া অবগত হইতে পারি। সমস্ত ত্রিপিটক তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি পশ্চিমে যমুনার তীর পর্যন্ত গমন করেন নাই। আমরা একবার তাহাকে মথুরা ও বৈরঞ্জার মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া ১ গমন করিতে দেখি। তিনি মথুরা পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার মথুরায় উপদিষ্ট কোন উপদেশ পাওয়া যায় না। আমরা ইহাও মনে করি যে, বৈরঞ্জ গ্রাম একরূপ সুপ্রসিদ্ধ রাজপথের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। উক্ত পথ দিয়া পশ্চিমে বৈরঞ্জ, সোরেয় (সোরোঁ—জেলা এটা), সঙ্কাশ্য (সংকশা-বসন্তপুর — জেলা ফরক্কাবাদ) এবং কাণ্যকুব্জে (কনৌজ) গমনাগমন করা যাইত। কুরুদেশের কম্মাসদম্ম ২ এবং থুল্লকুট্টিত নগরে ৩ বুদ্ধ গমন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এই নগরদ্বয় যমুনা এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ (বর্ত্তমান মিরাট, মজফর নগর ও সাহারণপুর জেলা) বলিয়া পরিচিত। যমুনার তীরে গমন করিলে নিশ্চয়ই ইন্দ্রপ্রস্থ সম্মুখে পড়িত। ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্বদিকে কজঙ্গলায় ৪ (বর্ত্তমান কাঁকজোল, সাঁওতাল পরগণা) গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দিকে তাঁহার গমনের ইহাই শেষ সীমা। কজঙ্গলার দেশান্তর রেখার একস্থানে কোশি নদী গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কোশির পশ্চিম এবং গঙ্গার উত্তরাংশে অঙ্গুত্তরাপ প্রদেশ অবস্থিত ছিল। ভাষার দৃষ্টিতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় তথনও

বুদ্ধের পর্য্যটন ভূমি

---

১ ছব সুত্ত—অঙ্গুত্তর নিকায়।

২ সতিপট্ঠান সুত্তন্ত — মজ্ঝিম নিকায়। ৩ রট্ঠপাল সুত্তন্ত — মজ্ঝিম নিকায়। ৪ কজঙ্গলা সুত্ত— অঙ্গুত্তর নিকায়

তাহা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অঙ্গুত্তরাপ প্রদেশের আপণ নগরে যে বুদ্ধ গিয়াছিলেন এবং ঐ প্রদেশ যে মগধ-রাজ বিম্বিসারের শাসনাধীনে ছিল তাহাও আমরা জানিতে পারি ৫। বুদ্ধ অঙ্গুত্তরাপের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেও কোশি নদীর পূর্ব্বাংশে গিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দিকে দশার্ণ-এ (পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড), তাহার গমনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। চেদিতেও বড় বেশী গেলে বিন্ধ্য এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। ভর্গদেশে (দক্ষিণ মির্জ্জাপুর — জেলা বেণারস) যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়; কিন্তু এস্থানেও বিন্ধ্যাটবী ও তাহার দক্ষিণাংশে গমনের কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। বিহার প্রদেশে তাঁহার বিচরণ ভূমির সীমা শাহাবাদ ও গয়া জিলা পর্য্যন্ত, বড় বেশী হইলে হাজারীবাগ এবং সাওতাল পরগণা জেলা পর্য্যন্ত হইতে পারে; বুদ্ধের বিচরণ ভূমি পালি সাহিত্যে মধ্যদেশ নামে অভিহিত।

মধ্যদেশের শাসক মণ্ডলী। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিস্তারে কোশল রাজ্য তৎকালে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। অঙ্গুলিমাল সূত্র ৬ পাঠে অবগত হওয়া যায়, বৈশালীর লিচ্ছবী ও মগধ-রাজ বিম্বিসার উহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী ছিলেন। কোশল রাজ্যের

কোশল রাজ্য

পূর্ব্বাংশে অবস্থিত শাক্য (মেতলুপ, সামগাম, কপিলবস্তু), কোলিয় (দেবদহ) এবং মল্ল, (কুশীনারা, পাবা, অনুপিয়া) রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মল্ল প্রজাতন্ত্র কোশল রাজ্যের প্রভাবাধীন ছিল। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা কুশীনারা নিবাসী বন্ধুল মল্লকে ৭ কোশল রাজ্যের প্রধান সেনাপতি

---

৫ সেল সুত্তন্ত — মজ্ঝিম নিকায়। ৬ মজ্ঝিম নিকায়। ৭ ধম্মপদট্ঠকথা।

পদ প্রদান উল্লেখ করিতে পারি। শাক্যদের উপর কোশল রাজ প্রসেনদির কিরূপ প্রভাব ছিল তাহা কোশল-রাজ শাক্য কুমারী প্রার্থী হইলে মহানাম আদি শাক্য-প্রধানদের মন্ত্রণা ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণে কোশল রাজ্যের সীমা কাশীদেশ হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাশীর রাষ্ট্রীয়তার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত কোশল-রাজ প্রসেনদির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নামমাত্র 'কাশীরাজ' ৮ উপাধি গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। তদ্রূপ সম্ভবতঃ কোন মগধ-কুমারও চম্পাবাসীর সন্তোষ বিধানার্থ 'অঙ্গরাজ' ৯ উপাধি গ্রহণ করিয়া চম্পায় বাস করিতেন। পশ্চিমে কোশল রাজ্য-সীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা পালি সাহিত্য হইতে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। উত্তর পঞ্চালের (পাঞ্জাব কোনও নগরে বুদ্ধের উপস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায় না। লক্ষ্ণৌ ফরিদাবাদের উত্তর জেলায় এবং রুহেল খণ্ডে নিশ্চয়ই নিবিড় অরণ্য ছিল; তথাপি সেখানে যে একেবারে লোকের বসতি ছিল না তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। কারণ যৎসামান্য পাথেয় লইয়া সার্থবাহ সহগামী জীবকের তক্ষশিলা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সাকেতে (অযোধ্যায়) ১০ উপস্থিত হওয়ার বৃত্তান্ত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই অরণ্যানির মধ্য দিয়া উত্তর ভারতের এক বাণিজ্য পথ চলিয়া গিয়াছিল এবং এই পথের মধ্যে কোন সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র থাকার আবশ্যকতা ছিল। উত্তর পঞ্চালে কোন রাজশক্তির পরিচয় না পাওয়ায় বোধ হইতেছে, তাহা কোশলের অধীন ছিল এবং এই হেতু গঙ্গা কোশলের পশ্চিম সীমা হইবে। কোশল রাজ্য স্বীয় প্রভাবাধীন প্রজাতন্ত্র রাজ্য সহ গঙ্গা, মহী (বর্ত্তমান গণ্ডক) এবং হিমালয় দ্বারা পরিবেষ্টিত

---

৮ সমন্ত পাসাদিকা; ৯ ঘোটমুখ সুত্তন্ত—মজ্ঝিম নিকায়; ১০ মহাবগ্গ।

ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কোশল রাজের মল্লিকা, বাসবক্ষত্রিয়া, সোমা ও সকুলা ১১ (শেষোক্ত দুই জন সহোদরা) নামে চারিজন রাণী ছিলেন। তন্মধ্যে মল্লিকা পাটরাণী। প্রসেনদি শাক্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি মানসেই বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন ১২। তাঁহার গর্ভে সেনাপতি বিডুঢ়বের জন্ম হয়। বিডুঢ়ব দ্বারা পিতার সিংহাসন চ্যুতি এবং কিরূপে শাক্যজাতির বিনাশ সাধন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অচিরবতী (বর্ত্তমান রাপ্তী) নদীর আকস্মিক জল প্রবাহে সসৈন্য মৃত্যু-কবলে পতিত হন, তাহা ধর্ম্মপদার্থকথা পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রসেনদির বজিরা ১৩ নামে মল্লিকা দেবীর গর্ভজাত ১৪ একমাত্র তনয়া ছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ১৫। বিডুঢ়বের মৃত্যুর পর কোশল রাজ্য অজাতশত্রুর অধিকৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

১১ কন্নথলক সুত্তন্ত — মজ্ঝিম নিকায়; ১২ ধম্মপদট্ঠকথা; ১৩ পিয়জাতিক সুত্তন্ত — মজ্ঝিম নিকায়; ১৪ মল্লিকা সুত্ত — সংযুক্ত নিকায়।

১৫ কোশল সংযুক্ত, ইহার অর্থকথা ও জাতকার্থ বর্ণনার বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজা বিম্বিসার কোশলরাজ মহাপসেনদির বা মহা প্রসেনজিতের কন্যা কোশল্যা দেবীকে বিবাহ করিয়া কাশীগ্রাম যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডাদি গর্হিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া অজাতশত্রুর মাতৃ সম্পর্কিত কোশলরাজ পসেনদি বা প্রসেনজিত কাশীগ্রাম স্বাধিকারে আনয়ন করেন। এই ব্যাপার লইয়া অজাতশত্রু ও প্রসেনজিতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। অজাতশত্রু প্রথম তিন যুদ্ধে জয়ী হন। চতুর্থ যুদ্ধে তিনি প্রসেনজিতের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া কোশলে আনীত হন। কোশল রাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অজাতশত্রু নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং রাজা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর সহিত স্বীয় কন্যা বজিরা বা বজ্রার বিবাহ দিয়া অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম যৌতুক প্রদান করেন। — বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ।

কোশল-রাজ প্রসেনদি এবং বৎসরাজ উদয়নের ন্যায় মগধ-রাজ বিম্বিসারও বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। অঙ্গুত্তরাপ (ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলান্তর্গত গঙ্গার উত্তরাংশ) বিম্বিসারের অধীন ছিল। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে কোন প্রভাবশালী রাজ্য ছিল না। অজাতশত্রুর শাসনকালে মগধের তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল। কোশল রাজ্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিস্তৃত ও চির প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাহা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে ছিল। লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্রের শক্তিশালীতার কথা এতদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় যে, তাহার সৈন্য গঙ্গানদী পার হইয়া মগধের অভ্যন্তরে পাটলিগ্রামে (পাটনায়) শিবির স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল ১৬। অজাতশত্রু ও লিচ্ছবীদের সীমান্তপ্রদেশ দিয়া হিমালয় হইতে বণিকদের গমনাগমনের একটী সুপ্রসিদ্ধ পথ ছিল ১৭ বণিকদের নিকট শুল্ক আদায় লইয়া উভয় শক্তিতে বিরোধ ছিল ১৮। সীমান্তপ্রদেশ অঙ্গুত্তরাপ এবং বিদেহের সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা ইহাও অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন বিদেহের একাংশ লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল। মগধের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অবন্তীরাজ প্রদ্যোত। ইনি একবার বিম্বিসারের নিধন সংবাদ শুনিয়া অজাতশত্রুর দর্পচূর্ণ এবং তাহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং মগধের রাজধানী রাজগৃহ আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ১৯। তাঁহার ভয়ে মগধের প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার সেনাপতি

মগধ-রাজ্য

---

১৬ উদানট্ঠকথা।

১৭ সম্ভবতঃ জয়নগর (দ্বারভাঙ্গা) হইতে ধনকুটা যাইবার পথ।

১৮ সুমঙ্গল বিলাসিনী।

১৯ গোপক মোগ্গল্লান সুত্তন্ত — মজ্ঝিমনিকায়।

উপনন্দ সহ রাজগৃহ সুরক্ষিত করিতেছিলেন ২০। প্রদ্যোতের রাজ্যসীমা মগধ হইতে সোজা কোন পার্শ্বে কোথায় মিলিত হইয়াছিল এতদ্দ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। বোধ হয়, পালামৌ ও রাঁচা জেলার দ্বারভাঙ্গা অরণ্যে মিলিত হইয়াছিল। প্রদ্যোত যে নিঃস্বার্থভাবে অজাতশত্রুকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। বিশেষভাবে বোধ হইতেছে, গঙ্গার উপত্যকা ভূমির জন্য এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রদ্যোতের জামাতা বৎসরাজ উদয়নের (উদেন) সঙ্গে প্রদ্যোতের ঘনিষ্ঠতা থাকা স্বাভাবিক প্রদ্যোতের দৌহিত্র, উদয়নের পুত্র বোধিরাজকুমার মগধের জন্য সুংসুমার গিরিতে (চুনার পর্ব্বতে) লুকাইত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় প্রদ্যোত এই দিক দিয়া মগধ আক্রমণ করিতে পারেন। সেই সময় অবন্তী এবং মগধের শক্তি সমস্ত উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। বৃজি এবং কোশল রাজ্য শান্তিপূর্ণ ভাবে বিজয় করিয়া অজাতশত্রুর শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পাটলিপুত্র সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্র

কোশল ও মগধের ন্যায় শক্তিশালী রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থিত এই সুনিয়ন্ত্রিত পরাক্রমশালী প্রজাতন্ত্র শাসিত লিচ্ছবী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিল। তাহার ভয়ে মগধরাজ পাটলি গ্রামে সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ২১। কোশল রাজেরও ইহার ভয় কম ছিল না ২২। ইহার রাজধানী বৈশালীর সঙ্গে

২০ গোপক মোগ্‌গল্লান সুত্তন্ত — মজ্‌ঝিম নিকায়।

২১ মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত — দীঘনিকায়।

২২ অঙ্গুলিমাল সুত্তন্ত — মজ্‌ঝিম নিকায়।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের তুলনা করা যাইতে পারে। মগধের রাজধানী রাজগৃহ পর্য্যন্ত ইহার নাগরিকতার অনুকরণ করিত ২৩। মগধের সঙ্গে মেসিডোনিয়ার তুলনা করা যাইতে পারে। ফিলিপ্ ও গ্রীস্ প্রজাতন্ত্রের অভিনয় ভারতে লিচ্ছবী ও অজাতশত্রুর মধ্যে অভিনীত হইয়াছিল। যদিও বা সেই সময়ের ঐতিহাসিক উপাদান অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না; তথাপি এতদ্দ্বারা এই গৌরবশালী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের একটি রূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। পরিতাপের বিষয়, এখনও এই দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই।

মগধের পশ্চিমে এবং অবন্তীর উত্তরে বৎসরাজ্য অবস্থিত ছিল। ভর্গ ও চেদি প্রদেশের কিয়দংশও ইহার অধীনে ছিল। বৎসরাজ্যের পশ্চিমে দক্ষিণ পঞ্চাল রাজ্য অবস্থিত ছিল। বোধ হয়, তাহাও বৎসরাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্ত ছিল না। পঞ্চাল রাজ্য বৎসরাজ্যের অধীন বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার পশ্চিমে আরও দুইটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজ্য দৃষ্টিগোচর হয়। একজন হইতেছেন, সুরসেনের রাজা মাথুর অবন্তীপুত্র ২৪। যিনি উদয়নের রাণী বাসবদত্তা (বসুলদত্তা) বা বোধি রাজকুমারের মাতার ভগ্নীপুত্র এবং প্রদ্যোতের দৌহিত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ এই রাজা মাথুরও প্রদ্যোতের প্রভাবাধীন ছিলেন। উত্তরে থুল্লকুট্‌ঠিতের রাজা কৌরব্য ২৫ অবস্থিত ছিলেন। ইনি বুদ্ধের সময় অতি বার্দ্ধক্যে — অশীতি বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন ২৬। এই কৌরব্য কোন কুরুবংশীয় রাজা হইয়া

বৎসরাজ্য

---

২৩ জীবকবত্থু — মহাবগ্‌গ।

২৪ মাধুরিয় সুত্তন্ত — মজ্‌ঝিম নিকায়। ২৫ রট্‌ঠপাল সুত্তন্ত — মজ্‌ঝিম নিকায়। ২৬ রট্‌ঠপাল সুত্তন্ত — মজ্‌ঝিম নিকায়।

থাকিবেন। সেই সময় এই বংশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বৎসরাজ উদয়ন ইহাতে বুঝা যাইতেছে, কৌরবা বৎসরাজের প্র হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শূরসেন রাজ্যও অন্ততঃ প্রদ্যোতের প্রভাবাধীন হইবার পূর্ব্বে বৎসরাজ কর্তৃক অনাক্রান্ত থাকা সম্ভবপর নহে। অবগত হওয়া যায়, কোশল রাজ্যের ন্যায় বৎসরাজ্যও অতি বিশাল ছিল এবং বৎসরাজ উদয়নও কোশলরাজ প্রসেনদির ন্যায় অন্তঃপুরাসক্ত ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা প্রদ্যোতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মগধ যেমন কোশল রাজ্য গ্রাস করিয়াছিল, তেমন এক পুরুষ পরে বৎস রাজ্যও অবন্তীর কবলিত হইয়াছিল। কালক্রমে বিচ্ছিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী মগধ ও অবন্তী উভয়ে মহাশক্তির কেন্দ্রভূত হইয়া গিয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ অজপাল-ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ-মূল হইতে জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু প্রপীড়িত জীবমণ্ডলীকে মুক্তিপদ প্রদর্শন করিবার মানসে করুণার্দ্রহৃদয়ে অভিযান করিয়াছিলেন। এই অভিযানে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি কিম্বা কামানের প্রলয়ঙ্কর গর্জ্জন ছিল না। এই অভিযান ছিল,—বহু জন হিতায় বহু জন সুখায়। কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

অভিযান

শান্তির দূতের রূপে তোমার সেই ধর্ম্ম অভিযান,
অহিংসায় দিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সম্মান।
তরবারি বলে নহে, নহে ক্রুদ্ধ কামান গর্জ্জনে,
বিভীষিকা রূপে নহে, নহে ধ্বংস প্রলয় ক্রন্দনে,
সেবা প্রেম-মৈত্রী দিয়ে, হৃদয়ে ধর্ম্ম দিয়ে তুমি,
একান্ত আপন করি নিয়েছিলে ভারতের ভূমি।

ভগবান বুদ্ধের অভিযান দুই প্রকারের ছিল। তাহা ত্বরিত অভিযান ও অত্বরিত অভিযান নামে অভিহিত। সুদূরে বোধনীয় অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইবার উপযুক্ত জীবকে দেখিয়া তাহার বোধের নিমিত্ত — তাহাকে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত দ্রুত গমন, ত্বরিত অভিযান নামে কথিত হয়। ইহা মহা কাশ্যপ স্থবির আদির প্রত্যুদ্গমন ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ মহা কাশ্যপ স্থবিরের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তে ৩ গব্যূতি (¾ যোজন) পথ গমন করিয়াছিলেন। আলবক যক্ষ ও অঙ্গুলিমালার জন্য ৩০ যোজন, পক্কুসাতির জন্য ৪৫ যোজন, মহাকপ্পিনের নিমিত্ত ১২০ যোজন, ধনিয়ের জন্য ১০৭ যোজন এবং শারীপুত্রের শিষ্য অরণ্যবাসী তিষ্য শ্রামণেরের জন্য ১২০ যোজন ৩ গব্যূতি পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি ও লোক ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রে প্লাবিত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ক্রমশঃ গ্রাম হইতে নগরে, নগর হইতে অরণ্যে সমস্ত মধ্যদেশ ভ্রমণ করা অত্বরিত অভিযান নামে কথিত হয়। যাঁহারা তৎকালীন ধর্ম্ম ও সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম বরণ করিয়া মুক্তির অধিকারী এবং নবধর্ম্মের পতাকা বাহী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কতিপয় ক্ষণজন্মা নরনারী ও যক্ষের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এই গ্রন্থের ছয়টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেবদত্তের বিদ্রোহ ও তাহার পরিণাম, অষ্টম পরিচ্ছেদে বুদ্ধের অন্তিম জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী এবং পরিশিষ্টে বৌদ্ধ যুগের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

অভিযান দ্বিবিধ

এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। যিনি তাঁহাকে দেবাতিদেব, মারাতিমার এবং ব্রহ্মাতিব্রহ্মা বলিয়া

বিশ্বাস করেন, তিনি তাঁহার অলৌকিক যোগবল সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। কিন্তু যিনি তাহা বিশ্বাস না করেন তাঁহার প্রতি নিবেদন, — তিনি যেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভগবান বুদ্ধের অখণ্ডনীয় যুক্তি, অতুলনীয় জ্ঞান, অলৌকিক ধর্ম্ম এবং অমৃতময় উপদেশাবলী পাঠ করিয়া কৃতার্থ হন।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া এম, এ; বি, এল মহোদয় এই পুস্তকের সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি যাঁহাদের পুস্তক হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি "মহাপণ্ডিত" "ত্রিপিটকাচার্য্য" রাহুল সাঙ্কৃত্যায়নজীর নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। এই পুস্তকের পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে লিখিত অধিকাংশ ভৌগোলিক বৃত্তান্ত তাঁহার হিন্দী পুস্তক 'বুদ্ধচর্য্যা' হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পালিকাব্য 'দাঠাবংসে'র অনুবাদক শ্রীযুক্ত দ্বারিকা মোহন মুচ্ছুদ্দী মহাশয় পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পরিশেষে ব্রহ্মদেশ প্রবাসী চট্টল বৌদ্ধ উপাসকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; কেননা তাঁহাদের অর্থসাহায্য না হইলে এই পুস্তক প্রকাশের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহাদের জীবন শান্তিময় হউক। নির্ভুল বাঙ্গালা পুস্তক ছাপান বর্ত্তমানে সম্ভব নহে। এই পুস্তকে অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পাঠকদের হৃদয় বিশাল হউক এবং তাঁহাদের বুদ্ধের প্রতি ভক্তি তথা বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

দৃষ্টং কিমপি লোকেস্মিন্ ন নির্দোষং ন নির্গুণম্,
আবৃণুধ্বমতো দোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ।

আশ্বিনী পূর্ণিমা ২৪৭৯ বুদ্ধাব্দ
১১ই অক্টোবর,
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির
শাকপুরা, বোয়ালখালী,
চট্টগ্রাম।

বিষয়-সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(ভিক্ষু-সঙ্ঘ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(উপাসক-সঙ্ঘ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(উপাসিকা-সঙ্ঘ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(যক্ষ দমন)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(দেবদত্তের বিদ্রোহ)

অষ্টম পরিচ্ছেদ
(মহাপরিনির্ব্বাণ)

পরিশিষ্ট

ভ্রম সংশোধন

৩য় পৃষ্ঠায় "এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইলেন" এবং "এমন সময়ে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন" স্থলে "এমন সময় এক দেবতাব নিকট অবগত হইলেন" হইবে।

১০, ১৪, ১৭৩, ১৫৫ পৃষ্ঠায় "দান, শীল, স্বর্গ, কামভোগেব অপকারিতা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য" স্থলে "দান-শীল-স্বর্গ-কথা, কামভোগেব অপকাবিতা এবং গৃহবাস ত্যাগের মাহাত্ম্য" হইবে।

৪৭ পৃষ্ঠায় "তিনি আরণ্যক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক এবং সপাদানচারিক" স্থলে "অরণ্যবাস, পিণ্ডপাত, পাংশুকূল এবং সপাদানচার" হইবে।

২১৩ পৃষ্ঠায় "আমাদের গ্রামে" স্থলে "ইচ্ছানঙ্গল গ্রামে" হইবে।

২৭২ পৃষ্ঠায় "হস্তী, অশ্ব ও গোশালা" স্থলে "হস্তী-অশ্ব-গো-শালা" হইবে।

শুদ্ধি-পত্র *

।৵.২৫ সপ্তদশম ; ।৶.৩ অষ্টাদশম, ঊনবিংশতিতম ; ।৶.৪ বিংশতিতম, একবিংশতিতম, চতুশ্চত্বারিংশতম ; ১০.৮ অপকারিতা ; ১১.৯ যশ ; ১১.১৪ মুণ্ডন ; ১১.১৮ মুণ্ডন ; ৩৭.৭ স্বৈশ্বর্য্যে ; ৪৩.১০ ব্রত ; ৪৪.১৩ মুণ্ডন ; ৫৮.২ যুবক ; ৬৪.৮ প্রাণীরা ; ৭২.২ পূর্ব্বাহ্ণ ; ৭৪.৪ পূর্ব্বাহ্ণ ; ৮৯.১৯ গ্রহণের ; ১২০.৫ পূর্ব্বাহ্ণে ; ১২০.৬ অপরাহ্নে ; ১৬২.১৫ গ্রহণ ; ১৭০.১৮ মধ্যাহ্ন ; ১৮৩.২২ উপযুক্ত ; ১৯৫.২২ ভূমিখণ্ডে ; ১৯৬.১৩ সোনা ; ২০৬.১৮ আগ্রহাতিশয্যে ; ২৩১.২১ আভ্যন্তরিক ; ২৩৭.২ সম্পদায় ; ২৫২.২২ অঙ্গে পরিপূর্ণ ; ২৬৩.২৩ পুনর্জ্জীবিত ; ২৬৪.১৬ নির্ম্মাণ ; ২৭৭.৩ আগুন ; ২৮০.১৪ আদেশানুযায়ী ; ২৮২.১০ বাসযোগ্য ; ২৮২.১৪ পূর্ব্বাহ্ণে ; ২৮৫.১৩ যাত্রা ; ২৯০.১ রাণী ; ২৯১.২০ মহারাণী ; ২৯২.১৯ রাণী ; ২৯৫.২১ ভাগ ; ৩০২.৫ রক্তবর্ণে ; ৩০৩.১৪ মালিক ; ৩০৪.৩ ছিলাম ; ৩০৪.১৩ মনীব ; ৩০৭.৭ গৃহকর্ত্রী ; ৩০৮.২ গৃহকর্ত্রীর ; ৩০৮.১৪ আর্য্যে ; ৩১০.৫ মিথ্যাবাদীকে ; ৩১১.৭ বাল্যকালের ; ৩১৫.১৯ অর্বন , ৩২৩.৪ চর্ব্বণ ; ৩৪১.১৭ সারথ ; ৩১৫.২২ অনুচরেরা ; ৩৫৫.২২ বর্ধকারকে ; ৩৫৫.২২ বিলাসিনী ; ৩৬০.৩ কয় ।", ৩৬২.১১ ভেরি ; ৩৬৯.১৪ সায়াহ্নে ; ৩৭৩.২০ পূর্ব্বজন্মের ; ৩৭৪.২০ নগরীর ; ৩৭৭.১৮ জীবিতা ; ৩৮৫.১১ ভগবানের ; ৩৮৭.৫ সব্বাটি ; ৪১৪.৭ আট ।

---

* সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পংক্তি বোধক।

নমো অদ্বয় বাদিনো

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির

বুদ্ধের অভিযান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বারাণসীতে

সবলং নিহত্য মারং বোধিঃ প্রাপ্তো হিতায় লোকস্য।
বারাণসীমুপগতো ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনায় ॥

সিদ্ধার্থ কুমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সপ্ত সপ্তাহ পরে অজপাল-ন্যগ্রোধ-বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন,— "আমি অনন্ত জন্মাবধি দশবিধ পারমী পূর্ণ করিয়া এখন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। বড় কঠোর সাধনায় এই সংসারের কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং সূক্ষ্ম। সাংসারিক জীবসমুদয় রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে অভিভূত। তাহারা কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব চিন্তা করিবার অবসর পায় না; সংসারের ক্ষণিক আমোদ-প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে। যদি এই প্রকার লোকের নিকট দ্বাদশ নিদানের (প্রতীত্য সমুৎপাদ) ব্যাখ্যা করি, তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।

সংসারে প্রকৃত অধিকারী লোকের বড় অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাসনার ক্ষয় সাধিত হইলে মানব মোক্ষের অধিকারী বা মুমুক্ষু হয় এবং সেইরূপ লোকই এই কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব-জ্ঞান অবগত হইয়া নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়; রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যে অভিভূত লোক অধিকারী নহে। তাহারা আমার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝিতে সমর্থ হইবে না এবং সেইরূপ লোককে উপদেশ দেওয়াও বৃথা। এখন আমি কি করিব? তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিবার পাত্র কোথায় পাইব? সংসারের লোক ত মোহে উন্মত্ত; তাহাদের চক্ষের উপর মোহের আবরণ পড়িয়াছে। তাহারা হিতজনক বাক্য বুঝিতে অক্ষম। কুকুর যেমন শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিয়া অস্থির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুখ হইতে নিঃসৃত শোণিতের স্বাদ অস্থির স্বাদ মনে করিয়া তৃপ্তি বোধ করে, বর্ত্তমানে লোকের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। তাহারা বাস্তবিক করুণার পাত্র। তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইতে গেলেও তাহা শুনিতে প্রস্তুত নহে বলিয়া মনে হইতেছে। আমি কঠোর সাধনা প্রভাবে যেই সত্য লাভ করিয়াছি, তাহা কি আমার পরিনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই জগত হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে? পণ্ডিতেরা কর্ম্মকাণ্ডের জালে আবদ্ধ রহিয়াছে, সাধারণ লোকেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। উভয় পক্ষে অধিকারী লোক দেখা যাইতেছে না।”— এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে রুদ্রক ঋষির কথা স্মরণ হইল।

তখনই তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। তিনি ভাবিলেন,—"রুদ্রক বয়োবৃদ্ধ সংযমী পুরুষ। তাঁহার হৃদয় দীর্ঘদিন যোগ সাধনায় নির্ম্মল হইয়াছে; রাগ, দ্বেষ, মোহের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল। তিনি অবশ্যই এই বিমুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভের উত্তম অধিকারী।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন, রুদ্রক পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তদ্দর্শনে বুদ্ধ মনে মনে বলিলেন—"হায় রুদ্রক! আপনি ইহ-সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন! জীবিত থাকিলে আমার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে কতই প্রসন্ন হইতেন।"

অতঃপর চিন্তা করিলেন—"উত্তম অধিকারীর অভাবে মধ্যম অধিকারীকে হইলেও আমার উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন; তাহা হইলে আমার শিক্ষা আমার অন্তর্দ্ধানের পরও জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।" অনেক চিন্তার পর আড়ার-কালামকে মধ্যম অধিকারী ভাবিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিবার মানসে রাজগৃহ গমনের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময়ে দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলেন,—"তিনিও ইহধাম হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।" তখন বুদ্ধ হতাশ হইলেন। নৈরাশ্যে তাঁহার মন নিমগ্ন হইল। ভাবিলেন—"আমি একাকী-ই কি বিমুক্তি সুখ ভোগ করিব? এরূপ করিলে আমিও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? জীবমণ্ডলী অনন্ত-দুঃখ ভোগ করিবে, আর আমি চিরানন্দময় বিমুক্তিসুখ ভোগ করিব, ইহা তো বড়

স্বার্থপরের কথা! ভাবী মানবেরা যখন শুনিবে, আমি অশ্রুতপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিয়া জগতের হিতের জন্য বিতরণ করিয়া যাই নাই, তখন তাহারা আমাকে কি মনে করিবে? এখন প্রকৃত অধিকারী কোথায় পাইব? যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ত চলিয়া গিয়াছেন। অনধিকারীকে উপদেশ দেওয়া ত ঠিক নহে। অনুর্ব্বর ভুমিতে উপ্ত বীজ যেমন ফলদায়ক হয় না তেমন অনধিকারীকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়াও বৃথা। এইরূপ করিলে বিপরীত ফল প্রসব কবিতে পারে। কি করিব? কোথায় যাইব? রুগ্ন স্বীয় রোগের সংবাদ দিতেছেনা; কুষ্ঠরোগী স্বীয় কুষ্ঠকে আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছে। হায়! মানবেরা পাপে একেবারে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। কি করিব? কিরূপে মানবের চক্ষু হইতে মোহের আবরণ অপসৃত করিয়া সত্য-ধর্ম্ম প্রদর্শন করাইব?”

যাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে যাইয়া অবস্থান করিতেছেন হঠাৎ তাঁহার সেই পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় শিষ্যদের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল। তাঁহাদের কথা মনে হওয়াতে পুনঃ তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন — “উত্তম ও মধ্যম অধিকারী পাওয়া না গেলেও অধম অধিকারী পাওয়া গেল। যাই, তাহাদের নিকট আমার নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করি। তাহাদের হৃদয় অবশ্যই সাধারণের হৃদয় অপেক্ষা নির্ম্মল। তাহাদের সংস্কার উত্তম। তাহারা রুদ্রক ও আড়ারকালাম হইতে নিকৃষ্ট হইলেও আমার

উপদেশ গ্রহণে সমর্থ হইবে। তাহারা ব্যতীত আমার এই দার্শনিক-মতবাদ অপরে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।"-- এই চিন্তা করিয়া স্বীয় পাত্র-চীবর লইয়া বারাণসীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কিয়দ্দূর গমনের পর মহাবোধি ও গয়ার মধ্যবর্ত্তী পথে আজীবক * সম্প্রদায়ের উপক নামক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলেন। উপক বুদ্ধের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরী তাহার অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিল। অতঃপর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল — "ভগবন্, আপনার বদনমণ্ডল প্রশান্ত — আনন্দপূর্ণ দেখা যাইতেছে। তদ্দ্বারা আমি বুঝিতেছি, আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন, আপনি কাহার নিকট এই অলৌকিক দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন?" বুদ্ধ স্মিতহাস্যে বলিলেন — "হে উপক, আমি জগতের কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব স্বয়ং অবগত হইয়াছি। আমি সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত, আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, জন্মের কারণ তৃষ্ণা আমার ধ্বংস হইয়াছে, আমি জীবন্মুক্ত। আমি নিজেই সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি। আমার উপদেষ্টা কোন গুরু নাই।"

* এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বরূপ।

তচ্ছ্রবণে আজীবক বলিল — "তাহা সম্ভব হইতে পারে। ভগবন্, বলুন, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" বুদ্ধ বলিলেন —

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরিং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেস্বপ্রতিবর্তিতম্ ॥

"আমি বারাণসীতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার মানসে যাইতেছি। এই ধর্ম্মচক্র জগতে কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।"

আজীবক বুদ্ধের তেজোগর্ভ বাক্য শুনিয়া "এইরূপ হইতে পারে"— বলিয়া মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক অন্যদিকে চলিয়া গেল। ভগবান বুদ্ধ যথাসময় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বর্ষার আবিল জলরাশিতে গঙ্গানদী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যোগবলে আকাশমার্গে গঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইলেন।

সোয়ং দৃঢ়প্রতিজ্ঞো বারাণসীমুপাগতো মৃগদাবম্।
চক্রং হ্যনুত্তরমসৌ প্রবর্তয়িতাহ্যদ্ভুতঃ শ্রীমান্ ॥

তথা হইতে বারাণসী নগরে যাইয়া ভিক্ষান্নে ভোজন সমাধা পূর্ব্বক বরুণা নদী পার হইয়া ঋষিপতন অরণ্যের মৃগদায় (সারনাথ) নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কৌণ্ডিণ্য বপ্প, ভদ্দিয়, অস্সজি ও মহানাম আদি পঞ্চবর্গীয় শিষ্য — যাঁহারা সিদ্ধার্থ উরুবেলায় অনশন ব্রত ত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন সেস্থানে

বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল, সিদ্ধার্থ কোন দিনই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহাকে মৃগদায়ে — আপনাদের আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পরিহাস করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন — "সিদ্ধার্থ ত দেখিতেছি ভিক্ষান্নে উদর পূর্ণ করিয়া বেশ স্থূলকায় হইয়াছেন। তিনি এখানে কেন আসিতেছেন।" যখন বুদ্ধ তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; সকলে অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা সংকার করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবেশন করিলে তাঁহারা বলিলেন — "ভো গৌতম, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?" বুদ্ধ বলিলেন — "ভিক্ষুগণ, আমি সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করিয়াই তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি।"

বুদ্ধের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান বুদ্ধ পুনরায় বলিলেন — "ভিক্ষুগণ, তোমরা বিশ্বাস কর, আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি সংসারের কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব অবগত হইয়া জীবন্মুক্ত তথা বিগত-শোক হইয়াছি।"

ভগবান বুদ্ধের এইরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া কৌণ্ডিণ্য — যিনি সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ তিনি উপদেশ শুনিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং সঙ্গীদিগকে বলিলেন —

"বন্ধুগণ, উপদেশ না শুনিয়া তোমরা কিরূপে মনে করিতে পার, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই? যখন তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, তখন আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহার উপদেশ শুনিয়া গ্রহণযোগ্য হইলে গ্রহণ করা।"

সেইদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। সূর্য্য পশ্চিমগগনে অস্তগমন করিতেছে, পূর্ব্বগগনে চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমুদিত হইতেছে, এমন সময় ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগের নিকট ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের বীজ বপন করিলেন।

উপদেশ শ্রবণে তাঁহারা প্রসন্ন ও সংশয় বিহীন হইয়া ভগবানকে বলিলেন—"ভন্তে, আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।"

ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, এস, ধর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সম্যকপ্রকারে দুঃখের চির অবসানের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।" তচ্ছ্রবণেই তাঁহারা উপসম্পদা লাভ করিলেন। জগতে সর্ব্বপ্রথম এই পঞ্চবর্গীয়েরাই ভগবান বুদ্ধের পবিত্র ভিক্ষু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

কৌণ্ডিণ্যং প্রথমং কৃত্বা পঞ্চকাশ্চৈব ভিক্ষবঃ।
ষষ্ঠীনং দেবকোটীনং ধর্ম্মচক্ষুর্বিশোধিতম্॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশ ও তাঁহার বন্ধুবর্গ

ভগবান বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদায়ে (সারনাথে) প্রথম বর্ষা যাপন করিলেন।

সেই সময় বারাণসী শ্রেষ্ঠীর যশ নামে একটি সুকুমার পুত্র ছিল। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর উপযোগী তাঁহার তিনটি সুরম্য প্রাসাদ ছিল। বর্ষা ঋতুর চারি মাস তিনি নৃত্যগীত-কলাবিশারদ নর্ত্তকীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। এই চারি মাস তিনি অন্য পুরুষের মুখাবলোকন কিংবা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতেন না। একদিন রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিতে পাইলেন—"সারারাত্রি তৈল-প্রদীপ জ্বলিতেছে নর্ত্তকীরা সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। কাহারও বগলে বীণা, কাহারও গলায় মৃদঙ্গ, কাহারও আলুথালু বেশ, কাহারও মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতেছে, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে।" তদ্দর্শনে তাঁহার নিকট এই সুরপুরী সম প্রমোদ-ভবন শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইয়া ঘৃণার সঞ্চার হইল। বৈরাগ্যে

তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন :—
"অহো, বড় সন্তাপ! অহো, বড় পীড়া!!"

রাত্রি মধ্যম প্রহর। যশকুমার শয্যা ত্যাগ করতঃ স্বর্ণপাদুকা পায়ে দিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে নগরদ্বার দিয়া নির্গত হওতঃ ঋষিপতন মৃগদায়ের দিকে চলিতে লাগিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে যশকুলপুত্রকে আসিতে দেখিয়া আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। যশ বুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিষাদস্বরে বলিয়া উঠিলেন—
"অহো, বড় উপদ্রব! অহো, বড় পীড়া!!"

ভগবান তাঁহাকে বলিলেন :—"যশ, এখানে উপদ্রব নাই, এস্থান পীড়াদায়ক নহে। যশ, আসিয়া উপবেশন কর; আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব।"

তখন যশকুলপুত্র "এই স্থান উপদ্রব শূন্য, এই স্থান পীড়াদায়ক নহে"—এই বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া স্বর্ণপাদুকা উন্মোচন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে দান, শীল, স্বর্গ, কামভোগের অপকারীতা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শ্রবণে যখন যশের চিত্ত মৃদু হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, তখন পুনরায় তাঁহাকে দুঃখ, সমুদয় (দুঃখের কারণ), নিরোধ (দুঃখের বিনাশ) এবং মার্গ (দুঃখ বিনাশের

উপায়) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। কালিমা রহিত পরিষ্কৃত শুভ্রবস্ত্রে যেমন উত্তমরূপে রং লাগে তেমন সেই আসনে উপবিষ্টাবস্থায়ই যশকুমারের "যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম্ম তাহা নিরোধ ধর্ম্ম"— বলিয়া বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল।

যশ ভগবান বুদ্ধকে বলিলেন — "ভন্তে, আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।" ভগবান বলিলেন — "ভিক্ষু, এস, ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত। সম্যক প্রকারে দুঃখ বিনাশের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।" এই বাক্য বলা মাত্রই যশ কুমার উপসম্পদা (ভিক্ষুত্ব) প্রাপ্ত হইলেন।

বারাণসীতে বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিত এবং গবাম্পতি নামে অন্যান্য চারিজন শ্রেষ্ঠীপুত্র যশকুমারের গৃহী সময়ের মিত্র ছিল। তাহারা শুনিল — "যশকুমার গৃহত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু মুণ্ডণ পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে।" তখন তাহাদের মনে হইল — "এই ধার্ম্মিক সম্প্রদায় সাধারণ হইবে না, এই সম্প্রদায়ে প্রব্রজ্যাও সাধারণ হইবে না, যাহাতে যশকুমারের মত বিলাসী ধনীর নন্দন গৃহ পরিত্যাগ করতঃ কেশশ্মশ্রু মুণ্ডণ পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া গিয়াছে।"

একদিন তাহারা যশের নিকট উপস্থিত হইলে যশ তাহাদিগকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধ তাহাদিগকে সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাদের হৃদয়ে

বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিল। ভগবান বলিলেন:—

"হে ভিক্ষুগণ, এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত; সম্যক প্রকারে দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।"— এই বাক্য দ্বারাই তাহারা উপসম্পদা প্রাপ্ত হইল।

যশের গ্রামবাসী অন্য পঞ্চাশৎজন যশের ভূতপূর্ব্ব মিত্র শুনিল — "যশকুমার ... ... প্রব্রজিত হইয়াছে।" তচ্ছ্রবণে তাহাদেরও মনে হইল — "যেখানে যশকুমারের ন্যায় বিলাসী ধনীর নন্দন বিলাস সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হয়, সেই প্রব্রজ্যা সাধারণ নহে।" তাহারাও একদিন যশের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বুদ্ধের নিকট লইয়া গেলেন। ভগবান তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কামভোগের অপকারিতাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাহারাও ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিল। ভগবান তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উপসম্পদা প্রদান করিলেন।

রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা

ভগবান বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদায়ে বর্ষাবাস সমাপন পূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে নবধর্ম্মের বাণী প্রচারের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলার (বুদ্ধগয়া) দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে কাপাশ্য নামে একটি অরণ্যানী ছিল। সেই অরণ্যে ত্রিংশৎ জন ভদ্রবর্গীয় রাজকুমার সপত্নী প্রমোদবিহারে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ঊনত্রিংশৎ জনের বিবাহ হইয়াছিল। একজন অবিবাহিত ছিল। অবিবাহিত কুমারের জন্য একজন গণিকা আনয়ন করা হইয়াছিল। তাহারা সেই অরণ্যে স্ব স্ব পত্নী লইয়া আমোদ প্রমোদে রত ছিল। একদিন সকলে মদ্যপান করিয়া রাত্রে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে গণিকা তাহাদের মূল্যবান আভরণাদি লইয়া প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে তাহারা সংজ্ঞা লাভ করিলে দেখিতে পাইল, গণিকা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে তাহারা ব্যাকুল হইয়া গণিকার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

তাহারা অরণ্যে এদিক ওদিক গণিকার সন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ এক বৃক্ষমূলে ভগবান বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল — "ভগবন্, এই পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিয়াছেন কি ?" ভগবান বলিলেন, — "কুমার, তোমরা কেন ঐ স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিতেছ ?" তখন তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত

বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন—"কুমারগণ, তোমরা ত স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে কাল হরণ করিতেছ, তোমরা কোনদিন আত্মানুসন্ধান করিয়াছ কি? স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা তোমাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের উচিৎ নহে কি?" তাহারা কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিল,—"ভগবন্, আমরা আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছি।" বুদ্ধ বলিলেন—"কুমারগণ, তাহা হইলে তোমরা বস, আমি তোমাদিগকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবিব।"

ভগবান বুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে দান-শীল-স্বর্গ-কামভোগের অপকারিতা-ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং চতুরার্য্যসত্যের উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে কুমারগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। অতঃপর তাহারা প্রব্রজ্যার শান্তি-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কাশ্যপত্রয়

উরুবিল্ববনের পার্শ্বে নৈরঞ্জনা নদীতীরে কাশ্যপ গোত্রীয় তিনজন মহাবিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম — উরুবিল্ব-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ এবং গয়া-কাশ্যপ। এই তিনজন সহোদর ভ্রাতা বেদপারজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। উরুবিল্ব-কাশ্যপ পঞ্চশত শিষ্যকে বেদশিক্ষা দিতেন এবং অগ্নিপূজা করিতেন। নদী-কাশ্যপ নৈরঞ্জনা নদীতীরে স্বীয় তিনশত শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং অগ্নি উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের তৃতীয় সহোদর গয়া-কাশ্যপ গয়ায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার নিকট দুইশত শিষ্য বেদাধ্যয়ন করিত। এই তিনজন ব্রাহ্মণ অগ্নি উপাসক এবং কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কাপাশ্য বন হইতে উরুবেলায় উরুবিল্ব-কাশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন উরুবিল্ব-কাশ্যপ স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের আকাশব্যাপী ধূমে দশদিক আচ্ছাদিত ছিল। বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন — "কাশ্যপ, তোমার কোন অসুবিধা না হইলে তোমার আশ্রমে একরাত্রি বাস করিতে ইচ্ছা করি।" উরুবিল্ব-কাশ্যপ সম্মতি প্রদান করিলেন। ভগবান বুদ্ধ আশ্রমের পার্শ্বে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধের সঙ্গে উরুবিল্ব-কাশ্যপের মৈত্রীভাব

সঞ্জাত হইল। আস্তে আস্তে তাঁহার মৈত্রী শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিণত হইল। একদিন ভগবান বুদ্ধ সময় বুঝিয়া .তাঁহাকে আঁধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন :—

ন নগ্নচরিয়া ন জটা, ন পঙ্কা,
অনাসকা থণ্ডিলা সায়িকা বা।
রজোব জল্লং উক্কুটিকপ্পধানং,
সোধন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণ কঙ্খং॥

"হে উরুবিল্ব-কাশ্যপ, যাহার আকাঙ্ক্ষা বিনাশ হয় নাই, সে নগ্ন থাকিলে বা জটাধাবণ করিলে অথবা শরীরে পঙ্ক লেপন করিলে পবিত্র হইতে পারে না। অনশন ব্রত, অগ্নিপূজা, ভূমিশয়ন, ভস্মলেপন কিম্বা পায়ের গোড়ালিতে ভার দিয়া উপবেশন সবই বৃথা।"

বুদ্ধের এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন — "সত্যই ত আমি কর্ম্মকাণ্ডের বৃথা আড়ম্বরে নিরত থাকিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে উৎকর্ষতা সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়াছি। এখন প্রকৃত কার্য্য করিতে হইবে।"— এই ভাবিয়া পঞ্চশত শিষ্য সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যত হইয়া স্বীয় অরণি (অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ) আদি অগ্নিপূজার সামগ্রী নৈরঞ্জনা নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। বুদ্ধ পঞ্চশত শিষ্য সহ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। যখন এই সংবাদ নদী-কাশ্যপ ও গয়া-কাশ্যপ শ্রবণ করিলেন

তখন তাঁহারাও পঞ্চশত শিষ্য সহ আসিয়া বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গয়াশীর্ষ (ব্রহ্মযোনি) পর্ব্বতে আসিয়া 'আদিত্য পরিয়ায়' সূত্র দেশনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদের চিত্ত আস্রব হইতে বিমুক্ত হইল।

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

সেই সময় রাজগৃহে সঞ্জয় নামক পরিব্রাজক সার্দ্ধদুই শত পরিব্রাজক-পরিষদ সহ বাস করিতেন। তাঁহার দুই জন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন। শারীপুত্র উপতিষ্য গ্রামের * মহাসমৃদ্ধিশালী বঙ্কত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রূপশারী। এজন্য লোকে তাঁহাকে শারীপুত্র বলিত। মৌদ্গল্যায়ন কোলিত † গ্রাম নিবাসী সুজাত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম মৌদ্গলি। এজন্য জনসমাজে তিনি মৌদ্গল্যায়ন

---

* বর্ত্তমান নাম শারীচক্র, জিলা পাটনা।

† বর্ত্তমান নাম কুলভাণ্ডারি, জিলা পাটনা।

নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরম বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়ে একদিন রাজগৃহের 'সুপ্রতিষ্ঠিত-তীর্থ' নামক উৎসব-ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদের বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় তাঁহারা সঞ্জয়ের নিকট যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন পঞ্চবর্গীয়ের অন্যতম অশ্বজি ভিক্ষু রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন। দৈবযোগে সেইদিন শারীপুত্র অশ্বজিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া শারীপুত্রের হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি চিন্তা করিলেন — "জগতে অরহত বা অরহত মার্গ আরূঢ় যাঁহারা আছেন, উনি তাঁহাদের অন্যতম হইবেন। তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি কে, তাঁহার গুরু-ই বা কে এবং তিনি কোন্ মতাবলম্বী।" — এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় চিন্তা করিলেন — "এখন প্রশ্ন করিবার উপযুক্ত সময় নহে। উনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষাচর্য্যায় রত আছেন, আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।"

যখন অশ্বজি ভিক্ষা সমাপন করিয়া রাজগৃহ হইতে বাহির হইলেন তখন শারীপুত্র তাঁহার নিকট গমন করতঃ কুশল প্রশ্নান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন — "মহাত্মন্, আপনার ইন্দ্রিয় নিচয় শান্ত এবং আপনার শরীর-বর্ণ উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। আপনি কোন্ মতাবলম্বী এবং আপনার গুরু-ই বা কে?"

"বন্ধু, শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম আমার গুরু। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই আমি পালন করিয়া থাকি।"

"বন্ধু, আপনার গুরু কোন্ মতাবলম্বী? তিনি কোন্ সিদ্ধান্তই বা প্রচার করেন?"

"বন্ধু, আমি নূতন প্রব্রজিত। আমি আপনাকে বিস্তৃতরূপে বলিতে পারিব না, তবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতে পারি।"

"বন্ধু, অল্প-ই হউক বা বেশী-ই হউক আমার সারমর্ম্মই প্রয়োজন। সারমর্ম্ম আমাকে বলুন; বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আমার দরকার নাই।"

তখন অশ্বজি শারীপুত্রকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন— "হেতু হইতে উৎপন্ন যত বিধ ধর্ম্ম (দুঃখ আদি) আছে তাহার হেতু (সমুদয়) তথাগত বলিয়াছেন। তাহার উপশমও বলিয়াছেন এবং তাহার নিরোধের উপায়ও বলিয়াছেন। ইহাই মহাশ্রমণ বুদ্ধের মত।"

তখন শারীপুত্র পরিব্রাজক এই ধর্ম্ম-উপদেশ শুনিয়া "যাহা কিছু সমুদয় ধর্ম্ম সেই. সবই নিরোধ ধর্ম্ম"—বলিয়া অবগত হইলেন এবং তাঁহার বিরজ বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল।

অতঃপর শারীপুত্র মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজকের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মৌদগল্যায়ন দূর হইতেই শারীপুত্র পরিব্রাজককে আসিতে দেখিলেন। তিনি সমীপে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু, তোমার ইন্দ্রিয় নিচয় প্রসন্ন এবং শরীরবর্ণ উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। তুমি কি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছ?"

"হাঁ, বন্ধু, আমি অমৃত পাইয়াছি।"

"বন্ধু তুমি কিরূপে অমৃত পাইলে?"

"বন্ধু, আমি এই রাজগৃহে অশ্বজি ভিক্ষুকে অতি প্রশান্তভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া চিন্তা করিলাম,—'জগতে যত অরহত আছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম'—এই চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনার গুরু কে ... ... ?' অশ্বজি বলিলেন— 'হেতুজ যত ধর্ম্ম আছে, তাহার কারণ তথাগত বলিয়াছেন এবং তাহার নিরোধ-সম্বন্ধেও মহাশ্রমণ বলিয়াছেন'।"

তচ্ছ্রবণে মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজকেরও বিরজ বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল।

মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজক শারীপুত্র পরিব্রাজককে বলিলেন— "বন্ধু, চল, ভগবানের নিকট গমন করি, তিনি-ই আমাদের গুরু। আর এখানে যেই সার্দ্ধ দুই শত পরিব্রাজক আমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছে—আমাদের মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকেও বল — 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর'।" তখন উভয়ে ঐ পরিব্রাজকদের নিকট যাইয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ, আমরা ভগবান বুদ্ধের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের গুরু।"

"আমরা আপনাদের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছি। যদি আপনারা মহাশ্রমণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তবে আমরাও তাঁহার নিকট গমন করিব।"

তখন শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন উভয়ে সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"আচার্য্য, আমরা ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করিতেছি, তিনিই আমাদের গুরু।"

"তোমরা যাইও না, আমরা তিনজনে মিলিয়া এই পরিব্রাজক-সঙ্ঘের নেতৃত্ব করিব।"

দুই তিনবার বলিয়াও যখন সঞ্জয় পরিব্রাজকের একই রকম উত্তর পাইলেন তখন উভয়ে সার্দ্ধ দুই শত পরিব্রাজক সমভিব্যাহারে বেণুবন বিহারের দিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে সঞ্জয় পরিব্রাজকের মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইল। ভগবান দূর হইতে তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ভিক্ষুগণ, ঐ দুই বন্ধু—কোলিত (মৌদ্গল্যায়ন) ও উপতিষ্য (শারীপুত্র) আসিতেছে। উহারা আমার প্রধান শিষ্য হইবে।"

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট গমন করতঃ তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া বলিলেন—

"ভন্তে, আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিতেছি।"

ভগবান বলিলেন—"এস, ভিক্ষু, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত; সম্যক প্রকারে দুঃখ বিনাশের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।"

তচ্ছ্রবণে উভয়ে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন।

মহাকাশ্যপ

পিপ্পলি নামক মানবক (ব্রাহ্মণ যুবক) মগধ-দেশের মহাতীর্থ নামক গ্রামে কপিল ব্রাহ্মণের প্রধানা স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রাকপিলানি মদ্রদেশের * সাগল † নগরে কৌশিক গোত্র ব্রাহ্মণের প্রধান স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথাসময় পিপ্পলি মানবক বিংশতি বর্ষে এবং ভদ্রা কপিলানি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। একদিন মাতা-পিতা পিপ্পলি মানবককে বলিল — "বৎস, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ, বংশ রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য।" পিপ্পলি বলিলেন — "আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না। যতদিন আপনারা জীবিত থাকেন ততদিন আমি আপনাদের সেবা করিব। আপনাদের দেহত্যাগের পর আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" বারম্বার তাহারা তাঁহাকে বিরক্ত করায় একদিন তিনি চিন্তা করিলেন — "কৌশলে মাতার জ্ঞান সঞ্চার করিব।" — এইরূপ ভাবিয়া রক্ত বর্ণ স্বর্ণমোহর দিয়া স্বর্ণকার দ্বারা একটি লাবণ্যময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন এবং একখানা রক্তবর্ণের শাড়ী পরাইয়া নানা রকমের ফুল ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া মাতাকে বলিলেন — "মা, এইরূপ স্ত্রী রত্ন

---

* রাবী ও চনাব নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রদেশের নাম মদ্রদেশ।

†. শিয়ালকোট (পঞ্জাব)।

পাইলে সংসারী হইব।" ব্রাহ্মণী পণ্ডিতা ছিল। তচ্ছ্রবণে সে ভাবিল — "আমার পুত্র পুণ্যবান। সে পূর্ব্ব-জন্মে একাকী পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই। অবশ্য তাহার সঙ্গে স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় মেয়েও জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"—এই চিন্তা করিয়া আটজন ব্রাহ্মণকে পাথেয়াদি প্রদান করিয়া স্বর্ণপ্রতিমাটি রথে স্থাপন করিয়া বলিল — "আমাদের জাতি, গোত্র ও সম্পত্তিতে সম অবস্থাপন্ন ঘরে এই স্বর্ণপ্রতিমা সদৃশ মেয়ের অনুসন্ধান করিয়া আসুন।"

ব্রাহ্মণেরা "ইহা আমাদেরই কাজ"— এই চিন্তা করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা মদ্রদেশ সুন্দরী রমণীর আকর ভাবিয়া সেই প্রদেশের সাগল নগরে উপস্থিত হইল এবং স্বর্ণপ্রতিমাটি একটি স্নানের ঘাটে রাখিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িল। ভদ্রাকপিলানির ধাত্রী তাঁহাকে স্নান ও অলঙ্কৃত করাইয়া প্রাসাদে রাখিয়া স্বয়ং স্নান করিবার জন্য সেই ঘাটে উপস্থিত হইল। সে সেখানে স্বর্ণপ্রতিমাটিকে দেখিয়া ভাবিল — "ভদ্রা কেমন দুর্ব্বিনীতা; এইমাত্র তাহাকে স্নান করাইয়া এবং স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করতঃ ঘরে রাখিয়া আমি এখানে আসিলাম, সে দেখিতেছি আমার আগমনের পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"— এই মনে করিয়া স্বর্ণপ্রতিমার গণ্ডে হস্তার্পণ করিল। তখনই সে বুঝিল, এ ত ভদ্রা নহে, ইহা ত স্বর্ণপ্রতিমা। অতঃপর সে বলিল — "আমি ভাবিয়াছিলাম

এ আমার প্রভু-কন্যা, কিন্তু ইহা বাস্তবিক আমার প্রভু-কন্যার পরিচারিকার যোগ্যও নহে।" তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল — "তোমার প্রভু-কন্যা কি এরূপ সুন্দরী?"

"হাঁ আমার প্রভু-কন্যা এই স্বর্ণপ্রতিমার চেয়ে লক্ষগুণে অধিক সুন্দরী; সে যেখানে থাকে দ্বাদশ হস্তের মধ্যে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না; শরীর-প্রভায় অন্ধকার বিদূরিত হয়।"

তাহারা ভদ্রার পিতা কোশিয় গোত্র ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল — "আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

"আমরা মগধ দেশের মহাতীর্থ গ্রামের কপিল ব্রাহ্মণের ঘর হইতে আপনার কন্যার জন্য আসিয়াছি।"

"তিনি আমাদের জাতি, গোত্র ও সম্পত্তিতে সম অবস্থাপন্ন তাঁহাকে আমার মেয়ে সম্প্রদান করা অন্যায় হইবে না।" — এই বলিয়া তাহাদের প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার গ্রহণ করিল।

তাহারা কপিল ব্রাহ্মণকে পত্রদ্বারা জানাইল — "মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, এখন আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করুন।"

এই সংবাদ তাহারা পিপ্পলি মানবককে জ্ঞাপন করিল। পিপ্পলি ভাবিলেন — "আমি মনে করিয়াছিলাম স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় রমণী পাওয়া যাইবে না, এখন তাঁহারা বলিতেছেন, ঐরূপ মেয়ে পাওয়া গিয়াছে" — এই ভাবিয়া এক স্থানে বসিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন —

"ভদ্রে, তুমি তোমার সম গোত্র বৈভব সম্পন্ন কুলের অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও; আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে সুখী হইতে পারিবে না; কেননা আমি প্রব্রজিত হইব। তোমাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন তুমি পরে অনুতপ্ত না হও।"

ভদ্রাও বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া পিপ্পলির নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন—"আর্য্যপুত্র, আপনি সম গোত্র বৈভবশালী অন্য কুমারীব সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হউন, আমি প্রব্রজিত হইব, আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইতে পারিবেন না; যাহাতে আপনি পরে অনুতপ্ত না হন তজ্জন্য পূর্ব্বেই আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম।" উভয় পক্ষের পত্রবাহক রাস্তায় একত্র হইল।

"ইহা কাহার পত্র?"

"পিপ্পলি মানবক ভদ্রার জন্য পাঠাইতেছেন।"

"উহা কাহার পত্র?"

"ভদ্রা ইহা পিপ্পলি মানবকের জন্য পাঠাইতেছেন।"

উভয়ে উভয়ের পত্রদ্বয় খুলিয়া পড়িয়া বলিল, ইহা ছেলে মেয়েদের পাগলামি। অতঃপর তাহারা সেই পত্রদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্য দুইখানা প্রেমপত্র লিখিয়া লইয়া গেল। কুমার-কুমারীদ্বয়ের পত্র পাইয়া তাঁহাদের আত্মীয়েরা পরম প্রসন্নতা লাভ করিল। এইরূপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের দিন উভয়ে দুইটি ফুলের মালা গাঁথিয়া মালাদ্বয় পর্য্যঙ্কের মধ্যভাগে স্থাপন করিলেন। বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা হইলে উভয়ে শয়ন করিতে গমন করিলেন। পিপ্পলি ডান পার্শ্বে এবং ভদ্রা বাম পার্শ্বে শয়নারূঢ় হইলেন। একের অঙ্গে অন্যের অঙ্গ স্পর্শ হইবার আশঙ্কায় উভয়ে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন। দিবসে তাঁহাদের মুখে হাসির লেশমাত্রও দেখা গেল না। এই প্রকারে সাংসারিক কাম-সুখে লিপ্ত না হইয়া উভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিপ্পলি মানবকের মাতা-পিতা যথাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনিই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন।

পিপ্পলি একদিন সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া জমি ভালমতে কর্ষণ হইতেছে কি-না দেখিবার জন্য হল কর্ষণের জমির সীমায় উপস্থিত হইলেন। হলের দ্বারা বিদীর্ণ জমি হইতে কাকাদি পক্ষীরা কেঁচো প্রভৃতি জীবকে বাহির করিয়া খাইতেছিল। তদ্দর্শনে তিনি কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পক্ষীরা কি খাইতেছে?"

"আর্য্য, কেঁচো (মহীলতা) খাইতেছে।"

"কাহার পাপ হইবে?"

"আপনারই হইবে।"

তচ্ছ্রবণে তিনি চিন্তা করিলেন—

"যদি এই পাপ-ফল আমায় ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সপ্ত অশীতি ক্রোর ধন, দ্বাদশ যোজন জমি,

আমার কোন্ প্রয়োজনে আসিবে? এই সব ভদ্রাকে সমর্পণ করিয়া আমি প্রব্রজিত হইব।"

ভদ্রাকপিলানিও সেইদিন তিলের কুম্ভ রৌদ্রে দিলে কুম্ভ হইতে কীট বাহির হইয়া পড়িল। পক্ষীরা সেইগুলিকে খাইতেছে দেখিয়া তিনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"পক্ষীরা কি খাইতেছে?"

"মা, কীট খাইতেছে।"

"কাহার পাপ হইবে?"

"আপনারই হইবে।"

তিনি চিন্তা করিলেন — "চারি হাত কাপড় এবং এক সের চাউলের ভাত হইলে আমি চলিতে পারিব। যদি এই সব পাপ আমারই হয় তবে হাজার জন্মেও দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইব না। আর্য্যপুত্র আসিলে তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া আমি প্রব্রজিত হইব।"

পিপ্পলি যথাসময়ে বাড়ীতে আসিয়া স্নান সমাপন পূর্ব্বক মহার্ঘ পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার জন্য চক্রবর্ত্তী রাজার খাদ্যের ন্যায় উত্তম খাদ্য-ভোজ্য সজ্জিত হইল। উভয়ের আহার সমাধা হইলে পরিজনেরা চলিয়া গেল। তখন উভয়ে নির্জ্জনে উপবেশন করিলেন। পিপ্পলি ভদ্রাকে বলিলেন —

"ভদ্রে, তুমি আমার গৃহে আসিবার সময় তোমার পিতৃকুল হইতে কত ধন লইয়া আসিয়াছিলে?"

"আর্য্য, পঞ্চান্ন হাজার শকট পরিপূর্ণ ধন লইয়া আসিয়াছিলাম।"

"তাহা এবং আমার যাহা আছে সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিলাম।"

"আর্য্য, তুমি কোথায় যাইবে?"

"আমি প্রব্রজিত হইব।"

"আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমিও প্রব্রজিত হইব।"

ত্রিজগৎ তাঁহাদের নিকট প্রজ্জ্বলিত পর্ণশালাব ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহারা অবিলম্বে বাজার হইতে বস্ত্র ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভিক্ষা-পাত্র আনাইয়া পরস্পরের কেশ ছেদন করতঃ "সংসাবে যিনি অরহত, তাঁহার উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রব্রজ্যা" — এই চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত হইলেন। অতঃপর থলিতে ভিক্ষা-পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক স্কন্ধে ঝুলাইয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মচারীরা কেহই এই ব্যাপার জানিতে পারিল না।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া দাস-পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া পায়ে পড়িয়া রোদন করিয়া বলিতে লাগিল —

"আর্য্য, আঁমাদিগকে কেন অনাথ করিতেছেন?"

"আমরা ত্রিভব প্রজ্জ্বলিত পর্ণশালাবৎ মনে করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি; তোমাদিগকে দাসত্ব হইতে এক এক

জনকে মুক্ত করিতে শতবর্ষেও পারিব না। তোমরা স্বীয় মস্তক ধৌত করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত হও।” — এই বলিয়া তাহাদিগকে রোরুদ্যমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর দুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন পিপ্পলি ভদ্রাকে বলিলেন — “ভদ্রে, আমরা আসক্তি বর্জ্জন করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। উভয়ে একত্রে থাকিলে আসক্তি বর্জ্জন করা দুরূহ হইবে। লোকেও আমাদিগকে সন্দেহ করিয়া পাপগ্রস্থ হইবে। কাজেই এখানে আমাদের পৃথক হওয়া প্রয়োজন। দেখ, রাস্তা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটা ডানদিকে এবং অপরটা বাম দিকে গিয়াছে। এক রাস্তা দিয়া তুমি গমন কর, অপর রাস্তা দিয়া আমি গমন করি।”

“হাঁ, আর্য্যপুত্র, প্রব্রজিতের স্ত্রীলোক বিঘ্ন স্বরূপ। লোকে আমার নিন্দা করিবে। আপনি এক রাস্তায় গমন করুন, আমি অন্য রাস্তায় গমন করি। আপনি পুরুষ, এই হেতু ডান পার্শ্বের রাস্তা অবলম্বনই আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর; আমি স্ত্রীলোক, বামপার্শ্বের রাস্তাই আমি অবলম্বন করি।” — এই বলিয়া চরণে প্রণত হইয়া পুনরায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন — “প্রাণনাথ, আপনি কি বলিতেছেন, আমিত আপনারই দাসী, আপনার আদেশ পালন করাই আমার ধর্ম্ম। আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হউক।” — এই বলিয়া পদ-ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বামদিকের রাস্তা ধরিয়া

প্রস্থান করিলেন। পিপ্পলি ডানদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ভগবান বুদ্ধ বেণুবন বিহারের গন্ধকুটিতে থাকিয়া দিব্যনেত্রে দেখিলেন — "পিপ্পলি মানবক ও ভদ্রাকপিলানি অপার সম্পাত্তিরাশি পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছে'।" তদ্দর্শনে তিনি ভাবিলেন — 'আমারও তাহার উপকার করা উচিত' — এই ভাবিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভিক্ষু-সংঘের অজ্ঞাতসারে রাজগৃহ এবং নালন্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত "বহু-পুত্রক" নামক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে গমন পূর্ব্বক ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন। পিপ্পলি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করতঃ বলিলেন —"ভগবন্, আপনি-ই আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।" ভগবান তাঁহাকে তিনটি উপদেশ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিলেন। পিপ্পলি মানবক এই হইতে জনসমাজে গোত্রের নামানুসারে কাশ্যপ নামে পরিচিত হইলেন। বুদ্ধের শরীর দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে এবং পিপ্পলির দেহ সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত ছিল। তিনি কাঞ্চন তরীর পশ্চাৎ আবদ্ধ কাষ্ঠতরীবৎ ভগবানের পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান কিয়দ্দূর যাইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিবার সঙ্কেত করিলেন। তিনি 'ভগবান বসিতে চাহিতেছেন' এইরূপ মনে করিয়া স্বীয় সজ্বাটি চারিভাঁজ করিয়া বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ভগবান বসিয়া হস্তদ্বারা চীবর পরিমর্দ্দন করিয়া বলিলেন — "কাশ্যপ, তোমার এই চীবর বড় কোমল।"

'ভগবান আমার চীবরের প্রশংসা করিতেছেন'— এই ভাবিয়া কাশ্যপ বলিলেন — "ভন্তে, আমার এই সজ্ঘাটি ধারণ করুন।"

"কাশ্যপ, তুমি কি ধারণ করিবে?"

"ভন্তে, আপনার অন্তর্বাস পাইলে ধারণ করিব।"

"কাশ্যপ, তুমি আমার ব্যবহৃত এই জীর্ণ চীবর ধারণ করিতে পারিবে কি? বুদ্ধের চীবর সামান্য গুণশালী ব্যক্তি ধারণ করিতে সমর্থ নহে। প্রতিপত্তি (অধিচিত্ত শিক্ষা) পূরণে সমর্থ ব্যক্তিই ধারণ করিতে পারে। যে আজীবন পাংশুকূল চীবর ধারণ-ব্রত পালন করে এই চীবর তাহারই যোগ্য।"

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার সঙ্গে চীবর বিনিময় করিলেন। বুদ্ধের চীবর কাশ্যপ এবং কাশ্যপের চীবর বুদ্ধ ধারণ করিলেন। 'আমি বুদ্ধের চীবর পাইয়াছি, এখন আমার আর কি করিবার আছে?' কাশ্যপ এরূপ অভিমান না করিয়া ভগবানের নিকট ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ-ব্রত গ্রহণ করিয়া অষ্টম দিনে প্রতিসংবিত সহিত অরহত্ব ফল প্রাপ্ত হইলেন।

কাত্যায়ন

ইনি উজ্জয়িনী* নগরে পুরোহিত ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম ছিল কাঞ্চন মানবক। কালক্রমে ত্রিবেদ পারদর্শী হইয়া তিনি পিতার মৃত্যুব পব রাজ-পুরোহিত-পদ প্রাপ্ত হইলেন। কাঞ্চন সেই হইতে গোত্রেব নামানুযায়ী কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবিলেন। একদিন রাজা চণ্ডপ্রদ্যোত মন্ত্রীদিগকে বলিলেন — মন্ত্রিগণ, শুনিতেছি জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। যে কেহ যাইয়া তাঁহাকে আমার রাজ্যে লইয়া আস।"

"দেব, আচার্য্য কাত্যায়ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই কাজে কাহাকেও সামর্থ্যবান দেখিতেছি না; তাঁহাকে প্রেবণ করুন।"

রাজা তাঁহাকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন —"তাত, দশবল বুদ্ধেব নিকট গমন কর।"

"মহারাজ, যদি প্রব্রজিত হইতে অনুমতি প্রদান কবেন তবে যাইব।"

"তাত, তুমি যেরূপে পার তাঁহাকে লইয়া আস।"

কাত্যায়ন চিন্তা করিলেন — "বুদ্ধের নিকট অধিক লোকসহ বড় সমারোহের সহিত যাওয়া ঠিক নহে।"— এই ভাবিয়া মাত্র সাত জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন।

---

* মালব দেশের অন্তর্গত অবন্তী; ইহার অপর নাম বিশালা।

ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহারা সকলে প্রতিসংবিত সহ অরহত্ত্ব ফল লাভ করিলেন। ভগবান 'এস ভিক্ষু' — এই বাক্য বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন। তখন তাঁহাদের কেশশ্মশ্রু লুপ্ত হইয়া গেল; সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর ধারী শতবর্ষীয় স্থবিরের ন্যায় হইয়া গেলেন।

তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি নীরব না থাকিয়া ভগবানকে উজ্জয়িনী গমনের জন্য নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার কথা শুনিয়া ভাবিলেন—"বুদ্ধগণ এক কারণে অযোগ্যস্থানে গমন করেন না।" এজন্য প্রকাশ্যে কাত্যায়নকে বলিলেন — "ভিক্ষু, তুমি গমন কর; তুমি গেলেও রাজা প্রসন্ন হইবেন।" কাত্যায়ন তচ্ছ্রবণে চিন্তা করিলেন—"বুদ্ধের দুই কথা হইতে পারে না।"— এই ভাবিয়া ভগবানকে বন্দনা করিয়া উজ্জয়িনী যাত্রা করিলেন। তিনি যেই পথ দিয়া যাইতেছেন সেই পথের ধারে 'তেলপ্পণালি' নামক একটি বহুজনাকীর্ণ গ্রাম ছিল। তথায় সঙ্গীবৃন্দ সহ তিনি ভিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। সেই গ্রামে দুই জন শ্রেষ্ঠীর দুইটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে একজন দরিদ্র শ্রেষ্ঠীর ঘরে জন্ম নিয়াছিল। সে মাতাপিতার মৃত্যুর পর ধাত্রীর সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সে বড় রূপবতী এবং তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কেশরাশি বড় দীর্ঘ ছিল। ধনী শ্রেষ্ঠী কন্যার কেশগুলি অতি হ্রস্ব ছিল। সে ঐ দরিদ্র শ্রেষ্ঠী কন্যার নিকট পূর্ব্বে শত বা সহস্র টাকা লইয়া হইলেও তোমার কেশগুলি আমার নিকট বিক্রয় কর—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ করিলেও বিক্রয় করে নাই।

সেই দিন কাত্যায়ন স্থবির সঙ্গিগণ সহ সারা গ্রামে ভিক্ষা করিয়াও কিছু পান নাই দেখিয়া সেই দরিদ্রা শ্রেষ্ঠী কন্যা চিন্তা করিল — "এই স্বর্ণ বর্ণ ব্রহ্ম-বন্ধু ভিক্ষু সারা গ্রামে ঘুরিয়াও কিছুই পান নাই, আমিও বড় দরিদ্রা। আমার দীর্ঘ ভ্রমর-কৃষ্ণ-কেশগুলি ব্যতীত তাঁহাদিগকে দান দিবার কোন সম্বল নাই। অমুক শ্রেষ্ঠী-কন্যা পূর্ব্বে এই কেশগুলি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তখন আমি দিই নাই, অদ্য ইহা বিক্রয় করিয়া ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দিব" — এইরূপ চিন্তা করিয়া ধাত্রীদ্বারা ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ঘরে উপবেশন করাইল।

তৎপর ধাত্রীদ্বারা ভ্রমর-কৃষ্ণ-সুদীর্ঘ-কেশরাজি ছেদন করাইয়া বলিল — "মা, এই কেশগুলি অমুক শ্রেষ্ঠী-কন্যার নিকট লইয়া যাও; সে মূল্য স্বরূপ যাহা দেয় তাহা লইয়া আসিও। তদ্দ্বারা আর্য্য-ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিব।"

ধাত্রী একহস্তে অশ্রু মুছিয়া অন্য হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া কেশগুলি ভিক্ষুরা না দেখে মত আবৃত করিয়া ধনী শ্রেষ্ঠী-কন্যার নিকট উপস্থিত হইল। প্রবাদ আছে 'ভাল জিনিষও অযাচিত ভাবে আসিলে আদর পায় না।' এখানেও তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল না। এজন্য ধনী শ্রেষ্ঠী-কন্যা ভাবিল—'আমি পূর্ব্বে অনেক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াও এই কেশগুলি পাই নাই। আজ এই কর্ত্তিত কেশগুলি মূল্যস্বরূপ যাহা পায় তাহাতেই দিবে'— এই ভাবিয়া ধাত্রীকে বলিল — "পূর্ব্বে আমি তোমার

প্রভু-কন্যাকে অনেক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াও কেশগুলি পাই নাই।' যে কোন স্থানে লইয়া গেলে জীবিত মানুষেব কেশ আট টাকার অধিক দিবে না।"— এই বলিয়া মাত্র আটটি টাকা প্রদান কবিল। ধাত্রী টাকাগুলি আনিয়া শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে প্রদান করিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা এক এক টাকার দ্বাবা এক এক জন ভিক্ষুব জন্য আহার্য্য প্রস্তুত কবিযা ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন প্রদান কবিল। কাত্যায়ন দিব্যজ্ঞানে তাহার অবস্থা অবগত হইয়া 'শ্রেষ্ঠী-কন্যা কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আর্য্য, ঘরে আছে।"

"তাহাকে আহ্বান কর।"

শ্রেষ্ঠী-কন্যা স্থবিরের সম্মান রক্ষর্থে একবাক্যেই আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিল। পবিত্র ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন ইহজন্মেই ফল প্রদান করে। এই জন্য স্থবিরকে বন্দনা করিবার সময়েই তাহার কেশ পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ হইয়া গেল। ভিক্ষুরা ভিক্ষান্ন লইয়া শ্রেষ্ঠী-কন্যা দেখিতে দেখিতে আকাশমার্গে কাঞ্চন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। ... ... উদ্যান রক্ষকেরা স্থবিরকে দেখিয়া রাজার নিকট যাইয়া বলিল —

"দেব, পুরোহিত আর্য্য কাত্যায়ন প্রব্রজিত হইয়া আসিয়া উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন।"

রাজা তচ্ছ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে পঞ্চাঙ্গ নত করিয়া নমস্কার করিলেন। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন —

"ভন্তে, ভগবান কোথায়?"

"মহারাজ, তিনি স্বয়ং না আসিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

"ভন্তে, আজ ভিক্ষা কোথায় পাইলেন?"

স্থবির রাজাকে শ্রেষ্ঠী-কন্যার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা স্থবিরের বাস-স্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরদিনের জন্য আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে আনিয়া পাটরাণী-পদে স্থাপন করিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ইহজন্মেই প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইল। এই হইতে রাজা স্থবিরের যথেষ্ট সৎকার-সম্মান করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠী-কন্যা যথাসময় অন্তর্ব্বত্নী হইয়া দশ মাসের পর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। তাহার নাম মাতামহের নামানুসারে গোপালকুমার রাখিলেন। তদবধি শ্রেষ্ঠী-কন্যা গোপাল-মাতা নামে অভিহিতা হইল। সে স্থবিরের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইয়া রাজার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কাঞ্চনবন প্রমোদ উদ্যানে তাঁহার জন্য বিহার প্রস্তুত করাইল। স্থবির উজ্জয়িনীবাসীদিগকে প্রসন্ন করিয়া যথাসময় ভগবান্ বুদ্ধের নিকট প্রস্থান করিলেন।

উপালি ও ছয়জন শাক্যকুমার

ভগবান বুদ্ধ রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা দানের পর কপিলবস্তু হইতে প্রস্থান করিয়া মল্লদেশের "অনুপিয়" নামক আম্র-কাননে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় কুলীন শাক্য-কুমারেরা বুদ্ধের অনুগমন করিয়া প্রব্রজিত হইতে লাগিল। কপিলবস্তুতে মহানাম ও অনুরুদ্ধ নামে দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। অনুরুদ্ধ বড় সুখৈশ্চর্য্যে লালিত-পালিত হইতেছিলেন। তাঁহার জন্য তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি নয়নাভিরাম প্রাসাদ ছিল। তিনি বর্ষা ঋতুর চারি মাস প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতেন না। দ্বিতীয় পুরুষ শূন্য হইয়া একাকী নর্ত্তকীবৃন্দ পরিবৃত হইয়া নৃত্যগীত দর্শনে মগ্ন থাকিতেন।

মহানাম শাক্য একদিন চিন্তা করিলেন — "এখন কুলীন শাক্য-কুমারেরা ভগবানের অনুগমন করিয়া প্রব্রজিত হইতেছে। আমার বংশ হইতে কেহই তাঁহার অনুগমন করিয়া প্রব্রজিত হয় নাই। আমার কিম্বা অনুরুদ্ধের প্রব্রজিত হওয়া উচিত নহে কি?"— এই চিন্তা করিয়া একদিন অনুরুদ্ধ শাক্যকে বলিলেন — "ভাই অনুরুদ্ধ, এই সময় আমাদের বংশ হইতে কেহও প্রব্রজিত হয় নাই। এখন আমার কিম্বা তোমার প্রব্রজ্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য।"

"আমি সুকুমার, এজন্য প্রব্রজিত হইতে পারিব না; আপনি প্রব্রজিত হউন।"

"ভাই অনুরুদ্ধ, তাহা হইলে আস, আমি তোমাকে গৃহস্থদের অবশ্য করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি। প্রথমে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হয়, তৎপর বীজ বপন করিতে হয়, বপনের পর জল দিতে হয়, আবার সেই জল বাহির করিয়া দিয়া জমি শুষ্ক করিতে হয়, ধান ভানিতে হয়, ধান ভানিয়া গোলায় জমা করিতে হয়। এইরূপ প্রতিবৎসর করিতে হয়। কখনও কার্য্য হইতে অবসর পাওয়া যায় না, কাজের শেষ নাই।"

"কখন কাজের শেষ হইবে? কখন আমি নির্ব্বিবাদে পঞ্চকাম-সুখ ভোগ করিব?"

"ভাই অনুরুদ্ধ, কাজ শেষ হইবে না — কাজের শেষ নাই। কাজ শেষ না হইতেই আমাদের পিতা পিতামহাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।"

"তাহা হইলে আপনি ঘর-সংসার করুন; আমি প্রব্রজিত হইব।"

অনুরুদ্ধ-শাক্য তাঁহার মাতার নিকট যাইয়া বলিলেন — "মা, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইতে চাহি। আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

"বৎস অনুরুদ্ধ, তোমরা দুই ভাই আমার নয়ন পুতলি সদৃশ। মৃত্যুর পরও আমি তোমাদিগ হইতে স্বেচ্ছায় পৃথক হইতে চাহি না, জীবিতাবস্থায় কিরূপে তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিব?"

এইরূপে অনুরুদ্ধ-শাক্য দুই তিন বার মাতার কাছে অনুমতি ভিক্ষা করিলেন।

সেই সময় ভদ্দিয় নামক শাক্য রাজত্ব করিতেন। তিনি অনুরুদ্ধের পরম বন্ধু ছিলেন।

অনুরুদ্ধ-শাক্যের মাতা চিন্তা করিলেন — "এই ভদ্দিয়-শাক্য অনুরুদ্ধের পরম বন্ধু। তিনি এখন রাজত্ব করিতেছেন। কাজেই রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কখনও প্রব্রজিত হইতে সম্মত হইবেন না।" — এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুরুদ্ধকে বলিলেন —

"বৎস অনুরুদ্ধ, যদি শাক্যরাজ ভদ্দিয় প্রব্রজিত হন, তবে তুমিও প্রব্রজিত হইতে পার।"

তচ্ছ্রবণে অনুরুদ্ধ-শাক্য ভদ্দিয়ের নিকট যাইয়া বলিলেন — "বন্ধু, আমার প্রব্রজ্যা তোমার অধীন।"

"বন্ধু, যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীন হয় তবে আমি তোমাকে অধীনতা হইতে মুক্তি প্রদান করিলাম তুমি নিরাপদে প্রব্রজিত হও।"

"আস, বন্ধু, উভয়ে প্রব্রজিত হই।"

"বন্ধু, আমি প্রব্রজিত হইতে পারিব না। তোমার জন্য অন্য যাহা কিছু করিতে হয় তজ্জন্য আমি প্রস্তুত আছি। তুমি প্রব্রজিত হও।"

"বন্ধু, আমাকে মাতা বলিয়াছেন — 'ভদ্দিয়-শাক্য প্রব্রজিত হইলে তুমি প্রব্রজিত হইতে পারিবে।' বন্ধু, তুমি আমাকে প্রথমেই বলিয়াছ 'যদি তোমার প্রব্রজ্যা আমার অধীন হয় তবে

তোমাকে সেই অধীনতা হইতে মুক্তি দিলাম; তুমি সুখে প্রব্রজিত হও'। আস, বন্ধু, উভয়ে প্রব্রজিত হই।"

সেই সময়ের লোক বড় সত্যবাদী — বড় সত্যসন্ধ ছিলেন। তখন শাক্যরাজ ভদ্দিয় অনুরুদ্ধকে বলিলেন —

"বন্ধু, সাত বৎসর অপেক্ষা কর, তৎপর উভয়ে প্রব্রজিত হইব।"

"বন্ধু, সাত বৎসর বড় বেশী। আমি অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"পাঁচ বৎসর,.........চারি বৎসর............, অর্দ্ধমাস... পরে উভয়ে প্রব্রজিত হইব।"

"বন্ধু, অর্দ্ধমাসও বড় বেশী; আমি অতদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

"বন্ধু, সপ্তাহকাল অপেক্ষা কর; এই সময়ের মধ্যে আমি ভ্রাতা বা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিব।"

"বন্ধু, সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে পারি।"

সপ্তাহের পর শাক্যরাজ ভদ্দিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত উপালি নামক নাপিত-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বে যেমন চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইতেন তেমন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমনান্তর সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন এবং অন্য একটি দেশে উপস্থিত হইয়া আভরণাদি দেহ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক চাদর দ্বারা গাঁঠরী বন্ধন করিয়া উপালিকে বলিলেন —

"ওহে উপালি, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই সব পরিচ্ছদ ও আভরণাদি তোমার জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট।"

উপালি তাহা লইয়া কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তাহার মনে হইল — "শাক্যজাতি বড় ক্রোধ পরায়ন। 'ইহার দ্বারা কুমারেরা হত হইয়াছে' — তাহারা এইরূপ ভাবিয়া আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। মহাসুখে লালিত পালিত রাজকুমারেরা যদি প্রব্রজ্যাবলম্বন করিতে পারেন, আমার ন্যায় সাধারণ লোক কেন পারিবে না? আমিও তাঁহাদের সঙ্গে প্রব্রজিত হইব।"

অতঃপর সে গাঁঠরীটি খুলিয়া আভরণাদি বৃক্ষে ঝুলাইয়া "যাহার প্রয়োজন আছে সে লইয়া যাউক" — এইরূপ বলিয়া শাক্যকুমারদের নিকট উপস্থিত হইল। কুমারেরা তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া বলিলেন —

"ওহে উপালি, তুমি কেন ফিরিয়া আসিলে?"

"আর্য্যপুত্র, আভরণাদি লইয়া প্রস্থান করিবার সময় আমার মনে হইল — 'শাক্যেরা বড় ক্রোধী। ....।' এই জন্যই আমি গাঁঠরীটি খুলিয়া আভরণাদি বৃক্ষে ঝুলাইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

"উপালি, তাহা হইলে তুমি ভালই করিয়াছ।"

তখন তাঁহারা উপালি সমভিব্যাহারে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা ও কুশল প্রশ্নান্তে বলিলেন —

"ভন্তে, আমরা শাক্য জাতি বড় অভিমানী। এই উপালি নাপিত আমাদের ভৃত্য। এইহেতু ইহাকেই প্রথমে প্রব্রজ্যা

প্রদান করুন। এরূপ হইলে আমরা তাহাকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান ও (সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হওয়া) করযোড় করিতে পারিব। তাহাতে আমাদের শাক্য জনিত জাত্যাভিমান চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

তচ্ছ্রবণে ভগবান নাপিত উপালিকে প্রথমে প্রব্রজিত করিয়া পরে শাক্য-কুমারদিগকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। ভদ্দিয় সেই বৎসরের মধ্যেই ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎ করিলেন। অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু, আনন্দ স্রোতাপত্তিফল এবং দেবদত্ত লৌকিক যোগ-শক্তি লাভ করিলেন।

ভদ্দিয় অরণ্য বা বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্যাগার যেখানেই অবস্থান করেন না কেন সর্ব্বদা 'অহো সুখ! অহো সুখ!!' — বলিয়া আনন্দগীতি গাহিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কয়েকজন ভিক্ষু ভগবানকে নিবেদন করিল —

"ভন্তে, আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অরণ্য, বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্যাগার যেখানেই থাকেন না কেন সর্ব্বদা 'অহো সুখ! অহো সুখ!!' বলিতে থাকেন। বোধ হয় তিনি অনভিরত হইয়াই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। আমাদের মনে হয় তিনি পূর্ব্বের রাজত্ব সুখের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন।"

ভগবান একজন ভিক্ষুকে বলিলেন — "ওহে ভিক্ষু, আমি ভদ্দিয়কে আহ্বান করিতেছি বলিয়া বল।"

সেই ভিক্ষু যাইয়া ভদ্দিয়কে বলিলে ভদ্দিয় আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করতঃ উপবেশন করিলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভদ্দিয়, সত্যই কি তুমি অরণ্য, বৃক্ষমূল কিম্বা শূন্যাগার যেখানেই থাক না কেন সর্ব্বদা 'অহো সুখ! অহো সুখ!!' বলিতে থাক?"

"হাঁ, ভন্তে।"

"ভদ্দিয়, কি কারণে তুমি ওরূপ বলিয়া থাক।"

"ভন্তে, আমি যখন রাজা ছিলাম তখন অন্তঃপুরের ভিতরে বাহিরে, নগরের ভিতরে বাহিরে, দেশের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা প্রহরী বেষ্টিত থাকিতাম। এইরূপে প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়াও সর্ব্বদা ভীত, উদ্বিগ্ন, সশঙ্কিত এবং ত্রাসিত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু এখন অরণ্যে, বৃক্ষমূলে কিম্বা শূন্যাগারে একাকী থাকিয়াও নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, অনুদ্বিগ্ন হইয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছি। এই জন্যই আমি আনন্দে বিভোর হইয়া সর্ব্বদা 'অহো সুখ! অহো সুখ!!' — বলিয়া আনন্দগীতি গাহিয়া থাকি।"

সুদিন্ন

বৈশালী * নগরের নাতিদূরে কলন্দক নামক একটি গ্রাম ছিল। সেখানে সুদিন্ন নামে একজন শ্রেষ্ঠী-পুত্র বাস করিতেন। তিনি একদিন সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে কোন কার্য্যোপলক্ষে বৈশালী গিয়াছিলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ বৃহৎ পরিষদের মধ্যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিতেছিলেন। সুদিন্ন ভগবানকে উপদেশ প্রদান করিতে দেখিয়া চিন্তা করিলেন — 'আমিও ধর্ম্ম শ্রবণ করিব।'— এই চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম শ্রবণান্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন — "ভগবান যেরূপ উপদেশ দিতেছেন তাহাতে বুঝিতেছি, সর্ব্বপ্রকারে পরিশুদ্ধ এই ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া পালন সুকর নহে। গৃহত্যাগান্তর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডণ করিয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রব্রজিত হইলেই মঙ্গল হইবে।"

সভা ভঙ্গ হইয়া গেলে সুদিন্ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন — "ভগবন্, আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা সম্ভব নহে। দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।"

---

* বর্ত্তমান নাম বসাড়, মজঃফরপুর জেলা।

"সুদিন্ন, প্রব্রজিত হইবার জন্য তুমি তোমার মাতা-পিতার অনুমতি পাইয়াছ কি?"

"ভন্তে, আমি প্রব্রজিত হইবার অনুমতি পাই নাই।"

"সুদিন্ন, মাতা-পিতার বিনানুমতিতে আমি প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারি না।"

"তাহা হইলে আমি অনুমতি লইয়া আসিব।"

সুদিন্ন বৈশালীতে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করতঃ কলন্দক গ্রামে স্বীয় গৃহে যাইয়া মাতা-পিতাকে বলিলেন—

"হে মাতঃ-পিতঃ, আমি ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুঝিতেছি, গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভব নহে। তাই আমি প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

তচ্ছ্রবণে তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল—"বৎস সুদিন্ন, তুমি সুখে লালিত পালিত আমাদের একমাত্র পুত্র। তুমি 'দুঃখ' কি তাহা কোন দিন অনুভব কর নাই। আমরা মৃত্যুর পরও তোমা হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না, জীবিতাবস্থায় তোমাকে কিরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিব।"

সুদিন্ন দুই তিনবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। অনন্তর তিনি অনশন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভূতলে শুইয়া পড়িলেন—"এখানেই অনশনে আমার মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি লাভ, দুইটির মধ্যে একটি হইবে।"

সুদিন্ন সাতদিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিবার পর তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল — "বৎস সুদিন্ন, তুমি পানাহার করিয়া পঞ্চকাম সুখ উপভোগ কর। আমরা তোমাকে প্রাণান্তেও প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিব না।"

তাহারা দুই তিনবার ঐরূপ বলা সত্ত্বেও সুদিন্ন নীরব রহিলেন।

অতঃপর সুদিন্নের বন্ধুবর্গ আসিয়া তাঁহাকে বলিল —

"বন্ধু, তুমি মাতা-পিতার একমাত্র বংশধর। মৃত্যু হইলেও তাঁহারা তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিবেন না। বন্ধু, উঠিয়া বস, পান-ভোজন করিয়া কামভোগে লিপ্ত হইয়া পুণ্যকার্য্য সম্পাদন কর। তুমি যেরূপ কর না কেন তোমাকে তোমার মাতা-পিতা প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিবেন না।"

বন্ধুরা বারম্বার এইরূপ বলিলেও তিনি নীরব রহিলেন। তখন তাহারা তাঁহার মাতা-পিতার নিকট যাইয়া বলিল —

"সুদিন্ন ভূতলে শুইয়া থাকিয়া বলিতেছে—'এখানেই আমার মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যায় অনুমতি লাভ হইবে।' যদি আপনারা তাহাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি না দেন তবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মরিলেত আপনারা আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না; প্রব্রজিত হইলে একদিন না একদিন দেখিতে পাইবেন। প্রব্রজ্যা তাহার ভাল না লাগিলে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। অতএব তাহাকে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।"

"বৎসগণ, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলাম।"

পুনরায় তাহারা সুদিন্নের নিকট যাইয়া বলিল —

"বন্ধু সুদিন্ন, উঠিয়া বস, মাতা-পিতা তোমাকে প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।"

তখন সুদিন্নের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েকদিন পানাহারে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া ভগবানের নিকট যাইয়া বলিলেন —

"ভন্তে, আমি মাতা-পিতার অনুমতি পাইয়াছি আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।"

ভগবান যথাসময়ে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি আরণ্যক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক এবং সপাদানচারিক ধূতাঙ্গ-ব্রত গ্রহণ করিয়া বৃজি দেশের একটি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।
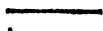
রাষ্ট্রপাল

ভগবান বুদ্ধ এক সময় ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে ভিক্ষু সংঘ সহ কুরুদেশের 'থুল্লকোট্টিত' নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা যখন শুনিল — "শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম তাহাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। তাদৃশ মহামানবের দর্শন লাভ সুখকর।" তখন তাহারা ভগবান বুদ্ধের নিকট যাইয়া কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিল, কেহ নীরবে বসিয়া রহিল। ভগবান তাহাদিগকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

সেই সময় সেই গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুলীন-পুত্র রাষ্ট্রপাল সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া চিন্তা করিলেন — "ভগবান. যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন তদ্দারা আমি বুঝিতেছি, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে ধর্ম্ম রক্ষা করা সহজসাধ্য নহে। অতএব আমি গৃহ-ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" — এইরূপ ভাবিয়া ব্রাহ্মণ গৃহপতিরা সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে তিনি বুদ্ধের নিকট যাইয়া বন্দনা করতঃ বলিলেন —

"ভন্তে, আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার ধারণা হইয়াছে, গৃহে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা অসম্ভব। তাই আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতে

আসিয়াছি। 'ভগবন্, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।"

"রাষ্ট্রপাল, গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ কি?"

"ভন্তে, পাই নাই।"

"রাষ্ট্রপাল, মাতা-পিতার বিনানুমতিতে আমি কাহাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারি না।"

"ভন্তে, যাহাতে মাতাপিতা আমাকে অনুমতি প্রদান করেন, আমি তাহাই করিব।"

অনন্তর রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রস্থান পূর্ব্বক মাতা-পিতাকে বলিলেন —

"হে মাতঃ-পিতঃ, ভগবানের উপদেশ শ্রবণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, গৃহে থাকিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা সম্ভব নহে। অতএব আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাই; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

তচ্ছ্রবণে তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে বলিল —

"বৎস রাষ্ট্রপাল, তুমি আমাদের সুখে লালিত পালিত একমাত্র বংশধর। তুমি 'দুঃখ' কাহাকে বলে জান না; পান-ভোজন করিয়া কাম-সুখ উপভোগ করতঃ পুণ্যকার্য্যে রত হও। আমরা তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিতে পারিব না। এমন কি আমাদের মৃত্যুও স্বেচ্ছায় তোমা হইতে আমাদিগকে

পৃথক করিতে পারিবে না; আমরা জীবিতাবস্থায় তোমাকে কিরূপে প্রব্রজ্যার জন্য অনুমতি দিব?"

বারম্বার তিনবার নিবেদন করিয়াও যখন তিনি মাতা-পিতার অনুমতি পাইলেন না, তখন তিনি ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়া বলিলেন — "এখানেই অনশনে মৃত্যু বরণ করিব অথবা প্রব্রজ্যার অনুমতি লাভ করিব।"

তদ্দর্শনে তাঁহার মাতা-পিতা বলিল — "বৎস, তুমি আমাদের একমাত্র বংশধর ··· ··· ···।"

তচ্ছ্রবণে রাষ্ট্রপাল নীরব রহিলেন।

তখন তাহারা রাষ্ট্রপালের বন্ধুদের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। বন্ধুরা আসিয়া রাষ্ট্রপালকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিল; কিন্তু রাষ্ট্রপাল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া রাষ্ট্রপালের মাতা-পিতাকে বলিল — "রাষ্ট্রপাল 'এখানেই অনশনে মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি' — এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ প্রায়োপবেশন করিয়া ভূতলে শুইয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাকে অনুমতি না দিলে সে অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যদি আপনারা অনুমতি প্রদান করেন তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও তাহাকে আপনারা সময়ে দেখিতে পাইবেন। আর যদি সে প্রব্রজ্যায় রমিত না হয় পুনরায় গৃহেই প্রত্যাবর্তন করিবে। অতএব তাহাকে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।"

"বৎস, আমরা তাহাকে প্রব্রজ্যায় অনুমতি প্রদান করিলাম; কিন্তু সে প্রব্রজিত হইলেও যেন আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যায়।"

বন্ধুরা যাইয়া রাষ্ট্রপালকে এই সংবাদ প্রদান করিল। তচ্ছ্রবণে তিনি ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া পানাহারে শক্তি সঞ্চয় করতঃ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

"ভন্তে, আমি মাতাপিতার আদেশ পাইয়াছি; অতএব আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।"

ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। রাষ্ট্রপালের উপসম্পদা লাভের পর ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত শ্রাবস্তীতে প্রস্থান করিয়া জেতবনে বাস করিতে লাগিলেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল আত্মসংযম অবলম্বন পূর্ব্বক যেই জন্য কুলপুত্র গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন সেই ব্রহ্মচর্য্যের চরম ফল ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ করিলেন।

একদিন তিনি ভগবানের নিকট যাইয়া বলিলেন — "ভন্তে, আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার মাতা-পিতাকে দর্শনার্থ যাইতে পারি।"

তচ্ছ্রবণে ভগবান বুদ্ধ রাষ্ট্রপালের মানসিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি সংসারে প্রবেশের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ভগবান তাঁহাকে বলিলেন —

"রাষ্ট্রপাল, তুমি যাইতে পার।"

তখন রাষ্ট্রপাল ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বীয় বিছানা-পত্র যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং পাত্র-চীবর লইয়া তাঁহার স্বগ্রামে — থুল্লকুট্টিতে প্রস্থান করিলেন। সেখানে যথাসময় উপস্থিত হইয়া রাজা কৌরব্যের মৃগচীর নামক প্রমোদ-উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

পরদিন তিনি পাত্র-চীবর লইয়া থুল্লকুট্টিত গ্রামে ভিক্ষায় প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষা করিতে করিতে স্বীয় পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পিতা গৃহের মধ্য দরজায় বসিয়া কেশ সংস্কার করিতেছিল। সে দূর হইতে রাষ্ট্রপালকে আসিতে দেখিয়া বলিল — "এই মুণ্ডক শ্রমণেরাই আমার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে প্রব্রজিত করিয়া লইয়া গিয়াছে।" রাষ্ট্রপাল স্বীয় পিতৃগৃহে ভিক্ষালাভ কিম্বা প্রত্যাখ্যান কিছুই পাইলেন না; পাইলেন, তিরস্কার ও অবজ্ঞা। সেই সময় রাষ্ট্রপালের জ্ঞাতি দাসী পর্য্যুসিত (বাসি) কুল্মাষ (যবনির্ম্মিত পিষ্টক) ফেলিয়া দিবার জন্য তাঁহার পার্শ্ব দিয়া লইয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে তিনি দাসীকে বলিলেন — "ভগ্নি, যদি এই পর্য্যুসিত কুল্মাষ ফেলিয়া দিতে চাও তবে তাহা আমার ভিক্ষা-পাত্রে অর্পণ কর।"

তখন জ্ঞাতি দাসী ঐ বাসি পিষ্টক তাঁহার পাত্রে দিবার সময় তাঁহার হস্ত-পদ দর্শনে ও কণ্ঠ-স্বরে বুঝিতে পারিল যে, তিনি রাষ্ট্রপাল। সে তাড়াতাড়ি যাইয়া রাষ্ট্রপালের মাতাকে

বলিল — "মা, আর্য্যপুত্র রাষ্ট্রপাল যে আসিয়াছেন সেই সংবাদ আপনি অবগত আছেন কি?"

"হে দাসি! তাহা যদি সত্য হয় তবে তোমাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিব।"— এই বলিয়া রাষ্ট্রপালের মাতা রাষ্ট্রপালের পিতার নিকট যাইয়া বলিল — "হে গৃহপতি, রাষ্ট্রপাল কুলপুত্র যে আসিয়াছে, তাহা আপনি জানেন কি?"

রাষ্ট্রপাল ভিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক একটি কুঁজের ধারে বসিয়া সেই বাসি পিষ্টক খণ্ড খাইতেছেন এমন সময় তাঁহার পিতা যাইয়া বলিল —

"রাষ্ট্রপাল, তুমি বাসি পিষ্টক কেন খাইতেছ? চল, ঘরে যাই।"

"গৃহপতি, আমি যখন গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি তখন আমার ঘর কোথায়? গৃহপতি, আমি ত প্রব্রজিত আপনার ঘরেও গিয়াছিলাম, সেখানে দান কিম্বা প্রত্যাখ্যান কিছুই পাই নাই; কিন্তু পাইয়াছি, তিরস্কার ও অবজ্ঞা।"

"বাবা, আস, ঘরে যাই।"

"গৃহপতি, অদ্য আমার ভোজন সমাপ্ত হইয়াছে।"

"তাহা হইলে কল্য ভোজনের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।"

আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপাল মৌনাবলম্বনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন গৃহপতি স্বীয় গৃহে যাইয়া হিরণ্য-সুবর্ণের বড় একটি স্তূপ করিল। তাহা চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া রাষ্ট্রপালের পূর্ব্বের স্ত্রীদিগকে বলিল —

"বধুগণ, তোমরা পূর্ব্বে যেই সাজে সজ্জিত হইয়া রাষ্ট্রপালের মন হরণ করিতে, এখন সেই সাজে সজ্জিত হও।"

পরদিন যথাসময় রাষ্ট্রপাল স্বীয় পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিরণ্য-সুবর্ণের রাশি দেখাইয়া বলিল —

"বৎস রাষ্ট্রপাল, 'ইহা তোমার মাতার ধন,' 'ইহা তোমার পিতার ধন'। রাষ্ট্রপাল, এই সব ধন দ্বারা তুমি কাম-সুখ ভোগ করিতে এবং দান দিতে পার; ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করতঃ গৃহে চলিয়া আসিয়া এই সব ভোগ কর এবং দান দাও।"

"গৃহপতি, যদি আপনি আমার কথা শোনেন, তবে এই হিরণ্য সুবর্ণ গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করুন। এইরূপ করিলে এই সব ধনের জন্য ভবিষ্যতে আপনার কোন আশঙ্কা কিম্বা শোক উৎপন্ন হইবে না।"

তখন তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীরা প্রত্যেকে তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল —

"আর্য্যপুত্র, তুমি যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছ, সেই অপ্সরা কিরূপ?"

"ভগ্নি, আমি অপ্সরার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি না।"

তাহারা 'আর্য্যপুত্র আমাদিগকে ভগ্নী সম্বোধন করিতেছেন' — এইরূপ চিন্তা করিয়া সকলে সে স্থানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তখন রাষ্ট্রপাল পিতাকে বলিলেন —

"গৃহপতি, আমাকে যদি ভোজ্য দ্রব্য দিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রদান করুন; অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া কোন ফল নাই।"

"বৎস রাষ্ট্রপাল, ভোজন কর, আহার্য্য প্রস্তুত আছে।"

রাষ্ট্রপালকে তাঁহার পিতা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইল। ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছিতা স্ত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া পিতাকে বলিলেন—

"যাহা অধ্রুব, পূতিগন্ধময়, বহু সঙ্কল্পযুক্ত, সজ্জিত ব্রণপূর্ণ এবং বিচিত্র প্রতিমা সদৃশ তাহাদিগকে দেখুন।

"মণিকুণ্ডল ও অস্থিচর্ম্মদ্বারা আবৃত এবং বস্ত্রদ্বারা সুশোভিত এই বিচিত্ররূপ অবলোকন করুন।

"অলক্ত রাগ রঞ্জিত পদ ও সুগন্ধ চূর্ণ লিপ্ত বদন মণ্ডল মূর্খকে মোহিত করিতে পারে কিন্তু যে ভব-সমুদ্র পার হইবার চেষ্টায় রত তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

"অষ্টধা বিভক্ত কেশরাশি, অঞ্জন লিপ্ত নয়ন মূর্খকে মোহিত করিতে পারে কিন্তু যে পারান্বেষী তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

"অঞ্জনের ন্যায় বিচিত্র এই পূতিময় শরীর মূর্খকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু যে পার গবেষী তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

"ব্যাধ জাল প্রসারিত করিয়াছে বটে কিন্তু জালে মৃগ বদ্ধ হইল না। ব্যাধ রোদন করা সত্ত্বেও নিবাপ (খাদ্য) খাইয়া প্রস্থান করিতেছি।"

রাষ্ট্রপাল এই বলিয়া রাজা কৌরব্যের মিগচীর উদ্যানে প্রস্থান করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলেন।

সেইদিন রাজা মিগব নামক মালাকারকে বলিলেন—

"হে মিগব, মিগচীর উদ্যান পরিষ্কার কর, আজ আমি তথায় ভ্রমণ করিতে যাইব।"

মালাকার রাজাদেশে উদ্যান পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখিল — 'রাষ্ট্রপাল এক বৃহৎ বৃক্ষের মূলে বসিয়া আছেন'। তদ্দর্শনে সে ফিরিয়া গিয়া রাজাকে বলিল —

"দেব, উদ্যান পরিষ্কৃত হইয়াছে। আপনি সর্ব্বদা যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন তিনি — এই গ্রামের উচ্চ কুলীন পুত্র রাষ্ট্রপাল এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিয়া আছেন।"

"হে মিগব, তাহা হইলে অদ্য আমি উদ্যান ভ্রমণ না করিয়া রাষ্ট্রপালের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।"

রাজা তখন খাদ্য ভোজ্য যাহা প্রস্তুত ছিল তদ্ সমস্তই ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়া বড় সমারোহের সহিত যানারোহণে উদ্যানে রাষ্ট্রপালকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। উদ্যানে উপস্থিত হইয়া রাষ্ট্রপালের নিকট গমন করতঃ কুশল প্রশ্নান্তর তাঁহাকে বলিলেন —

"রাষ্ট্রপাল, আপনি এই গালিচায় উপবেশন করুন।"

"না, মহারাজ, আপনি বসুন, আমি স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছি।"

রাজা কৌরব্য গালিচায় উপবেশন করিয়া রাষ্ট্রপালকে বলিলেন —

"রাষ্ট্রপাল, জগতে চারিটি বিনাশ শীল পদার্থ আছে, যাহা বিনষ্ট হইলে কেহ কেহ গৃহত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করতঃ কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হয়। সেই চারিটি এই — জরা, ব্যাধি, সম্পত্তি এবং জ্ঞাতি।

"রাষ্ট্রপাল, (১) জরা পরিহানি কাহাকে বলে? কোন কোন ব্যক্তি জরা জীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া চিন্তা করে — 'আমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। অপ্রাপ্ত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে কিম্বা সঞ্চিত সম্পত্তি ভোগ করিতে সামর্থ্য হীন। কাজেই এখন আমার কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করতঃ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য'। সে জরাগ্রস্থ হইয়া প্রব্রজিত হয়। ইহাকেই জরা পরিহানি বলা হয় রাষ্ট্রপাল, আপনি কিন্তু এখনও তরুণ বয়স্ক, আপনার কেশরাজি ভ্রমর কৃষ্ণ, আপনি নবযৌবনে ভরপূর। এই অবস্থায় আপনাকে জরাগ্রস্থ বলা যায় না। অতএব আপনি কি দেখিয়া বা শুনিয়া গৃহ ত্যাগান্তর প্রব্রজিত হইয়াছেন?

"রাষ্ট্রপাল, (২) ব্যাধি পরিহানি কাহাকে বলে? কেহ কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া চিন্তা করে — 'আমি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমি এখন অপ্রাপ্ত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে কিম্বা সঞ্চিত সম্পত্তি পরিভোগ করিতে পারিব না। ········ ইহাকে ব্যাধি পরিহানি বলা হয়। কিন্তু

আপনি ব্যাধিশূন্য এবং শীত-উষ্ণ সহিষ্ণু পরিপাক শক্তি সম্পন্ন নবীন যুবক। কাজেই আপনাকে ব্যাধিগ্রস্থ বলা যায় না।

"রাষ্ট্রপাল, (৩) ভোগ পরিহানি কাহাকে বলে? কোন কোন ধনাঢ্য, মহাধনশালী লোক দরিদ্র হইয়া পড়িলে চিন্তা করে—'আমি পূর্ব্বে ধনাঢ্য ছিলাম, এখন কিন্তু দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। আমি এখন নূতন ধন উপার্জ্জন করিতে কিম্বা সঞ্চিত ধন ও ... ...।' আপনি ত এই থুল্লকুট্টিত গ্রামে মহাধনশালী কুলীন শ্রেষ্ঠীর পুত্র। আপনার কোন সম্পত্তি পরিহানি হয় নাই।

"রাষ্ট্রপাল, (৪) জ্ঞাতি পরিহানি কাহাকে বলে? কোন কোন ব্যক্তির বহু আত্মীয় স্বজন থাকে। যদি তাহার সেই আত্মীয় স্বজন বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখন সে চিন্তা করে—'পূর্ব্বে আমার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল এখন কিন্তু তাহারা মরিয়া গিয়াছে। কাজেই আমি এখন আর অপ্রাপ্ত সম্পত্তি সঞ্চয় কিম্বা সঞ্চিত সম্পত্তি পরিভোগ করিতে পারিব না। ... ...' কিন্তু আপনার ত এই থুল্লকুট্টিত গ্রামে অনেক আত্মীয় স্বজন বিদ্যমান আছে। কাজেই আপনাকে জ্ঞাতি শূন্য বলা যায় না। আপনি কি দেখিয়া বা কি শুনিয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন?

"এই চারিটাই পরিহানিকর বা বিনাশকর পদার্থ। যাহার বিনাশ হইলে কেহ কেহ গৃহত্যাগান্তর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন

পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হয়। তন্মধ্যে আপনার কোন একটির পরিহানি হয় নাই। অতএব আপনি কি দেখিয়া বা কি শুনিয়া অথবা কি বুঝিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন?"

"মহারাজ, সেই ভগবান জানিয়া শুনিয়া চারিটি ধর্ম্ম উদ্দেশ বলিয়াছেন। আমি তাহা দেখিয়া শুনিয়া গৃহত্যাগান্তর প্রব্রজিত হইয়াছি। সেই চারিটি এই—

"(১) এই জগৎ অধ্রুব; ইহা তাঁহার প্রথম ধর্ম্ম উদ্দেশ। ইহা দেখিয়া আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। (২) জগৎ ত্রাণ রহিত—আশ্বাস রহিত। (৩) জগতে আপন বলিতে কেহ নাই, সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। (৪) জগৎ অপূরনীয় তৃষ্ণার দাস। ভগবান এই চারিটি ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।"

"রাষ্ট্রপাল, 'জগত অধ্রুব' ইহার অর্থ আমি জানিতে চাই।"

"মহারাজ, আপনি বিংশতি কিম্বা পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে সংগ্রামে হস্তী, অশ্ব, রথ পরিচালনায় এবং তীর চালনায় কৃতবিদ্য এবং বলিষ্ঠ উরু ও বাহু সম্পন্ন ছিলেন কি?"

"রাষ্ট্রপাল, সে কথা আর কি বলিব, আমি এক সময় এমন শক্তিশালী ছিলাম যে জগতে আমার সমকক্ষ কেহ আছে বলিয়া বিশ্বাসও করিতাম না।"

"মহারাজ, আপনি এখনও সংগ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় কাজ করিতে পারেন কি?"

"রাষ্ট্রপাল, এখন আমি জরাজীর্ণ অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হইয়াছি। এক সময় আমার এমন অবস্থা হয় যে, একস্থানে পদ রাখিতে ইচ্ছা করিলে অন্য স্থানে পতিত হয়। অর্থাৎ আমার অঙ্গ আমার বশে নাই।"

"মহারাজ, ভগবান ইহা দেখিয়া 'জগৎ অধ্রুব' বলিয়াছেন। তাহাই আমি দেখিয়া শুনিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি।"

"রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য! বড় অদ্ভুত!! যাহা ভগবান সত্যই বলিয়াছেন — 'জগৎ অধ্রুব'!"

"রাষ্ট্রপাল, আমার রাজ-বাড়ীতে হস্তী সমুদয়, অশ্ব সমুদয়, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমূহ আছে। তাহারা আমায় বিপদ হইতে রক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত। আপনি বলিয়াছেন 'জগৎ ত্রাণ রহিত, জগৎ আশ্বাস রহিত'। রাষ্ট্রপাল, ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"মহারাজ, আপনার দেহে বর্ত্তমান কোন প্রকার রোগ আছে কি?"

"রাষ্ট্রপাল, আমার দেহে বায়ুরোগ আছে। একদিন আমার জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে পরিবৃত করিয়া বলিয়াছিল — 'রাজা এখনই মারা যাইবেন,' 'রাজা কৌরব্য এখনই মারা যাইবেন'।"

"মহারাজ, আপনার আত্মীয় স্বজনেরা আপনার রোগ বণ্টন করিয়া আপনার রোগ-যন্ত্রণা লাঘব করিয়াছে কি? না, আপনিই একাকী রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন?"

"রাষ্ট্রপাল, আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার রোগ বণ্টন করিয়া নিতে পারে নাই ; আমি-ই সেই রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

"মহারাজ, এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন ... ...। তাহা দেখিয়া .. .. ।"

"রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য ! বড় অদ্ভুত ! ! ... ...।

"রাষ্ট্রপাল, আমার রাজবাড়ীর মধ্যে অনেক হিরণ্য সুবর্ণ সঞ্চিত আছে। আপনি যে বলিয়াছেন — 'জগৎ আপনার নহে, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে'।— ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

"মহারাজ, আপনি এখন যেরূপ এই ভোগ-সম্পত্তি দ্বারা পঞ্চ কাম-গুণ ভোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরও তদ্রূপ ভোগ করিতে পারিবেন কি ? না, অপরে এই সম্পত্তি পরিভোগ করিবে ?"

"রাষ্ট্রপাল, আমি এখন এই সম্পত্তি রাশি দ্বারা যেরূপ পঞ্চ কাম গুণ উপভোগ করিতেছি, আমি পরলোকে তদ্রূপ ভোগ করিতে পারিব না, অপরে তাহা ভোগ করিবে ; আমি কর্ম্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইব।"

"মহারাজ, এজন্যই ভগবান বলিয়াছেন ... ...।"

"রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য ! বড় অদ্ভুত ! ! ... ... আপনি যে বলিয়াছেন — 'জগৎ অপূর্ণ তৃষ্ণার দাস'।— আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

"মহারাজ, আপনি সমৃদ্ধিশালী কুরুদেশে আধিপত্য করিতেছেন কি?"

"হাঁ, রাষ্ট্রপাল, আমি সমৃদ্ধিশালী কুরুদেশে আধিপত্য করিতেছি।"

"মহারাজ, যদি আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আসিয়া আপনাকে বলে — 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বদেশে একটি বড় সমৃদ্ধিশালী বহুজনাকীর্ণ দেশ দেখিয়াছি। সেখানে অল্পমাত্র হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সৈন্য আছে, অনেক গজ-দন্ত, মৃগ-চর্ম্ম পাওয়া যায়, অনেক কৃত্রিম অকৃত্রিম হিরণ্য সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, তথায় বহু রূপবতী স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। এতগুলি সৈন্য দ্বারা ঐ দেশ অনায়াসে জয় করিতে পারা যাইবে। মহারাজ, সেই দেশ আপনি স্বীয় অধিকার ভুক্ত করুন।' তচ্ছ্রবণে আপনি কিরূপ করিবেন?"

"সেটি জয় করিয়া আমি আধিপত্য করিব।"

"মহারাজ, যদি অপর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া ঐরূপ বলে তাহা হইলে আপনি কিরূপ করিবেন?"

"রাষ্ট্রপাল, সেই সেই দেশও আমি জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিব।"

"মহারাজ, এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন — '... ... ...'।"

"রাষ্ট্রপাল, বড় আশ্চর্য্য! বড় অদ্ভুত!! ... ...।"

অতঃপর রাষ্ট্রপাল পুনরায় বলিতে লাগিলেন —

"আমি জগতে অনেক ধনবানকে দেখিতেছি, তাহারা ধন পাইয়াও মোহ বশতঃ দান দেয় না, লোভ বশতঃ ধন সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আরও অধিক পাইতে বাসনা করে।

"রাজা বলপূর্ব্বক রাজ্য জয় করিয়া সসাগরা মহী শাসন করেন। সমুদ্রের এই পারে তৃপ্ত না হইয়া পর পার পাইবারও কামনা করেন।

"রাজা এবং অন্য মানবেরা ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় — তৃষ্ণার পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া দেহত্যাগ করে। জগতে কামনার পরিতৃপ্তি নাই।

"জ্ঞাতি বর্গ কেশ বিকীর্ণ করিয়া ক্রন্দন করে এবং বলে — 'হায়, মরিয়া গেল'। অতঃপর মৃতদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া শ্মশানে নিয়া দাহ করিয়া ফেলে।

"মৃত ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া একটি মাত্র বস্ত্র সম্বল করিয়া চিতায় আরোহণ করে। তখন তাহাকে শূল দ্বারা বিদ্ধ করে। এই জগতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কেহই সহায় হয় না।

"উত্তরাধিকারী তাহার ধন পরিভোগ করে, সে কিন্তু তাহার কর্ম্মানুযায়ী গতি লাভ করে। দারা-পুত্র, ধন এবং রাজ্য মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে না।

"ধন দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় না, সম্পত্তি দ্বারা জরা বিনষ্ট হয় না। পণ্ডিতেরা এই জীবন স্বল্প, অশাশ্বত এবং ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন।

"ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই কামনার স্পর্শে স্পৃষ্ট হয়। মূর্খ কামনার স্পর্শে মূর্খতা বশতঃ বিচলিত হইয়া পড়ে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কামনার স্পর্শে বিচলিত হন না।

"এজন্য ধন হইতে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তদ্দারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। মোহের বশবর্ত্তী হইলে জন্মে জন্মে পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

"প্রাণীরা এই ভব সমুদ্রে পড়িয়া জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে। মুক্ত হইতে না পারিলে এই মোহ বশতঃ বারম্বার জন্মধারণ করিয়া পাপ কার্য্য করিতে হয়।"

"সিঁধকাটা চোর যেমন স্বীয় কার্য্য দ্বারা মারা যায় তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে।

"হে রাজন্, বিচিত্র আপাতঃ মধুর ও মনোরম কামভোগ নানারূপে চিত্ত মথিত করে। এই জন্য এবং কাম ভোগের অপূর্ণতা দেখিয়া আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।

"বৃক্ষের ফলের ন্যায় তরুণ ও বৃদ্ধ লোক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাও দেখিয়া আমি প্রব্রজিত হইয়াছি। কেননা, শ্রামণ্য ধর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠ।"

শৈল ব্রাহ্মণ

এক সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে অঙ্গুত্তরাপ দেশের আপণ নামক নিগমে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যখন কেণিয় নামক জটাধারী সন্ন্যাসী শ্রবণ করিলেন —

"শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম সার্দ্ধ বারশত শিষ্যমণ্ডলী সহ অঙ্গুত্তরাপ দেশেব 'আপণ' নিগমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাব এইরূপ কল্যাণজনক কীর্ত্তি-ধ্বনি উৎপন্ন হইয়াছে। ... . তাঁহাব দর্শনলাভ মঙ্গল দায়ক।"

তখন কেণিয় জটিল ভগবানের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে কুশল প্রশ্নাগুর একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে তিনি মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে বলিলেন—

"ভগবন্, আপনি ভিক্ষু-সংঘ সহ আগামী কল্যের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান বলিলেন —

"কেণিয়, আমার সঙ্গী ভিক্ষুর সংখ্যা বড় বেশী; বিশেষতঃ তুমিও-ত ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন।"

"গৌতম, আপনাঁর সঙ্গে ভিক্ষু অধিক হইলেও এবং আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রসন্ন হইলেও আপনি আগামী কল্যের জন্য ভিক্ষু-সংঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

কেণিয় জটিল ঐরূপ তিনবার প্রার্থনা করায় ভগবান বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কেণিয় জটিল ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বাণপ্রস্থাবলম্বী জটাধারী শিষ্যদিগকে বলিলেন—

"আমি আগামী কল্যের জন্য সশিষ্য ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। অতএব তোমরা আমায় কায়িক সাহায্য কর।"

তাহারা সম্মত হইয়া কেহ উনান প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ গাছ চিরিতে লাগিল, কেহ থালা ঘটি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কলসী জলে পূর্ণ করিতে লাগিল, কেহ বা আসন বিস্তারিত করিতে লাগিল। কেণিয় জটিল স্বয়ং পট-মণ্ডপ নির্ম্মাণে রত হইলেন।

সেই সময় নিঘণ্ডু, কল্প, অক্ষর প্রভেদ সহিত ত্রিবেদ তথা পঞ্চ ইতিহাসে পারদর্শী, কবি, বৈয়াকরণ, লোকায়ত শাস্ত্র ও সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী শৈল নামক ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে — 'আপণে' বাস করিতেন। তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে বেদ অধ্যাপনা করিতেন। কেণিয় জটিলের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সেই দিন তিনি তিন শত বিদ্যার্থী সহ পাদচারণ করিতে করিতে কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন — 'কেণিয় ও তাঁহার জটাধারী বাণপ্রস্থাবলম্বী শিষ্যেরা কেহ উনান খনন করিতেছে, ... কেণিয় জটিল স্বয়ং পট-মণ্ডপ তৈয়ার করিতেছেন'। তদ্দর্শনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এখানে আবাহ-বিবাহ হইবে, না মহাযজ্ঞ সমুপস্থিত হইয়াছে

অথবা সসৈন্য মগধ-রাজ বিম্বিসার আগামী কল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন ?"

"না, শৈল, এখানে আবাহ-বিবাহও হইবে না, সসৈন্য মগধ-রাজ বিম্বিসারও আগামী কল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হন নাই, কিন্তু এখানে আমার একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু-সংঘ সহ অঙ্গুত্তরাপ দেশের 'আপণ' নিগমে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ মঙ্গলজনক কীর্ত্তি-ধ্বনি শোনা যাইতেছে, 'তিনি ভগবান, অরহত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্‌, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান'। তাঁহাকে আমি এখানে সশিষ্য আগামী কল্য ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

"হে কেণিয়, আপনি কি 'বুদ্ধ' বলিয়া বলিলেন ?"

"হাঁ, শৈল, আমি 'বুদ্ধ' বলিয়া বলিলাম।"

"'বুদ্ধ' বলিতেছেন ?"

"হাঁ, 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

"'বুদ্ধ' বলিতেছেন ?"

"হাঁ, 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

'বুদ্ধ' শব্দ শ্রবণে শৈল ব্রাহ্মণের শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর তিনি ভাবিলেন—"জগতে 'বুদ্ধ' এই শব্দও বড় দুর্লভ। আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ দেখা যায় ; সেই লক্ষণ সমূহ যাঁহার শরীরে পরিদৃষ্ট হয়,

তাঁহার দ্বিবিধ গতির মধ্যে একটি গতি লাভ হয়। যদি তিনি গৃহবাস করেন, তবে চতুর্মহাদ্বীপের অধীশ্বর ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী হন। তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন। আর যদি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হন, তবে জগতে তৃষ্ণা রহিত অরহত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইয়া থাকেন।" — এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন —

"হে কেণিয়, পুনরায় বলুন, সেই অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ এখন কোথায় বাস করিতেছেন ?"

শৈল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কেণিয় জটিল দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন —

"হে শৈল, যেখানে নীল-বনরাজি দেখা যাইতেছে সেখানেই তিনি বাস করিতেছেন।"

শৈল ব্রাহ্মণ তিন শত শিষ্য সহ ভগবানের নিকট গমন করিবার সময় শিষ্যদিগকে বলিলেন —

"তোমরা শব্দ করিও না; ধীরপদবিক্ষেপে নিঃশব্দে আগমন কর। ভগবান বুদ্ধ সিংহের ন্যায় একাকী বাস করেন। তাঁহার দর্শন বড় দুর্লভ। আমি যখন তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিব, তখন তোমরা মধ্যে মধ্যে কথা বলিও না। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা নীরব থাকিবে।"

অতঃপর শৈল ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নান্তর উপবেশন করিলেন। তিনি বসিয়া ভগবান বুদ্ধের দেহে

বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভগবানের দেহে দুইটি ব্যতীত ত্রিংশৎটি লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কোষাবৃত পুরুষ-চিহ্ন ও দীর্ঘ জিহ্বা দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ঐ দুইটি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল। শৈলের মানসিক অবস্থা বুদ্ধ জ্ঞাত হইয়া এরূপ যোগবল প্রকটিত করিলেন, যেন কোষাবৃত পুরুষ-চিহ্ন শৈল ব্রাহ্মণ দেখিতে পায় এবং জিহ্বা বাহির করিয়া উভয় শ্রোত্র ও নাসিকা স্পর্শ করিয়া ললাট আচ্ছাদিত করিলেন।

তদ্দর্শনে শৈল ব্রাহ্মণের মনে হইল — "শ্রমণ গৌতম মহাপুরুষ লক্ষণে অপরিপূর্ণ নহেন। তিনি বত্রিশটি মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণই আছেন। কিন্তু 'বুদ্ধ' হইয়াছেন কি-না ঠিক বলিতে পারিতেছি না। বৃদ্ধ আচার্য্য প্রাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, 'যিনি অরহত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন তিনি স্বীয় গুণ বর্ণনা করিলে নিজকে প্রকটিত করেন'। অতএব আমি শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে উপযুক্ত শ্লোক দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া দেখি।" — এই মনে করিয়া ভগবান বুদ্ধের স্তুতি করিতে লাগিলেন —

"হে ভগবন্, আপনি পরিপূর্ণ দেহধারী, আপনার রূপ মনোহর, আপনি উচ্চকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনার দেহ তেজোময়, আপনার শরীর স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, আপনি মহাবীর্য্যশালী, আপনার দন্ত অমল-ধবল এবং মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহ আপনার দেহে শোভা পাইতেছে।

"আপনার নেত্র উজ্জ্বল, আপনার বদন সুন্দর, আপনার শরীর সরল এবং প্রতাপবান, আপনি শ্রমণ-সঙ্ঘের মধ্যে আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

"হে ভিক্ষুপ্রবর, আপনি প্রিয়দর্শন এবং কাঞ্চন সদৃশ দেহধারী। যেই ব্যক্তি এরূপ রূপবান তাঁহাকে শ্রমণ-বেশে শোভা পায় কি?

"আপনি রথিক শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী হইবার যোগ্য; আপনি চতুর্দ্বীপ জয় করিয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি হইতে পারেন।

"হে গৌতম, ক্ষত্রিয় প্রাদেশিক রাজারা আপনার প্রতি অনুরক্ত হইবেন। আপনি রাজাধিরাজ মানবেন্দ্র হইয়া রাজত্ব করুন।"

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন —

"হে শৈল, আমি অনুপম ধর্ম্মরাজ; ধর্ম্মদ্বারা চক্র প্রবর্ত্তন করি; এই চক্র কেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।"

"হে গৌতম, আপনি স্বয়ং অনুপম ধর্ম্মরাজ সম্বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াও বলিতেছেন; কিন্তু আপনার অনুগামী সেনাপতি কোথায়? কে এই অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম-চক্র পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন?"

"হে শৈল, আমার দ্বারা সঞ্চালিত অনুপম ধর্ম্ম-চক্র পরে আমার অনুগামী শারীপুত্র পুনঃ চালনা করিয়াছেন।

"জ্ঞাতব্য জ্ঞাত হইয়াছি, ভাবিবার ভাবিয়াছি, পরিত্যাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমি বুদ্ধ।

"ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ দূর কর, বারম্বার সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ হয় না।

"জগতে যাঁহার আবির্ভাব দুর্লভ আমি রাগাদি শল্য ছেদন করিয়া সেই অনুপম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

"আমি ব্রহ্মভূত, তুলনা রহিত, মার-সৈন্য (রাগাদি শত্রু) প্রমর্দ্দন করিয়াছি, আমি সর্ব্বদিকে বিঘ্নহীন এবং আমার মন হৃষ্ট। আমাকে দেখিয়া কে না সন্তুষ্ট হইবে?"

শৈল ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে বলিলেন —

"যে ইচ্ছা কর সে আমার সঙ্গে আস, যে ইচ্ছা না কর সে চলিয়া যাও। আমি এখানে মহা প্রজ্ঞাবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হইব।"

তচ্ছ্রবণে শৈলের শিষ্যেরা বলিল —

"আচার্য্য, যদি আপনি সম্যক্ সম্বুদ্ধের শাসনে অভিরমিত হন, তবে আমরাও তাঁহার নিকট প্রব্রজিত হইব।

"ভগবন্, আমরা তিন শত ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমরা সকলে আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।"

ভগবান বলিলেন —

"এই ব্রহ্মচর্য্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, অকালিক এবং সুন্দর রূপে আখ্যাত হইয়াছে; অপ্রমত্ত হইয়া যে পালন করে তাহার প্রব্রজ্যা ব্যর্থ হয় না।"

শৈল ব্রাহ্মণ যথাসময় পরিষদ সহ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন।

রাত্রি শেষ হইলে কেণিয় জটিল স্বীয় আশ্রমে খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে আমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান পূর্ব্বাহ্ন সময় পাত্র-চীবর লইয়া কেণিয় জটিলের আশ্রমে গমন করতঃ ভিক্ষু-সংঘ সহ উপবেশন করিলে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে কেণিয় জটিল একটি নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান দান অনুমোদন করিয়া বলিলেন —

"যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিহোত্র, ছন্দঃশাস্ত্রে সাবিত্রী, মানবের মধ্যে রাজা, নদীর মধ্যে সাগর, তাপ দায়কের মধ্যে সূর্য্য এবং পুণ্যাকাঙ্ক্ষীদের নিকট সংঘ-পূজাই শ্রেষ্ঠ।"

ভগবান এই উপদেশ দ্বারা দান অনুমোদন করতঃ আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আয়ুষ্মান শৈল শিষ্যবৃন্দ সহ প্রমাদ রহিত এবং উদ্যোগী হইয়া আত্মনিগ্রহ পূর্ব্বক বাস করতঃ, যেই জন্য কুল-পুত্র গৃহ ত্যাগান্তর প্রব্রজিত হয়, অচিরে সেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের অনুপম ফল নির্ব্বাণ ইহজন্মে সাক্ষাৎ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি 'জন্মক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যাচরণ পূর্ণ হইয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে এবং ইহজন্মে করিবার আর কিছু অবশিষ্ট নাই' — বলিয়া অবগত হইলেন। সপরিষদ আয়ুষ্মান শৈল অরহত্ব-ফল লাভ করিলেন।

অনন্তর বুদ্ধের নিকট গমন করতঃ চীবর একাংশ করিয়া তাঁহার দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিলেন —

"হে চক্ষুষ্মান, আমি আট দিন পূর্ব্বে আপনার শরণে আসিয়াছি। ভগবন্, আপনার শাসনে সাত রাত্রির মধ্যে আমি দান্ত হইয়াছি।

"আপনিই বুদ্ধ, আপনিই শাস্তা, আপনিই মারবিজয়ী মুনি। আপনি রাগাদি অনুশয় ছেদন করতঃ স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণীবৃন্দকে উত্তীর্ণ করিতেছেন।

"আপনার উপধি পরিত্যক্ত হইয়াছে, আপনার আস্রব বিদীর্ণ হইয়াছে, আপনি সিংহের ন্যায় ভবসাগরের ভীষণতা এবং উপাদান রহিত হইয়াছেন।

"হে বীর, এই তিন শত ভিক্ষু করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে। আপনি পদ প্রসারিত করুন; নাগগণ আপনার পদ বন্দনা করিতে চাহিতেছে।"

কৃষি ভারদ্বাজ

ভগবান বুদ্ধ একসময় মগধ দেশের দক্ষিণ গিরির একনালা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে বাস করিতেছিলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে তিনি পাত্র-চীবর লইয়া কৃষি ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেইদিন ব্রাহ্মণের হলকর্ষণোৎসব (সীতা যাগ) ছিল। বুদ্ধকে ভিক্ষার্থ উপস্থিত দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আমি কর্ষণ ও বপন করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া থাকি; আপনি কেন কর্ষণ ও বপন করিয়া অন্নের সংস্থান করেন না?"

"ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ ও বপন করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা আহারেরও সংস্থান করিয়া থাকি।"

ব্রাহ্মণ তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—"হে গৌতম, আমরা ত আপনার যোঁয়ালী, লাঙ্গল, ফাল, তাড়ন-দণ্ড, বলীবর্দ্দ আদি কৃষির সামগ্রী কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অথচ আপনি বলিতেছেন, 'আমিও কর্ষণ ও বপন করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা আহারের সংস্থান করিয়া থাকি'।"

তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধা আমার বীজ, তপস্যা বৃষ্টি-জল, প্রজ্ঞা লাঙ্গল ও যোঁয়াল, উৎসাহ তাড়ন-দণ্ড, উদ্যম ফাল, বিনয় লাঙ্গলের ঈষ এবং মন-যোক্ত্র তাহার পরিচালক।

"আমার কায় ও বাক্য সুরক্ষিত, ভোজন আমার পরিমিত, মোহরূপ কাঁটা ছেদন করিতে সত্যই আমার অস্ত্র এবং মুক্তিই আমার সতর্কতা।

"বীর্য্য আমার ভারবাহী বলদ এবং যোগক্ষেম বাহন; তাহারা আমাকে নির্ব্বাণাভিমুখে লইয়া গমন করিতেছে। এমন স্থানে লইয়া যাইতেছে যেখানে গেলে আর দুঃখের ভাগী হইতে হয় না এবং যে স্থান হইতে লইয়া যাইতেছে সে স্থানেও প্রত্যাগমন করিতে হয় না।

"হে ব্রাহ্মণ, আমি এইরূপ কৃষি-কার্য্য করিয়া থাকি। এই কৃষিতে আমার অমৃতরূপ শস্য উৎপন্ন হয়। যেই ব্যক্তি এইরূপ কৃষি-কার্য্য করে সেই ব্যক্তি দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারে।"

ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধের এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া কংস-পাত্রে সদুগ্ধ পায়সান্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন—

"হে গৌতম, এই পায়সান্ন অনুগ্রহ করিয়া ভোজন করুন। আমি বুঝিলাম, আপনিই প্রকৃত কৃষক। আপনার কৃষিক্ষেত্র হইতে অমৃত-ফল উৎপন্ন হয়। তাহা খাইলে মানব জন্ম-জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চির শান্তি লাভ করে।"

তচ্ছ্রবণে ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—

"হে ব্রাহ্মণ, ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া আমি কোন দ্রব্য গ্রহণ করি না। এই হেতু তোমার পায়সান্ন গ্রহণ

করিব না। যিনি ন্যায়বান তিনি উপদেশ লব্ধ বস্তু গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন না। বুদ্ধেরা এরূপ ভোজন হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকেন।

"যিনি মহর্ষি, যিনি রিপু সমূহ দমন করিয়াছেন, যিনি অসৎ আচরণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-মার্গ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ লোককে অন্ন ও পানীয় দ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিবে। কেননা, তিনি মানবের অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র নামে অভিহিত।"

ভারদ্বাজ বলিলেন—"ভগবন্, তাহা হইলে এই পায়সান্ন কাহাকে দান করিব?"

"ব্রাহ্মণ, সুর-নর-ব্রহ্মলোকে কিম্বা মার জগতে বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবক ব্যতীত এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে এই পায়সান্ন খাইয়া জীর্ণ করিতে পারিবে। অতএব এই পায়সান্ন কীট হীন জলে বা তৃণহীন ভূমিতে নিক্ষেপ কর।"

কৃষি ভারদ্বাজ কীট হীন জলে তাহা নিক্ষেপ করতঃ বুদ্ধের পদতলে নিপতিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধও তাঁহাকে যথাসময় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন।

অঙ্গুলিমালা

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া জেত-বন বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় কোশল-রাজের পুরোহিত ব্রাহ্মণের পত্নী মৈত্রায়নীর গর্ভে অহিংসক নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ষোড়শ বৎসর বয়সে তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশীলায় প্রেরণ করিলে সে আচার্য্যের ধর্ম্মান্তেবাসী * হইয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। সে ব্রতসম্পন্ন, আজ্ঞাবহ, প্রিয় আচরণশীল এবং প্রিয়ম্বদ ছিল। অপর শিষ্যেরা সে আচার্য্যের স্নেহপাত্র হওয়ায় ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাহাকে বিতাড়িত করিবার মানসে পরামর্শ করিতে লাগিল,—'এই ব্রাহ্মণ-তনয় বাস্তবিক প্রজ্ঞাবান, ব্রতসম্পন্ন এবং উচ্চকুলীন। এই সম্বন্ধে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া আচার্য্যের মন বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিতে পারিব না। আচার্য্যের পত্নীর সহিত সে ব্যভিচারে রত আছে বলিয়া মিথ্যা ঘটনা দ্বারা তাহাকে তাঁহার বিরাগভাজন করিতে না পারিলে উপায়ান্তর নাই'—তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া তিন দলে বিভক্ত হইল। প্রথম দল যাইয়া আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে আচার্য্য বলিলেন—

"বৎসগণ, কি সংবাদ বলিতে তোমরা আসিয়াছ?"

---

* অবৈতনিক শিষ্য।

তাহারা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল —

"গুরুদেব, আমাদের বোধ হইতেছে, অহিংসক আপনার অন্তঃপুর কলুষিত করিতেছে।"

"যাও, বৃষলগণ (শূদ্রগণ), আমার প্রধান শিষ্যের সঙ্গে আমার ভেদ উপস্থিত করিও না।" — এই বলিয়া তাহাদিগকে সেস্থান হইতে বিতাড়িত করিলেন।

তৎপর দ্বিতীয় দল যাইয়া বলিল — "যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারেন, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

আচার্য্য তাহাদের কথায় অহিংসক ও স্বীয় পত্নীর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিলেন — "এখন উপায় কি? তাহাকে হত্যা করিলে জনসাধারণ মনে করিবে 'আচার্য্যের নিকট শিক্ষা করিতে আসিলে অমূলক দোষে দোষী করিয়া ভাল ছাত্রকে হত্যা করিয়া ফেলেন' — এরূপ ধারণা লোকের বদ্ধমূল হইলে আমার কাছে কেহ শিক্ষার জন্য আর ছেলে পাঠাইবে না। কাজেই আমার লাভ সম্মানের ব্যাঘাত ঘটিবে। তবে অহিংসককে আমার অধ্যাপনার দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র লোককে হত্যা করিতে আদেশ করিব, এরূপ করিলে সে যখন মানুষ হত্যায় রত হইবে তখন তাহাকে যে কেহ মারিয়া ফেলিবে।"

তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অহিংসককে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন — "যাও, বৎস, সহস্র লোককে হত্যা কর। তাহাই তোমার বিদ্যাশিক্ষার গুরু-দক্ষিণা হইবে।"

"আচার্য্য, আমি অহিংসক-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অতএব আমি জীবহত্যা করিতে পারিব না।"

"বৎস, বিনা দক্ষিণায় বিদ্যা কার্য্যকরী হয় না। আমার আদেশ পালন কর।"

অহিংসক নিরুপায় হইয়া পঞ্চবিধ অস্ত্র লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। সে অরণ্যে প্রবেশ-পথে, মধ্যস্থলে এবং নির্গম-পথে দাঁড়াইয়া মনুষ্য হত্যায় রত হইল; কিন্তু তাহাদের বস্ত্র বা ধন-সম্পত্তি কিছুই গ্রহণ করিত না। এক দুই করিয়া নিহতদের সংখ্যা গণনা করিত। ক্রমশঃ সংখ্যা স্মরণ রাখিতে অসমর্থ হওয়ায় এক একটি অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া রাখিতে লাগিল বটে কিন্তু তাহাও অপহৃত হইল। তদ্দর্শনে ছিন্ন অঙ্গুলিদ্বারা মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতে লাগিল। এইজন্য তাহার নাম হইল **অঙ্গুলিমালা**। সে সমস্ত অরণ্য মানবের গমনের অযোগ্য করিয়া তুলিল। কাষ্ঠ আদির জন্য কেহ সেই অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। সে অরণ্যে মানুষের অভাবে রাত্রে গ্রামে আসিয়া ঘরের দরজা ভগ্ন করতঃ মানুষ হত্যা করিতে লাগিল। এরূপে গ্রাম-জনপদ-নগরবাসীর প্রাণ সংহার করিয়া শ্রাবস্তী বাসীর মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। তাহার অত্যাচারে তিন যোজনের মধ্যে যত লোক ছিল সকলে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইল। তাহারা রাজাকে বলিল — "মহারাজ, আপনার রাজ্যে নরহন্তা

অঙ্গুলিমালা নামক ব্যাধের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আমাদের রক্ষা করুন।"

একদিন সন্ধ্যাকালে ভগবান বুদ্ধ পাত্র-চীবর লইয়া অঙ্গুলিমালার বাসস্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে গোপালক, পশুপালক এবং কৃষকেরা বুদ্ধকে ঐ স্থানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া যথাসময় আঙ্গুলিমালার বাস-স্থানে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া সে চিন্তা করিল —

"বড় আশ্চর্য্য ! বড় অদ্ভুত ব্যাপার !! এই রাস্তা দিয়া পঞ্চাশ জন মানুষ দলবদ্ধ হইয়া আসিলেও আমার হস্তে পতিত হয় ; অথচ এই শ্রমণ একাকী — অদ্বিতীয় আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াই আসিতেছে। আমি ইহার জীবন নাশ করিব।"

এই ভাবিয়া সে অসি-চর্ম্ম-তীর-ধনু লইয়া বুদ্ধের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তখন বুদ্ধ এমন যোগবল প্রকটিত করিলেন যে, তিনি স্বাভাবিকভাবে গমন করিতে থাকিলেও দস্যু অঙ্গুলিমালা দৌড়িয়াও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে অসমর্থ হইল। তখন সে ভাবিল — "বড় আশ্চর্য্য ! বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! ! আমি পূর্ব্বে হস্তী, অশ্ব, রথ এবং মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহাদিগকে বধ করিতে পারিয়াছি ; কিন্তু এখন বেগে দৌড়িয়াও স্বাভাবিকভাবে গমনশীল শ্রমণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি না।"— এই ভাবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল —

"হে শ্রমণ, দাঁড়াও।"

"হে অঙ্গুলিমাল, আমি দাঁড়াইয়া আছি ; তুমিও দাঁড়াও।"

তচ্ছ্রবণে তাহার মনে হইল — "সাধারণতঃ শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণেরা সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ; কিন্তু এই শ্রমণ গমন করিয়াও বলিতেছে — 'আমি দাঁড়াইয়া আছি।' আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব।" এই স্থির করিয়া বলিল —

"হে শ্রমণ, তুমি গমন করিয়াও বলিতেছ — 'আমি স্থিত আছি'। আমি স্থিত থাকিলেও আমায় অস্থিত বলিতেছ। অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কিরূপে স্থিত আর আমি কিরূপে অস্থিত?"

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন —

"অঙ্গুলিমাল, আমি দণ্ড ত্যাগ করিয়া সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি ; কিন্তু তুমি প্রাণী হত্যায় অসংযত হওয়ায় অস্থিত আছ। এই হেতু তুমি অস্থিত আর আমি স্থিত।"

"বহুদিন পূর্ব্বে মহর্ষির সেবা করিয়াছি। অনেক দিন পরে এই শ্রমণকে অরণ্যের মধ্যে পাওয়া গেল। সেই আমি আপনার ধর্ম্ম-রস সংযুক্ত শ্লোক শুনিয়া চিরকালের জন্য পাপ পরিত্যাগ করিব।"

দস্যু এইরূপ বলিয়া তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র প্রপাতে ও গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর সুগতের পদে প্রণত হইয়া বন্দনা করতঃ প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল।

দেব ও মনুষ্য লোকের গুরু করুণাময় মহর্ষি বুদ্ধ তাহাকে 'এস ভিক্ষু'— বলিয়া বলিলেন। ইহাতে সে ভিক্ষুত্ব লাভ করিল।

তৎপর ভগবান বুদ্ধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে প্রত্যাগমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা প্রসেনদির অন্তঃপুর-দ্বার সমীপে বহু জনতা একত্র হইয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল — "দেব, আপনার রাজ্যে অঙ্গুলিমালা নামক একজন নরঘাতক দস্যু আছে। সে গ্রাম, নগর, জনপদ মানব শূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং মানুষ হত্যা করিয়া গলায় অঙ্গুলির মালা ধারণ করে। অতএব তাহাকে বাধা প্রদান করুন।"

তখন রাজা প্রসেনদি পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে করিয়া মধ্যাহ্নে জেতবন বিহারে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"মহারাজ, মগধের রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার কিম্বা বৈশালীর লিচ্ছবীরা অথবা অন্য কেহ আপনার প্রতি কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছে?"

"না, ভন্তে, আমার প্রতি বিম্বিসার বা লিচ্ছবীরা কিম্বা অন্য কেহ বিরূপ হয় নাই। আমার রাজ্যে অঙ্গুলিমালা নামধেয় জনৈক নরঘাতক মনুষ্য হত্যা করিয়া গলায় অঙ্গুলির মালা ধারণ করিতেছে। এখন তাহার ভয়ে গ্রাম, নগর ও

জনপদ সমস্তই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আমি অশ্বারোহী সৈন্য সহ যাইতেছি।"

"মহারাজ, যদি অঙ্গুলিমালাকে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া কাষায় বস্ত্রধারী এবং আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া প্রাণী-হিংসা বিরত, অদত্তাদান বিরত, মৃষাবাদ বিরত, একাহারী, ব্রহ্মচারী, শীলবান এবং ধর্ম্মাত্মা দেখেন তবে তাহাকে কিরূপ করিবেন ?"

"ভন্তে, প্রত্যুত্থান, আসন প্রদান, চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন ও ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সেবা করিব এবং তাঁহাকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করিব। ঐরূপ পাপীষ্ঠের তেমন শীল, সংযম কোথা হইতে হইবে ?"

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালা বুদ্ধের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান ডান হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজাকে কহিলেন —

"মহারাজ, এই ব্যক্তিই অঙ্গুলিমালা।"

তদ্দর্শনে রাজা ভীত, ত্রস্ত, রোমাঞ্চিত হইয়া গেলেন। ভগবান তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন —

"মহারাজ, ভয় করিবেন না! মহারাজ, ভয় করিবেন না!! এখন তাহার নিকট হইতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" তচ্ছ্রবণে রাজার ভয় চলিয়া গেল।

তখন রাজা অঙ্গুলিমালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — "আর্য্য, আপনি কি অঙ্গুলিমালা ?"

"হাঁ, মহারাজ।"

"আর্য্যের পিতা-মাতা কোন্ গোত্রের?"

"মহারাজ, আমার পিতা গার্গ্য এবং মাতা মৈত্রায়নী গোত্রের।"

"আর্য্য গার্গ্য মৈত্রায়নী পুত্র, আপনি বুদ্ধের শাসনে অভিরমিত হউন। আমি আপনাকে চারি প্রত্যয় দ্বারা সেবা করিব।"

সেই সময় আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালা আরণ্যক, পিণ্ডপাতিক, পাংশুকূলিক এবং ত্রৈচীবরিক ছিলেন। তদ্ধেতু তিনি রাজাকে বলিলেন —

"মহারাজ, আমার ত্রিচীবর পরিপূর্ণ আছে।"

অতঃপর রাজা প্রসেনদি ভগবানকে বন্দনা করতঃ বলিলেন—

"ভন্তে, আশ্চর্য্য! ভন্তে, বড় অদ্ভুত!! কিরূপে আপনি অদান্তকে দান্ত, অশান্তকে শান্ত এবং অপরিনিবৃতকে পরিনির্ব্বাপিত করিতেছেন! যাহাকে আমরা দণ্ড ও শস্ত্র দ্বারা দমন করিতে পারি না আপনি তাহাকে বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে দমন করিতেছেন। ভন্তে, আমরা যাইতেছি, আমাদের বহু কার্য্য আছে।"

"মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।"

তখন রাজা বুদ্ধকে অভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আয়ুষ্মান অঙ্গুলিমালা একাকী, অপ্রমত্ত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া বিহার করতঃ অচিরেই যেই জন্য কুলপুত্র

প্রব্রজিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যের সেই সর্ব্বোত্তম ফল ইহজন্মে স্বয়ং জানিয়া — সাক্ষাৎ করিয়া — প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি 'জন্মক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পালন শেষ হইয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে এবং এখন আর করিবার কিছু নাই' — বলিয়া জ্ঞাত হইলেন।

তিনি শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিলে কেহ তাঁহাকে ঢিল, কেহ দণ্ড, কেহ প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন তিনি শোণিত লিপ্ত দেহ, বিদীর্ণ শিরঃ, ভগ্ন পাত্র এবং ছিন্ন চীবর লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই বুদ্ধ তাঁহার দুরবস্থা অবলোকন করিয়া বলিলেন —

"ব্রাহ্মণ, তুমি সহ্য করিয়াছ! ব্রাহ্মণ, তুমি সহ্য করিয়াছ!! যেই কর্ম্মের ফল তুমি অনন্তকাল নরকে গিয়া ভোগ করিতে সেই কর্ম্ম-ফল এখন ভোগ করিতেছ।"

একদিন অঙ্গুলিমালা নির্জ্জনে ধ্যানাবস্থিত হইয়া বিমুক্তি-সুখ অনুভব করিবার সময় আনন্দ-গীতি গাহিতে লাগিলেন —

"যে ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমত্ত হয় সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগৎকে আলোকিত করে।

"যাহার পূর্ব্বকৃত পাপ কর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে আলোকিত করে।

"যেই তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধ-শাসনে আত্ম সংযমে নিরত থাকে ... ...।

"(যাহারা আমাকে শত্রু মনে করে) তাহারাও আমার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করুক এবং শুনিয়া তদনুযায়ী আচরণ করুক। যাঁহারা কুশল-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ মানবদেরও তাহারা সেবা করুক।

"যাঁহারা ক্ষমাশীল এবং মৈত্রী-গুণ বর্ণনা করেন, তাঁহাদের নিকট তাহারা ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং তাঁহাদের অনুকরণ করুক।

"(আমাকে যাহারা শত্রু মনে করে) তাহারা আমাকে কিম্বা অন্য কাহাকেও হিংসা না করুক এবং পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত জীবমণ্ডলীকে রক্ষা করুক।

"কেহ দণ্ডদ্বারা, কেহ শস্ত্রদ্বারা দমন করে। আমি কিন্তু বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে তথাগত দ্বারা দমিত হইয়াছি।

"পূর্ব্বে — হিংসকের পূর্ব্বে আমার নাম অহিংসক ছিল বটে কিন্তু আজই আমি প্রকৃত অহিংসক হইলাম; আমি এখন কাহাকেও হিংসা করি না।

"পূর্ব্বে আমি অঙ্গুলিমালা নামে প্রসিদ্ধ নরঘাতক দস্যু ছিলাম। মহাজল প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া এখন বুদ্ধের শরণে আসিয়াছি।

"পূর্ব্বে আমি রক্তপাণি অঙ্গুলিমালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। শরণ গমনের প্রভাব দেখ; আমার ভব-জাল ছিন্ন হইয়াছে।

"বহু দুর্গতিগামী কার্য্য করিয়া কর্ম্ম-বিপাকে লগ্ন ছিলাম; এখন অঋণী হইয়া ভোজন করিতেছি।

"মূর্খেরা প্রমাদে রত থাকে; কিন্তু মেধাবী ব্যক্তি অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় রক্ষা করে।

"প্রমাদে রত হইও না, কাম সেবা করিও না; অপ্রমত্ত হইয়া ধ্যান করিলে বিপুল সুখ পাওয়া যায়।

"এখানে আমার আগমন মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে অমঙ্গলের জন্য হয় নাই। আমার এই মন্ত্রণাও দুর্মন্ত্রণা হয় নাই।

"প্রতিভান (জ্ঞান) জনক ধর্ম্মে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা (নির্ব্বাণ) আমি পাইয়াছি।

"এখানে আমার আগমন করা ভাল হইয়াছে, মন্দ হয় নাই, আমার মন্ত্রণাও দুর্মন্ত্রণা হয় নাই। ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুদ্ধের শাসন পালন করা হইয়াছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

ভগবান বুদ্ধ এক সময় কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধারামে বিহার করিতেছিলেন। রাজা শুদ্ধোদনের দেহত্যাগের পর একদিন মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন —

"ভগবন্, আপনি স্ত্রী লোককে আপনার শাসনে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব। ভন্তে, আপনি স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যার অনুমতি প্রদান করুন।"

"গৌতমি, স্ত্রীলোক গৃহ-বাস ত্যাগ করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক ভিক্ষুণী হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

গৌতমী দুই তিন বার নিবেদন করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ কপিল বস্তুতে যথাভিরুচি বিহার করতঃ বৈশালীর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যথা সময় বৈশালীতে উপস্থিত ইইয়া কূটাগার শালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদিন মহা প্রজাপতি গৌতমী স্বীয় কেশরাজি কর্ত্তন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া পঞ্চশত শাক্য ললনা সমভিব্যাহারে নগ্নপদে পদব্রজে চরণ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধূলি ধূসরিত দেহে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। কপিল বস্তুতে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না। কূটাগার শালার দ্বার সমীপে রোদন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ আনন্দের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল। আনন্দ তাঁহাদের নিকট যাইয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা শোকে দুঃখে এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে সহসা আনন্দের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; কেবল রোদন করিতেই লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দের বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া গৌতমী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন— "আনন্দ, আমরা কপিল বস্তুতে ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আমাদের সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছে সারা জগৎ আমাদের দুঃখময় বোধ হইতেছে। আমি বিবশ হইয়া কপিল বস্তু হইতে এই শাক্য ললনাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহনের জন্য এখানে আসিয়াছি। বুদ্ধ আবার আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন এই ভয়ে আমরা তাঁহার নিকট যাইতে ভয় করিতেছি। এজন্য এখানে দাঁড়াইয়া নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছি।"

আনন্দ তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিয়া বুদ্ধের নিকট গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বুদ্ধ অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন —

"স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচর্য্য বড় কঠিন ব্রত। যাহা পুরুষ পালন করিতে সমর্থ হইতেছেনা, তাহা স্ত্রীলোক যে পালন করিতে পারিবে আমি তেমন আশা করিনা।"

আনন্দ বারম্বার নিবেদন করিয়াও সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া চিন্তা করিলেন — "সোজা কথায় ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না। অতএব আমি অন্য প্রকারে স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া দেখি"— এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভগবানকে বলিলেন — "ভন্তে, স্ত্রীলোক আপনার শাসনে প্রব্রজিত হইলে তাহারা স্রোতাপত্তিমার্গ, সকৃদাগামিমার্গ, অনাগামি মার্গ এবং অরহত মার্গ লাভ করিতে কি সমর্থ হইবে?"

"হাঁ, আনন্দ, তাহারা মার্গ-ফল লাভে সমর্থ হইবে।"

"ভন্তে, তাহা হইলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপনাকে আপনার মাতার মৃত্যুর পর লালন পালন এবং স্তন্যদান করিয়া মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহার সেই উপকার স্মরণ করিয়া স্ত্রী জাতিকে প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি প্রদান করুন।"

"আনন্দ, যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী আটটি গুরুতর ধর্ম্ম (নিয়ম) পালনে স্বীকৃত হন তবে তাহাই তাঁহার

উপসম্পদা হইবে। অর্থাৎ এই আটটি নিয়ম পালনে সম্মত হইলে গৌতমী উপসম্পদা লাভ করিলেন বলিয়া মনে করিও। সেই নিয়ম আটটি এই —

"(১) উপসম্পদায় শতবর্ষ হইলেও অধুনা প্রব্রজিত ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীরা অভিবাদন-প্রত্যুত্থান-অঞ্জলিকর্ম্ম-সামিচীকর্ম্ম করিতে হইবে। এই ধর্ম্ম (নিয়ম) সংকার পূর্ব্বক মানিতে ও পূজা করিতে হইবে। এই নিয়ম ভিক্ষুণীরা আজীবন অতিক্রম করিতে পারিবে না।

"(২) ভিক্ষু শূন্য আবাসে ভিক্ষুণীরা বাস করিতে পারিবে না। ... .

"(৩) প্রতি অর্দ্ধমাস অন্তর ভিক্ষু-সঙ্ঘের নিকট ভিক্ষুণীকে উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপদেশ প্রত্যাশা করিতে হইবে। ... ...

"(৪) বর্ষাবাস সমাপ্ত হইলে ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘের নিকট দর্শন, শ্রবণ ও সন্দেহ সম্বন্ধে প্রবারণা করিতে হইবে। ... ...

"(৫) গুরুতর ধর্ম্ম (পাপ) প্রাপ্ত ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘে পক্ষকাল মানত্ব ব্রত পালন করিতে হইবে। ... ...

"(৬) কোন প্রকারেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুর প্রতি কুব্যবহার করিতে পারিবে না। ... ...

"(৭) দুই বৎসর ষড়বিধ ধর্ম্মে (নিয়মে) শিক্ষিতা স্ত্রীলোককে উভয় সঙ্ঘে উপসম্পদা প্রার্থনা করিতে হইবে। ... ...

"(৮) আজ হইতে ভিক্ষুণীদের ভিক্ষুকে কিছু বলিবার পথ রুদ্ধ হইল; ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিবার পথ খোলা রহিল। ··· ···

"আনন্দ, যদি গৌতমী এই অষ্টবিধ নিয়ম প্রতি পালনে স্বীকৃত হন, তবে তাহাতেই তাঁহার উপসম্পদা লাভ হইবে।"

অতঃপর আনন্দ উক্ত আটটি নিয়ম ভগবানের নিকট শিক্ষা করিয়া মৃদুহাস্যে গৌতমীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

"গৌতমি, আপনি যদি এই আটটি নিয়ম পালনে সম্মত হন তবে তাহাতেই আপনার উপসম্পদা লাভ হইবে।

"শতবর্ষ উপসম্পন্না ভিক্ষুণীও অধুনা প্রব্রজিত ভিক্ষুকে বন্দনা ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ।"

"ভন্তে আনন্দ, যেমন বিলাসী যুবক যুবতী স্নানের পর ফুলের মালা মস্তকে পরিধান করে আমিও তেমন এই আটটি উপদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করিলাম। তাহা আজীবন লঙ্ঘন করিব না।"

অতঃপর আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন —

"ভন্তে, প্রজাপতি গৌতমী যাবজ্জীবন অলঙ্ঘনীয় উক্ত আটটি উপদেশ পালনে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

"আনন্দ, যদি স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যা লাভে অনুমতি লাভ না করিত তবে এই ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত; সদ্ধর্ম্ম

সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নির্ম্মল থাকিত। কিন্তু স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যায় অনুমতি পাওয়ায় এই ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে না; মাত্র পাঁচশত বৎসর সদ্ধর্ম্ম নির্ম্মল থাকিবে।

"আনন্দ, যেমন বহু স্ত্রীলোক ও অল্প পুরুষে সম্মিলিত পরিবার বিবিধ দোষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ যেই ধর্ম্মে স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যায় অনুমতি পায় সেই ধর্ম্মও অচিরে লোপ প্রাপ্ত হয়।

"আনন্দ, ফলবান শস্যক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ রোগ জন্মিলে তাহা যেমন বিনষ্ট হয় তেমন যেই ধর্ম্মে স্ত্রীজাতি প্রব্রজিত হয় ··· ··· ···।

"আনন্দ, উর্ব্বর ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেষ্ঠিকা (লাল রোগ) উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন বিনিষ্ট হয় তেমন যেই ধর্ম্মে ···।

"আনন্দ, যেমন মানুষ পুকুরের জল গড়াইয়া যাইবার আশঙ্কায় বৃষ্টির পূর্ব্বেই পাড় (আলি) বাঁধে তেমন আমি পূর্ব্বেই ভিক্ষুণীদের যাবজ্জীবন অনতিক্রমনীয় আটটি বিধান স্থাপন করিলাম।"

পটাচারা

শ্রাবস্তীতে মহাধনশালী একজন শ্রেষ্ঠীর পরম রূপবতী একটি কন্যা ছিল। সে যখন ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল তখন তাহার মাতা-পিতা তাহাকে সপ্ততল বিশিষ্ট প্রাসাদের উপরি তলায় রাখিয়া দিল। এরূপ সাবধানে রাখিলেও সে একজন সেবকের প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইল। তাহার মাতা-পিতা সম অবস্থাপন্ন স্বজাতীয় এক যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট করিল। এই সংবাদ শ্রেষ্ঠী-কন্যা শ্রবণ করিয়া প্রেমাস্পদ সেবককে বলিল —

"অমুকের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। বিবাহের পর তুমি আমার স্বামীর বাড়ীতে উপহার সামগ্রী লইয়া গেলেও আমার সাক্ষাত লাভ করিতে পারিবে না। অতএব যে কোন প্রকারে আমাকে লইয়া পলায়ন কর।"

"তাহা হইলে আমি আগামী কল্য নগর দ্বারের অমুক স্থানে অপেক্ষা করিব, তুমি কোন প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইবে।"

সে এইরূপ পরামর্শ দিয়া পরদিবস যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যাও প্রাতঃকালে ময়লা জীর্ণবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ময়লা লেপন করিয়া কলসী হস্তে দাসীদের সঙ্গে বাহির হইল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া চাকরের সঙ্গে মিলিত হইল।

তৎপর উভয়ে দূর প্রদেশে গমন করিয়া স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে লাগিল। স্বামী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা স্বয়ং গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া পাপের ফল ভোগ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে অন্তর্ব্বত্নী হইয়া স্বামীকে বলিল —

"স্বামিন্, আমি এখন অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছি। এখানে আমার সেবা শুশ্রূষা করিবার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। শত অপরাধ করিলেও ছেলে মেয়ের প্রতি মাতা-পিতার হৃদয় স্নেহ প্রবণই থাকে। অতএব আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া যাও। সেখানেই আমার প্রসব-ক্রিয়া সমাধা হইবে।"

"প্রিয়ে, কি বলিতেছ, আমাকে দেখিলেই তোমার মাতা-পিতা নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিবে ; আমি সেখানে যাইতে পারিব না।"

সে বারম্বার বলিয়াও স্বামীকে সম্মত করিতে পারিল না। একদিন সে অরণ্যে গমন করিলে শ্রেষ্ঠী-কন্যা প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিল —

"আমার স্বামী আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিলে বলিও, আমি আমার পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছি।"

সে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। কাঠুরিয়া স্বামী ঘরে আসিয়া উক্ত সংবাদ শ্রবণে শ্রেষ্ঠী-কন্যাকে বাধা প্রদান করিবার মানসে

দ্রুতবেগে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমনের পর তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাহাকে গৃহাভিমুখী করিতে পারিল না।

এইরূপে উভয়ে বাদ বিবাদ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময় শ্রেষ্ঠী-কন্যার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তখন সে স্বামীকে বলিয়া এক ছায়া সমাকুল বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর স্বামীকে বলিল —

"স্বামিন্, যেই জন্য পিত্রালয়ে যাইতেছিলাম পথের মধ্যেই আমার সেই কাজ সমাধা হইল, কাজেই আর পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই। চল, গৃহে ফিরিয়া যাই।"

উভয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। যখন প্রথম ছেলে একটু হাঁটিতে শিখিল তখন শ্রেষ্ঠী-কন্যা পুনরায় অন্তর্ব্বর্ত্তী হইল। সে এবারও পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীর অনুমতি না পাইয়া ছেলেটীকে ক্রোড়ে করিয়া পিত্রালয়ের দিকে প্রস্থান করিল। স্বামীও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পথে তাহার সাক্ষাত পাইল। তাহাকে কাকুতি মিনতি করিয়াও ফিরাইতে না পারিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছেলেটীকে লইয়া শ্রাবস্তীর দিকে যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়াছে এমন সময় ভীষণ মেঘ উঠিয়া ঝড়-বৃষ্টিও মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। সেই দুর্যোগের সময় শ্রেষ্ঠী-কন্যার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সে স্বামীকে বলিল —

"স্বামিন্, আমার প্রসব বেদনা উপস্থিত, আর চলিতে পারিতেছি না। অতএব শুষ্ক স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখ।"

সে কুঠার হস্তে এদিক সেদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি বল্মীকের উপর গুল্ম দেখিয়া ছেদন করিতে লাগিল। হঠাৎ ঢিপীর ভিতর হইতে একটি বিষধর সর্প বাহির হইয়া তাহাকে দংশন করিল। তৎক্ষণাৎ সে বিষের জ্বালায় প্রাণ ত্যাগ করিল। এদিকে শ্রেষ্ঠী-কন্যাও একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। ছেলে দ্বয় বৃষ্টির জলে সিক্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ছেলে দ্বয়কে বুকে চাপিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া কালরাত্রি যাপন করিল। তাহার দেহ অত্যধিক শৈত্যে রক্তশূন্য হইয়া পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল। সূর্য্যোদয় হইলে সে সদ্যঃজাত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া অপর ছেলেটিকে হাতে ধরিয়া স্বামী যেই দিকে গিয়াছে সেইদিকে কিয়দ্দূর গমনের পর স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল — "অহো, স্বামী আমার কৃতকার্য্যের ফলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল!" — এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রাবস্তীর দিকে যাইতে লাগিল। রাত্রে অধিক ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় অচিরাবতী নদীতে অত্যধিক জল হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা নদী-তীরে যাইয়া বড় ছেলেটিকে তীরে বসাইয়া রাখিল এবং ছোট ছেলেটিকে লইয়া নদী সন্তরণ করিয়া পরতীরে উপস্থিত হইল। তথায় ছেলেটিকে বৃক্ষ পল্লবে শায়িত করিয়া বড় ছেলেটিকে আনিবার জন্য পুনঃ নদীতে সাঁতার দিল। সে নদীর

অর্দ্ধপথে আসিয়াছে এমন সময় দেখিতে পাইল, একটি শ্যেন পক্ষী নবজাত শিশুটিকে মাংস-খণ্ড মনে করিয়া ছোঁ মারিতে উদ্যত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সে শ্যেনকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক সূ সূ শব্দ করিতে লাগিল। বড় ছেলেটি মনে করিল, তাহার মাতা তাহাকে হস্তের সঙ্কেতে ডাকিতেছে। সে নদীতে নামিয়া পড়িল। তখন খরস্রোত বালককে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এদিকে শ্যেন পক্ষী তাহার সূ সূ শব্দ শুনিতে না পাইয়া ছোট ছেলেটিকেও ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী-কন্যা পতি ও সন্তানদ্বয় হারাইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রাবস্তীর দিকে যাইতে লাগিল। সে পথে এক ব্যক্তির দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোন্ দেশের লোক ?"

"আমি শ্রাবস্তী বাসী।"

"শ্রাবস্তীর অমুক রাস্তায় অবস্থিত অমুক শ্রেষ্ঠীকে চিন কি ?"

"মা, তাহাদিগকে চিনি বটে কিন্তু তাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাস্য থাকিলে অন্য কথা জিজ্ঞাসা কর।"

"আমার অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই, তাহাদের সংবাদই জানিতে চাহি।"

"গতরাত্রে ঝড়-বৃষ্টি হইতে দেখিয়াছ কি ?"

"হাঁ, দেখিয়াছি; তাহা আমারই কালরাত্রি, অন্যের নহে। আমার দুঃখের কথা পরে বলিব, আগে শ্রেষ্ঠী-বাড়ীর সংবাদ বল।"

"মা, গতরাত্রের ঝড়-বৃষ্টিতে গৃহ চাপা পড়িয়া শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ও পুত্র মারা গিয়াছে। তাহাদিগকে একচিতায় একসঙ্গে দাহ করা হইতেছে। ঐ দেখ, তাহাদের চিতার ধূম দেখা যাইতেছে।"

এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণে তাহার দেহ হইতে কখন যে কাপড় খসিয়া পড়িয়া গেল তাহাও সে জানিতে না পারিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল—

"হায়, আমার দুটি ছেলেই মারা গেল, পথের মধ্যে স্বামীও কালকবলে নিপতিত হইল এবং মাতা-পিতা ও ভ্রাতা একচিতায় ভস্মীভূত হইতেছে!"

সে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যত্র তত্র উলঙ্গবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা তাহাকে পাগলিনী ভাবিয়া কেহ ঢিল ছুরিতে লাগিল, কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল।

একদিন ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারের সভা-মণ্ডপে উপবেশন পূর্ব্বক বৃহৎ জনতাকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় উন্মাদিনীকে আসিতে দেখিলেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী ধর্ম্ম শ্রবণের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া তাহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ-পথে বাধা প্রদান করিল। করুণাময় বুদ্ধ বলিলেন— "তাহাকে বারণ করিও না, আসিতে দাও।" সে আসিয়া বুদ্ধের পদতলে নিপতিত হইল। ভগবান তাহাকে করুণাসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"ভগ্নি, পূর্ব্বস্মৃতি লাভ কর।" সে এই

মধুর সম্বোধন শ্রবণ মাত্রই পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিল এবং স্বীয় উলঙ্গভাব দর্শনে লজ্জিত হইয়া উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে জনৈক লোক তাহাকে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র খানা প্রদান করিল। সে কাপড় পরিধান করিয়া ভগবানকে বলিল —

"ভন্তে, আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আমার একটি শিশু শ্যেনপক্ষী লইয়া গিয়াছে, একটি জলে ভাসিয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে স্বামী সর্প দংশনে মারা গিয়াছে, মাতা-পিতা ও ভ্রাতা গৃহ চাপা পড়িয়া মরিয়া একই চিতায় ভস্মীভূত হইতেছে।"

"পটাচারে, তুমি চিন্তিত হইওনা। তোমাকে ত্রাণ কিম্বা আশ্রয় দিতে পারে এমন ব্যক্তির নিকট আসিয়াছ। এখন যেমন তোমার একটি পুত্র শ্যেন পক্ষী লইয়া গিয়াছে, একটি পুত্র জলে ভাসিয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে স্বামী সর্প দংশনে মারা গিয়াছে এবং মাতা-পিতা ও ভ্রাতা একসঙ্গে চিতায় দগ্ধ হইতেছে তেমন এই অনাদি সংসারে কত অসংখ্য বার যে পুত্রাদির বিয়োগ জনিত ক্রন্দনে অশ্রুপাত করিয়াছ তাহা যদি সঞ্চিত থাকিত তবে চতুঃসমুদ্রের জল হইতে অধিক হইত।"

ভগবান এইরূপে তাহাকে অনন্ত জন্মের কথা বলিয়া তাহার শোক বিনোদন করিলেন। তাহার শোক অপসারিত হইয়াছে দেখিয়া পুনরায় ভগবান বলিলেন —

"পটাচারে, পুত্রাদি পরলোক গমনকারীর ত্রাণ বা শরণ কিম্বা আশ্রয় হইতে পারে না। তদ্ধেতু তাহারা বিদ্যমান

থাকিলেও 'নাই' বলিয়া মনে করিতে হইবে। স্বীয় মোক্ষগামী মার্গ পরিশুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ।"

ভগবানের উপদেশ সমাপ্ত হইলে পটাচারা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। বুদ্ধ তাহাকে ভিক্ষুণীদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া প্রব্রজিত করাইলেন। সে উপসম্পদা লাভান্তে পতিত আচার হেতু পটাচারা নামে অভিহিতা হইল।

কিসা গৌতমী

শ্রাবস্তীতে জনৈক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর অনেক কোটি সুবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শ্রেষ্ঠী তদ্দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া অনশনে পড়িয়া রহিল। তাহার জনৈক বন্ধু এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বলিল—

"বন্ধু, অনুতাপ করিও না। আমি একটি উপায় অবগত আছি। আমার উপদেশ পালন করিতে পারিবে কি?"

"বন্ধু, কি করিতে হইবে?"

"এই অঙ্গার রাশি বাজারে নিয়া একখানা চাটাইতে স্তূপ করিয়া বিক্রেতার ন্যায় বসিয়া থাক। তদ্দর্শনে যদি কেহ বলে, 'লোকে বস্ত্র, তৈল, মধু ও গুড়াদি বিক্রয় করিতেছে, তুমি অঙ্গার বিক্রয় করিতেছ কেন?' তুমি তাহাকে বলিও, 'নিজের দ্রব্য বিক্রয় না করিয়া কি করিব?' যদি তোমাকে কেহ এরূপ বলে, 'লোকে বস্ত্র ...... তুমি কেন সুবর্ণ বিক্রয় করিতেছ?' তুমি তাহাকে বলিও, 'কোথায় সুবর্ণ দেখিতেছ?' যদি সে 'এইটা' 'ওইটা' — বলিয়া বলে, তবে তাহাকে লইয়া তোমার হাতে দিতে বলিও, সে স্বহস্তে লইয়া তোমার হাতে দিলে তাহা সুবর্ণে পরিণত হইবে। যদি সে কুমারী হয় তবে তাহাকে তোমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিবে। সে যদি কুমার হয় তবে তোমার কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবে।"

এই উপদেশ তাহার মনঃপূত হইল। সে উক্ত নিয়মে বাজারে যাইয়া বসিল। কেহ বলিল, — লোকে বস্ত্র .... । হঠাৎ কিসা গৌতমী নামে উচ্চ বংশের একটি দরিদ্রা কন্যা কোন কার্য্য বশতঃ সে স্থানে আসিয়া শ্রেষ্ঠীকে বলিল — "তাত, সকলে বস্ত্র .... আপনি কেন সুবর্ণ বিক্রয় করিতেছেন?"

"মা, সুবর্ণ কোথায়?"

"আপনি তাহাই ত লইয়া উপবিষ্ট আছেন।"

"আমার হস্তে দাও।"

সেই দরিদ্রা কুমারী একমুষ্টি লইয়া শ্রেষ্ঠীর হস্তে প্রদান করিল। তাহা সত্যই সুবর্ণে পরিণত হইয়া গেল। শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিল —

"মা, তোমার ঘর কোথায়?"

তদুত্তরে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাহাকে আনিয়া স্বীয় পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া দিল। সেই হইতে সমস্ত অঙ্গাররাশি সুবর্ণে পরিণত হইয়া গেল। যথাসময়ে সে অন্তর্ব্বত্নী হইয়া একটি পুত্র প্রসব করিল। ছেলেটি যখন একটু একটু হাঁটিতে শিখিল তখন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সে স্বজন বিয়োগজনিত শোক কোন দিন পায় নাই তদ্ধেতু শোকে এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িল যে মৃত ছেলেটি অঙ্কে করিয়া উন্মাদগ্রস্থ হইয়া যত্র তত্র ভ্রমণ করতঃ ছেলের পুনর্জীবন লাভের জন্য ঔষধ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল — "বোধ হয় এই মেয়েটি পাগল হইয়া গিয়াছে, মৃতের আবার ঔষধ কি?"

সে কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃত শিশু ক্রোড়ে করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভাবিল — "বোধ হয়, মেয়েটির এইটিই প্রথম সন্তান, তাই

শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘুরিতেছে; আমি তাহার উপকার করিব।" এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল—

"মা, আমি মৃত লোকের পুনর্জীবন লাভের কোন ঔষধ জানি না বটে কিন্তু একব্যক্তি জানেন।"

"বাবা, কে জানে?"

"ভগবান বুদ্ধ জানেন; তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর।"

সে বড় আশান্বিত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ভন্তে, আপনি কি মৃত ছেলের পুনর্জীবন লাভের ঔষধ জানেন?"

"হাঁ, জানি।"

"কিসের দরকার হয়?"

"একমুষ্টি সর্ষপের দরকার।"

"ভন্তে, তাহাই আনিয়া দিব, তবে কিরূপ লোকের গৃহ হইতে আনিতে হইবে?"

"যাহার ঘরে কেহ কোন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, তেমন লোকের ঘর হইতে আনিতে হইবে।"

সে মৃত শিশুটি অঙ্কে করিয়া গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক একজন লোকের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আমার ছেলের ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য আমাকে একমুষ্টি সর্ষপ দিতে পারিবে কি?"

"অনেক সর্ষপ দিতে পারি।"

"আমাকে একমুষ্টি সর্ষপ দাও।"

গৃহস্বামী সর্ষপ লইয়া আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—

"এই ঘরে কি কোন দিন কেহ মরিয়াছে?"

"কি বলিতেছ? আমার ঘরে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই অধিক।"

"তাহা হইলে এই সর্ষপ আমার কাজে লাগিবে না।"

সে এইরূপে সারা গ্রাম ভ্রমণ করিয়াও কেহ মরে নাই তেমন ঘর খুঁজিয়া না পাইয়া সন্ধ্যার সময় চিন্তা করিল—

"অহো! আমি মনে করিয়াছিলাম, কেবল আমার ছেলেই মরিয়াছে; এখন দেখিতেছি, প্রত্যেক ঘরে জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই অধিক।"

এইরূপ ভাবিয়া তাহার শোক হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তখন সে মৃত শিশুটি বনে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি এক মুষ্টি সর্ষপ পাইয়াছ কি?"

"না, ভন্তে, সমস্ত গ্রামে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই অধিক; তজ্জন্য আমি সর্ষপ আনি নাই।"

"তুমি মনে করিয়াছ, কেবল তোমারই ছেলে মরিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, মৃত্যু জগতের সাধারণ ধর্ম্ম। সকল প্রাণীকেই মৃত্যু কবলে পড়িতে হইবে। তাহার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"

বুদ্ধের এই অমৃতবাণী শ্রবণে সে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। ভগবান তাহাকে ভিক্ষুণীদের কাছে পাঠাইয়া দিয়া প্রব্রজিত করাইলেন। সে উপসম্পদা লাভ করিয়া কিসা গৌতমী নামে খ্যাত হইল।

কুণ্ডল কেশী

রাজগৃহে একজন শ্রেষ্ঠীর রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী এক যুবতী কন্যা ছিল। সাধারণতঃ এই বয়সের মেয়েরা পুরুষের সংসর্গ বড় ভালবাসে; এই হেতু তাহার মাতা-পিতা তাহাকে সপ্ততল বিশিষ্ট একটি প্রাসাদের উপর তলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। একমাত্র দাসীই তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। সে পুরুষের মুখাবলোকন করিবার অবসর পাইত না।

একদিন শ্রেষ্ঠী তনয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় নগর রক্ষকেরা একটি চোরকে ধরিয়া লইয়া যাইতে সে দেখিতে পাইল। দর্শন মাত্রেই সেই চোরের

প্রতি শ্রেষ্ঠী-কন্যার আসক্তির সঞ্চার হইল। সে অনন্যোপায় হইয়া অনশনে শুইয়া রহিল। তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে বলিল — "তোমার কি হইয়াছে?"

"মা, 'চোর' বলিয়া যাহাকে এখন ধরিয়া লইয়া গেল তাহাকে পাইলে আমি জীবন ধারণ করিব নচেৎ অনশনে মৃত্যু বরণ করিব।"

"তেমন কথা মুখেও আনিও না। আমাদের সম শ্রেণীর যুবকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।"

"আমার অন্য স্বামীর প্রয়োজন নাই। তাহাকে পাইলেই আমি জীবন ধারণ করিব, নচেৎ অনশনেই আমি প্রাণ ত্যাগ করিব বলিয়া মনে কর।"

শ্রেষ্ঠী-পত্নী মেয়েকে শান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া এই সংবাদ শ্রেষ্ঠীর কর্ণগোচর করিল। শ্রেষ্ঠীও অনেক চেষ্টা করিয়া মেয়েকে শান্ত করিতে পারিল না। অবশেষে অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অগত্যা নগর রক্ষককে সহস্র টাকা উৎকোচ প্রদান করতঃ চোরকে মুক্ত করিয়া মেয়ে সম্প্রদান করিল শ্রেষ্ঠী-কন্যা এই হইতে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বামীর সন্তোষ বিধানে নিরত হইল। সে স্বহস্তেই পাক করিয়া তাহার জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিল। চোর স্বামী কয়েকদিনের পর ভাবিল —

"ইহাকে হত্যা করিয়া এই অলঙ্কার রাশি অপহরণ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া মদ্যপান করিব।"

এই ভাবিয়া একটি উপায় স্থির করিয়া অনশন অবলম্বন করিল। শ্রেষ্ঠী-কন্যা সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিল—

"স্বামি, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে?"

"না, আমার কোন অসুখ হয় নাই।"

"আমার মাতা-পিতা কি তোমার সঙ্গে কোন প্রকার কুব্যবহার করিয়াছেন?"

"না, করেন নাই। ভদ্রে, আমি কোটাল কর্ত্তৃক 'চোর' বলিয়া ধৃত হওয়ায় দেবতার পূজা মানত করিয়াছিলাম। সেই মানতের ফলেই আমি মুক্ত হইতে পারিয়াছি এবং দৈব প্রভাবে তোমাকেও লাভ করিয়াছি। এখন আমি কিরূপে কার্য্য সমাধা করিব তাহাই ভাবিতেছি।"

"প্রাণেশ্বর, তজ্জন্য চিন্তা করিও না। কোন্ কোন্ সামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, দয়া করিয়া আমাকে বল।"

"জলহীন পায়স, খই ও পঞ্চবিধ পুষ্পের প্রয়োজন।"

সে পিতা-মাতাকে বলিয়া সমস্তই সংগ্রহ করিয়া বলিল—

"উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছে; চল, পূজা করিয়া আসি।"

"তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে কেহ যাইতে পারিবে না, আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আমোদ প্রমোদে প্রেমালাপ করিতে করিতে গমন করিব। অন্যলোক সঙ্গে থাকিলে আমাদের আমোদে বাধা পড়িবে। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মূল্যবান অলঙ্কার ও মূল্যবান শাড়ী পরিধান কর।"

শ্রেষ্ঠী-কন্যা তাহার আদেশ পালন করিল। অনন্তর পূজোপকরণ সমূহ লইয়া উভয়ে এক দুরারোহ পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিল। পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া সে শ্রেষ্ঠী কন্যাকে বলিল —

"ভদ্রে, সমস্ত পূজোপকরণ তুমি স্বহস্তে লইয়া আমার অনুসরণ কর।"

শ্রেষ্ঠী-কন্যা তাহার আদেশ পালন করিল। চোর তাহাকে লইয়া 'চোর প্রপাত' নামক এক দুরারোহ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতে লাগিল। এই পর্ব্বতের একপার্শ্ব দিয়া মনুষ্যেরা আরোহণ করিয়া অপর পার্শ্বে অপরাধীদিগকে প্রপাতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অপরাধী পতিত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। এই হেতু পর্ব্বতের নাম 'চোর প্রপাত' হইয়াছে। . শ্রেষ্ঠী-কন্যা পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া তাহাকে বলিল —

"স্বামি, পূজা সমাপ্ত কর।"

তচ্ছ্রবণে চোর নীরব রহিল। বারম্বার বলাতে চোর প্রত্যুত্তরে বলিল —

"আমার পূজায় কোন প্রয়োজন নাই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া এখানে আনিয়াছি।"

"কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলে?"

"তোমার হত্যা করিয়া আভরণাদি আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রবঞ্চনা করিয়াছি।"

শ্রেষ্ঠী-কন্যা মৃত্যু-ভয়ে ভীতা হইয়া বলিল —

"স্বামি, আমার অলঙ্কাররাশি কেন, আমিওত তোমার-ই সম্পত্তি; কেন ওরূপ বলিতেছ?"

সে নানাপ্রকারে অনুনয় বিনয় করিয়াও চোরের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিল না; চোর তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। শ্রেষ্ঠী-কন্যা আবার বলিল —

"স্বামি, আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমার অলঙ্কার রাশি লইয়া আমায় প্রাণ দান কর। এই হইতে তোমার স্ত্রী মৃত বলিয়া মনে কর। আমি দাসীরূপে তোমার সেবা করিব।"

"আমি যদি তোমাকে মুক্তি প্রদান করি তাহা হইলে তুমি সমস্ত ঘটনা তোমার মাতা-পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তখন তাহারা আমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না। শীঘ্রই অলঙ্কারাদি দেহ হইতে খুলিয়া ফেল।"

তচ্ছ্রবণে শ্রেষ্ঠী-কন্যা ভাবিল — "মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া দুরাচারকে আত্মসমর্পণ করিয়া আমি যেই অপকার্য্য করিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আমার এখন অন্য উপায় নাই। আমায় ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। সে যেমন আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া এখানে আনিয়াছে, আমিও তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইব।" — এইরূপ স্থির করিয়া তাহার

পরস্বাপহারী স্বামীকে কৃত্রিম ভালবাসার অভিনয় দেখাইয়া বলিল —

"হৃদয়েশ্বর, তুমি বিনাদোষে 'চোর' বলিয়া ধৃত হইলে আমি আমার মাতা-পিতাকে অনুনয় করিয়া কোটালকে সহস্র টাকা উৎকোচ দিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম। সেই হইতে আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছি। আমার দুঃখ রহিল, আজ হইতে আমি আর তোমার সেবা করিতে পারিব না। প্রাননাথ, অতএব আমাকে অন্তিম আলিঙ্গন প্রদান কর।"

এই প্রস্তাবে চোর সানন্দে সম্মত হইয়া দাঁড়াইল। তখন শ্রেষ্ঠী-কন্যা বারম্বার নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবার ভান করিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে গিয়া তাহাকে সজোরে গহ্বরের দিকে ধাক্কা প্রদান করিল। চোর বেগ সামালাইতে না পারিয়া গহ্বরে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইল। তৎপর সে ভাবিল —

"আমি একাকী গৃহে ফিরিয়া গেলে মাতা-পিতা আমায় স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃত কথা বলিলে তাঁহারা আমায় নানারূপ তিরস্কার করিবেন। আমাকে সে অলঙ্কারের লোভে হত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল একথা বলিলেও তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, অতএব আমার গৃহে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" এই ভাবিয়া সে অলঙ্কাররাশি গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া অরণ্য প্রদেশে ভ্রমণ

করিতে করিতে একটি পরিব্রাজিকা [illegible] উপস্থিত হইল। অনন্তর নিরুপায় হইয়া পরিব্রাজিকাদিগকে বলিল — "অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" পরিব্রাজিকারা তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিল। সে কয়েকদিন পরে জিজ্ঞাসা করিল — "আপনাদের প্রব্রজ্যার বিশেষত্ব কি?"

"দশবিধ কৃৎস্ন ভাবনা করিয়া ধ্যান লাভ করিতে হয় অথবা তর্ক শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়। এই দুইটির মধ্যে একটি শিক্ষা করাই আমাদের প্রব্রজ্যার প্রধান উদ্দেশ্য।"

"পরিব্রাজিকে, ধ্যান করিবার মত বয়স এখনও আমার হয় নাই, অতএব তর্কশাস্ত্রই আমি শিক্ষা করিব।"

পরিব্রাজিকারা তাহাকে বহুদিন ধরিয়া সহস্র প্রকার তর্কপ্রণালী শিক্ষা প্রদান করতঃ বলিল — "এখন তুমি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া তর্কশাস্ত্রে দক্ষ লোক অন্বেষণ কর।" — এই বলিয়া তাহার হস্তে একটি জম্বুবৃক্ষের ডাল প্রদান করতঃ বিদায় দিয়া বলিল —

"যদি কোন গৃহী তোমাকে তর্কে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে, আর যদি কোন প্রব্রজিত তোমাকে পরাস্ত করিতে পারে, তবে তাহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।"

[illegible] সেই হইতে জম্বুপরিব্রাজিকা [illegible] তর্ক করিতে করিতে [illegible]

তাহার যুক্তিতর্কে অনেক জনপদের পণ্ডিতেরা পরাজিত হইয়াছেন, আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাহার আগমনবার্তা শুনিলেই তার্কিকেরা আত্মগোপন করিতে লাগিল। অতএব তাহার সমকক্ষ লোক পাওয়া গেল না।

সে গ্রামে ভিক্ষার প্রবেশ করিবার সময় গ্রাম-দ্বারে বালুকারাশির উপর জম্বু-শাখাটি প্রোথিত করিয়া বলিয়া যাইত — "যে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ, সে এই জম্বু-শাখা উত্তোলন করুক।"

এরূপ করিতে করিতে একদিন সে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া উক্ত নিয়মে শাখাটি প্রোথিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিল। তখন কয়েকজন বালক শাখাটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শারীপুত্র স্থবির ভিক্ষান্তে ফিরিবার সময় বালকদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "এইটি কি?" বালকেরা তদুত্তরে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শারীপুত্র বলিলেন —

"বালকগণ, তাহা হইলে এই শাখাটি তোমরা উত্তোলন কর।"

"ভন্তে, আমাদের ভয় হইতেছে।"

"আমি-ই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, তোমরা শাখাটি উত্তোলন কর।"

বালকেরা শাখাটি তুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হওয়া মাত্রেই [illegible] হইতে প্রত্যাগত হইয়া [illegible]

দিয়া বলিল, — "তোমরা কেন এরূপ করিতেছ? তোমাদের সঙ্গে আমার তর্কের কোন প্রয়োজন নাই।" বালকেরা বলিল— "আর্য্য শারীপুত্রের আদেশেই আমরা এরূপ করিতেছি।"

"ভন্তে, আপনি কি আমার শাখাটি উত্তোলন করাইতেছেন?"

"হাঁ, ভগ্নী।"

"তাহা হইলে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।"

"তোমার ইচ্ছানুযায়ী প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

সে বড় উৎসাহের সহিত শারীপুত্রের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া সমস্ত নগরবাসী উভয় পণ্ডিতের তর্ক শুনিবার জন্য সম্মিলিত হইল। পরিব্রাজিকা বলিল —

"ভন্তে, আপনাকে কি প্রশ্ন করিতে পারি?"

"ভগ্নি, যদি ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

সে সহস্র প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। স্থবির সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর শারীপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"এইগুলিই কি তোমার প্রশ্ন না আরও জিজ্ঞাস্য আছে?"

"এই পর্য্যন্তই আমার জিজ্ঞাস্য; জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই নাই।"

"তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছ, এখন আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই, উত্তর দিবে ত?"

"ভন্তে, জিজ্ঞাসা করুন।"

"এক বলিতে কি বুঝায়?"

সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—"ভন্তে, এইটা কিরূপ প্রশ্ন?"

"ভগ্নি, ইহা বুদ্ধ-প্রশ্ন।"

"ভন্তে, আমাকেও তাহা শিক্ষা প্রদান করুন।"

"যদি আমার ন্যায় হও তবে শিক্ষা দিতে পারি।"

"তাহা হইলে আমায় আপনাদের বিধানানুযায়ী প্রব্রজিতা করুন।"

স্থবির ভিক্ষুণীদিগকে বলিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। তিনি তখন হইতে কুণ্ডলকেশী নামে অভিহিতা হইয়া অচিরে অরহত্ত্ব-ফল লাভ করিলেন।

উৎপলবর্ণা

শ্রাবস্তীর জনৈক মহা ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পরম রূপবতী একটি দুহিতা ছিল। তাহার শরীরের বর্ণ নীলবর্ণ উৎপল সদৃশ হওয়ায় নাম রাখা হইয়াছিল উৎপলবর্ণা। সে ভারতবর্ষে সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে, তাহার পাণি পীড়ন করিবার জন্য অনেক রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীপুত্রেরা প্রস্তাব করিতে লাগিল। তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত নহে, সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না। তখন তাহার পিতা ভাবিল— "আমি একটি মেয়ের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিব না। কাজেই যাহাতে কেহ মনঃকষ্ট না পায় আমাকে তেমন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া একদিন উৎপলবর্ণাকে আহ্বান করিয়া বলিল—

"মা, এখন দেখিতেছি যে, তোমাকে লইয়া আমাদিগকে এক বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। তাই বলি, তুমি প্রব্রজিতা হইতে সমর্থ হইবে কি?"

পিতার এই বাক্য তাহার নিকট স্নিগ্ধ তৈল মস্তকে সিঞ্চন করার ন্যায় বোধ হইল। তদ্ধেতু সে প্রসন্নবদনে উত্তর দিল;—

"বাবা, তাহাতে আমি সানন্দে প্রস্তুত আছি।"

শ্রেষ্ঠী তাহাকে লইয়া বড় সমারোহের সহিত ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা প্রদান করাইলেন। সে 'তেজকৃৎস্ন' ভাবনা করিয়া অচিরেই অরহত্ব-ফল লাভ করিল।

উৎপলবর্ণা একসময় জনপদ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া অন্ধবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের অরণ্যবাস নিষেধ করেন নাই। তিনি অন্ধবনে একখানা পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রাবস্তীতে ভিক্ষায় গমন করিলে তাঁহার মাতুল-পুত্র নন্দ তাঁহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া মঞ্চের নীচে লুকাইয়া রহিল। উৎপলবর্ণা যখন প্রব্রজিতা হন নাই তখন হইতেই এই নন্দ তাঁহার প্রতি বড় আসক্ত ছিল। কিন্তু সে কোন প্রকারেই তাহার কুবাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই। উৎপলবর্ণা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগমন করতঃ দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রৌদ্র-তাপ হইতে আগমন হেতু পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর অন্ধকার বোধ হওয়ায় তিনি ঐ নরাধমকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি মঞ্চে উপবেশন করিতে না করিতেই হঠাৎ নন্দ আসিয়া তাঁহাকে পাশবিকভাবে আক্রমণ করিল। দুরাচার বারম্বার তাঁহার বাধা সত্ত্বেও তাহার কাম-লালসা চরিতার্থ করিল। অতঃপর সে পর্ণশালা হইতে বাহির হওয়া মাত্রই পৃথিবী তাহার পাপভার বহন করিতে না পারিয়া তাহাকে জীবন্ত গ্রাস করিল। সে মহাঅবীচি নরকে পতিত হইয়া অনন্তকাল পাপের ফল ভোগ করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীদের নিকট প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের নিকট এবং ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্মিলিত করাইয়া বলিলেন —

"ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত পাপের ফল পরিপক্ক না হয় ততদিন পাপকার্য্য বড় মধুর বোধ হয়। কিন্তু যখন পাপের ফল পরিপক্ক হয় তখন মূর্খলোক অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।"

এক সময় সভামণ্ডপে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল — "বোধ হয়, অরহতেরাও কাম-সুখ উপভোগ করেন, না করিবেনই বা কেন, তাঁহাদের দেহত আর জড় পদার্থ নহে, কাঁচা রক্ত মাংসেই গঠিত। কাজেই তাঁহারাও কাম ক্রীড়া জনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।"

বুদ্ধ তচ্ছ্রবণে বলিলেন —

"যাহাদের তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কাম-সুখ ভোগ করে না। পদ্মপত্রে বারিবিন্দু কিম্বা সূচ্যগ্রে সর্ষপ যেমন তিষ্ঠিতে পারে না, তেমন ক্ষীণাসবেরাও কাম সুখে লিপ্ত হয় না।"

ভগবান একদিন রাজা প্রসেনদিকে বলিলেন — "মহারাজ, আমার শাসনে কুলপুত্রেরা যেমন মহাভোগরাশি ও জ্ঞাতিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হয়, তেমন কুল কুমারীরাও প্রব্রজিতা হয়। অতএব যাহাতে দুর্বৃত্তেরা ভিক্ষুণীদের ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় উপস্থিত করিতে না পারে, তেমন ব্যবস্থা করুন।"

রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নগরের একপ্রান্তে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই হইতে ভিক্ষুণীরা লোকালয়েই বাস করিতে লাগিলেন।

রূপনন্দা

ইনি মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন চিন্তা করিলেন — "আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিদ্ধার্থ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জগৎপূজ্য বুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রাহুল কুমার, আমার স্বামী নন্দকুমার এবং মাতা গৌতমীও প্রব্রজিতা হইয়াছেন। আমার সকল আত্মীয় স্বজনই প্রব্রজিত হইয়াছেন, আমি একাকী গৃহে থাকিয়া কি করিব। অতএব আমিও প্রব্রজিতা হইব।" — এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গিয়া প্রব্রজিতা হইলেন। রূপনন্দা * স্নেহ বশেই প্রব্রজিতা হইলেন, শ্রদ্ধায় অথবা ধর্ম্মানুরাগে নহে। তিনি অতি রূপবতী ছিলেন বলিয়া রূপনন্দা নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন।

---

* ইঁহার কাহিনী লইয়া মহাকবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় সৌন্দরনন্দ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

ভগবান সর্ব্বদা "রূপ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা, বেদনা সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা" — বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। রূপনন্দা এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ তাঁহার রূপেরও নিন্দা করিবেন এই ভয়ে কখনও তাঁহার সমীপে গমন করিতেন না। শ্রাবস্তী বাসীরা পূর্ব্বাহ্নে দান দিতেন এবং অপরাহ্নে শুভ্র বসন পরিধান করতঃ গন্ধমাল্যাদি হস্তে জেতবন বিহারে যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। সেই সময় ভিক্ষুণীরাও যাইয়া ধর্ম্মশ্রবণে নিরত থাকিতেন। সভা শেষে সকলে বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন। বুদ্ধকে দর্শনে চিত্ত প্রসন্ন হইত না, এমন প্রাণী জগতে খুব কমই ছিল। সৌন্দর্য্য গৌরবে অভিমানী ব্যক্তিরাও দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে বিভূষিত বুদ্ধের স্বর্ণ-কান্তি-দেহ দেখিয়া প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিত না। অনবরত সকলে তাঁহার রূপের ও উপদেশের প্রশংসা করিত। বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তনে সর্ব্বদা দশদিক মুখরিত থাকিত।

সকলের মুখে সর্ব্বদা বুদ্ধের গুণ-বর্ণনা শুনিয়া রূপনন্দা একদিন চিন্তা করিলেন — "সকলেই সর্ব্বদা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রূপ-গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে। তিনি আমার রূপের নিন্দা করিলেও একদিনে কত করিতে পারিবেন; অতএব আমি একদিন ভিক্ষুণীদের সঙ্গে যাইয়া এমন স্থানে অবস্থান করিব যে, তিনি যেন আমাকে দেখিতে না পান। আমি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বজন প্রশংসিত রূপ নয়ন

ভরিয়া দেখিব এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণ করিব।” এই সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষুণীদিগকে বলিলেন— “অদ্য আমিও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে যাইব। ধর্ম্মদেশনার সময় আমাকে আহ্বান করিবেন।”

ভিক্ষুণীরা চিন্তা করিলেন— “দীর্ঘদিন পরে রূপনন্দার বুদ্ধ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইল, না জানি ভগবান ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অদ্য কিরূপ ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করেন।”

ভগবান বুদ্ধও তাঁহাকে রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিতা দেখিয়া তাঁহার রূপ জনিত গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে ঋদ্ধি প্রভাবে পরম রূপবতী রক্তাম্বর পরিহিতা সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা ষোড়শ বর্ষীয়া একটি যুবতীকে তাঁহার ব্যজনে নিরতা রাখিলেন সেই কৃত্রিম যুবতীকে বুদ্ধও রূপনন্দা ব্যতীত আর যেন কেহ দেখিতে না পায় তেমন যোগবল প্রকটিত করিলেন।

রূপনন্দা যথাসময়ে ভিক্ষুণীদের সঙ্গে বিহারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুণীদের পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিয়া বুদ্ধকে বন্দনা করতঃ উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভগবানের আপাদমস্তক দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতিমণ্ডিত দেখিয়া স্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখাবলোকন করিবার সময় এক যুবতীকে ব্যজন নিরতা দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি নিজকে রাজহংসীর পার্শ্বে কাকের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। যুবতীকে দর্শনান্তর স্বীয় রূপের প্রতি যে তাঁহার একটা

অহঙ্কার ছিল তাহা বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভগবান তাঁহাকে ঐ রূপ দর্শনে তন্ময় দেখিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিতে করিতেই সেই ঋদ্ধি-নির্ম্মিত যুবতীকে বিংশতি বৎসর বয়সে পরিণতা করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার চিত্ত রূপ-দর্শনে কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইল। ভগবান ক্রমে ক্রমে সেই যুবতীকে প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, জরাজীর্ণা, দন্তহীনা, শুক্লকেশা, দণ্ডপরায়ণা, কম্পিত কলেবরা এবং ব্যাধিগ্রস্থায় পরিণতা করিলেন। তৎপর সেই যুবতীকে দণ্ড ও তালবৃন্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাশব্দে ভূতলে পড়িয়া স্বীয় মল-মূত্রে লিপ্ত অবস্থায় পরিণতা করিলেন। তদ্দর্শনে রূপনন্দার দেহের অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তৎপর ঐ যুবতীকে শবে পরিণতা করিলেন। ক্রমে সেই শব স্ফীত হইয়া উঠিল, নয়টি ছিদ্র দিয়া কৃমি বাহির হইতে লাগিল, কাক প্রভৃতি পক্ষীরা চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া খাইতে লাগিল। রূপনন্দা দেহের এইরূপ পরিণাম দর্শনে ভাবিলেন—"এই পরম রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী দেখিতে দেখিতেই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। আমার দেহের পরিণামও-ত এইরূপ হইবে!" এইরূপ ভাবনার দ্বারা দেহ অনিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইল। অনিত্য-জ্ঞান হওয়ার সমস্ত লৌকিক বিষয় দুঃখ এবং অনাত্মা বলিয়াও জ্ঞান উৎপন্ন হইল। তখন ত্রিলোক তাঁহার নিকট প্রজ্জ্বলিত গৃহবৎ এবং গ্রীবায় আবদ্ধ মৃত দেহের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। চিত্ত অশুভ ভাবনায় নিরত হইল। ভগবান

তদ্দর্শনে রূপনন্দা স্বীয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অসমর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহার উপযোগী ধর্ম্ম দেশনা করিয়া অবশেষে বলিলেন —

"নন্দে, উদ্গার ও ক্ষরণশীল এই পূতিময় শরীর অবলোকন কর। এই পঁচা শরীরের প্রতি অজ্ঞানীরাই আসক্ত হয়। '

"জীবিত দেহে ও মৃত দেহে কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। সব শূন্য বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। দেহের অসারতা দর্শনকারী ব্যক্তি সংসারের আসক্তি মুক্ত হইয়া চির শান্তি লাভ করে।"

রূপনন্দা এই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তাঁহাকে আরও উচ্চ স্তরে উপনীত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান পুনরায় বলিলেন —

"নন্দে, এই দেহে কিছু মাত্র সার পদার্থ আছে বলিয়া ধারণা করিও না, এই পঁচা শরীরে সার বলিয়া কিছুই নাই। এই দেহ তিন শত অস্থি পঞ্জর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ধারণা কর।

এই উপদেশ শুনিয়া রূপনন্দা অরহত্ত্ব-ফল লাভ করিলেন।

রোহিণী

বৈশালীতে মহাধনশালী একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পরমা রূপবতী রোহিণী নামে সর্ব্বগুণান্বিতা একটি কন্যা ছিল। যখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে বাস করিতেছিলেন তখন একদিন রোহিণী বিহারে যাইয়া বুদ্ধের অমৃতবাণী শ্রবণে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল। এই হইতে সে মাতা-পিতার নিকট সর্ব্বদা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কথায় কথায় শ্রমণদের প্রশংসা করিত। শয়নে, গমনে, উপবেশনে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় সর্ব্বদা "শ্রমণ" শব্দ তাহার মুখে উচ্চারিত হইত। তাহার মাতা-পিতার কিন্তু ঐ সব ভাল লাগিত না। তাহারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বী লোক, তাই বুদ্ধ-শিষ্যদের প্রশংসাবাদ তাহাদের সহ্য হইত না। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া একদিন কন্যা রোহিণীকে বলিল, —

"হে রোহিণি, তুমি শুইবার সময়ও "শ্রমণ" বলিতেছ, জাগ্রত হইবার সময়ও "শ্রমণ" বলিতেছ, সর্ব্বদা শ্রমণদের গুণ কীর্ত্তনে রত হইয়াছ। তুমি শ্রমণী হইবে কি?

"রোহিণি, তুমি তাহাদিগকে অন্নপানীয় দ্বারা সেবা করিতেছ। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রমণ তোমার এত প্রিয়পাত্র হইবার কারণ কি?

"যাহারা নিষ্কর্ম্মা, আলস্যপরায়ণ, পরদত্ত ভোজী, পরদ্রব্য প্রত্যাশী এবং সুস্বাদ খাদ্য ভোজনে রত তাহারা তোমার এত প্রিয়পাত্র কেন?"

তচ্ছ্রবণে রোহিণী পিতাকে বলিল —

"পিতঃ, আমি কেন শ্রমণানুরাগী বহুদিন পরে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্য আমি তাঁহাদের প্রজ্ঞা-শীল ও পরাক্রম সম্বন্ধে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

"তাঁহারা কর্ম্মক্ষম, আলস্যহীন, নির্ব্বাণগামী কর্ম্মসাধনে তৎপর এবং রাগ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগে নিরত আছেন। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"সেই পবিত্র কর্ম্মীরা পাপের ত্রিবিধ মূল বিধ্বংস করিতেছেন এবং তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহাদের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম্ম পবিত্র। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহাদের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ ধৌত বিমল শঙ্খ সদৃশ শুক্ল ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহারা বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, আর্য্য এবং ন্যায় পথানুরাগী হইয়া হিতসাধক ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহাদের চিত্ত সমাহিত এবং তাঁহারা স্মৃতিমান, দূরে গমনকারী, হিতবাদী এবং ঔদ্ধত্য রহিত হইয়া দুঃখের

অবসান অবগত হইয়াছেন। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহারা যেই গ্রাম হইতে প্রস্থান করেন সেই গ্রামের দিকে অবলোকন করেন না — প্রত্যাশা না করিয়াই গমন করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহারা কোন সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখেন না, রন্ধন করিয়া খাদ্য আহার করেন না এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবন যাপন করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহারা স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণ করেন না, ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেন। সেই হেতুই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।

"তাঁহারা নানাবংশ এবং নানা প্রদেশ হইতে প্রব্রজিত হইলেও পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ করেন। সেই জন্যই শ্রমণগণ আমার প্রিয়।"

তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া বলিল —

"মা রোহিণি, তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্যই বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তীব্র শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া আমাদের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ।

"তুমি-ই প্রকৃত পুণ্য-ক্ষেত্র কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ। অতএব আমিও তাঁহাদিগকে পূজা করিব।"

---

* নানাকুলা পব্বজিতা নানা জনপদেহি চ,
অঞ্ঞমঞ্ঞং পিহয়ন্তি তেন মে সমণা পিয়া।

"এই অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল প্রসব করিবে। যদি দুঃখকে ভয় করেন, দুঃখ যদি আপনার অপ্রিয় হয়, তবে বুদ্ধ-ধর্ম্মও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করুন।"

"আমি বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ এবং শীল সমূহ গ্রহণ করিলাম। তাহা আমার হিত সুখাবহ হইবে।"

রোহিণী পিতাকে শ্রমণদের এরূপ গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন এবং অচিরেই কর্ম্মস্থান ভাবনায় রত হইয়া অরহত্ত্ব-ফল লাভ করিলেন। পরে তাঁহার পিতাও সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর অরহত্ত্ব-ফল লাভ করিয়া আনন্দে তন্ময় হইয়া একদিন বলিয়া উঠিলেন —

"আমি পূর্ব্বে ব্রহ্ম-বন্ধু মাত্র ছিলাম। এখন কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং ত্রিবিদ্যা পারগ শ্রোত্রিয় হইলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপাসক-সঙ্ঘ

বিম্বিসার

সিদ্ধার্থ কুমার প্রব্রজিত হইয়া 'অনুপিয়' নামক আম্রকাননে সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করতঃ ত্রিংশ যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া বিম্বিসারের * রাজধানী রাজগৃহ নগরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ভিক্ষা-পাত্র হস্তে নগরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগরবাসী তাঁহার রূপ লাবণ্য দর্শনে, ধনপাল হস্তী রাজগৃহে প্রবেশ করিবার সময় তদ্দেশবাসীর যেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, অসুর-রাজ দেবপুরে উপস্থিত হইলে দেবতাদের যেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আজ রাজগৃহ নগরবাসীরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। তাহারা বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে রাজ-কর্ম্মচারীরা রাজা বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল —

"দেব, রূপ মাধুরীতে সমস্ত নগরবাসীদিগকে বিমোহিত করিয়া এক অপরূপ ব্যক্তি নগরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা অন্বেষণে

---

* খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৪২ অব্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তদ্বংশীয় ৫ম রাজা "বিম্বিসার" ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন।

ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মানব, না দেবতা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজা প্রাসাদের উপর হইতে সন্ন্যাসীবেশে আগন্তুক নবীন যুবকের নয়নাভিরাম জ্যোতির্ম্ময় শরীর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। তখন কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন—

"এই ব্যক্তি কে, যাইয়া দেখ। অমনুষ্য হইলে তোমাদিগকে দর্শন করা মাত্র নগর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। দেবতা হইলে উড্ডীয়মান হইয়া আকাশের দিকে প্রস্থান করিবে। নাগরাজ হইলে ভূমিতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। যদি মানব হয়, তবে ভিক্ষালব্ধ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে রত হইবে।"

নবীন সন্ন্যাসী মিশ্রিত খাদ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক 'ইহা আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত'—এই স্থির করিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডব * পর্ব্বতের ছায়ায় পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার অন্ত্র উল্টিয়া মুখ দিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি ঐরূপ কদান্ন আহার করা দূরে থাকুক কোন দিন চক্ষেও অবলোকন করেন নাই। এরূপ অনুপযুক্ত খাদ্য দর্শনে ম্রিয়মান না হইয়া তিনি নিজকে নিজে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

* বর্ত্তমান রত্নগিরি বা রত্নকুণ্ড—বিহার প্রদেশ।

হইয়া বন্দনা করতঃ একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেহ বন্দনা করিল, কেহ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, কেহ বুদ্ধের দিকে কৃতাঞ্জলি হইল, কেহ বুদ্ধকে স্বীয় নাম গোত্র দ্বারা পরিচয় প্রদান করিল এবং কেহ বা নীরবে বসিয়া রহিল। তখন বুদ্ধ তাহাদের অবস্থানুযায়ী ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া বিম্বিসার আদি একলক্ষ দশ সহস্র লোকের বিরজ-বিমল প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলিত হইল। অবশিষ্ট দশ সহস্র লোক ত্রিশরণাপন্ন উপাসকত্বে দীক্ষিত হইল।

বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলিলেন — "ভন্তে, অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে আমার পাঁচটী কামনা ছিল, তাহা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তখন আমার প্রথম কামনা ছিল, — রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া, দ্বিতীয় কামনা ছিল, — আমার রাজ্যে বুদ্ধের পদার্পণ, তৃতীয় কামনা ছিল, — তাঁহার সেবা করা, চতুর্থ কামনা ছিল, — তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা এবং পঞ্চম কামনা ছিল, — তাঁহার ধর্ম্ম যথার্থরূপে অবগত হওয়া। অদ্য আমার পাঁচটী কামনা পূর্ণ হওয়ায় মানব-জন্ম ধারণ সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতেছি।

"ভন্তে, বড় আশ্চর্য্য! ভন্তে, বড় অদ্ভুত!! আপনি যেমন অধঃমুখী পাত্র ঊর্দ্ধমুখী, আচ্ছন্নকে বিবৃত, মূঢ়কে রাস্তা প্রদর্শন এবং অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করিলেন। যেমন, চক্ষুষ্মান রূপ দেখিতে পায়, ভগবান তেমন অনেক প্রকারে

ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিলেন। আমি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন। ভন্তে, আগামী কল্যের জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরদিন যথাসময় সহস্র ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ভগবান বুদ্ধ রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া আহার কৃত্য শেষ করিলেন। তখন রাজা বিম্বিসার নগর হইতে নাতিদূর নাতি সমীপ, দর্শনার্থীর গমনাগমন সুখকর, দিবসে অধিক জনতা শূন্য, রাত্রে শব্দ বিরহিত, নাগরিকের কোলাহল বর্জ্জিত, নির্জ্জন বাসের উপযুক্ত ‘বেণুবন’ নামক প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বাস করিবার জন্য দান করিলেন। বুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদানে আপ্যায়িত করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ প্রস্থান করিলেন। এই হইতে বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বিহার গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনাথ পিণ্ডদ

এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের 'সীতবনে' বাস করিতে ছিলেন। সেই সময় অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তী হইতে কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজগৃহে তাঁহার ভগ্নীপতি ও শ্যালক রাজগৃহ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী ও অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী সম্পর্কে পরস্পর ভগ্নীপতি হইতেন।

যেই দিন অনাথ পিণ্ডদ তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পর দিবসের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘ সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন, "তোমরা প্রত্যুষে উঠিয়া যবাগু, অন্ন এবং ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিও।" ... ... অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিলেন, — "পূর্ব্বে আমার আগমনে এই শ্রেষ্ঠী সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার অভ্যর্থনায় রত হইতেন। কিন্তু আজ তিনি ধ্যস্তভাবে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিতেছেন, — 'তোমরা প্রত্যুষে উঠিয়া যবাগু, অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিও।' তাঁহাকে যেরূপ ব্যস্ত দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তাঁহার বাড়ীতে আগামী কল্য বিবাহ কিম্বা যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে অথবা রাজা বিম্বিসার সৈন্য সামন্ত সহ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই তিনটীর

মধ্যে কোন্‌টী যে সম্পাদিত হইবে কিছুই-ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজগৃহ শ্রেষ্ঠী কর্ম্মচারীদিগকে স্ব-স্ব কার্য্য সম্পাদনের জন্য আদেশ দিয়া অনাথ পিণ্ডদের নিকট আগমন করতঃ সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তখন কুশল প্রশ্নান্তর অনাথ পিণ্ডদ তাঁহাকে বলিলেন —

"হে গৃহপতি, আমি পূর্ব্বে আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে আপনি সমস্ত কাজ-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার অভ্যর্থনায় রত হইতেন, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি কেন? আপনার বাড়ীতে বোধ হয় ... ... ?"

"গৃহপতি, আমার বাড়ীতে বিবাহ হইবে না, রাজা বিম্বিসারও নিমন্ত্রিত হন নাই; কিন্তু আগামী কল্য আমার বাড়ীতে একটী মহা যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। আগামী কল্যের জন্য বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়াছি। এই জন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে যথাসময় আমি অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই।"

"গৃহপতি, আপনি 'বুদ্ধ' বলিতেছেন!"

"হাঁ, আমি 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

"গৃহপতি, আপনি 'বুদ্ধ' বলিতেছেন!"

"হাঁ, আমি 'বুদ্ধ' বলিতেছি।"

"গৃহপতি, 'বুদ্ধ' এই শব্দও জগতে বড় দুর্লভ। ভাই, এখন কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?"

"গৃহপতি, এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে। তিনি নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত 'সীতবনে' বাস করিতেছেন। এখন সেখানে গমন করিলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে না। কল্য প্রভাতে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিবেন।"

অনাথ পিণ্ডদ অগত্যা 'কাল প্রভাতে বুদ্ধকে দেখিতে যাইব।' — এইরূপ বুদ্ধ সম্বন্ধীয় স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না; কেবল কখন প্রভাত হইবে এই চিন্তায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন! একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার বাহিরে আসিয়া প্রভাত হইয়াছে কি-না দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নগর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল সম্ভ্রান্ত লোক দেখিয়া বিশেষতঃ রাজার উপাস্য বুদ্ধের নিকট যাইতেছেন শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি নগরদ্বার দিয়া বাহিরে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই শুক্ল পক্ষের চন্দ্র অস্তমিত হইল, বসুন্ধরা গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। তাহাতে অনাথ পিণ্ডদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে 'সীতবনে' — বুদ্ধের বাস স্থানে উপস্থিত হইলেন।

তখন করুণাময় ভগবান বুদ্ধ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি অনাথ পিণ্ডদকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আসনে উপবেশন করতঃ অনাথ পিণ্ডদকে তাঁহার

পিতৃদত্ত নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন — "সুদত্ত" আগমন কর।"

অনাথ পিণ্ডদ চিন্তা করিলেন — "আমার এই পিতৃদত্ত 'সুদত্ত' নাম ত আমি ব্যতীত কেহ জানে না। আমি জনসমাজে অনাথ পিণ্ডদ নামেই পরিচিত। বুদ্ধ নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ, তাই তিনি আমার প্রকৃত নাম জানিতে পারিয়া ঐ নামেই আহ্বান করিলেন।" — এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তিতে তন্ময় হইয়া বুদ্ধের চরণে মস্তক নত করতঃ বলিলেন —

"ভন্তে, আপনার সুনিদ্রা হইয়াছে ত?"

বুদ্ধ বলিলেন —

"যাঁহার বন্ধন শিথিল হইয়াছে, যিনি দোষ মুক্ত হইয়াছেন এবং যিনি কাম ভোগে নির্লিপ্ত সেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

"যিনি আসক্তি সমূহ ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় হইতে ভয় বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত চির শান্তি লাভ করিয়া উপশান্ত হইয়াছে তাঁহার সুনিদ্রায় বিঘ্ন হয় না।"

বুদ্ধ অনাথ পিণ্ডদকে তাঁহার চিত্তের অবস্থানুযায়ী দান-শীল-স্বর্গ এবং কামভোগের অপকারিতাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র যেমন রঞ্জিত হয় তেমনই অনাথ পিণ্ডদের সেই স্থানেই বিরজ বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল। তিনি বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ শূন্য, বাদ-বিবাদ রহিত হইয়া বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন —

"ভন্তে, বড় আশ্চর্য্য! ভন্তে, বড় অদ্ভুত !! যেমন অধঃমুখীকে ঊর্দ্ধমুখী, আচ্ছাদিতকে বিবৃত, মূঢ়কে রাস্তা প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করিলেন। যেমন চক্ষুষ্মান রূপ দেখিতে পায়, তেমন ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। আমি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ উপাসক বলিয়া মনে করুন। ভগবন্, আগামী কল্যের জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন অনাথ পিণ্ডদ তাঁহার স্বীকৃতি জ্ঞাত হইয়া আসন ত্যাগ করতঃ তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনাথ পিণ্ডদকে বলিলেন —"গৃহপতি, শুনিলাম, আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আপনি আমার অতিথি, এই হেতু আমি আপনাকে অর্থ সাহায্য করিব। তদ্দ্বারা আপনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।"

"না, গৃহপতি, আমার নিকট অর্থের অভাব নাই; তদ্দ্বারাই বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব।"

অনাথ পিণ্ডদ রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর ভবনে খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে বুদ্ধের নিকট গমনান্তর নিবেদন করিলেন, —

"ভন্তে, খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছে, সময় হইলে আগমন করুন।"

যথা সময় বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। অনাথ পিণ্ডদ তাঁহাদিগকে আহার্য্য-দ্রব্যাদি স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে অনাথ পিণ্ডদ বুদ্ধকে আগামী বর্ষা শ্রাবস্তীতে যাপন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন —

"গৃহপতি, শূন্যাগারে তথাগত বিহার করেন।"

"ভগবন্, আমি তাহা অবগত আছি; সুগত, তাহা আমি জানি।"

অনাথ পিণ্ডদের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল। তিনি কিছু যাচ্ঞা করিলে 'দিবনা' শব্দ কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইত না। তিনি রাজগৃহে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন, — "বন্ধু, জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার জন্য বিহার প্রতিষ্ঠা কর। তাঁহাকে আমি শ্রাবস্তীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। তিনি এই রাস্তা দিয়াই আগমন করিবেন।" তাহারা অনাথ পিণ্ডদ দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বিহার প্রতিষ্ঠা ও দানীয় সামগ্রী সঞ্চয় করিতে লাগিল।

অনাথ পিণ্ডদ যথাসময় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া শ্রাবস্তীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বুদ্ধের বাসস্থানের জন্য নগর

হইতে নাতিদূর, নাতি সমীপ, দর্শনার্থীর গমনাগমন সুখকর, দিবসে নির্জ্জন, রাত্রে কোলাহল বর্জ্জিত, মুক্ত বাতাস সম্পন্ন, মনুষ্য সংসর্গ রহিত এবং ধ্যান করিবার উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেম। তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গুণরাশি সমন্বিত স্থান একমাত্র জেতকুমার নামক রাজপুত্রের প্রমোদ উদ্যান ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন শ্রেষ্ঠী রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—"কুমার, ভগবান বুদ্ধের বাসের নিমিত্ত আমি একখানা বিহার প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি : ঐ জন্য আপনার প্রমোদ উদ্যানটি উপযুক্ত মূল্যে আমাকে প্রদান করুন।"

সেই প্রমোদ-কানন রাজ পরিবারের বড় প্রিয় ছিল। তজ্জন্য তিনি ভগবান বুদ্ধের জন্য বলিলেও তাহা বিক্রয় করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বারম্বার অনুরুদ্ধ হওয়াতে বিক্রয় না করিবার ছলনা করিয়া জেতকুমার অসম্ভব মূল্য চাহিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন—

"শ্রেষ্ঠি, সমস্ত উদ্যান স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা আবৃত করিতে যত মুদ্রার প্রয়োজন, ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা মূল্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আমার উদ্যান আপনাকে প্রদান করিতে পারি, নতুবা দিতে পারিব না।"

"কুমার, আপনার প্রার্থীত মূল্য প্রদান করিয়া উদ্যান গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"শ্রেষ্ঠি, আমার উদ্যান আপনাকে কোন রকমেই দিতে পারি না।"

বারম্বার এই কথা বলাতে অনাথ পিণ্ডদ রাজ-অমাত্যের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহামাত্য (বিচারপতি) যুবরাজকে বলিলেন,— "রাজকুমার, আপনি যখন মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখনই শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক উদ্যান গৃহীত হইয়াছে।"

অনাথ পিণ্ডদ শকটপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া জেতকুমারের সমস্ত প্রমোদ উদ্যানে বিস্তারিত করিয়া দিলেন। প্রথম বারে আনীত স্বর্ণমুদ্রায় সমস্ত উদ্যান ঢাকিয়া অল্প স্থানে সঙ্কুলান হইল না। তিনি পুনরায় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন, — "যাও, আরও স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া এই শূন্য স্থানটী আবৃত করিয়া দাও।"

তচ্ছ্রবণে জেতকুমারের মনে হইল, — "এইটা মহত্ত্বের পরিচায়ক হইল না। কেননা, এই শ্রেষ্ঠী নিঃস্বার্থভাবে অনেক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে এত অধিক মূল্য লওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে।"— এইরূপ ভাবিয়া অনাথ পিণ্ডদকে বলিলেন —

"শ্রেষ্ঠি, অনুগ্রহ করিয়া এই অনাবৃত স্থানটী আমাকে, প্রদান করুন। তাহা আপনি স্বর্ণ মুদ্রায় ঢাকিয়া দিবেন না; ঐ স্থানটী আমি ভগবান বুদ্ধকে দান করিব।"

তখন অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী "জেতকুমার গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বুদ্ধের ধর্ম্মে এইরূপ লোকের শ্রদ্ধা মঙ্গলজনক।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই অনাবৃত স্থানটী রাজকুমারকে প্রদান করিলেন। তিনি সেই স্থানে একটি কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন।

অনাথ পিণ্ডদ এই প্রমোদ উদ্যানে বিহার, পরিবেণ, কক্ষ, সভাগৃহ, অগ্নিশালা, ভাণ্ডার, পায়খানা, প্রস্রাবঘর, চঙ্ক্রমণ, চঙ্ক্রমণশালা, কূপ, কূপশালা, স্নানাগার, স্নানাগারশালা, পুষ্করিণী এবং মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। উদ্যান ক্রয় সহ এই সব প্রস্তুত করিতে তাঁহার চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইল। রাজপুত্র জেতকুমারের নামানুসারে উদ্যানের নাম ছিল জেতবন। তথায় বিহার নির্ম্মিত হইলে তাহা জেতবন অনাথ পিণ্ডদের আরাম নামে অভিহিত হইল।

বুদ্ধ ক্রমশঃ ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে শ্রাবস্তীর জেতবনে উপস্থিত হইলেন। অনাথ পিণ্ডদ আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন —

"ভন্তে, কল্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে সম্মত হইলেন। অনাথ পিণ্ডদ গৃহে গমন করতঃ সমস্ত অর্ঘ্য-পাদ্যাদি আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ যথাসময় শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-পানীয় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধকে পরিবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে তিনি বুদ্ধকে বলিলেন —

"ভন্তে, আপনাকে দান করিবার উদ্দেশ্যে আমি জেতবন বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছি। তাহা এখন কি রকমে দান করিলে ভাল হইবে?"

"গৃহপতি, জেতবন বিহার চতুর্দ্দিক হইতে আগত অনাগত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে প্রদান কর।"

অনাথ পিণ্ডদ জেতবন বিহার সেই ভাবে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ভগবান বুদ্ধ এই জেতবনস্থ অনাথ পিণ্ডদের আরামে ঊনবিংশতি বৎসর বর্ষাঋতু যাপন করিয়া ছিলেন।

এই স্থান বৌদ্ধ সাহিত্যে জেতকুমার ও অনাথ পিণ্ডদ উভয়ের নাম সংযুক্ত **"জেতবন অনাথ পিণ্ডদের আরাম"** নামে খ্যাত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যতদিন জগতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিবে ততদিন জেতকুমার ও অনাথ পিণ্ডদের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না। ধন্য অনাথ পিণ্ডদ! ধন্য তোমার কীর্ত্তি!! নামানুযায়ী কার্য্য করিয়া তুমি নিজেও ধন্য হইয়াছ এবং বৌদ্ধ জাতিকেও ধন্য করিয়াছ!

উপালি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ নালন্দার 'প্রাবারিক' আম্রকাননে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় নিগ্রন্থনাথ পুত্র * তাঁহার অনেক শিষ্যবৃন্দ সহ নালন্দায় বাস করিতেন। একদিন দীর্ঘ তপস্বী নামক নিগ্রন্থ (জৈন সন্ন্যাসী) নালন্দায় ভিক্ষা করিয়া আহারান্তে ভগবানের বাস স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—

"তপস্বি, আসন প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা হইলে উপবেশন কর।"

দীর্ঘ তপস্বী একটী নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তপস্বি, পাপ কার্য্য করিবার জন্য এবং পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য নিগ্রন্থনাথ পুত্র কয় প্রকার কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন?"

"বন্ধু গৌতম, 'কর্ম্ম', 'কর্ম্ম'—বলিয়া বিধান করা নিগ্রন্থনাথ পুত্রের স্বভাব নহে। 'দণ্ড', 'দণ্ড'—বলিয়া বিধান করাই তাঁহার রীতি।"

---

* জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর।

"তপস্বি, তাহা হইলে পাপ-কর্ম্ম — পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু নিগ্রন্থনাথ পুত্র কয় প্রকার 'দণ্ড' বিধান করেন?"

"গৌতম, পাপ-কর্ম্ম ··· নিগ্রন্থনাথ পুত্র কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ডাদি ত্রিবিধ দণ্ডের বিধান করিয়াছেন।"

"তপস্বি, কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড কি পরস্পর পৃথক?"

"হাঁ, গৌতম, কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড পরস্পর পৃথক।"

"তপস্বি, উক্ত ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে কোন্ দণ্ড মহা দোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়াছেন?"

"উক্ত ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে কায়দণ্ডই মহাদোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়াছেন। বাক্যদণ্ড ও মনদণ্ড তত দোষাবহ নহে।"

"তপস্বি, তোমরা কি কায়দণ্ডই প্রধান দোষাবহ বলিয়া ধারণা কর?"

"হাঁ, গৌতম, কায়দণ্ডকেই আমরা প্রধান দোষাবহ বলিয়া ধারণা করি।"

"তপস্বি, তোমরা কায়দণ্ডকেই প্রধান দোষাবহ বলিয়া মনে কর কি?"

"হাঁ, গৌতম, তাহাই আমরা মনে করি।"

"তপস্বি, তোমরা কি কায়দণ্ডকেই প্রধান দোষাবহ বলিয়া গ্রহণ কর?"

"হাঁ, গৌতম, আমরা কায়দণ্ডকেই প্রধান দোষাবহ বলিয়া গ্রহণ করি।"

এই প্রকারে ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থকে এই তর্কে তিনবার প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

অতঃপর দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থ বুদ্ধকে বলিলেন —

"গৌতম, আপনি পাপ-কর্ম্ম করিবার জন্য কয় প্রকার দণ্ডের বিধান করিয়াছেন?"

"তপস্বি, 'দণ্ড', 'দণ্ড,' — বলিয়া বিধান করা আমার স্বভাব নহে। আমি 'কর্ম্ম', 'কর্ম্ম' — বলিয়া বিধান করিয়া থাকি।"

"গৌতম, আপনি কয় প্রকার কর্ম্মের বিধান করেন?"

"তপস্বি, আমি ত্রিবিধ কর্ম্মের বিধান করিয়া থাকি। যথা — কায়িক কর্ম্ম, বাচনিক কর্ম্ম এবং মানসিক কর্ম্ম।"

"গৌতম, উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্ম কি পরস্পর পৃথক?"

"হাঁ, ত্রিবিধ কর্ম্ম পরস্পর পৃথক।"

"গৌতম, উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে পাপ-কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত কোন্ কোন্ কর্ম্ম মহাদোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়া থাকেন?"

"উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে মানসিক কর্ম্মই মহাদোষাবহ বলিয়া বিধান করিয়া থাকি।"

"গৌতম, আপনি মানসিক কর্ম্মই প্রধান বলিতেছেন?"

"হাঁ, তপস্বী, আমি মানসিক কর্ম্মই প্রধান বলিতেছি।"

"গৌতম, আপনি মানসিক কর্ম্মই বলিতেছেন?"

"হাঁ, তপস্বী, আমি মানসিক কর্ম্মই বলিতেছি।"

"গৌতম, আপনি মানসিক কর্ম্মই বলিতেছেন?"

"হাঁ, তপস্বী, আমি মানসিক কর্ম্মই বলিতেছি।"

দীর্ঘ তপস্বী এই প্রকারে ভগবানকে এই বিষয়ে (কথা বথ্‌মুহি) তিনবার প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অতঃপর দীর্ঘ তপস্বী আসন ত্যাগ করিয়া নিগ্রন্থনাথ পুত্রের বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় নিগ্রন্থনাথ পুত্র বালক (লোণকার) নিবাসী উপালি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া নানাবিধ কথায় উপবিষ্ট ছিলেন। নিগ্রন্থনাথ পুত্র দূর হইতে দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

"হে তপস্বি, তুমি মধ্যাহ্নে কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ভন্তে, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট হইতে আসিতেছি।"

"শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তোমার কোন বিষয়ের আলাপ হইয়াছে কি?"

"ভন্তে, হইয়াছে।"

"কোন্ বিষয় সম্বন্ধে আলাপ হইল?"

তখন দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থ ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে যাহা আলাপ হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিকভাবে বর্ণনা করিলেন।

"সাধু! সাধু! তপস্বি, তুমি গুরুর উপদেশ সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া মহাজ্ঞানী শিষ্যের ন্যায় শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে আলাপ করিয়াছ। এই তুচ্ছ মন-দণ্ড ঐ মহান্ কায়-দণ্ডের নিকট শোভা পায় না। পাপ-কার্য্য করিবার নিমিত্ত,

পাককার্য্যে প্রবৃত্তির নিমিত্ত কায়-দণ্ডই মহাদোষ যুক্ত। মন-দণ্ড বা বাক্য-দণ্ড সেরূপ নহে।"

তখন উপালি গৃহপতি বলিলেন—"ভন্তে, তপস্বি যথার্থরূপে গুরুর উপদেশের মর্ম্ম অবগত হইয়া মহাজ্ঞানী শিষ্যের ন্যায় শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্ক করিয়াছেন। আমি যাইয়া এই তর্কের প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্ক করিব। শ্রমণ গৌতম দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থকে যেরূপ বলিয়াছেন আমার সঙ্গেও যদি সেরূপ বলেন, তাহা হইলে বলবান পুরুষ দীর্ঘ লোমযুক্ত ছাগলকে লোমে ধরিয়া যেরূপ আকর্ষণ করে, আমিও সেইরূপ শ্রমণ গৌতমের সিদ্ধান্তকে তর্কের দ্বারা আকর্ষণ করিব। যেমন শক্তিশালী সুরা তৈয়ারকারী মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য বৃহৎ বংশ ত্বকে নির্ম্মিত পাত্র জলপূর্ণ গভীর হ্রদে ফেলিয়া কোণায় ধরিয়া আকর্ষণ করে সেইরূপ শ্রমণ গৌতমের সিদ্ধান্তকে তর্কদ্বারা আমি আকর্ষণ করিব। যেমন বলবান মাতাল বালকের কর্ণে ধরিয়া আকর্ষণ করে ... ...। যেমন ষাট বৎসর বয়স্ক তরুণ হস্তী গভীর পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া "শণ ধৌত" নামক জলক্রীড়া করে, আমিও সেইরূপ শ্রমণ গৌতমের সিদ্ধান্তকে তর্কদ্বারা শণের ন্যায় ধৌত করিব। ভন্তে, আমি গৌতমের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক করিবার জন্য যাইতেছি।"

নিগ্রন্থনাথ পুত্র বলিলেন—

"যাও, গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তর্ক কর। শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে আমি, তুমি অথবা দীর্ঘ তপস্বী এই তিন জনের মধ্যে যে কাহারও তর্ক করা উচিত।"

তচ্ছ্রবণে দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থ নিগ্রন্থনাথপুত্রকে বলিলেন—

"ভন্তে, 'উপালি গৃহপতি যাইয়া শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্ক করুক'— আপনি ঐরূপ ইচ্ছা পোষণ করিবেন না। কেননা, শ্রমণ গৌতম বড় মায়াবী, তিনি আবর্ত্তনী মায়া (বশীকরণ মন্ত্র) জানেন। তিনি ঐ মায়ার প্রভাবে অপরের শিষ্যকে নিজের অধিকারে আনিয়া ফেলেন।"

"তপস্বি, উপালি গৃহপতি যে শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। বরং শ্রমণ গৌতমেরই উপালি গৃহপতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা অধিক।"

"গৃহপতি, শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে আমার পক্ষ হইয়া দীর্ঘ তপস্বী যেইরূপ তর্ক করিয়াছে তুমিও সেইরূপ তর্ক করিও।"

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থ উপালিকে প্রেরণ না করিবার জন্য বারম্বার অনুনয় করিলেন, কিন্তু নিগ্রন্থনাথপুত্র তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

উপালি গৃহপতি নিগ্রন্থনাথ পুত্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক 'প্রাবারিক' আম্রবনে গিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে বন্দনান্তর এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"ভন্তে, দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থ কি এখানে আসিয়াছিলেন ?"

"হাঁ, গৃহপতি, আসিয়াছিল।"

"তাঁহার সঙ্গে কি আপনার কোন আলাপ হইয়াছিল ?"

"হাঁ, গৃহপতি, আলাপ হইয়াছিল।"

"তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন্ বিষয় লইয়া আলাপ হইয়াছিল ?"

তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থের সঙ্গে তাঁহার যেই সকল বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে উপালি গৃহপতি কহিলেন —

"ভন্তে, আমি দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থকে ধন্যবাদ দিতেছি। কেন না, গুরুর উপদেশের গভীর তত্ত্ব মহাজ্ঞানী শিষ্য দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রর্ন্থ আপনাকে যথার্থরূপে বলিয়াছেন। এই তুচ্ছ মন-দণ্ড মহৎ কায়-দণ্ডের নিকট কি শোভা পায় ? পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তির নিমিত্ত কায়-দণ্ডই মহাদোষযুক্ত; বাক্য-দণ্ড ও মন-দণ্ড ঐরূপ দোষ যুক্ত নহে।"

"গৃহপতি, যদি তুমি সত্যে স্থির থাকিয়া ন্যায় বিচারে সক্ষম হইতে পার তবে আমরা উভয়ের আলাপ হউক।"

"ভন্তে, আমি সত্যে স্থির থাকিয়া মন্ত্রণা (বিচার) করিব। আমরা উভয়ের মধ্যে আলাপ হউক।"

"গৃহপতি, যদি এস্থানে শীতলজল ত্যাগী, উষ্ণজল সেবী কোন রোগগ্রস্থ নিগ্রর্ন্থ উষ্ণ জলের অভাবে, শীতল জল

পান না করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, তবে নিগ্রন্থনাথপুত্র তাহার পুনর্জ্জন্ম কোথায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন ?"

"ভন্তে, যেখানে মনঃসত্ত্ব নামক দেবতা আছে, সে সেখানেই জন্ম গ্রহণ করিবে।"

"তাহার কারণ কি ?"

"ভন্তে, সে মানসিক আসক্তি লইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, তদ্ধেতু সে মনঃসত্ত্ব দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে।"

"গৃহপতি! গৃহপতি! তুমি চিন্তা করিয়া কথা বলিও। তোমার পূর্ব্ব কথার সঙ্গে পরের কথার এবং পরের কথার সঙ্গে পূর্ব্ব কথার সামঞ্জস্য হইতেছে না। গৃহপতি, তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলে — 'ভন্তে, আমি সত্যে স্থির থাকিয়া মন্ত্রণা (বিচার) করিব, আমরা উভয়ের মধ্যে আলাপ হউক'।"

"আপনিও এরূপ বলিয়াছিলেন — 'পাপকর্ম্ম ... ...'।"

"গৃহপতি, এস্থানে এক চতুর্যাম সংবরে * সংযত (গোপিত, রক্ষিত) নিগ্রন্থ (জৈন সন্ন্যাসী) গমনাগমনের সময় অনেক ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণী হত হয়। তাহার কিরূপ ফল হইবে ?"

"নিগ্রন্থনাথপুত্র চেতনা শূন্যতাকে মহাদোষ বলেন না।" †

"যদি চেতনা থাকে ?"

* প্রাণী হত্যা অকৃত, অকারিত, অননুমোদিত ; চুরি না করা ; মিথ্যা না বলা ; কামভোগ না করা, ইহাই চতুর্যামসম্বর। † জৈনদের 'উপাসগদসা' সূত্র দ্রষ্টব্য।

"ভন্তে, তাহা হইলে মহাদোষ হইবে।"

"গৃহপতি, চেতনাকে নিগ্রন্থনাথপুত্র কোথায় বলেন?"

"ভন্তে, মন-দণ্ডে।"

"গৃহপতি, ভাবিয়া উত্তর প্রদান করিও।"

"আপনিও চিন্তা করিয়া কথা বলুন।"

"গৃহপতি, এই নালন্দা কি সমৃদ্ধিশালী বহুজনতায় পরিপূর্ণ নহে?"

"হাঁ, ভন্তে।"

"যদি এস্থানে কোন ব্যক্তি কোষোন্মুক্ত তরবারি উত্তোলন করিয়া আসিয়া বলে — 'এই নালন্দায় যত প্রাণী আছে, আমি একক্ষণে, এক মুহূর্তে সমস্ত প্রাণীকেই একটী মাংসস্তূপে পরিণত করিব।' গৃহপতি, ঐ ব্যক্তি ঐরূপ করিতে সমর্থ হইবে কি?"

"ভন্তে, দশ ··· ··· পঞ্চাশ ব্যক্তিও এক মুহূর্তে নালন্দার প্রাণীদিগকে একটী মাংস স্তূপে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না। একজনের কথা আর কি বলিব?"

"গৃহপতি, এস্থানে যদি সংযতেন্দ্রিয় শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে — 'আমি এই নালন্দাকে মানসিক ক্রোধে ভস্ম করিয়া ফেলিব।' গৃহপতি, ঐ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ঐরূপ করিতে কি সমর্থ হইবে?"

"ভন্তে, ঐরূপ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নালন্দার ন্যায় পঞ্চাশটী স্থানকেও মানসিক ক্রোধে ভস্মে পরিণত করিতে পারিবেন। নালন্দার মত একটি স্থানের কথাই বা কি।"

"গৃহপতি, ভাবিয়া উত্তর দাও।"

"ভগবানও ... ... ।"

"গৃহপতি, তুমি দণ্ডকারণ্য, কলিঙ্গারণ্য, মেধ্যারণ্য (মেজ্ঝারঞ্ঞং) ও মাতঙ্গারণ্য কিরূপে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে তাহা কি শুনিয়াছ?"

"ভন্তে, শুনিয়াছি।"

"দণ্ডকারণ্য কিরূপে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছ?"

"ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে ঋষিদের মানসিক কোপে দণ্ডকারণ্য হইয়াছে।"

"গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কথা বলা উচিত। তোমার আগের কথার সঙ্গে পরের কথা, পরের কথার সঙ্গে আগের কথার মিল হইতেছে না। গৃহপতি, তুমি এরূপও বলিয়াছিলে, 'ভন্তে, সত্যে স্থির থাকিয়া মন্ত্রণা (তর্ক) করিব। ... ... আমরা উভয়ের আলাপ হউক'।"

"ভন্তে, আমি আপনার প্রথম উপমাতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও আসক্ত হইয়াছি। বিচিত্র প্রশ্নের ব্যাখ্যা (পটিভান) আরও শুনিবার জন্য আমি ভগবানকে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছি। আশ্চর্য্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! যেমন অধঃমুখী ভাণ্ড উর্দ্ধমুখী করিলেন, ... ভগবন্, অদ্য হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

"গৃহপতি, চিন্তা করিয়া কাজ কর। তোমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চিন্তা করিয়া কাজ করা উচিৎ।"

"ভন্তে, আপনার এই বাক্যে আমি আরও প্রসন্ন হইলাম।

"ভন্তে, যদি আমি তীর্থিয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে তাহারা সমস্ত নালন্দায় পতাকা হস্তে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বলিত,—'উপালি গৃহপতি আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।' আর আপনি নাকি আমাকে বলিতেছেন— 'উপালি, বিবেচনা করিয়া কাজ কর। তাদৃশ ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।' ভন্তে, আমি দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।"

"গৃহপতি, বহুকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশ নিগ্রন্থদের ভক্ত। উহারা তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে 'ভিক্ষা দিবনা'—মনে এইরূপ ধারণাও পোষণ করিও না।"

"ভন্তে, আপনার এই কথায় আমি আরও সন্তুষ্ট হইলাম। ভন্তে, আমি শুনিয়াছি, 'শ্রমণ গৌতম এরূপ বলেন— 'আমাকে দান দিবে, অন্যকে দান দিবে না; আমার শিষ্যকে দান দিবে, অন্যের শিষ্যকে দান দিবে না; আমাকে দান দিলে মহাফল হয়, অন্যকে দান দিলে মহাফল হয় না; আমার শিষ্যকে দান দিলে মহাফল হয়, অন্যের শিষ্যকে

দান দিলে তেমন ফল হয় না।' অথচ ভগবান আমাকে নিগ্রন্থকেও দান দিতে আদেশ করিতেছেন। ভন্তে, আমি ইহাতে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিব সেই মতেই কাজ করিব। আমি তৃতীয়বার ধর্ম্ম-সঙ্ঘ সহ আপনার শরণ লইতেছি।"

তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে দান-শীল ... কামভোগের অপকারিতাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে যেমন পরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্র রঞ্জিত হয়, তেমন উপালি গৃহপতির সেই আসনেই বিরজ-বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল।

তখন উপালি বলিলেন — "ভন্তে, এখন আমি যাইতেছি ; আমার অনেক কাজ আছে।"

"গৃহপতি, তোমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হয় তাহাই কর।"

উপালি ভগবদ্বাক্য অভিনন্দনও অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে আদেশ করিলেন —

"দ্বারপাল, আজ হইতে নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদের জন্য আমার দ্বার বন্ধ হইল, ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইল। যদি নিগ্রন্থ আসেন তবে তাঁহাকে বলিও, — 'আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন। আজ হইতে উপালি গৃহপতি গৌতমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদের জন্য দ্বার বন্ধ করিতে এবং ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য দ্বার খোলা রাখিতে আদেশ দিয়াছেন।

যদি আপনি ভিক্ষা প্রার্থী হন, তবে এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি এস্থানেই অনিয়া দিব'।" প্রহরী উপালির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থ উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া নিগ্রন্থনাথ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

"ভন্তে, আমি শুনিলাম — 'উপালি শ্রমণ গৌতমের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন'।"

"দীর্ঘ তপস্বি, উপালি গৃহপতির শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব ; শ্রমণ গৌতমই বোধ হয় উপালির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থনাথ পুত্রকে ঐ সংবাদ বারম্বার জ্ঞাপন করিয়াও তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইতে না পারিয়া শেষে বলিলেন — "ভন্তে, তাহা হইলে আমি যাইয়া দেখি, কে কাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।" নিগ্রন্থনাথ পুত্র তাঁহাকে অনুমতি দিলেন।

তখন দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থ উপালির গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রহরী বলিল — "মহাশয়, সেই স্থানেই অপেক্ষা করুন ; ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। অদ্য হইতে উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আনিয়াই আপনাকে ভিক্ষা প্রদান করিব।"

"আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তিনি নিগ্রন্থনাথ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, — "ভন্তে, সত্যই উপালি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমি প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'উপালি গৃহপতির শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করা আমি অনুমোদন করি না; কেননা, শ্রমণ গৌতম বড় মায়াবী। তিনি আবর্ত্তনী মায়া প্রভাবে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজের শিষ্য করিয়া ফেলেন।' এখন আমার কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। শ্রমণ গৌতম উপালিকে মায়ার প্রভাবে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।"

"তপস্বি, আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে উপালি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

বারম্বার দীর্ঘ তপস্বী নিগ্রন্থনাথ পুত্রকে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন — "আমি গমন করিয়া দেখিব, সত্যই উপালি শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে কি-না।"

একদিন বহু পরিষদ সঙ্গে করিয়া নিগ্রন্থনাথ পুত্র উপালির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রহরী তাঁহাদিগকে বলিল—

"মহাশয়গণ, ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। উপালি গৃহপতি শ্রমণ গৌতমের উপাসক হইয়াছেন। সেই স্থানেই অপেক্ষা করুন, আমি তথায় আনিয়া আপনাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিব।"

"দ্বারপাল, তুমি উপালিকে যাইয়া বল 'বহু পরিষদ সহ নিগ্রন্থনাথ পুত্র দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি আপনার দর্শন কামনা করেন।"

প্রহরী উপালিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে উপালি বলিলেন —

"বহির্ব্বাটীতে আসন প্রস্তুত কর।"

আসন প্রস্তুত হইলে সেস্থানে যেইটী উত্তম আসন সেই আসনে উপালি স্বয়ং উপবেশন পূর্ব্বক দ্বারপালকে বলিলেন— "দ্বারপাল, নিগ্রন্থনাথ পুত্রকে ইচ্ছা হইলে আসিতে বল।" দ্বারপাল আদেশ পালন করিল।

নিগ্রন্থনাথপুত্র পরিষদসহ বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে উপালি তাঁহাকে আসিতে দেখিলে দূর হইতে অভ্যর্থনা করিয়া ভাল আসনটি স্বীয় চাদর দ্বারা উত্তমরূপে পরিমার্জ্জন করিয়া তথায় তাঁহাকে উপবেশন করাইতেন। আজ কিন্তু তিনি ভাল আসনটীতে স্বয়ং উপবিষ্ট থাকিয়া নিগ্রন্থনাথ পুত্রকে বলিলেন —

"মহাশয়, আসন প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা হইলে উপবেশন করিতে পারেন।"

উপালির এরূপ ব্যবহার দর্শনে নিগ্রন্থনাথ পুত্র মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন — "উপালি, তুমি পাগল হইয়াছ, না জড় পদার্থ হইয়াছ?"

"মহাশয়, 'আমি শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্ক করিব'—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বয়ং বড় তর্ক-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।"

"গৃহপতি, যেমন অণ্ডকোষ হারক অন্যের অণ্ডকোষ বাহির করিতে যাইয়া নিজের অণ্ডকোষ বাহির করিয়া আসে; যেমন অক্ষিহারক পরের অক্ষি উৎপাটন করিতে যাইয়া নিজের অক্ষি উৎপাটিত করিয়া আসে; তুমিও সেইরূপ শ্রমণ গৌতমকে তর্কে পরাস্ত করিতে গিয়া স্বয়ং পরাস্ত হইয়া আসিয়াছ। বোধ হয়, তুমি শ্রমণ গৌতমের আবর্ত্তনী মায়ায় পতিত হইয়াছ।"

"মহাশয়, আবর্ত্তনীমায়া বড় সুখপ্রদ, বড় কল্যাণকর। যদি আমার প্রিয় স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ এই বশীকরণ মন্ত্রে পতিত হয় তবে তাহাদের দীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হইবে। যদি সমস্ত ক্ষত্রিয়, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৈশ্য, সমস্ত শূদ্র এবং দেব, মার, ব্রহ্মা সহিত সমস্ত জগৎবাসী এই আবর্ত্তনী মায়ার বশীভূত হয় তাহা হইলে তাহাদের সকলের সুদীর্ঘকাল হিত-সুখ সাধিত হইবে। আমি আপনাকে একটি উপমা দিতেছি, উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথার সারমর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

"মহাশয়, পুরাকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যুবতী পত্নী আসন্ন প্রসবা হইয়াছিল। একদিন সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বলিল — 'ব্রাহ্মণ, আমার শিশু সন্তান ক্রীড়া করিবার জন্য বারাণসীতে গিয়া একটী বানর ছানা (পুতুল) লইয়া আস।' ব্রাহ্মণ তরুণী পত্নীকে বলিল — 'তুমি একটু অপেক্ষা কর; ছেলে প্রসূত হইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বারাণসীতে যাইয়া

পুতুল লইয়া দিব, তদ্দারা সে ক্রীড়া করিতে পারিবে।' ব্রাহ্মণকে বারম্বার বিরক্ত করায় তরুণীর প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে বানর ছানা আনিয়া তরুণীকে বলিল — 'প্রিয়ে, বানর ছানা আনিয়াছি, ইহা দ্বারা তোমার ভাবী সন্তান খেলিতে পারিবে।' তরুণী পুনঃ বলিল — 'স্বামি, বানর ছানাটী রক্তপাণি রজক পুত্রের নিকট লইয়া যাও। তাহাকে এই বানর ছানাটি পীত রং দ্বারা রঞ্জিত এবং সুকোমল করিয়া দিতে বল।' বিবেক শূন্য মোহান্ধ ব্রাহ্মণ বানরের পুতুলটী লইয়া গিয়া রক্তপাণি রজক পুত্রকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। রজকপুত্র বলিল — 'মহাশয়, তোমার এই বানরের পুতুল রঞ্জিত করিবার কিম্বা সুকোমল করিবার যোগ্য নহে।'

"মহাশয়, এইরূপ অজ্ঞ নিগ্রন্থদের সিদ্ধান্ত মূর্খ লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারে বটে কিন্তু পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে পারে না। তাহা পরীক্ষা বা মীমাংসা করিবার যোগ্য নহে।

"মহাশয়, আর একদিন ঐ ব্রাহ্মণ নূতন এক জোড়া শুভ্রবসন লইয়া গিয়া রজকপুত্রকে প্রদান করতঃ বলিল — 'ওহে, আমার এই কাপড় জোড়া পীতবর্ণে রঞ্জিত ও পালিশ করিয়া দাও।' রজকপুত্র কাপড় জোড়া পীতবর্ণে রঞ্জিত ও পালিশ করিয়া দিল। তদ্রূপ ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধান্ত পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে পারে, কিন্তু মূর্খকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই ধর্ম্ম পরীক্ষা বা মীমাংসার যোগ্য।"

"গৃহপতি, সকলেই জানে তুমি আমার শিষ্য। আজ হইতে তোমাকে কাহার শিষ্য বলিয়া মনে করিব?"

তচ্ছ্রবণে উপালি গৃহপতি আসন হইতে উঠিয়া উত্তরাসঙ্গ (চাঁদর) একাংশে করিয়া (ডান কাঁধ খোলা রাখিয়া) যেদিকে বুদ্ধ অবস্থান করেন সেই দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিগ্রন্থনাথ পুত্রকে বলিলেন—"মহাশয়, আমি কাহার শিষ্য শ্রবণ করুন —

"যিনি ধীর-বিগত মোহ-খণ্ডিত কীলক-বিজিত বিজয়-নিদুঃখ-সুসংযত চিত্ত-বৃদ্ধশীল-সুন্দর প্রাজ্ঞ-বিশ্বতারক-বিমল আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি অকথংকথী (বিবাদ রহিত)-সন্তুষ্ট-সাংসারিক ভোগ-বাসনা বমনকারী-প্রমুদিত-শ্রমণ-মানবশ্রেষ্ঠ-অন্তিম দেহ ধারী-অনুপম এবং বিরজ আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি সংশয়রহিত-কুশল-বৈনয়িক-শ্রেষ্ঠ সারথি-অনুত্তর-ধর্ম্মজ্ঞ-আকাঙ্ক্ষা শূন্য-প্রভাকর-মানচ্ছেদক এবং বীর আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি উত্তম-অপ্রমেয়-গম্ভীর-মুনিত্বপ্রাপ্ত-ক্ষেমঙ্কর-জ্ঞানী-ধর্ম্মার্থজ্ঞ-সংযতাত্ম-সঙ্গরহিত এবং মুক্ত আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি নাগ-একান্ত আসনজ্ঞ-সংযোজন রহিত-মুক্ত-বাদদক্ষ-ধৌত-প্রাপ্তধ্বজ (অরহত্ব ধ্বজা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন)-বীতরাগ-দান্ত এবং নিষ্প্রপঞ্চ আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি ঋষিসপ্তম-অপাষণ্ড-ত্রিবিদ্যাযুক্ত-ব্রহ্মত্ব (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত-স্নাতক-পদক (কবি)-প্রশান্ত-বিদিত বেদন-পুরন্দর-শক্র আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি আর্য্য-ভাবিতাত্ম (যিনি নিজের বিষয় সমস্ত ভাবনা করিয়াছেন)-প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত-বৈয়াকরণ-স্মৃতিমান-বিদর্শী-অভিমান শূন্য-অনবনত-অচঞ্চল এবং বশী আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি সম্যক্‌গত-ধ্যানী-অলগ্নচিত্ত (যাঁহার চিত্ত পার্থিব বিষয়ে অলগ্ন)-শুদ্ধ অসিত (শুক্ল)-প্রহীন প্রবিবেকপ্রাপ্ত-অগ্রত্ব প্রাপ্ত-তীর্ণ ও তারক আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি শান্ত-ভূরি (বহু) প্রাজ্ঞ-মহাপ্রাজ্ঞ-বিগতলোভ-তথাগত-সুগত-অপ্রতিপুদ্গল (অতুলনীয়)-অসম-বিশারদ এবং নিপুণ আমি তাঁহারই শিষ্য।

"যিনি তৃষ্ণারহিত-বুদ্ধ-ধূমরহিত-অনুপলিপ্ত-পূজনীয়-যক্ষ-উত্তমপুদ্গল অতুল-মহান এবং উত্তম যশঃ প্রাপ্ত আমি তাঁহারই শিষ্য।"

"গৃহপতি, তুমি কখন হইতে শ্রমণ গৌতমের গুণ (প্রশংসা) শিখিয়াছ ?"

"মহাশয়, যেমন নানাপ্রকার পুষ্পরাশি হইতে দক্ষ মালাকার বা তাহার শিষ্য বিচিত্রমালা গ্রহণ করে, তেমন ভগবান বুদ্ধ অনেক গুণশালী — বহুশত গুণশালী। প্রশংসনীয় ব্যক্তির কে প্রশংসা না করিবে ?"

তচ্ছ্রবণে ভগবানের সৎকার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই নিগ্রন্থ নাথপুত্র শোণিত বমন করিলেন।

সেনাপতি সিংহ

বুদ্ধ এক সময় বৈশালী নগরের কূটাগার শালায় অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই সময় অনেক বিখ্যাত লিচ্ছবী প্রজাতন্ত্র সভা গৃহে সমবেত হইয়া বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রশংসা করিতে ছিলেন। তখন জৈন সম্প্রদায়ের উপাসক লিচ্ছবী রাজ্যের সেনাপতি সিংহও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিরত্নের গুণগান শ্রবণে তিনি চিন্তা করিলেন — "এই বিখ্যাত লিচ্ছবীরা বুদ্ধের যেইরূপ গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, তদ্দারা আমি বুঝিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করিব।"

একদিন তিনি তাঁহার গুরু নিগ্রন্থ নাথপুত্রের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন — "ভন্তে, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করি।"

"সিংহ, শ্রমণ গৌতম অক্রিয়া বাদী, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে অক্রিয়াবাদের উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন?"

তচ্ছ্রবণে সিংহ সেনাপতির ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিবার যেই প্রবল আকাঙ্খা জন্মিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি হইল।

আরও এক সময় লিচ্ছবীদের মুখে বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন শুনিয়া বুদ্ধকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল বাসনার সঞ্চার

হইল ; কিন্তু সেইবারও নিগ্রন্থ নাথপুত্রের প্রতিকূলতায় তাঁহার কৌতুহলের বেগ থামিয়া গেল। তিনি তৃতীয়বারও বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—“নিগ্রন্থ নাথপুত্রের অনুমতিতে কিংবা বিনানুমতিতে গমন করিলে তিনি আমাকে কি করিতে পারেন? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমি বুদ্ধকে দর্শন করিতে যাইব।”

দিবা দ্বিপ্রহর। পঞ্চশত রথ সুসজ্জিত হইল। সিংহ সেনাপতি সপারিষদ রথে আরোহণ করিয়া বুদ্ধকে দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। যতদূর রথ যাইবার উপযুক্ত রাস্তা ততদূর রথে গমন করিয়া সঙ্কীর্ণপথে রথ হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে কূটাগার শালায় পৌঁছিলেন এবং বিহারে প্রবেশ পূর্ব্বক বুদ্ধকে বন্দনা করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তৎপর বুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন —

“ভন্তে, আমি শুনিয়াছি — ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী এবং অক্রিয়াবাদ সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্য সংগ্রহ করেন।’ যাহারা এইরূপ বলে, তাহারা সত্য বলিতেছে, না ভগবানের অনর্থক নিন্দা প্রচার করিতেছে? আমি কিন্তু ভগবানের নিন্দা করিতে চাই না।”

“সিংহ, আমাকে যে কারণে অক্রিয়াবাদী বলা হয় তাহার ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে।

“সিংহ, তাহার কারণ হইতেছে, — আমি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অনাচারকে অক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই হেতু আমি অক্রিয়া বাদী।

"সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদী। যেহেতু, আমি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সদাচারকে ক্রিয়া বলিয়া থাকি অর্থাৎ আমি অহিংসা, অচৌর্য্য, অব্যভিচার, সত্য, অপিশুন, অকর্কশ, অবৃথা বাক্য, অলোভ, অদ্বেষ এবং সদ্দৃষ্টিকে ক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই হেতু আমি ক্রিয়াবাদী।

"সিংহ, আমি সেই সেই কারণে উচ্ছেদবাদী, জুগুপ্সু, বৈনয়িক, তপস্বী এবং অপগর্ভ *। আমাকে আশ্বাসক বলিবার প্রকৃত কারণ আছে। আমি আশ্বাসের জন্য ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা শ্রাবককে বিনীত করিয়া থাকি। সিংহ, আমি পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত। এই হেতু আমি আশ্বাসের জন্য ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করি এবং আশ্বাসের (মার্গ) দ্বারা শ্রাবকদিগকে লইয়া গমন করি। এই কারণেই আমি আশ্বাসক।"

তচ্ছ্রবণে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে বলিলেন— "আশ্চর্য্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! ... ... আমাকে উপাসক বলিয়া ধারণা করুন।"

"সিংহ, চিন্তা করিয়া কাজ কর। তোমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করা উচিত।"

---

* এই সবের ব্যাখ্যা বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইবে।

"ভন্তে, আপনার এই কথায় আমি আরও সন্তোষ লাভ করিলাম। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে শিষ্যরূপে পাইলে সমস্ত বৈশালীর রাস্তায় রাস্তায় পতাকা হস্তে ভ্রমণ করিয়া ঘোষণা করিত — 'সিংহ সেনাপতি আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।' অথচ আপনি বলিতেছেন — 'চিন্তা করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর।' ইহাতে আমি প্রসন্ন হইয়া দ্বিতীয়বার বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলাম।"

"সিংহ, তোমার বংশ চিরকাল অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয় স্থল। তুমি আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাহারা তোমার গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে 'দান দেওয়া কর্ত্তব্য' — এই ধারণা মনে পোষণ করিও।"

"ভন্তে, আপনার এই কথায় আমি আরও অধিক প্রীতি অনুভব করিলাম। আমি শুনিয়াছি — 'শ্রমণ গৌতম বলেন, 'আমাকে দান দিবে অন্যকে দান দিবে না'।' এখন দেখিতেছি আপনি আমাকে অন্য সম্প্রদায়ের লোককেও দান দিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। ভন্তে, এই সম্বন্ধে আমার যাহা উচিৎ বোধ হইবে, তাহাই করিব। এখন আমি আপনার ও ধর্ম্ম-সঙ্ঘের তৃতীয় বার শরণ গ্রহণ করিলাম।"

অতঃপর ভগবান তাঁহাকে দান-শীল-স্বর্গ কামভোগের অপকারিতা এবং ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান

করিলেন। এই সব শ্রবণে যখন তাঁহার চিত্ত কোমল হইল, তখন বুদ্ধ তাঁহাকে চতুরার্য্য সত্যের ব্যাখ্যা করিলেন। অচ্ছ্রবণে শুভ্র বস্ত্র যেমন উত্তমরূপে রঞ্জিত হয়, তেমনই তাঁহার উপবিষ্টাবস্থায়ই বিমল-বিরজ অন্তর্দৃষ্টি উৎপন্ন হইল। তখন বুদ্ধকে বলিলেন —

"ভন্তে, ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আপনি আমার বাড়ীতে আগামী কল্যের জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সিংহ সেনাপতি ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন — "ওহে, তুমি কোন স্থানে নিহত পশুর মাংস পাও কিনা অনুসন্ধান করিয়া আস।"

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবান ভিক্ষু সঙ্ঘ সহ যথাসময় তাঁহার গৃহে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সিংহ সেনাপতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে খাদ্য পানীয়াদি স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। সেই সময় অনেক জৈন সন্ন্যাসী বৈশালীর রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,— "অদ্য সিংহ সেনাপতি শ্রমণ গৌতমের জন্য স্থূল পশু হত্যা করিয়া রন্ধন করিয়াছেন। গৌতম তাঁহার উদ্দেশ্যে নিহত জানিয়াও পশুর মাংস ভোজন করিতেছেন।"

তচ্ছ্রবণে একব্যক্তি যাইয়া সিংহ সেনাপতিকে চুপে চুপে বলিল —

"মহাশয়, জৈন সন্ন্যাসীরা বৈশালীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কি বলিতেছে, তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন ?"

"মহাশয়, ওসব নিরর্থক কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা চিরকালই বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছে। ঐসব নির্লজ্জ লোকেরা মিথ্যা কথা প্রচার করিতে লজ্জানুভব করে না। আমি-ত স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে ও সজ্ঞানে জীব হত্যা করি না।"

বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহার সমাপ্ত হইলে তিনি একটী নীচ আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সময়োপযোগী ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ প্রস্থান করিলেন।

মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী

বুদ্ধ বৈশালীতে ইচ্ছানুযায়ী অবস্থান করিয়া সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে 'ভদ্দিয়া' * নগরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া জাতীয় উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী শুনিলেন — শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র গৌতম 'ভদ্দিয়া' নগরে আসিয়া জাতীয় বনে অবস্থান করিতেছেন। সকলে শত মুখে তাঁহার এইরূপ প্রশংসাবাদ ঘোষণা করিতেছে —

"তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ... তাদৃশ মহাপুরুষের দর্শন লাভ বড় সৌভাগ্যের বিষয়।"

অতঃপর তিনি সুসজ্জিত অশ্বযানে আরোহণ পূর্ব্বক বুদ্ধকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 'ভদ্দিয়া' নগর হইতে বহির্গত হইলেন। অনেক তীর্থিয় পরিব্রাজক দূর হইতে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল —

"গৃহপতি, আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

"মহাশয়, আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইতেছি।"

"গৃহপতি, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইতেছেন? তিনি নিজে অক্রিয়াবাদী হইয়া অক্রিয়া প্রকাশক উপদেশ প্রদান করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রাবকদিগকে বিনীত করিয়া থাকেন।"

---

* বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলা; (বিহার প্রদেশ।)

তচ্ছ্রবণে মেণ্ডক গৃহপতির মনে হইল—

"নিশ্চয়ই তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, তাই এই তির্থীয় পরিব্রাজকেরা তাঁহার নিন্দা করিতেছে।"

এই স্থির করিয়া যতদূর অশ্বযান চলিবার উপযুক্ত রাস্তা ততদূর যানে গমন করিয়া অবশিষ্ট পথ পদব্রজে গমন পূর্ব্বক ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা ও কুশল প্রশ্নান্তর এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দানশীলাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার সেই আসনেই বিরজ-বিমল জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তৎপর তিনি ভগবানকে বলিলেন—"আমি অদ্য হইতে ভগবান বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জানাইলেন। শ্রেষ্ঠী ভগবানের নিমন্ত্রণ গ্রহণে স্বীকৃতি অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ রাত্রি প্রভাত হইলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি সপরিবারে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলে ভগবান তাঁহাদিগকে দানশীলাদি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই আসনেই সকলের বিরজ বিমল জ্ঞান চক্ষু

বিকশিত হইল। ... ... "ভগবন, আমরা ধর্ম্ম-সঙ্ঘ সহ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

অতঃপর শ্রেষ্ঠী স্বহস্তে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে পরিবেশন করিলেন। ভোজনান্তে তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন —

"ভন্তে, আপনি যতদিন 'ভদ্দিয়া'য় বাস করিবেন ততদিন আমি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আপনাকে প্রত্যহ আহার্য্যাদি দ্বারা সেবা করিব।"

বুদ্ধ তাঁহাকে সময়োপযোগী ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহপতি-পুত্র সিগাল

প্রাচীনকালে মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে এক জন কুলীন-শ্রদ্ধাবান-ভগবান বুদ্ধের ভক্ত গৃহপতি বাস করিতেন। তাঁহার সিগাল নামক একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। সেই পরিবারে একটী মাত্র ছেলে হেতু সে মাতা-পিতার বড় স্নেহাস্পদ ছিল। সে কাহারও কথা শুনিত না, ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিত। সদাচারাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া সর্ব্বদা লৌকিক সুখ অনুসন্ধানে নিরত থাকিত। সৎ পুরুষদের সংসর্গ কিম্বা তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করা দূরে থাকুক বরং সর্ব্বদা তাঁহাদের নিন্দা প্রচার করিয়া বিচরণ করিত। যদি কোন দিন তাহার মাতা-পিতা তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন 'বৎস, তুমি ভগবান বুদ্ধের নিকট না গেলেও অন্ততঃ তাঁহার শিষ্য শারীপুত্র কিম্বা মৌদগল্যায়ন আদির সেবা করিয়া মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম শ্রবণ কর।' তদুত্তরে সে বলিত— 'বাবা, আপনাদের শ্রদ্ধা হইলে আপনারা তাঁহাদের সেবা করুন। তাঁহাদের কাছে আমার যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেননা তাঁহাদের কাছে গমন করিলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিতে হয়। মৃত্তিকায় উপবেশন করিতে হয়, তদ্ধেতু কাপড় ময়লা হইয়া যায়। কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, তাহাতে শ্রদ্ধা জন্মিলে আবার আহার্য্যও বস্ত্রাদি দিতে হয়। ইহাতে শরীরের কষ্টও হইয়া থাকে, অর্থ

নষ্টও হয়। এই কারণে তাঁহাদের সেবা করার কোন প্রয়োজন নাই।'

এই প্রকারে অনেকদিন অতীত হইল কিন্তু তাঁহার পুত্রের মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া চিন্তা করিলেন — "যদি আমি ইহাকে কোন শিক্ষা দিয়া না যাই তবে আমার মৃত্যুর পর সে বড় দুঃখ ভোগ করিবে, পরলোকেও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে না।"— এই স্থির করিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক শয্যার পার্শ্বে আনিয়া সবিষাদে বলিলেন, "বৎস, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি তোমাকে একটী শেষ কথা বলিয়া যাইতে চাহি, তাহা তুমি নিশ্চয় পালন করিও। কথা এই — 'তুমি প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান করতঃ নগরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ষড়দিক নমস্কার করিও।' ইহাই আমার শেষ উপদেশ। আশাকরি, তুমি আমার এই অন্তিম উপদেশ পালন করিবে।"— এই বলিয়া গৃহপতি প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত লোকের অন্তিম উপদেশ আত্মীয় স্বজনের আজীবন প্রতিপালন করা পূর্ব্বকালের রীতি ছিল।

এই হইতে সিগাল প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করতঃ স্নান করিয়া নগরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া ষড়দিক (পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ) নমস্কার করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতার অন্তিম উপদেশ পালন করিতে লাগিল।

ভগবান বুদ্ধ এক সময় রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় উক্ত সিগাল নামক গৃহপতি-পুত্র প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাজগৃহ নগরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে, আর্দ্রকেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ ও অধঃ এই ষড়দিক নমস্কার করিত।

একদিন ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজগৃহে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার সময় সিগালকে নানাদিক নমস্কার করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

"গৃহপতিপুত্র, তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া ... ... নমস্কার করিতেছ কেন?"

"ভন্তে, আমার পিতা মৃত্যুকালে ছয়দিক নমস্কার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার অন্তিম উপদেশ রক্ষার্থেই প্রত্যুষে ... ... দিক সমূহকে নমস্কার করিতেছি।"

"গৃহপতি পুত্র, আর্য্য বিনয়ে ষড়দিক নমস্কার করিবার এইরূপ প্রথা নাই।"

"ভন্তে, আর্য্য বিনয়ে কোন্ নিয়মে ষড়দিক নমস্কার করা হয়? আর্য্য বিনয়ে যেইরূপে ষড়দিক নমস্কার করিবার বিধান আছে, সেইভাবে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।"

"হে গৃহপতি পুত্র, তাহা হইলে ভালরূপে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।"

গৃহপতি-পুত্র সিগাল তাহাতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। ভগবান বলিতে লাগিলেন —

"গৃহপতি পুত্র, যেহেতু আর্য্যশ্রাবকের চারি প্রকার কর্ম্মরূপ ক্লেশ বর্জ্জিত হয়, চারি প্রকারে তিনি পাপকার্য্য করেন না এবং ভোগৈশ্বর্য্য বিনাশক ছয় প্রকার কদাচারকে সেবন করেন না। তখন এই চতুর্দ্দশ প্রকার পাপকর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া ষড়দিক আচ্ছাদিত ব্যক্তি ইহপর উভয় লোকে সুখের অধিকারী হয়; তাহার ইহ-পরলোক সুরক্ষিত হয় এবং মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে।

"আর্য্য শ্রাবকের কোন্ কোন্ চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম-ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়? গৃহপতি পুত্র, (১) প্রাণী হত্যা (২) অদত্ত গ্রহণ (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাবাদ — এই চারি প্রকার কর্ম্ম-ক্লেশ পরিত্যক্ত হয়।" ভগবান ইহা বলিয়া অতঃপর এইরূপ কহিলেন —

"প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, মিথ্যাবাদ এবং পরদার গমনকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রশংসা করে না।

"আর্য্যশ্রাবক কোন্ কোন্ কারণে পাপকার্য্য করে না? (১) স্বেচ্ছাচার (২) দ্বেষ (৩) মোহ (৪) ভয়ের বশীভূত হইয়া লোকে পাপকার্য্য করে। কিন্তু আর্য্যশ্রাবক স্বেচ্ছাচার, দ্বেষ, ভয় কিম্বা মোহের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্য করে না।" ভগবান বুদ্ধ ইহা বলিয়া অনন্তর এইরূপ বলিলেন —

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার, দ্বেষ, ভয় ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হয় কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার যশ ক্ষীণ হইয়া যায়।

"স্বেচ্ছাচার দ্বেষ, ভয় ও মোহের বশীভূত হইয়া যে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত না হয়, তাহার সুখ্যাতি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"আর্য্য শ্রাবক কোন্ কোন্ ভোগ সম্পত্তি বিনাশের ছয় প্রকার কু-অভ্যাসকে আশ্রয় দেন না? (১) মাদক দ্রব্য সেবন (২) রাত্রে ভ্রমণ (৩) মজলিসে বা নৃত্যগীত দর্শনে গমন (৪) দ্যূতক্রীড়া (৫) পাপ-মিত্র-সঙ্গ এবং (৬) আলস্যের বশীভূত হওয়া।

"গৃহপতি পুত্র, মাদক দ্রব্য সেবন করিলে ছয় প্রকার বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) তখনই ধনহীন (২) কলহ বৃদ্ধি (৩) রোগের উৎপত্তি (৪) নিন্দা প্রচার (৫) লজ্জাহীনতা (৬) বিবেচনা শক্তি হীনতা।

"গৃহপতি পুত্র, বিকালে (অসময়ে) বিচরণ করিলে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) নিজেও অগুপ্ত অরক্ষিত হয় (২) তাহার স্ত্রী-পুত্রও অগুপ্ত অরক্ষিত হয় (৩) তাহার ধন সম্পত্তিও অগুপ্ত অরক্ষিত হয় (৪) দুষ্কার্য্যের মিথ্যা দুর্ণাম আরোপিত হয় (৫) সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া চলাফেরা করিতে হয় (৬) আরও বহুবিধ বিপদের মূল কারণ হয়।

"গৃহপতি পুত্র, নৃত্য গীত দর্শনে উৎসুক ব্যক্তির ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) কোথায় নৃত্য হইবে উদ্বেগ (২) কোথায় গান হইবে উদ্বেগ (৩) কোথায় গল্প মজলিস হইবে উদ্বেগ (৪) কোথায় কাংস্য-তাল হইবে উদ্বেগ (৫) কোথায় বাদ্য বাজনা হইবে উদ্বেগ এবং (৬) কোথায় কুম্ভস্তনন (বাদ্য বিশেষ) হইবে উৎকণ্ঠা।

"গৃহপতি পুত্র, দ্যূতক্রীড়া আসক্তিতে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) জয়ী হইলে শত্রুতা আরম্ভ হয় (২) পরাজিত হইলে অনুশোচনা উপস্থিত হয় (৩) তৎকালীন ধন হানি (৪) সভাস্থলে কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করে না (৫) আত্মীয় স্বজনেরা তিরস্কার করে এবং (৬) তাহাকে কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে চাহে না।

"গৃহপতি পুত্র, পাপ-মিত্র-সংসর্গে ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—যাহারা (১) ধূর্ত্ত (২) দুশ্চরিত্র (৩) মদ্যপ (৪) জুয়াচোর (৫) প্রবঞ্চক এবং (৬) দুঃসাহসিক তাহারাই পাপ সহবাসকারীর মিত্র হয়।

"গৃহপতি পুত্র, অলস ব্যক্তির ছয় প্রকার কুফল উৎপন্ন হয়। যথা—(১) অদ্য অতি শীত বলিয়া কাজ করে না (২) অদ্য অতি গরম বলিয়া কাজ করে না (৩) এখন অতি প্রাতঃকাল বলিয়া কাজ করে না (৪) এখন অতি ক্ষুধা হইয়াছে বলিয়া কাজ করে না (৫) অদ্য অতি রাত্রি হইয়াছে বলিয়া কাজ করে না এবং (৬) অদ্য বেশী খাওয়ায় পেট ভার বোধ

হইতেছে বলিয়া কাজ করে না। এইরূপে হেলা করিয়া অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন থাকায় অনর্জ্জিত ধন অর্জ্জিত হয় না এবং অর্জ্জিত ধনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” ভগবান ইহা বলিয়া অতঃপর এইরূপ বলিলেন —

“যে মদ্যপানের সময় সখা হয়, সম্মুখে ‘বন্ধু’, ‘বন্ধু’ বলে সে মিত্র নহে। কার্য্যের সময় যিনি সহায়তা করেন তিনিই মিত্র।

“অতি শয়ন, পরস্ত্রী গমন, শত্রু বহুলতা, অনর্থকারী, শঠ মিত্র এবং কৃপণতা এই ছয়টী মানবকে ধ্বংসের পথে উপনীত করে।

“অসতের সঙ্গে যে সঙ্গ করে, অসৎ লোক যাহার সহায় এবং যে সদা পাপ আচরণ করে সে ইহ পর কালে দুঃখ ভোগ করে।

“দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রী-সুরা-নৃত্যগীতে মত্ততা, দিবানিদ্রা ও অসময়ে পথে পাপাচার, পাপীর সঙ্গে বন্ধুতা এবং কৃপণতা এই ছয়টী মনুষ্যকে নাশ করে।

“যে জুয়া খেলে, সুরা পান করে, পরের স্ত্রীকে প্রাণের সমান ভালবাসে, নীচলোকের সংসর্গে বাস করে এবং জ্ঞানী লোকের সঙ্গে বাস করে না তাহার যশঃ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

“মদ্যপ যদি দরিদ্র হয়, সে মদের দোকানে গিয়া ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়া শীঘ্রই নিজকে বিপন্ন করিয়া ফেলে।

"যে দিবা নিদ্রা যায়, রাত্রে সজাগ থাকে না, নিত্য মদ্যপানে রত থাকে তাদৃশ ব্যক্তি গৃহবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

"অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম অতি রাত্রি বলিয়া যে কাজ করে না তাহার ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

"যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কার্য্যে শীত-উষ্ণকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়, সেই ব্যক্তি কদাচ সুখলাভে বঞ্চিত হয় না।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি প্রকার লোককে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। যথা — (১) পরস্বাপহারী (২) বাক্যপটু (৩) চাটুকার এবং (৪) দুষ্কার্য্যে সহায়ক।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে পরস্বাপহারীকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) পরের ধন চুরি করে (২) অল্প দিয়া বেশী পাইতে ইচ্ছা করে (৩) ভয়ে ভয়ে কার্য্য করে এবং (৪) স্বার্থের জন্য কার্য্য সম্পাদন করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে বাক্যবীরকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) অতীতের বিষয় লইয়া অহঙ্কার করে (২) ভবিষ্যতের জন্য অহঙ্কার করে (৩) নিরর্থক কথা বলিয়া অহঙ্কার করে এবং (৪) উপস্থিত কার্য্যে বিপদ প্রদর্শন করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারিপ্রকার কারণে খোসামোদকারীকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, সে (১) পাপ-কর্ম্মে

অনুমতি দেয় (২) পুণ্য কার্য্যে অনুমতি দেয় না (৩) সম্মুখে প্রশংসা করে এবং (৪) পরোক্ষে নিন্দাবাদ প্রচার করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে দুষ্কার্য্যে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে মিত্ররূপী অমিত্র বলিয়া জানিবে। সে (১) সুরা-মৈরেয়-মদ্যপানাদি প্রমাদকর কাজে সাহায্য করে (২) অসময়ে বেড়াইবার সময় সঙ্গী হয় (৩) নৃত্যগীত দর্শনে সঙ্গী হয় এবং (৪) দ্যূতক্রীড়ায় সঙ্গী হয়।"

ভগবান ইহা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন —

"বিজ্ঞলোক পরস্বাপহারী, বাক্যবীর, খোসামোদকারী, এবং কুকাজে সহায়তাকারীকে ভয় সঙ্কুল পথের ন্যায় দূর হইতে ত্যাগ করেন।

"হে গৃহপতি পুত্র, এই চারি ব্যক্তিকে 'সুহৃদ' বলিয়া জানিবে। যে (১) উপকারী (২) সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশক (৩) অর্থ প্রাপ্তির উপদেষ্টা এবং (৪) অনুকম্পাকারী।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে উপকারী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে। যথা — (১) প্রমত্ত অবস্থায় যে রক্ষা করে (২) প্রমত্তের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে (৩) ভয়ের সময় আশ্রয় দান করে এবং (৪) উপস্থিত কার্য্যাদিতে যাহাতে দ্বিগুণ লাভ হয় সেরূপ প্রযত্ন করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে সম সুখী দুঃখী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে। যথা — যে (১) গোপনীয় বিষয়

বলিয়া দেয় (২) বন্ধুর গোপনীয় বিষয় গোপন করে (৩) বিপদে পরিত্যাগ করে না এবং (৪) বন্ধুর মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত নহে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে অর্থ প্রাপ্তির উপদেষ্টা মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে। যথা — যে (১) পাপ হইতে বারণ করে (২) পুণ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করে (৩) অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায় এবং (৪) স্বর্গগামী মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, চারি কারণে অনুকম্পাকারী মিত্রকে সুহৃদ বলিয়া জানিবে। যথা — যে (১) বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া আনন্দিত হয় না (২) তাহার উন্নতিতে আনন্দ অনুভব করে (৩) কেহ বন্ধুর নিন্দা করিলে বাধা প্রাদান করে এবং (৪) সুখ্যাতি করিলে প্রশংসা করে।"

ভগবান এইরূপ বলিয়া পুনঃ ইহা বলিতে লাগিলেন —

"যে উপকারী, সুখ দুঃখে সম অংশ গ্রহণকারী, সদুপদেশদাতা এবং মিত্রের অনুকম্পাকারী তাহাকে বিজ্ঞগণ মিত্র বলিয়া জানিয়া গর্ভজ সন্তানকে যেমন জননী পরিচর্য্যা করে তেমন তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে।

"শীলবান, গুণবান, ব্যক্তি জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পায়। তিনি ভ্রমরের ন্যায় সঞ্চয় করিয়া বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বল্মীকের ন্যায় তিনি অল্প অল্প করিয়া ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেন।

"এইরূপে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া গৃহস্থলোক সম্পত্তি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মীয় স্বজন লাভ করিতে পারে।

"এক অংশ ভোগ করিবে, দুই অংশ ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিবে, চতুর্থ অংশ বিপদকালের জন্য পুতিয়া রাখিবে।

"গৃহপতি পুত্র, এই দিক সমূহকে এইরূপে জানিবে—মাতা-পিতা পূর্ব্ব দিক, আচার্য্য দক্ষিণ দিক, স্ত্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, বন্ধু-বান্ধব উত্তর দিক, দাস-কর্ম্মচারী নিম্নদিক এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধদিক।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম-দ্বারা মাতা-পিতার সেবা করা কর্ত্তব্য। যথা — (১) মাতা-পিতা আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন এই হেতু বার্দ্ধক্যে তাঁহাদের ভরণ পোষণ করা (২) তাঁহারা আমার কাজ করিয়াছেন এইহেতু, স্বীয় কাজ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহাদের কাজ করা (৩) কুলাচার ও কুলমর্য্যাদা বজায় রাখা (৪) তাঁহাদের উপদেশে থাকিয়া তাঁহাদের ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করা এবং (৫) মৃত পূর্ব্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করা। এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মদ্বারা মাতা-পিতারূপী পূর্ব্বদিক সেবা করা হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, মাতা-পিতাকে পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের দ্বারা পুত্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা — (১) পুত্রকে পাপকার্য্য হইতে বিরত করা, (২) পুণ্য কার্য্যে নিয়োজিত করা, (৩) শিল্প শিক্ষা দেওয়া, (৪) উপযুক্তা

স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং (৫) যথাসময়ে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করা। এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বদিক আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষেম যুক্ত ও নির্ভয় হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা শিষ্য কর্ত্তৃক আচার্য্যরূপ দক্ষিণদিক সেবা করা হয়। যথা — (১) আচার্য্যকে দেখিয়া আসন হইতে উঠা, (২) সেবা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করা, (৩) তাঁহার আদেশ পালন করা, (৪ তাঁহার পরিচর্য্যা করা এবং (৫) মনোযোগের সহিত উপদেশ শ্রবণ ও বিদ্যাভ্যাস করা। এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মের দ্বারা শিষ্য কর্ত্তৃক আচার্য্যরূপ দক্ষিণ দিক রক্ষিত হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা আচার্য্যকে শিষ্যের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা — (১) ভদ্র আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, (২) উত্তমরূপে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া, (৩) পঠনীয় অপঠনীয় বিষয় বলিয়া দেওয়া, (৪) তাহার বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহার প্রশংসা করা, (৫ দেশে বিদেশে আপদে বিপদে সাহায্য করা। আচার্য্যকে এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম দ্বারা শিষ্যের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা স্বামী কর্ত্তৃক ভার্য্যারূপী পশ্চিমদিক সেবা করা হয়। যথা — (১) সম্মান জনক ব্যবহার (২) ভদ্রোচিত ব্যবহার (৩) স্বীয় স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ (৪ স্বামীর সম্পত্তিতে কর্ত্তৃত্ব প্রদান

(৫) যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা স্বামী কর্ত্তৃক ভার্য্যারূপী পশ্চিম দিক সেবা করা হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা — (১) সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পাদন, (২) মিত্র ও অতিথির যথাসাধ্য সম্বর্দ্ধনা, (৩) স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, (৪) সম্পত্তি নষ্ট না হয় মত রক্ষা করা, (৫) সকল কার্য্যে দক্ষতা ও আলস্যহীনতা। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্ত্তৃক আত্মীয় স্বজনরূপ উত্তর দিক সেবা করিতে হয়। যথা — (১) অর্থ সাহায্য, (২) প্রিয়বাক্য, (৩) হিতসাধন, (৪) সুখে দুঃখে প্রগাঢ় সহানুভূতি, (৫) সরল ব্যবহার। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্ত্তৃক মিত্রামাত্য ও আত্মীয় স্বজনরূপ উত্তর দিক সেবা করা হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা আত্মীয় স্বজনগণ কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে। যথা — (১) প্রমত্তাবস্থায় তাহাকে রক্ষা করে, (২) তাহার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করে, (৩) ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দান করে, (৪) বিপদের সময় ত্যাগ করে না, (৫) মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহার পুত্র-কন্যা দিগকে আশীর্ব্বাদ করে। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা আত্মীয় স্বজনেরা কুলপুত্রকে অনুকম্পা প্রদর্শন করে।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা গৃহ-স্বামী কর্ত্তৃক ভৃত্যরূপ নিম্নদিক সেবা করিতে হয়। যথা — (১) ভৃত্যের সামর্থ্যানুযায়ী কার্য্যভার প্রদান করা, (২) উপযুক্ত আহার ও বেতন প্রদান করা, (৩) ব্যারামের সময় সেবা ও পরিচর্য্যা করা, (৪) সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন বণ্টন করিয়া দেওয়া, (৫) মধ্যে মধ্যে ছুটি দেওয়া। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা গৃহ-স্বামী কর্ত্তৃক ভৃত্যরূপ নিম্নদিক সেবা করা হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্ম দ্বারা ভৃত্যকে গৃহ-স্বামীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা — গৃহ-স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করা, (২) তাঁহার পরে শয়ন করা, (৩) তাঁহার কিছু চুরি না করা, (৪) ভালমতে কার্য্য সম্পাদন করা, (৫ সাধারণের নিকট গৃহ-স্বামীর প্রশংসা করা। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা ভৃত্যকে গৃহ-স্বামীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্ত্তৃক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ রূপ ঊর্দ্ধদিক সেবা করা হয়। যথা — (১) শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবা-পরিচর্য্যা করা, (২) লোককে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা, (৩) তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করা, ৪ তাঁহাদিগকে সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করা, (৫) উত্তম আহার্য্য ও পানীয় প্রদান করা। এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বারা কুলপুত্র কর্ত্তৃক শ্রমণ ব্রাহ্মণ রূপ ঊর্দ্ধদিক সেবা করা হয়।

"হে গৃহপতি পুত্র, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে ষড়বিধ কর্ম্মের দ্বারা কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। যথা — (১) তাহাকে পাপ হইতে বারণ করা, (২) হিতজনক কর্ম্মে নিরত করা, (৩) একাগ্রমনে তাহার মঙ্গল কামনা করা, (৪) অশ্রুত বিষয় বলা, (৫) অবগত বিষয় সংশোধন করিয়া দেওয়া, (৬) স্বর্গগামী মার্গের ব্যাখ্যা করা। এই ষড়বিধ কর্ম্মের দ্বারা শ্রমণ ব্রাহ্মণকে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয়। ...."

ভগবান বুদ্ধ এইরূপ বলিলে সিগাল গৃহপতি-পুত্র ভগবানকে বলিল — "আশ্চর্য্য ভন্তে! ... ... অদ্য হইতে ভগবান আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ

ভগবান বুদ্ধ এক সময় বৈরঞ্জ গ্রামে অবস্থিত নলেরু পুচিমন্দ নামক বৃক্ষমূলে বাস করিতেছিলেন। সেই গ্রামে বৈরঞ্জ নামক ধনাঢ্য ও প্রতিভাশালী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বুদ্ধের আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করতঃ সাদর সম্ভাষণান্তর একস্থানে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

"হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি — 'শ্রমণ গৌতম বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া অভিবাদন প্রত্যুত্থান কিম্বা আসনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করেন না', ইহা কি সত্য?"

"ব্রাহ্মণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-মার-ব্রহ্মা-মনুষ্য সহ সমস্ত জীবমণ্ডলীর মধ্যে জগতে আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যাহাকে দেখিয়া আমি অভিবাদন, প্রত্যুত্থান কিম্বা আসন দ্বারা অভ্যর্থনা করিব। তথাগত যাহাকে দেখিয়া অভিবাদন প্রত্যুত্থান কিম্বা আসনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবেন তাহার মস্তক সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।"

"তাহা হইলে আপনি রসহীন।"

"হাঁ, ব্রাহ্মণ, আমাকে রসহীন বলিবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণ, তথাগতের রূপ-রস, শব্দ-রস, গন্ধ-রস, রস-রস স্পর্শ-রস প্রহীন — পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই লোকে আমাকে 'শ্রমণ গৌতম রসহীন' বলিয়া অভিহিত করে।

কিন্তু তুমি যেই অর্থে আমাকে রসহীন বলিতেছ প্রকৃতপক্ষে আমি সেই অর্থে রসহীন নহি।”

“হে গৌতম, আপনি নির্ভোগ।”

“হে ব্রাহ্মণ, তাহার যথার্থ কারণ আছে। যেই কারণে সত্যই আমাকে ‘শ্রমণ গৌতম নির্ভোগ’ নামে অভিহিত করা যায়। রূপ-ভোগ, রস-ভোগ, শব্দ-ভোগ, গন্ধ-ভোগ, স্পর্শ-ভোগাদির তৃষ্ণা আমার বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই লোকে আমাকে ‘শ্রমণ গৌতম নির্ভোগ’ নামে অভিহিত করে। কিন্তু তুমি যেই অর্থে আমাকে নির্ভোগ বলিতেছ সেই অর্থে আমি নির্ভোগ নহি।”

“হে গৌতম, আপনি অক্রিয়াবাদী।”

“হে ব্রাহ্মণ, যেই কারণে আমাকে অক্রিয়াবাদী বলা হয় তাহার যথার্থ কারণ আছে। আমি প্রাণীহত্যা-চুরি-ব্যভিচার আদি কায়িক দুষ্ক্রিয়াকে, মিথ্যা ভেদ-কর্কশ-প্রলাপাদি বাচনিক দুষ্ক্রিয়াকে, লোভ-হিংসা-মিথ্যাদৃষ্টি আদি মানসিক দুষ্ক্রিয়াকে এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কর্ম্মকে অক্রিয়া বলিয়া থাকি। এই কারণে আমি অক্রিয়াবাদী।”

“হে গৌতম, আপনি উচ্ছেদবাদী।”

“হে ব্রাহ্মণ, উহারও প্রকৃত কারণ আছে। আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কর্ম্মের উচ্ছেদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি। এই হেতু আমি উচ্ছেদবাদী।”

"হে গৌতম, আপনি জুগুপ্সক।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্ক্রিয়া এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকি। এই হেতু আমি জুগুপ্সক।"

"হে গৌতম, আপনি বৈনয়িক।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি রাগ, দ্বেষ, মোহের এবং আরও অনেক প্রকার পাপ কার্য্যের বিনয়ন — দমন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকি। এই হেতু আমি বৈনয়িক।"

"হে গৌতম, আপনি তপস্বী।"

"হে ব্রাহ্মণ, আমি অকুশল-কর্ম্ম এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্ক্রিয়াকে তপ্ত করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। যাহার সন্তাপ দায়ক ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই আমি তপস্বী বলিয়া থাকি। ব্রাহ্মণ, তথাগতের তাপদায়ী ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে আর সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই হেতু আমি তপস্বী।"

"হে গৌতম, আপনি অপগর্ভ।"

"হে ব্রাহ্মণ, যাঁহার ভাবী গর্ভ-বাস বিনষ্ট হইয়াছে — পুনর্জন্মের হেতু ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই আমি অপগর্ভ বলিয়া থাকি। তথাগতের ভাবী গর্ভ-বাস — আবার গর্ভে গমনের হেতু বিনষ্ট হইয়াছে। এই হেতু আমি অপগর্ভ। তুমি যেই অর্থে অপগর্ভ শব্দের প্রয়োগ করিতেছ, আমি কিন্তু সেই অর্থে অপগর্ভ নহি।

"হে ব্রাহ্মণ, কুক্কুটী আট-দশ বা দ্বাদশটী অণ্ড প্রসব করিয়া তাহা সম্যক্‌রূপে পরিভাবিত করিবার — তা'দিবার পর যেই শাবকটী প্রথম নখ বা চঞ্চুর আঘাতে ডিম্বের উপরের খোলস বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে তুমি জ্যেষ্ঠ বলিবে না কনিষ্ঠ বলিবে?"

"হে গৌতম, তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলাই উচিত।"

"হে ব্রাহ্মণ, এই প্রকার অবিদ্যারূপ অণ্ডকোষে আবৃত জীব সঙ্ঘের মধ্যে আমি একাকী অবিদ্যারূপী অণ্ডের খোলস ভগ্ন করিয়া সর্ব্বপ্রথম অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই হেতু আমিই জগতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ।

"ব্রাহ্মণ, আমি অদম্য বীর্য্যবান ছিলাম; বিস্মরণ হীন স্মৃতি আমার সম্মুখে স্থিত ছিল, আমার শরীর অচল এবং শান্ত ছিল, আমার চিত্ত একাগ্র এবং সমাহিত ছিল।

"ব্রাহ্মণ, তখন আমি সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি সুখ-জনক প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া কাল যাপন করিয়াছিলাম। বিতর্ক বিচার উপশম হইলে আধ্যাত্মিক শান্তি, চিত্তের একাগ্রতা, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখজনক দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম। প্রীতি হইতেও বিরক্ত হইয়া উপেক্ষক হইয়া বিহার করিয়াছিলাম। স্মৃতিমান, অনুভব (সংপ্রজন্য) বান হইয়া কায়িক সুখও অনুভব করিয়াছিলাম; যাহাকে আর্য্যেরা উপেক্ষক স্মৃতি সুখ বিহারী বলিয়া অভিহিত করে। এরূপে তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম।

সুখ-দুঃখ পরিত্যক্ত এবং চিত্তোল্লাস ও চিত্তসন্তাপের প্রথমেই অস্তগমন হইলে অদুঃখ-অসুখ, উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধতারূপী চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করিয়াছিলাম।

"এই প্রকারে চিত্ত সমাহিত পরিশুদ্ধ-পর্য্যবদাত-অঙ্গন রহিত-উপক্লেশ-মলরহিত-মৃদুভূত- কর্ম্মক্ষম - স্থির-অচলতাপ্রাপ্ত- সমাহিত হইয়া গেলে পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি বিষয়ে জ্ঞানের জন্য চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। আমি অনেক প্রকার পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করিয়াছি। একজন্ম দুই জন্ম ... ... আকার সহিত উদ্দেশ্য সহিত অনেক পূর্ব্ব নিবাস স্মরণ করিয়াছি।

"ব্রাহ্মণ, রাত্রির প্রথম যামে প্রমাদ রহিত, তৎপর ও আত্ম-সংযম যুক্ত হইয়া বিহার করিবার সময় আমি প্রথম বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অবিদ্যা অন্তহিত হইয়াছিল। তমঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, অণ্ডকোষ হইতে কুক্কুট ছানার ন্যায় ইহা প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।

"এই প্রকারে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া গেলে প্রাণীদের জন্ম-মৃত্যু জ্ঞাত হইবার জন্য চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। তখন অমানুষিক দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষু দ্বারা ভাল-মন্দ, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত ও কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত জীব সমুদয়কে দেখিয়াছিলাম। রাত্রির মধ্যমযামে এই দ্বিতীয় বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, অবিদ্যা .... । ব্রাহ্মণ, অণ্ডকোষ হইতে কুক্কুট ছানার ন্যায় ইহা দ্বিতীয় বারে উৎপন্ন হইয়াছিল।

"এই প্রকারে চিত্ত ... ... আস্রবক্ষয়কর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি চিত্ত অভিনমিত করিয়াছিলাম। ইহা 'দুঃখ', ইহা 'দুঃখ সমুদয়', ইহা 'দুঃখ নিরোধ', ইহা 'দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা' — বলিয়া যথার্থ রূপে অবগত হইয়াছিলাম। ইহা 'আস্রব', ইহা 'আস্রব সমুদয়', ইহা 'আস্রব নিরোধ', ইহা 'আস্রব নিরোধগামিনী প্রতিপদা'— বলিয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলাম। তাহা এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া চিত্ত 'কামাস্রব', 'ভবাস্রব' ও 'অবিদ্যাস্রব' হইতে বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিমুক্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছি। 'জন্ম 'শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে, করিবার আর কিছু নাই' — বলিয়া অবগত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ, রাত্রির শেষযামে তৃতীয় বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, অবিদ্যা চলিয়া গিয়াছে, বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে; তমঃ অন্তর্হিত হইয়াছে, আলোক উৎপন্ন হইয়াছে। অণ্ডকোষ হইতে কুক্কুট ছানার ন্যায় ইহা তৃতীয়বারে উৎপন্ন হইয়াছে।"

তখন বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ বলিলেন — "গৌতম, আপনিই জ্যেষ্ঠ, আপনিই শ্রেষ্ঠ, ... আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।" —এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আগামী বর্ষাঋতু বৈরঞ্জ-গ্রামে যাপন করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ মৌনাবলম্বনে সম্মত হইলেন। বুদ্ধের সম্মতি জানিয়া তিনি তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সেই বৎসর অনাবৃষ্টি বশতঃ বৈরঞ্জগ্রামে অকাল উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া গ্রামবাসীরা সশিষ্য বুদ্ধের সৎকার করিতে পারিল না। দুর্ভিক্ষের জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ আহার্য্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। সেই বর্ষায় দৈবযোগে উত্তরাপথের অশ্ববণিকেরাও পঞ্চ শত অশ্ব লইয়া বৈরঞ্জগ্রামে বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিতে লাগিল। ভিক্ষুরা তাহাদের নিকট যাইয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা অশ্ব খাদ্য মটর ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিল। ভিক্ষুরা বিহারে আসিয়া তাহা উখলিতে চূর্ণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। আনন্দ শিলায় পিষিয়া বুদ্ধকে প্রদান করিলেন। বুদ্ধ উখলির শব্দ শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "আনন্দ, উখলির শব্দ শোনা যাইতেছে কেন ?" আনন্দ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন — "সাধু !সাধু ! আনন্দ, তোমরা সৎপুরুষের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছ ; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে তাহারা সুস্বাদু খাদ্য খাইতে চাহিবে।"

ভগবান বুদ্ধ বৈরঞ্জগ্রামে দ্বাদশ বর্ষাঋতু যাপনান্তর আনন্দকে সঙ্গে করিয়া বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং উপবেশনান্তে বলিলেন,— "ব্রাহ্মণ, আমাদের বর্ষাবাস সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব এখন আমরা দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিব।"

বৈরঞ্জ ব্রাহ্মণ বলিলেন — "গৌতম, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু, কিছুই দান দিতে পারি

নাই। আমার নিকট দানীয় সামগ্রীর অভাব কিম্বা আমার দান দিবার যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। তবে আমরা সাংসারিক লোক; অবসর না পাওয়ায় যথাসময় আপনাদের খোঁজ খবর লইতে পারি নাই। ভগবন্, দয়া করিয়া একদিন অপেক্ষা করুন, আমি আগামী কল্য পূজা করিতে ইচ্ছা করি।" ভগবান বুদ্ধ সম্মত হইলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ সশিষ্য বুদ্ধকে রাজোচিত সম্মানের সহিত আহার্য্য সহিত চীবরাদি পূজা করিলেন। বুদ্ধ তখন তাঁহাকে সময়োপযোগী উপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করিয়া দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

পোতলিয় গৃহপতি

এক সময় ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুত্তরাপ * প্রদেশে অঙ্গুত্তরাপ বাসীদের আপণ নামক নগরে বাস করিতেছিলেন।

---

* অঙ্গ একটী জনপদের নাম তাহা মহী (গণ্ডক) নদীর উত্তর পার্শ্বে হওয়ায় উত্তরাপ বলা হয়। অঙ্গ + উত্তরাপ = অঙ্গুত্তরাপ বা অঙ্গোত্তরাপ। এই জম্বুদ্বীপ দশসহস্র যোজন। এই দ্বীপে চারি সহস্র যোজন জল, তিন সহস্র যোজন মনুষ্য বাসস্থল। অবশিষ্ট তিন হাজার যোজনের মধ্যে চুরাশী সহস্র গিরিশৃঙ্গে সুশোভিত,

একদিন ভগবান বুদ্ধ মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া একটী বনখণ্ডে দিবা-বিহার করিতে যাইয়া এক নিবিড় ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। পোতলিয় নামক গৃহপতিও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ ছাতা জুতা লইয়া পাদচারণ করতে করিতে সেই বন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দিকে পঞ্চশত নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত, পঞ্চশত যোজন উচ্চ হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত। ইহা উচ্চতায় প্রস্থতায় ও দৈর্ঘে পঞ্চাশ যোজন। পরিক্ষেপ দেড়শত যোজন। তাহাতে অনবতপ্তদহ, কর্ণমুণ্ডদহ, রথকারদহ, ছদ্দন্তদহ, কুণালদহ, মন্দাকিনী এবং সিংহ প্রপাতক আদি সাতটী মহা সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। অনোতত্তদহ সুদর্শনকূট, চিত্রকূট, কালকূট, গন্ধমাদনকূট এবং কৈলাশকূট আদি পঞ্চপর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ...... ইহার চারিপার্শ্বে সিংহমুখ, হস্তীমুখ, অশ্বমুখ ও বৃষভমুখ আদি চারিটী মুখ আছে। তাহা হইতে চারিটী নদী প্রবাহিত হয়। সিংহমুখ হইতে প্রবাহিত নদীতীরে সিংহ উৎপন্ন হয়। হস্তী আদির মুখ হইতে প্রবাহিত নদীর তীরে হস্তী, অশ্ব ও বৃষ উৎপন্ন হয়। .... গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী (রাপ্তি), সরভূ (সরযূ-ঘাঘরা), মহী (গণ্ডক) ...... এই পাঁচটী নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হয়। এই পঞ্চনদীর মধ্যে এখানে মহী নদীই আমাদের অভিপ্রেত।• ইহার উত্তর তীরে অবস্থিত এই অঙ্গুত্তরাপ প্রদেশে আপণ নগরে বিংশতি সহস্র আপণ (দোকান) ছিল। আপণ দ্বারা পরিবৃত্ত হওয়ায় সেই নগরের নাম আপণ হইয়াছিল। এই আপণের সমীপে নদীতীরে নিবিড় ছায়া সমাকুল রমণীয় ভূমিখণ্ডে একটি বন ছিল, তাহাতেই বুদ্ধ বিহার করিতেছিলেন।

তখন বৃক্ষের নীচে বুদ্ধকে দেখিয়া কুশল প্রশ্নান্তর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে বুদ্ধ বলিলেন —

"গৃহপতি, আসন প্রস্তুত আছে, যদি ইচ্ছা হয় বসিতে পার।" এইরূপ সম্বোধনে পোতলিয় গৃহপতি ক্রোধান্বিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বুদ্ধ তিনবার গৃহপতি সম্বোধন করিলে তিনি কোপান্বিত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন —

"হে গৌতম, আমাকে 'গৃহপতি' বলিয়া সম্বোধন করা আপনার উচিৎ নহে।"

"গৃহপতি, তোমার নিকট গৃহস্থের চিহ্ন আছে বলিয়াই আমি তোমাকে গৃহপতি সম্বোধন করিতেছি।"

"হে গৌতম, তাহা হইলেও আমি সমস্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার নিকট ধন-ধান্য সোণা-রূপা আদি যাহা ছিল সমস্তই আমার পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছি। কৃষি বা বাণিজ্যাদি কাজের জন্য আমি কাহাকেও পীড়ন কিম্বা কটুকথা বলি না; খাদ্য মাত্র সম্বল রাখিয়া বাস করিতেছি।"

"গৃহপতি, তুমি যেই কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্যকে উচ্ছেদ (ত্যাগ) বলিতেছ তাহা প্রকৃত উচ্ছেদ নহে। আর্য্য-বিধানে ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) উচ্ছেদ অন্য প্রকার।"

"ভন্তে, তাহা হইলে আর্য্য বিনয়ে ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) উচ্ছেদ কিরূপে হয় ভগবান আমাকে সেরূপ উপদেশ প্রদান করুন।"

"গৃহপতি, তাহা হইলে মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।"

পোতলিয় গৃহপতি তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলে বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন —

"গৃহপতি, আর্য্য-বিনয়ে (আর্য্য-বিধানে) আটটী নিয়ম ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) উচ্ছেদের নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। সেই আটটী নিয়ম এই —

"গৃহপতি, (১) প্রাণীহত্যা বিরতির জন্য প্রাণীহত্যা, (২) দত্ত গ্রহণের জন্য অদত্তাদান, (৩) সত্যের জন্য মিথ্যা, (৪) অপিশুনের (ভেদ না করিবার) জন্য পিশুন (ভেদ), (৫) নির্লোভের জন্য লোভ, (৬) প্রশংসার জন্য নিন্দা, (৭) অক্রোধের জন্য ক্রোধ, (৮) অনভিমানের জন্য অভিমান উচ্ছেদ — ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"গৃহপতি, সংক্ষেপে বলিলাম মাত্র; কিন্তু বিস্তার করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম না। এই আটটী বিধান আর্য্য-বিনয়ে ব্যবহার উচ্ছেদের জন্য বর্ণিত হইয়াছে।"

"ভন্তে, আপনি এই আটটী ধর্ম্ম বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে বলিলেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করেন তবে আমি বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

"গৃহপতি, তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। আমি বলিতেছি —

"গৃহপতি, 'প্রাণীহত্যা বিরতির জন্য প্রাণীহত্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য'— বলিয়া যাহা বলিলাম তাহার কারণ কি?

"গৃহপতি, আর্য্যশ্রাবক চিন্তা করে, — 'যেই সংযোজনের (বন্ধনের) হেতু আমি প্রাণীহন্তা হইব, সেই সংযোজন ত্যাগ — উচ্ছেদ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। যদি আমি প্রাণীহন্তা হই, তাহা হইলে আমার চিত্তও আমাকে ধিক্কার প্রদান করিবে, তজ্জন্য বিজ্ঞ লোকেও ধিক্কার দিবে, মৃত্যুর পরও দুর্গতিতে গমন করিতে হইবে।' একমাত্র এই প্রাণী হত্যাই সংযোজন—বন্ধন, এই প্রাণী হত্যাই নীবরণ বা আবরণ। প্রাণী হত্যার দরুণ যেই বিঘাত, পরিদাহ (দ্বেষ, জ্বলন) ও আস্রব (চিত্ত-দোষ) উৎপন্ন হয়, তাহা ত্যাগ করিলে সেই বিঘাত, পরিদাহ ও আস্রব উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই বলিয়াছি— 'অপ্রাণীপাতের জন্য প্রাণাতিপাত ত্যাগ করা কর্ত্তব্য'।

"গৃহপতি, প্রদত্ত গ্রহণের জন্য অদত্তাদান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য' — বলিয়া যাহা বলিয়াছি তাহার কারণ কি?

"গৃহপতি, আর্য্য শ্রাবক চিন্তা করে, — 'যেই বন্ধনের জন্য আমি অদত্ত গ্রহণ করিব, সেই বন্ধন ত্যাগ করিবার জন্য — উচ্ছেদ করিবার জন্য আমি উদ্যত হইয়াছি। আমি যদি চোর হই, তবে আমার চিত্ত আমাকে ধিক্কার দিবে, বিজ্ঞ লোকেও ধিক্কার দিবে, মৃত্যুর পরও নরকে যাইতে হইবে।' এই অদত্ত গ্রহণই সংযোজন (বন্ধন) ও নীবরণ (আবরণ)। চুরি করার জন্য যেই বিঘাত, (পীড়া) পরিদাহ

(জ্বালা) ও আস্রব (চিত্ত-দোষ) উৎপন্ন হয়। তাহা উচ্ছেদ করিলে বিঘাত-পরিদাহ-আস্রব উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই বলিয়াছি — 'প্রদত্ত গ্রহণের নিমিত্ত অদত্ত গ্রহণ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য'।

"অপিশুন বাক্যের জন্য পিশুন বাক্য ... ...।

"নির্লোভের জন্য লোভ ... ...।

"প্রশংসার জন্য নিন্দা ... ...।

"অক্রোধের জন্য ক্রোধ ... ...।

"অনভিমানের জন্য অভিমান ... ...।

"গৃহপতি, উক্ত আটটি বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিলাম। এই সমস্তই আর্য্য-বিনয়ে ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) উচ্ছেদ — বিনাশকারক। কিন্তু তবুও সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হয় না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে আর্য্য বিনয়ে যেইরূপে সর্ব্বথা সমস্ত ব্যবহার উচ্ছেদ হয় তেমন উপদেশ প্রদান করুন।"

"গৃহপতি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি —

"গৃহপতি, যদি কোন ক্ষুধাতুর দুর্ব্বল কুকুর কশাইখানার পার্শ্বে দাঁড়াইলে তাহাকে গো-ঘাতক বা তাহার শিষ্য মাংস রহিত শোণিত লিপ্ত অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ করে তবে সেই বুভুক্ষিত দুর্ব্বল কুকুর সেই অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধাজনিত দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে কর কি?"

"না, ভন্তে।"

"তাহার কারণ কি?"

"ভন্তে, তাহা মাংস বিহীন শোণিত লিপ্ত অস্থি-কঙ্কাল মাত্র। উহা চর্ব্বণ করিলে কুকুর পরিশ্রান্ত হইবে মাত্র; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না।"

"হে গৃহপতি, তদ্রূপ আর্য্য শ্রাবক চিন্তা করে,—'বহু দুঃখ ও বহু পরিশ্রম দায়ক অস্থি-কঙ্কাল সদৃশ কামভোগ। ইহাতে বহু আদীনব (দোষ) বিদ্যমান'। অতঃপর আর্য্য শ্রাবক ইহা যথার্থরূপে প্রজ্ঞাদ্বারা অবলোকন করিয়া অনৈক্যবান— অনৈক্যতায় লগ্ন যেই উপেক্ষা আছে, তাহা ত্যাগ করেন এবং একত্ববান একত্বে লগ্ন যেই উপেক্ষা আছে যাহাতে লোকের আমিষের (বিষ) উপাদান (গ্রহণ, স্বীকার) সর্ব্বপ্রকারে ভগ্ন হইয়া যায় সেই উপেক্ষা ভাবনা করে।

"গৃধ্র, কাক বা কুণাল মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইবার সময় অন্য গৃধ্র, কাক বা কুণাল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যদি তাহাকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করে তবে সে মাংস খণ্ড পরিত্যাগ না করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বলিয়া মনে কর কি?"

"হাঁ, ভন্তে।"

"তদ্রূপ আর্য্য শ্রাবক চিন্তা করে, 'কাম-ভোগ মাংসপেশী সদৃশ; বহু দুঃখ ও বহু আয়াসজনক'। এইরূপ চিন্তা করিয়া উপেক্ষা ভাবনায় রত হয়।

"গৃহপতি, প্রজ্জ্বলিত তৃণ-মশাল লইয়া বায়ুর বিপরীতদিকে গমন করিলে যেমন গমনকারী সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়, তেমন কামভোগ ও তৃণ মশাল সদৃশ অবগত হইয়া আর্য্য শ্রাবক উপেক্ষা ভাবনায় রত হয়।

"গৃহপতি, ধূম রহিত, অর্চ্চি রহিত অঙ্গার রাশিতে বাঁচিতে ইচ্ছুক, মরিতে অনিচ্ছুক, সুখলাভে ইচ্ছুক, দুঃখলাভে অনিচ্ছুক কোন ব্যক্তিকে যদি কোন বলবান ব্যক্তি জোর করিয়া নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয় তবে সেই বাঁচিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সেই অঙ্গার রাশিতে পতিত হইতে চাহিবে কি?"

"না, ভন্তে।"

"তাহার কারণ কি?"

"ভন্তে, সে জানে যে, সে যদি তপ্ত অঙ্গার রাশিতে নিপতিত হয় তবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

"গৃহপতি, আর্য্যশ্রাবক তদ্রূপ চিন্তা করে, — 'কামভোগ তপ্ত অঙ্গাররাশি সদৃশ দুঃখদ ও আয়াসজনক। তাহাতে বহু দোষ বিদ্যমান'। ... ...

"গৃহপতি, যেমন মানুষ স্বপ্নাবস্থায় রমণীয় উদ্যান-বন-ভূমি-খণ্ড ও পুষ্করিণী দেখে কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় ওসব কিছুই দেখে না, তদ্রূপ আর্য্যশ্রাবক চিন্তা করে, — 'কামভোগ স্বপ্ন সদৃশ দুঃখদায়ক ও আয়াসজনক'। ... ...

"গৃহপতি, কোন ব্যক্তি যাচ্ঞালব্ধ যান বাহনে আরোহণ করিয়া বা স্বর্ণাভরণ পরিধান করিয়া কোন জন সমাগম স্থানে গেলে তাহাকে দেখিয়া অন্য লোকেরা বলে, 'এই ব্যক্তি বড় ধনী। ধনী লোকেরা এইরূপেই ভোগ সম্পত্তি উপভোগ করে'।

যাহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া সে ঐ ভোগ সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, সে যদি পুনরায় তাহা প্রত্যাহরণ করিতে চায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইবে কি ?"

"হাঁ, ভন্তে।"

"তাহার কারণ কি ?"

"যেহেতু, ঐ ভোগ সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী তাহা প্রত্যাহরণ করিতে চাহিয়াছে।"

"গৃহপতি, তদ্রূপ আর্য্যশ্রাবক চিন্তা করে, — 'যাচ্ঞালব্ধ ভোগসম্পত্তি সদৃশ কামভোগ' ... ...।

"গৃহপতি, মনে কর, গ্রাম বা নগরের সমীপে ফলশালী একটী বৃক্ষ আছে কিন্তু একটী ফলও নিম্নে পতিত হয় না। সেই স্থানে ফল অন্বেষণকারী কোন ব্যক্তি আসিয়া চিন্তা করিল, 'এই বৃক্ষ বড় ফলশালী কিন্তু একটী ফলও ভূমিতে পতিত দেখিতে পাইতেছি না। আমি গাছে আরোহণ করিতে জানি'। — এইরূপ চিন্তা করিয়া সে গাছে উঠিয়া ইচ্ছামত ফল খাইতে লাগিল ও উৎসঙ্গে পূরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ফল অন্বেষী অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া চিন্তা করিল,— 'আমি গাছে উঠিতে জানি না, কুঠার দ্বারা যদি এই গাছ ছেদন করি তবে ইচ্ছামত ফল খাইতে পারিব এবং উৎসঙ্গ পূর্ণ করিতে পারিব'। — এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষের মূল ছেদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বৃক্ষে আরূঢ় ব্যক্তি যদি শীঘ্র গাছ হইতে অবতরণ না করে তাহা হইলে

তাহার হস্তপদ — সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে কি ?"

"হাঁ, ভন্তে।"

"গৃহপতি, তদ্রূপ আর্য্যশ্রাবক চিন্তা করে,— 'বৃক্ষফল সদৃশ কামভোগ। ইহাতে বহু আদীনব (দোষ) বিদ্যমান আছে'। .... এই প্রকারে ইহাকে যথার্থরূপে প্রজ্ঞাদ্বারা অবগত হইয়া উপেক্ষা ভাবনায় রত হয়।

"গৃহপতি, সেই আর্য্যশ্রাবক এই অনুত্তর উপেক্ষা স্মৃতি পারিশুদ্ধি (স্মৃতি শুদ্ধিকারক উপেক্ষা) লাভ করিয়া অনেক প্রকার পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করে। যেমন, এক জন্ম, দুই জন্ম .... এই প্রকারে আকার সহিত উদ্দেশ (নাম) সহিত অনেক প্রকার পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করে।

"গৃহপতি, সেই আর্য্যশ্রাবক এইপ্রকার স্মৃতি পারিশুদ্ধি লাভ করতঃ অমানুষিক দিব্য চক্ষু দ্বারা উৎপন্নশীল, ধ্বংসশীল, নীচ-উচ্চ-সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগতিগামী, দুর্গতিগামী, কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত প্রাণী সমূহকে অবগত হয়।

"গৃহপতি, আর্য্যশ্রাবক এই অনুত্তর উপেক্ষা স্মৃতি পারিশুদ্ধি লাভ করতঃ এই জন্মেই আস্রব (চিত্তেরমল) ক্ষয় করিয়া অনাস্রব চিত্ত বিমুক্তি অবগত এবং প্রাপ্ত হইয়া বাস করে। আর্য্য-বিনয়ে এই প্রকারে সর্ব্বথা সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। আর্য্য বিনয়ে যেইরূপে ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল)

সমুচ্ছেদ সম্বন্ধে বলা হইল সেইরূপ ব্যবহারের (সাংসারিক জঞ্জালের) সমুচ্ছেদ কি তোমার নিকট আছে ?"

"ভন্তে, কোথায় আমার ব্যবহার (সাংসারিক জঞ্জাল) সমুচ্ছেদ ! আর কোথায় আর্য্য বিনয়ের ব্যবহার সমুচ্ছেদ !! উভয়ের মধ্যে বহু ব্যবধান বিদ্যমান।

"ভন্তে, পূর্ব্বে আমি অপরিশুদ্ধ অন্য সম্প্রদায়ের তির্থীয় পরিব্রাজককে পরিশুদ্ধ মনে ক'রতাম, অপরিশুদ্ধকে পরিশুদ্ধ ভোজন প্রদান করিতাম এবং অপরিশুদ্ধকে পরিশুদ্ধস্থানে উপবেশন করাইতাম। পরিশুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অপরিশুদ্ধ মনে করিতাম, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অপরিশুদ্ধ ভোজন প্রদান করিতাম এবং পরিশুদ্ধকে অপরিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করাইতাম। অদ্য হইতে আমি অপরিশুদ্ধ তির্থীয়দিগকে অপরিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিব, অপরিশুদ্ধ ভোজন প্রদান করিব এবং অপরিশুদ্ধ স্থানে স্থাপন করিব। পরিশুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে পরিশুদ্ধ মনে করিব, পরিশুদ্ধ ভোজন প্রদান করিব এবং পরিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করাইব।

"অহো! ভগবান আমায় শ্রমণের প্রতি শ্রমণ-প্রেম উৎপাদন করিলেন, শ্রমণের প্রতি শ্রমণ-প্রসাদ (প্রসন্নতা), শ্রমণ-গৌরব উৎপাদন করিলেন।

"অত্যাশ্চর্য্য ভন্তে! অতি অদ্ভুত ভন্তে! অধোমুখীকে ঊর্দ্ধমুখী, আবৃতকে উদঘাটিত, পথ-হারাকে পথ-প্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ এবং চক্ষুষ্মানকে রূপ প্রদর্শন

করার ন্যায় ভগবান আমাকে নানা প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। অদ্য হইতে ভগবান বুদ্ধ আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

ব্রাহ্মণ যুবক অশ্বলায়ন *

বুদ্ধ এক সময় শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন।

সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশের পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহাদের মনে হইল,— "এই শ্রমণ গৌতম চাতুর্ব্বর্ণ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই সম্বন্ধে শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে কে তর্ক করিতে সমর্থ?"

---

* বৈদিক সাহিত্যে বেদস্মৃতি প্রণেতা শৌনক ঋষির শিষ্যের নাম অশ্বলায়ন। তিনি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণেতা। সেই অশ্বলায়ন ও এই অশ্বলায়ন একই ব্যক্তি, বা বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা ঐতিহাসিকগণ বিচার করুন।

সেই সময় শ্রাবস্তীতে নিঘণ্টু, কেটুভ (কল্প), অক্ষর প্রভেদ (শিক্ষা) সহ ত্রিবেদ তথা পঞ্চ ইতিহাসে পারজ্ঞ, কবি, বৈয়াকরণ, লোকায়ত মহাপুরুষ লক্ষণ শাস্ত্রে নিপুণ, মুণ্ডিত মস্তক অশ্বলায়ন নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

"অশ্বলায়ন, এই শ্রমণ গৌতম চাতুর্ব্বর্ণ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট যাইয়া ঐ বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করুন।"

তচ্ছ্রবণে অশ্বলায়ন তাঁহাদিগকে বলিলেন —

"শ্রমণ গৌতম ধর্ম্মবাদী ; ধর্ম্মবাদীর সঙ্গে তর্ক করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমি তাঁহার সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া তর্ক করিতে পারিব না।"

বারম্বার তিনবার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিলে অবশেষে তিনি বলিলেন —

"আমি শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্কে পারিব না। কেননা শ্রমণ গৌতম ধর্ম্মবাদী ; আমি এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। তবে আপনাদের আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা আমি গমন করিব।"

তখন অশ্বলায়ন অনেক ব্রাহ্মণ অনুচরসহ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কুশল প্রশ্নান্তর উপবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন —

"ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন,— 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণই শুক্ল বর্ণ, অন্য বর্ণ কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইতে পারে না; ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্ম নির্ম্মিত এবং ব্রহ্মার একমাত্র উত্তরাধিকারী'। এই বিষয়ে আপনার মত কি?"

"হে অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণীদিগকে ঋতুমতী হইতেও দেখা যায়, অন্তর্ব্বত্নী হইতেও দেখা যায়, প্রসব করিতে এবং স্তন্যপান করাইতেও দেখা যায়। যোনিদ্বার দিয়া উৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণদের এরূপ বলা শোভা পায় না;— 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন; ব্রাহ্মণই শুক্লবর্ণ, অন্য বর্ণ কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণই শুদ্ধ হয়, অব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয় না; ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার ঔরসপুত্র, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম নির্ম্মিত এবং ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী'।"

"গৌতম, আপনি এইরূপ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরাত ঐরূপই মনে করেন;— 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য বর্ণ হীন ... ...'।"

"অশ্বলায়ন, * যবন † কম্বোজ ও অন্যান্য সীমান্ত দেশে দ্বিবিধ বর্ণই আছে,— আর্য্য এবং দাস। আর্য্য ও দাস হইতে পারে, দাস ও আর্য্য হইতে পারে তুমি কি এইরূপ শুনিয়াছ?"

---

* রুস তুর্কীস্থান (?) যেখানে সেকন্দরের পর যবনেরা (গ্রীক) বাস করিত; য়ুনান † কাফির স্থান (আফগানিস্থান) অথবা ঈরান।

"হাঁ, আমি শুনিয়াছি,—যবন ও কম্বোজ দেশে ... ...।"

"অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের ঐরূপ বলিবার কোন্ শক্তি বা কোন্ আশ্বাস আছে যে — 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ অন্য বর্ণ হীন ... ...' ?"

"গৌতম, আপনি এইরূপ বলিতেছেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণেরাত ঐরূপই মনে করেন ... ...।"

"অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, ক্ষত্রিয় যদি প্রাণীহন্তা, চোর, দুরাচারী, মিথ্যাবাদী, পিশুনবাদী, কটুভাষী, বৃথাবাদী, লোভী দ্বেষপরায়ণ এবং মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ হয়, তবে সে মৃত্যুর পর নরকে জন্ম ধারণ করিবে না? তদ্রূপ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি প্রাণী হন্তা ... ... নরকে জন্মগ্রহণ করিবে না?"

"ভো গৌতম, ক্ষত্রিয়ই হউক, ব্রাহ্মণই হউক, বৈশ্যই হউক অথবা শূদ্রই হউক তাহারা যদি প্রাণী হত্যাদি দুষ্কার্য্য করে তবে সকলেই নরকে জন্মগ্রহণ করিবে।"

"তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কোন্ বলে কোন্ শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া বলে, — 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ... ...'।"

"আপনি এইরূপ বলিলেও কিন্তু ব্রাহ্মণেরা উক্ত মতই পোষণ করেন।"

"অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, ভেদ, কটু, বৃথা বাক্যাদি হইতে বিরত হয়, নির্লোভ, দ্বেষশূন্য এবং সৎদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে

সে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি এইরূপ আচরণ করে তাহারাও মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে?"

"গৌতম, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রাদি চারিবর্ণ যদি ঐরূপ সদাচার সম্পন্ন হয়, তবে সকল বর্ণই স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে।"

"অশ্বলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি ...... ?

"অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, ব্রাহ্মণই বৈরিতারহিত, দ্বেষরহিত মৈত্রী ভাবনায় রত হইতে পারে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা পারে না?"

"না, গৌতম, আমি সেরূপ মনে করিতে পারি না। ক্ষত্রিয় আদি চারিবর্ণই মৈত্রী ভাবনা করিতে পারে।"

"অশ্বলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি ...... ?

"অশ্বলায়ন, তুমি মনে কর, ব্রাহ্মণেরাই স্বস্তি স্নান চূর্ণ হস্তে নদীতে যাইয়া ময়লা ধৌত করিতে পারে, অন্য বর্ণেরা পারে না?"

"না, গৌতম, আমি সেইরূপ মনে করি না। ক্ষত্রিয়, আদি চারিবর্ণই স্বস্তি স্নান চূর্ণ হস্তে নদীতে যাইয়া ময়লা ধৌত করিতে পারে।"

"অশ্বলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ শক্তি ...... ?

"অশ্বলায়ন, তুমি মনে কর, কোন অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যদি নানাবর্ণের একশত ব্যক্তিকে একত্র করিয়া বলে —

'আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশ, ব্রাহ্মণ বংশ কিম্বা রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আগমন করুন এবং শাল, সরল, চন্দন বা পদ্ম কাষ্ঠের অরণী দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুন, তেজ প্রাদুর্ভূত করুন। যাহারা চণ্ডালকুল, নিষাদকুল, বেণুকার কুল, রথকার কুল অথবা পুক্কুস আদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহারাও কুকুর বা শূকর-দ্রোণি, * রজক-দ্রোণি † ও এরণ্ড কাষ্ঠের অরণী দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, তেজ প্রাদুর্ভূত কর'। অশ্বলায়ণ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা শাল, সরল, চন্দন ও পদ্মের অরণী দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অর্চ্চিষ্মান বর্ণবান এবং প্রভাস্বর বিশিষ্ট অগ্নি হইবে, এই অগ্নি দ্বারা অগ্নি-কার্য্য সমাধা হইবে, আর চণ্ডাল, নিষাদ, বেণুকার, রথকার ও পুক্কুস আদি অন্ত্যজ বংশ হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা কুকুর বা শূকর-দ্রোণি অথবা এরণ্ড গাছের অরণী দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অর্চ্চিষ্মান, বর্ণবান ও প্রভাস্বর বিশিষ্ট হইবে না এবং তদ্দারা অগ্নির কাজ সমাধা হইবে না ?”

“না, গৌতম, তাহা হইতেই পারে না। ক্ষত্রিয় আদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন অর্চ্চিষ্মান

* কুকুর বা শূকরকে খাদ্য ও পানীয় দিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ।

† রজকের ক্ষার জলে কাপড় ভিজাইয়া রাখিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ।

হইবে এবং তদ্দ্বারা যেমন অগ্নির কাজ সমাধা করা যাইবে তেমন চণ্ডাল আদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিও অর্চ্চিষ্মান অগ্নি হইবে এবং তদ্দ্বারাও অগ্নির কাজ সমাধা হইবে। সকল অগ্নি দ্বারাই অগ্নির কাজ সমাধা হইতে পারে।"

"অশ্বলায়ন, তবে ব্রাহ্মণদের কোন্ ক্ষমতা ......?

"অশ্বলায়ন, তুমি কি মনে কর, ক্ষত্রিয় কুমার ব্রাহ্মণ কুমারীর গর্ভে যদি সন্তান উৎপাদন করে তবে সেই সন্তান মাতা পিতার সদৃশ হওয়ায় ক্ষত্রিয় কুমার ও ব্রাহ্মণ কুমার উভয় নামেই অভিহিত হইবে?"

"হাঁ, গৌতম, ঐ সন্তান ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়ের শুক্র শোণিত মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় উভয় নামেই অভিহিত হইবে।"

"অশ্বলায়ন, যদি ব্রাহ্মণ কুমার ক্ষত্রিয় কুমারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তবে কি সেই সন্তান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সন্তান নামেই অভিহিত হইবে?"

"হাঁ, গৌতম।"

"অশ্বলায়ন, অশ্বের সঙ্গে গর্দ্রভের সহবাসে উৎপন্ন শাবককে মাতাপিতার নামে অশ্বশাবক বা গর্দ্রভশাবক নামে অভিহিত করা যাইবে কি?"

"গৌতম, তাহাকে অশ্বতর (খচ্চর) বলা হইবে। এই স্থানেই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু অন্যত্র এইরূপ প্রভেদ দেখা যায় না।"

"অশ্বলায়ন, মনে কর, একটী লোকের দুইটী যমজ সন্তান আছে। তাহাদের মধ্যে একটী অধ্যয়ন রত ও উপনয়ন প্রাপ্ত, অন্যটী অধ্যয়নশীল কিম্বা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে। তাহাদের মধ্যে লোকে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাকে ভোজন প্রদান করিবে?"

"যে অধ্যয়ন রত এবং উপনয়ন প্রাপ্ত তাহাকেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে প্রথম ভোজন প্রদান করিবে। যে অধ্যয়নশীল কিম্বা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে তাহাকে ভোজন প্রদান করিলে কি ফল হইবে?"

"অশ্বলায়ন, দুইটী যমজ ভ্রাতার মধ্যে একটী অধ্যয়নশীল এবং উপনয়ন প্রাপ্ত, কিন্তু দুশ্চরিত্র ও পাপীষ্ঠ; দ্বিতীয়টী অধ্যয়নশীল কিম্বা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে, কিন্তু চরিত্রবান। তাহাদের মধ্যে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রথম কাহাকে ভোজন প্রদান করিবে?"

"তাহাদের মধ্যে যে অধ্যয়নরত কিম্বা উপনয়ন প্রাপ্ত নহে কিন্তু চরিত্রবান, তাহাকেই প্রথম ভোজন প্রদান করিবে। চরিত্রহীন ও পাপীকে ভোজন প্রদান করিলে কি ফল হইবে?"

"অশ্বলায়ন, তুমি প্রথমে জন্ম সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়বারে মন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করিয়া অবশেষে আমি যাহার জন্য সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য শুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়াছ।"

ভগবান এইরূপ বলিলে অশ্বলায়ন নীরব অধোমুখ চিন্তিত ও নিষ্প্রভ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন —

"অশ্বলায়ন, অতীত কালে অরণ্য মধ্যে পর্ণ কুটীরে সাত জন ব্রহ্মর্ষি বাস করিত। তাহাদের একটা মিথ্যা বিশ্বাস ছিল যে, 'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ······।' এই সংবাদ অসিত দেবল ঋষি শ্রবণ করিলেন।

"অশ্বলায়ন, একদিন অসিত দেবল ঋষি কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করিলেন, মঞ্জিষ্টা বর্ণের কৌপিন বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং খড়ম পায়ে দিয়া স্বর্ণ রৌপ্যময় যষ্টি হস্তে ঐ সপ্ত বহ্মর্ষির কুটীর প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলেন। তিনি তথায় পাদচারণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,— 'ওহে ব্রহ্মর্ষিগণ, কোথায় গিয়াছ?' তচ্ছ্রবণে সেই ব্রহ্মর্ষিদের মনে হইল,— 'এই ব্যক্তি কে? যে রাখালের মত আমাদের কুটীর প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিয়া বলিতেছে,— 'ওহে ব্রহ্মষিগণ, কোথায় গিয়াছ?' আচ্ছা, আমরা ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিব।' তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অসিত দেবল ঋষিকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিল,— 'বৃষল (শূদ্র), ভস্ম হইয়া যাও।'

"অশ্বলায়ন, তাহারা অসিত দেবল ঋষিকে যতই অভিশাপ দিতে লাগিল ততই তিনি দর্শনীয় হইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে

ব্রহ্মর্ষিদের মনে হইল, — 'আমাদের তপশ্চর্য্যা ব্যর্থ, ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আমারা পূর্ব্বে যাহাকেই 'বৃষল, ভস্ম হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিতাম সে তন্মুহূর্ত্তেই ভস্মসাৎ হইয়া যাইত; কিন্তু ইহাকে আমরা যতই শাপ দিতেছি ততই তাহার শরীর-জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।' তখন অসিত দেবল বলিলেন — 'তোমাদের তপশ্চর্য্যাও ব্যর্থ হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যও নিষ্ফল হয় নাই, তোমাদের চিত্ত যে আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়াছ তাহা ত্যাগ কর।' তাহারা বলিল,— 'আমাদের মানসিক ক্রোধ ত্যাগ করিলাম। এখন আপনার পরিচয় প্রদান করুন।' 'তোমরা কি অসিত দেবল ঋষির নাম শুনিয়াছ?' 'হাঁ।' 'তিনিই আমি।'

"অশ্বলায়ন, তখন তাহারা অসিত দেবলকে বন্দনা করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, — 'আমি শুনিয়াছি, অরণ্যে পর্ণকুটীর বাসী সাতজন ব্রহ্মর্ষির এইপ্রকার মিথ্যা বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে,—'ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ ......।' 'হাঁ, মহাশয়।' 'তোমরা কি জান, তোমাদের মাতা ব্রাহ্মণের নিকট গিয়াছিল অব্রাহ্মণের নিকট যায় নাই?' 'জানি না।' 'তোমরা কি জান, তোমাদের মাতামহী আদি সপ্তপুরুষ পরম্পরা ব্রাহ্মণের নিকট গিয়াছিল অব্রাহ্মণের নিকট যায় নাই?' 'জানি না' 'তোমরা কি জান, তোমাদের পিতা পিতামহাদি সপ্তপুরুষ-পরম্পরা ব্রাহ্মণীর নিকটই গিয়াছিল, অব্রাহ্মণীর নিকট যায় নাই?' 'জানি না' 'তোমরা কি জান, কিরূপে গর্ভ সঞ্চার

হয়?' 'হাঁ, জানি; যখন মাতাপিতা সম্মিলিত হয়, মাতা ঋতুমতী হয় এবং গন্ধর্ব্বও (জন্মাকাঙ্ক্ষী চেতনা-প্রবাহ) উপস্থিত হয় তখনই — এই তিনটীর সংযোগেই গর্ভ-সঞ্চার হয়।' 'তোমরা কি জান, সেই গন্ধর্ব্ব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র?' 'না, মহাশয়, আমরা জানিনা, গন্ধর্ব্ব ক্ষত্রিয় কি ……।' 'তাহা হইলে তোমরা কে জান?' 'না, মহাশয়, আমরা কে জানিনা'।

"অশ্বলায়ন, অসিত দেবল ঋষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত সাতজন ব্রহ্মর্ষি বর্ণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারে নাই; আজ তুমি কিরূপে ঐ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিবে? তুমি আচার্য্যগণ সহ দর্ব্বীগ্রাহী মাত্র।"

তখন অশ্বলায়ন বুদ্ধকে বলিলেন — "আশ্চর্য্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! অধোমুখীকে ঊর্দ্ধমুখী, আবৃতকে উদঘাটিত, পথহারাকে পথপ্রদর্শন, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ এবং চক্ষুষ্মানকে রূপ প্রদর্শন করার ন্যায় ভগবান আমাকে নানাপ্রকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। অদ্য হইতে ভগবান বুদ্ধ আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

ব্রাহ্মণ যুবক অম্বষ্ঠ

ভগবান বুদ্ধ এক সময় ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কোশল রাজ্যের ইচ্ছানঙ্গল নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই গ্রামান্তর্গত বনখণ্ডে বিহার করিতেছিলেন।

সেই সময় পৌষ্করসাতি * নামক ব্রাহ্মণ ইচ্ছানঙ্গল গ্রামে প্রভুত্ব করিতেন। এই জনাকীর্ণ ধনধান্যে সমৃদ্ধ গ্রামটি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি ভগবান বুদ্ধের সুখ্যাতি শুনিয়া অধ্যাপক, মন্ত্রধর, নিঘণ্টুকেটুভ (কল্প) অক্ষর প্রভেদ সহিত ত্রিবেদ ও পঞ্চ ইতিহাসে পারদর্শী, পদজ্ঞ, বৈয়াকরণ, লোকায়ত শাস্ত্র ও মহাপুরুষ লক্ষণজ্ঞ (সামুদ্রিক বিদ্যায় নিপুণ) তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য অম্বষ্ঠকে বলিলেন —

"বৎস অম্বষ্ঠ, শাক্যকুল জাত শ্রমণ গৌতম আমাদের গ্রামে আসিয়া বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বিবিধ সুখ্যাতি শোনা যাইতেছে। তাদৃশ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করা নাকি কল্যাণ জনক। অতএব তুমি গমন করিয়া দেখ, তাঁহার

---

* আপস্তম্ব ও বোধায়ন কৃত ধর্মসূত্র সমূহে ইঁহার ধর্মমত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। — বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ।

যেইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিতেছি তিনি সেইরূপ প্রশংসার যোগ্য পাত্র কি-না।"

"আচার্য্য, তিনি নানাগুণ বিভূষিত কিনা আমি কিরূপে জানিতে পারিব?"

"বৎস, আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে মহাপুরুষের বত্রিশ প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই লক্ষণ সমূহে পরিপূর্ণ ব্যক্তি দ্বিবিধ অবস্থা ব্যতীত তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন না। তিনি গৃহবাসে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী হন; গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইলে অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ হন। আমি তোমার আচার্য্য, তুমি আমার শিষ্য। অতএব যাইয়া পরীক্ষা করিয়া আস।"

পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অম্বষ্ঠ অনেক ব্রাহ্মণ যুবক সহ অশ্ববাহিত রথারোহণে ইচ্ছানঙ্গল বনখণ্ডে যাত্রা করিলেন। যতদূর রথারোহণে গমন করিতে পারা যায় ততদূর গমনান্তর অবশেষে রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বিহারে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অনেক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। অম্বষ্ঠ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"শ্রমণ গৌতম এখন কোথায় বিহার করিতেছেন? আমরা তাঁহার দর্শন প্রার্থী হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি।"

তখন ভিক্ষুদের মনে হইল — 'এই প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ বিখ্যাত পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণের শিষ্য। এই প্রকার কুলপুত্রের সহিত

ভগবানের আলাপ অন্যায় জনক হয় না।' এই ভাবিয়া অম্বষ্ঠকে বলিলেন —

"অম্বষ্ঠ, ঐ যে দ্বারবদ্ধ বিহার দেখিতেছ সেখানে নিঃশব্দে গমন কর এবং অলিন্দে (বারাণ্ডায়) প্রবেশ পূর্ব্বক কাসিয়া অর্গল (কপাট বন্ধন কাষ্ঠ) সঞ্চালন কর। ভগবান তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দিবেন।"

অম্বষ্ঠ বিহারে যাইয়া তদ্রূপ করিলে ভগবান দ্বার খুলিয়া দিলেন। তখন অম্বষ্ঠ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অন্য ব্রাহ্মণ যুবকেরাও প্রবেশ করতঃ ভগবানের সঙ্গে কুশল প্রশ্নান্তর একপার্শ্বে উপবেশন করিল। কিন্তু অম্বষ্ঠ পাদচারণ করিতে করিতে উপবিষ্ট ভগবানের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, দণ্ডায়মান হইয়াও উপবিষ্ট ভগবানের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান তাঁহাকে বলিলেন —

"অম্বষ্ঠ, আমার সঙ্গে যেই ভাবে আলাপ করিতেছ বৃদ্ধ আচার্য্য প্রাচার্য্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও কি তুমি সেই ভাবে আলাপ কর ?"

"না, গৌতম, পাদচারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাদচারণ করিয়া, দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের সঙ্গে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া আলাপ করতে হয়। শায়িত ব্রাহ্মণের সঙ্গে শায়িত হইয়া আলাপ করিতে হয়। হে গৌতম, কিন্তু যাহারা মুণ্ডক, শ্রমণক, অন্ত্যজ এবং ব্রহ্মার পদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের সঙ্গে সেইরূপ আলাপই করিতে হয়, যেইরূপ আলাপ আপনার সহিত করিতেছি।"

"অম্বষ্ঠ, তুমি এখানে প্রয়োজন বশতঃ আসিয়াছ। মানুষ যেই প্রয়োজনে আগমন করে তাহা তাহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তুমি বোধ হয় গুরুগৃহে বাস কর নাই। বাস না করিয়াও তুমি কেন গুরুকুল বাসের অভিমান করিতেছ?"

ভগবানের এই কথায় অম্বষ্ঠ কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'শ্রমন গৌতম দেখিতেছি বড় দুষ্ট প্রকৃতির লোক।' কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন —

"হে গৌতম, শাক্যজাতি বড় উগ্র; শাক্যজাতি অতি ক্ষুদ্র — হীন এবং নিরর্থক কথা বলিয়া থাকে। তাহারা নীচ জাতির লোক হইয়াও ব্রাহ্মণদের সৎকার-গৌরব-মান্য-পূজা করে না। শাক্যেরা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রাহ্মণদের সম্মানাদি না করা তাহাদের বড় ধৃষ্টতা।"

অম্বষ্ঠ এই প্রকারে শাক্যদের প্রতি প্রথম নীচত্ব আরোপ করিলেন।

"অম্বষ্ঠ, শাক্যেরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছে?"

"গৌতম, আমি এক সময় আচার্য্য পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণের কোন কার্য্যোপলক্ষে কপিলবস্তু গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া তাহাদের মন্ত্রণাগারে (প্রজাতন্ত্র-ভবনে) উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেই সময় অনেক শাক্যবৃদ্ধ ও শাক্যযুবক উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া হাস্য ও কৌতুক করিতেছিল। যেন তাহারা আমাকে দেখিয়াই

ব্যঙ্গ-কৌতুক করিতেছে এরূপ ভাব দেখাইল। কেহ আমাকে আসনে বসিতেও অনুরোধ করিল না। তাহারা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রাহ্মণদের সৎকারাদি না করা বড় অযৌক্তিকর।"

এইরূপে অম্বষ্ঠ দ্বিতীয়বার শাক্যদের উপর নীচত্ব আরোপ করিলেন।

"অম্বষ্ঠ, লটুকিকা পক্ষীও স্বীয় নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ করিয়া থাকে। কপিলবস্তুত শাক্যদের স্বীয় জন্মভূমি। সেখানে তাহারা স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারিবে না কেন? এই সাধারণ ব্যাপারে শাক্যদের নিন্দা করা তোমার উচিত নহে।"

"গৌতম, চারিটি বর্ণ,— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবক। শাক্যেরা নীচ-নীচসম হইয়াও ব্রহ্মাণদের সৎকারাদি না করা তাহাদের বড় অন্যায়।"

এইভাবে অম্বষ্ঠ তৃতীয়বার শাক্যদের উপর নীচত্ব আরোপ করিলেন। তখন ভগবানের মনে হইল — 'এই অম্বষ্ঠ বড় অতিরিক্ত ভাবে শাক্যদের উপর নীচত্ব আরোপ করিতেছে। আমি তাহার গোত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন —

"অম্বষ্ঠ, তোমার গোত্রের নাম কি?"

"গৌতম, আমার গোত্রের নাম কৃষ্ণায়ন।"

"অম্বষ্ঠ, তোমার প্রাচীন নাম গোত্রানুসারে শাক্য আর্য্য (মণিব) পুত্র হয়, তুমি শাক্যদের দাসীপুত্র হইয়া থাক।

শাক্যেরা রাজা ইক্ষ্বাকুকে তাহাদের পিতামহ মনে করিয়া থাকে। পুরাকালে রাজা ইক্ষ্বাকু প্রিয়তমা রাণীর পুত্রকে রাজত্ব দিবার মানসে উল্কামুখ-করকণ্ড হস্তীনিক-সিনিশূর নামক চারিটি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বস্থিত সরোবরের নিকটবর্ত্তী শাক (শিরীষ) বনে বাস স্থান স্থাপন করিয়া জাতিভেদের ভয়ে স্বীয় ভগ্নী সম্ভোগে রত হইয়াছিল। একদনি রাজা ইক্ষ্বাকু স্বীয় মন্ত্রী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে মন্ত্রিগণ, কুমারেরা এখন কোথায় অবস্থান করিতেছে?'

'দেব, হিমালয়ের পার্শ্বে সরোবরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি মহা শাক-বন অবস্থিত আছে। কুমারেরা এখন সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা জাতিভেদের আশঙ্কায় স্বীয় ভগ্নী সম্ভোগ করিতেছেন।'

"অম্বষ্ঠ, তচ্ছ্রবণে রাজা ইক্ষ্বাকু বলিয়া উঠিলেন— 'অহো! কুমারেরা শাক্য (সমর্থ)! অহো! কুমারেরা মহা-শাক্য!!' সেই হইতে তাহারা শাক্য নামে অভিহিত হইল। ইক্ষ্বাকু তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

"অম্বষ্ঠ, রাজা ইক্ষ্বাকুর দিশা নাম্নী একজন দাসী ছিল। তাহার গর্ভে কৃষ্ণ (কণ্হ) নামধেয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রসূত হইয়াই কৃষ্ণ বলিয়া উঠিল—'মা, আমাকে ধৌত কর, আমাকে স্নান করাও, আমাকে এই দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর। সময়ে তোমার প্রয়োজনে আসিব।'

"অম্বষ্ঠ বর্ত্তমান সময় মনুষ্য পিশাচ দর্শনে যেমন 'পিশাচ' বলিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সময় পিশাচকে 'কৃষ্ণ' বলিত। তাহার মাতা বলিল — 'এ প্রসূত হইয়াই কথা বলিতেছে, অতএব বোধ হয় 'কৃষ্ণ' উৎপন্ন হইয়াছে।' কালক্রমে সে কৃষ্ণায়ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সে-ই কৃষ্ণায়ন গোত্রের পূর্ব্ব পুরুষ।

"অম্বষ্ঠ, এই প্রকারে তোমার মাতা-পিতার গোত্র অনুসন্ধান করিলে শাক্যেরা আর্য্যপুত্র, তুমি দাসীপুত্র হইয়া থাক।"

ভগবান এইরূপ বলিলে অম্বষ্ঠের সহচর ব্রাহ্মণ যুবকেরা বলিয়া উঠিল —

"গৌতম, আপনি অম্বষ্ঠকে হীন দাসী-পুত্র বলিয়া লজ্জা দিবেন না। কেননা তিনি সদ্বংশজ কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুবক্তা এবং পণ্ডিত। এই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তিনি তর্ক করিতে সমর্থ।"

ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন —

"যুবকগণ, অম্বষ্ঠ দুর্জাত, অকুলীনপুত্র, অল্পজ্ঞানী, দুর্বক্তা পাণ্ডিত্য রহিত এবং সে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অসমর্থ বলিয়া যদি তোমাদের ধারণা হয়, তবে অম্বষ্ঠ উপবিষ্ট থাকুক, তোমরা এই বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কর। আর যদি সে সদ্বংশজ, কুলীন পুত্র, মহাজ্ঞানী, সুবক্তা এবং পণ্ডিত বলিয়া তোমাদের ধারণা হয়, তবে তোমরা নীরব থাকিয়া অম্বষ্ঠকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে অবসর প্রদান কর।"

"গৌতম, অম্বষ্ঠ সদ্বংশজ ....। তিনি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ। অতএব আমরা নীরব থাকিব। তিনি এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করিবেন।"

তখন ভগবান অম্বষ্ঠকে বলিলেন —

"অম্বষ্ঠ, এখন তোমার উপর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন আসিতেছে। ইচ্ছা না হইলেও উত্তর দিতে হইবে। যদি উত্তর প্রদান না কর বা ইতস্ততঃ কর অথবা নীরব থাক কিম্বা আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর, তবে তোমার মস্তক এইখানেই সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যাইবে।

"অম্বষ্ঠ, তুমি প্রাচীন আচার্য্য ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণের নিকট কি শুনিয়াছ, কখন হইতে কৃষ্ণায়ন গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষই বা কে?"

তচ্ছ্রবণে অম্বষ্ঠ নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয়বার ও ভগবান তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তিনি এইবারও নীরব রহিলেন।

তদ্দর্শনে ভগবান অম্বষ্ঠকে বলিলেন —

"অম্বষ্ঠ, উত্তর প্রদান কর, এখন তোমার নীরব থাকিবার সময় নহে। তথাগত দ্বারা যদি কেহ স্বধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়াও উত্তর প্রদান না করে, তবে তাহার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হইয়া যায়।"

সেই সময় বজ্রপাণি যক্ষ 'যদি এই অম্বষ্ঠ তথাগত দ্বারা তিন বার স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়াও

উত্তর প্রদান না করে, তবে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিভক্ত করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া আদীপ্ত-প্রজ্জ্বলিত-সপ্রকাশ লৌহখণ্ড (অয়ঃকূট) লইয়া অম্বষ্ঠের উপরিভাগে আকাশে দণ্ডায়মান ছিল। এই যক্ষকে ভগবান ও অম্বষ্ঠই দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া অম্বষ্ঠ ভীত-উদ্বিগ্ন-রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের আশ্রয় প্রার্থী হইয়া বলিলেন —

"গৌতম, আপনি কি বলিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া পুনরায় বলুন।"

"অম্বষ্ঠ, তুমি শুনিয়াছ ... ...।"

"গৌতম, আপনি যেইরূপ বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণায়ন গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তিনি কৃষ্ণায়ন গোত্রের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।"

তচ্ছ্রবণে অম্বষ্ঠের সহচরেরা কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল —

"অম্বষ্ঠ সদ্বংশজ এবং কুলীন নহেন, তিনি শাক্যদের দাসীপুত্র মাত্র; শাক্য তাঁহার আর্য্য (মণিব) পুত্র। আমরা অনর্থক সত্যবাদী শ্রমণ গৌতমকে অশ্রদ্ধেয় করিতে চাহিতেছি।"

তখন ভগবানের মনে হইল — 'এই যুবকেরা অম্বষ্ঠকে দাসী-পুত্র বলিয়া লজ্জা দিতেছে, আমি তাহাকে লজ্জা হইতে মুক্ত করিব।' এই ভাবিয়া বলিলেন —

"যুবকগণ, তোমরা অম্বষ্ঠকে দাসী-পুত্র বলিয়া অধিক লজ্জা প্রদান করিও না। কেননা, কৃষ্ণ মহান্ ঋষি ছিলেন।

তিনি দক্ষিণ দেশে গমনান্তর ব্রহ্মমন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজা ইক্ষ্বাকুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুদ্রারূপী রাজকুমারীর প্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন রাজা ইক্ষ্বাকু 'অরে, এই ব্যক্তি আমার দাসী-পুত্র হইয়াও ক্ষুদ্রারূপী রাজকুমারীকে প্রার্থনা করিতেছে!' এই ভাবিয়া কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা নিক্ষেপ করিতে কিম্বা সামলাইতে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মন্ত্রী ও পারিষদেরা কৃষ্ণ ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

'মহাত্মন্ রাজার মঙ্গল — রাজার স্বস্তি বিধান করুন।'

'ভূমির দিকে বাণ (ক্ষুরপ্র) নিক্ষেপ করিলে রাজার মঙ্গল সাধিত হইবে; কিন্তু যতদূর তাঁহার রাজ্য-সীমা ততদূর পৃথিবী রিদীর্ণ হইয়া যাইবে।'

'মহাত্মন্, রাজা এবং রাজ্যের স্বস্তি বিধান করুন।'

'ঊর্দ্ধদিকে বাণ নিক্ষেপ করিলে রাজা এবং রাজ্যের স্বস্তি হইবে; কিন্তু যতদূর রাজ্য-সীমা ততদূর সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইবে না।'

'মহাত্মন্, রাজা এবং রাজ্যের স্বস্তি হউক এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হউক।'

'জ্যেষ্ঠ কুমারের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলে বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে, কুমারেরও স্বস্তি হইবে; কিন্তু কুমার কেশহীন হইয়া যাইবে।'

"যুবকগণ, তখন মন্ত্রীরা রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলিলেন '…… …… অতএব জ্যেষ্ঠ কুমারের উপর বাণ নিক্ষেপ করুন। কুমারের

স্বস্তি হইবে ; তবে নাকি তিনি কেশহীন হইয়া যাইবেন।" রাজা ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমারের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ... ... ।

"যুবকগণ, সেই ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ভীত উদ্বিগ্ন-রোমাঞ্চিত-তর্জ্জিত হইয়া রাজা ইক্ষ্বাকু ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তোমরা অম্বষ্ঠকে দাসী-পুত্র বলিয়া অধিক লজ্জা প্রদান করিও না। কেননা, সেই কৃষ্ণ মহর্ষি ছিলেন।"

ভগবান অম্বষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"অম্বষ্ঠ, যদি কোন ক্ষত্রিয় কুমারের ব্রাহ্মণ কন্যা সম্ভোগে পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সেই বালক ব্রাহ্মণদের নিকট আসন ও জল পাইবে কি?" "গৌতম, পাইবে।" "ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শ্রাদ্ধে কিংবা যজ্ঞে আহার করাইবে কি?" "আহার করাইবে।" "তাহাকে মন্ত্র (বেদ) শিক্ষা প্রদান করিবে কি?" "শিক্ষা প্রদান করিবে।" "তাহার স্ত্রী লাভে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?" "কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না।" "ক্ষত্রিয়েরা তাহাকে ক্ষত্রিয়াভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিবে কি?" "করিবে না। সে মাতার দিক্ দিয়া অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।"

"অম্বষ্ঠ, যদি কোন ব্রাহ্মণ কুমারের ক্ষত্রিয় কন্যা সম্ভোগে পুত্র জন্ম ধারণ করে, তবে সেই বালক ব্রাহ্মণদের নিকট আসন ও জল পাইবে কি?" "পাইবে।" "ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শ্রাদ্ধে কিংবা যজ্ঞে আহার প্রদান করিবে কি?" "প্রদান করিবে।" "তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র শিক্ষা প্রদান করিবে কি?" "শিক্ষা প্রদান করিবে।" "তাহার স্ত্রী লাভে (ব্রাহ্মণ

কুমারী প্রাপ্তিতে) কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?" "কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে না" "তাহাকে ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়াভিষেকে অভিষিক্ত করিবে কি?" "করিবে না। সে পিতার দিক দিয়া অভিষিক্ত হইবার অনুপযুক্ত।"

"অম্বষ্ঠ, এই প্রকারে স্ত্রীর দিক দিয়াই হউক, বা পুরুষের দিক দিয়াই হউক, ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ কিন্তু হীন।

"অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ দ্বারা যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন অপরাধ বশতঃ মুণ্ডিত মস্তক ও চাবুক দ্বারা প্রহৃত হইয়া রাজ্য বা নগর হইতে নির্ব্বাসিত হয়, তবে সে ব্রাহ্মণদের নিকট আসন বা জল পাইবার অধিকারী হইবে কি?" "হইবে না"। "তাহাকে শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞে আহার করাইবে কি?" "না।" "তাহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?" "না।" "তাহার স্ত্রী প্রাপ্তিতে (ব্রাহ্মণ কুমারী লাভে) প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে কি?" "প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে।"

"অম্বষ্ঠ, যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় দ্বারা কোন অপরাধ বশতঃ মুণ্ডিত মস্তক ও চাবুক দ্বারা প্রহৃত হইয়া রাজ্য বা নগর হইতে নির্ব্বাসিত হয়, তবে সে ব্রাহ্মণদের নিকট আসন বা জল পাইবার অধিকারী হইবে কি?" "হাঁ।" "ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শ্রাদ্ধে বা যজ্ঞে আহার করাইবে কি?" "হাঁ।" "ব্রাহ্মণেরা তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে কি?" "দিবে।" "তাহার স্ত্রী লাভে (ব্রাহ্মণকুমারী প্রাপ্তিতে) বাধা জন্মিবে কি?" "জন্মিবে না।"

"অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় কোন অপরাধ বশতঃ ক্ষত্রিয় দ্বারা মুণ্ডিত মস্তক ও চাবুক দ্বারা প্রহৃত হইয়া নির্ব্বাসিত হইবার পর পরম হীনতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু ব্রাহ্মণ হীন। ব্রহ্মা সনৎকুমারও বলিয়াছেন —

'গোত্র বিচার করিয়া যাহারা চলে তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন তিনি দেব মনুষ্য উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

"অম্বষ্ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার উচিতই বলিয়াছেন, অনুচিত বলেন নাই। তাঁহার বাক্য সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে ; তাঁহার বাক্য সার্থক, নিরর্থক নহে ; আমিও তাঁহার সহিত একমত।"

"গৌতম, চরণ ও বিদ্যা কাহাকে বলে ?"

"অম্বষ্ঠ, অনুপম বিদ্যা ও চরণ সম্পদাকে জাতিবাদ, গোত্রবাদ বলে না ; মানবাদ — 'তুমি আমার যোগ্য,' 'তুমি আমার অযোগ্য' বলে না। যেখানে আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জাতিবাদ-গোত্রবাদ বা মানবাদ — 'তুমি আমার যোগ্য,' 'তুমি আমার অযোগ্য' বলা হয়। যে কেহ জাতি-বাদ, গোত্রবাদ বা মানবাদে আবদ্ধ, আবাহ-বিবাহে আবদ্ধ, সে বিদ্যা চরণ সম্পদা হইতে দূরে অবস্থিত। জাতিবাদ-বন্ধন, গোত্রবাদ-বন্ধন, মানবাদ-বন্ধন, এবং আবাহ-বিবাহ-বন্ধন মুক্ত হইলে অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।"

"গৌতম, চরণ ও বিদ্যা কাহাকে বলে ?"

"অম্বষ্ঠ, জগতে ভগবান অরহৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি দেব মার ব্রহ্মলোক সহিত শ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজাকে স্বয়ং জ্ঞাত ও সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়া থাকেন। তিনি আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ এবং পর্য্যবসান কল্যাণকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন। সেই ধর্ম্মোপদেশ গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র বা অন্ত্যজ কোন লোক শ্রবণ করে। সে তাহা শুনিয়া তথাগত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা লাভ করে। সে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া চিন্তা করে—'গৃহবাস জঞ্জালপূর্ণ এবং অপরিশুদ্ধ, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সদৃশ। এইরূপ সুপরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য জঞ্জালপূর্ণ গৃহবাসে থাকিয়া পালন করা সহজ সাধ্য নহে; অতএব আমি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।' এই ভাবিয়া সে অল্প বা অধিক ভোগরাশি, অল্প বা অধিক জ্ঞাতি-সঙ্ঘ পরিত্যাগ করতঃ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া প্রব্রজিত হয়। অনন্তর সে ভিক্ষুদের আচার সম্পন্ন হইয়া প্রাণীহত্যা, অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য্য, মিথ্যা, পিশুন, কটু ও বৃথা বাদ হইতে বিরত হয়। সে কাল বাদী (সময় বুঝিয়া বলা), ভূত (যথার্থ) বাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী হইয়া তাৎপর্য্য এবং অর্থ সংযুক্ত বাণী বলিয়া থাকে।

"অম্বষ্ঠ, সে বীজ ও উদ্ভিদ বিনাশে * (সমারম্ভ) বিরত হয়; বৈকাল ভোজন হইতে বিরত হয়; মাল্য-গন্ধ-বিলেপন ধারণ মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত হয়; উচ্চ শয্যা-মহাশয্যায় শয়ন হইতে বিরত হয়; স্বর্ণ-রৌপ্য গ্রহণে বিরত হয়; কাঁচা ফল ও অপক্ক মাংস গ্রহণে বিরত হয়; স্ত্রী-কুমারী, দাস-দাসী, মেষ-অজ, কুক্কুট-শূকর, হস্তী-গাভী, অশ্ব-অশ্বা, ভূমি-গৃহ প্রতিগ্রহণে বিরত হয়; দৌত্য, ক্রয়-বিক্রয়, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ গ্রহণ, শঠতা, জালিয়তি, কুটিলতা, ছেদন, বধ, বন্ধন, চিহ্ন দান এবং গ্রাম আদির বিনাশ সাধন হইতে বিরত হয়।

"অম্বষ্ঠ, সে দেহাচ্ছাদনের জন্য চীবর (বস্ত্র) এবং জীবন ধারণোপযোগী আহার লাভে সন্তুষ্ট হয়। পক্ষীরা যেমন আপন পালক লইয়া উড়িয়া থাকে তদ্রূপ সে যেখানে গমন করে সেখানে স্বীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গমন করে। সে এই ভাবে আর্য্য-শীল (নির্দ্দোষ সদাচার) স্কন্ধ (রাশি) যুক্ত হইয়া নির্দ্দোষ সুখানুভব করতঃ বিহার করিতে থাকে।

"অম্বষ্ঠ, সে চক্ষু দ্বারা রূপ দেখিয়া নিমিত্ত (লিঙ্গ, আকৃতি আদি), অনুব্যঞ্জন গ্রহণ করে না। যে অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিহার করে তাহার রাগ দ্বেষাদি অকুশল ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া

* সমারম্ভ — সমালম্ভ অর্থ হিংসা, বিনাশ; যেমন, — অশ্বালম্ভ, গবালম্ভ।

থাকে, এই জন্য সে ইন্দ্রিয় সংযমে রত হয়। সে তদ্রূপ শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় এবং মন সংযত করিয়া বিহরণ করে। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সম্বর যুক্ত হইয়া অনাবিল সুখ অনুভব করিয়া থাকে।

"অম্বষ্ঠ, সে গমনাগমনে, অবলোকন-বিলোকনে সম্প্রজন্য যুক্ত হইয়া (জ্ঞাত হইয়া করা) থাকে। সঙ্কোচনে-প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-চীবর ধারণে, পান-ভোজনে, বাহ্য-প্রস্রাব কার্য্যে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে এবং বাক্যালাপে সম্প্রজন্য যুক্ত হইয়া থাকে। সে এই আর্য্য শীলস্কন্ধ যুক্ত, আর্য্য ইন্দ্রিয় সম্বর যুক্ত এবং আর্য্য স্মৃতি সম্প্রজন্য যুক্ত হইয়া নির্জ্জনে—অরণ্য-বৃক্ষমূল-পর্ব্বতকন্দর-গিরিগুহা-শ্মশান এবং বনপ্রান্তে বাস করে। সে আহারের পর আসনবদ্ধ হইয়া দেহ ঋজু করতঃ স্মৃতি সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করে। সে জগতে (১) অভিধ্যা (লোভ) ত্যাগ করিয়া অভিধ্যা রহিত হইয়া বিহরণ করে; চিত্তকে অভিধ্যা হইতে পরিশুদ্ধ করে। (২) ব্যাপাদ (দ্রোহ) ত্যাগ করিয়া ব্যাপাদ রহিত হইয়া সমস্ত প্রাণীর হিতকামী হইয়া বিহরণ করে; ব্যাপাদ দোষ হইতে চিত্তকে মুক্ত করে। (৩) স্ত্যান মৃদ্ধ (মানসিক আলস্য) ত্যাগ করিয়া—স্ত্যানমৃদ্ধ রহিত হইয়া আলোক সংজ্ঞা সম্পন্ন স্মৃতি সংযুক্ত হইয়া বিহরণ করে। (৪) ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য ত্যাগ করিয়া অনৌদ্ধত্য হইয়া আভ্যন্তরিক শান্ত হইয়া বিহরণ করে; ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে

পরিশুদ্ধ করে। (৫) বিচিকিৎসা (সন্দেহ) ত্যাগ করতঃ বিচিকিৎসা বিহীন হইয়া কুশল (উত্তম) ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবাদ রহিত হইয়া বিহরণ করে; চিত্তকে বিচিকিৎসা হইতে পরিশুদ্ধ করে।

"অম্বষ্ঠ, সে এই পঞ্চবিধ নীবরণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করতঃ উপক্লেশ (চিত্তের মল) জ্ঞাত হইয়া তাহা দূরিভূত করিবার মানসে কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ যুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ইহা চরণ নামে কথিত হয়।

"অম্বষ্ঠ, ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার উপশম হইবার পর আধ্যাত্মিক প্রসন্নতা দ্বারা চৈতসিক একাগ্রতাযুক্ত বিতর্ক বিচার রহিত সমাধিজ প্রীতিসুখ জনক দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করে। ইহাও চরণ নামে অভিহিত হয়।

"অম্বষ্ঠ, ভিক্ষু প্রীতি ও বিরাগ হইতে উপেক্ষক হইয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজন্যযুক্ত কায়িক সুখ অনুভব করিয়া বিহার করে। যাহাকে আর্য্যেরা উপেক্ষক স্মৃতিসুখ বিহারী বলিয়া থাকে। এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহরণ করে। ইহাকেও চরণ বলা হয়।

"অম্বষ্ঠ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ বিনাশ করিয়া সৌমনস্য ও দৌর্ম্মনস্য পূর্ব্বেই বিনাশ হইয়া যাইবার পর সুখ দুঃখ উপেক্ষক হইয়া স্মৃতিপরিশুদ্ধতাযুক্ত চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করে। ইহাও চরণ নামে অভিহিত হয়।

"অম্বষ্ঠ, তাহার চিত্ত এইভাবে পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অঙ্গণ রহিত, উপক্লেশ রহিত ও মৃদুতা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মক্ষম, স্থির, চাঞ্চল্য-রহিত এবং সমাহিত হইয়া যাইবার পর পূর্ব্বজন্মস্মৃতি জ্ঞান (পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান) লাভের জন্য চিত্ত নমিত করে—পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করিতে থাকে। যথা— একজন্ম, দুইজন্ম ……লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্ত (প্রলয়) কল্প, অনেক বিবর্ত্ত (সৃষ্টি) কল্প, অনেক সংবর্ত্ত বিবর্ত্ত কল্প এবং সেই সময় এইরূপ নাম, এইরূপ গোত্র, এইরূপ বর্ণ এই প্রকার আহার এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভবকারী, এত আয়ুশালী এবং অমুখ স্থানে ছিলাম। সেই আমি সেই স্থান চ্যুত হইয়া এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইপ্রকারে আকার ও উদ্দেশ সহিত অনেক অতীত জন্ম স্মরণ করে। ইহাকে বিদ্যা বলা হয়।

"অম্বষ্ঠ, সে এই প্রকারে চিত্ত পরিশুদ্ধ… … … … সমাহিত হইয়া যাইবার পর প্রাণীর জন্ম মৃত্যু জ্ঞানের (চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান) জন্য চিত্ত নমিত করে। সে অমানুষিক দিব্যনেত্র দ্বারা ভাল-মন্দ, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুপথগামী-মন্দপথ-গামী, জন্মগ্রহণকারী এবং মৃত্যুপথগামী প্রাণী সমূহকে অবলোকন করে। তাহার কর্ম্ম সহিত সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। এই জীব কায়, বাক্য ও মন দুশ্চরিত যুক্ত, আর্য্যনিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত এবং মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নরকে পতিত হইয়াছে। এই জীব কায়, বাক্য এবং মনে সংযত ছিল, আর্য্য নিন্দুক ছিল না, সম্যকদৃষ্টিযুক্ত এবং

সম্যকদৃষ্টি সম্বন্ধীয় কর্মে রত ছিল। এই হেতু দেহত্যাগের পর স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে দিব্যনেত্র দ্বারা প্রাণীবৃন্দকে অবলোকন করে। ইহাকে বিদ্যা বলা হয়।

"অম্বষ্ঠ, তাহার চিত্ত এইভাবে সমাহিত হইয়া যাইবার পর আস্রবক্ষয় কর জ্ঞান (রাগাদি মল বিনষ্ট হইবার জ্ঞান) লাভের নিমিত্ত চিত্ত নমিত করে। সে 'ইহা দুঃখ' বলিয়া যথার্থরূপে অবগত হয়। 'ইহা আস্রব' 'ইহা আস্রব সমুদয়' 'ইহা আস্রব নিরোধ' এবং 'ইহা আস্রব নিরোধ গামিনী প্রতিপদা' (রাগাদি চিত্ত-মল বিনাশের দিকে লইয়া যাইবার মার্গ) বলিয়া যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়। ইহাও বিদ্যা নামে অভিহিত হয়।

"অম্বষ্ঠ, এই প্রকারে জ্ঞাত হওয়ায় এবং দর্শন করায় তাহার চিত্ত কাম-আস্রব, ভব-আস্রব এবং অবিদ্যা-আস্রব হইতে মুক্ত হয়। বিমুক্ত হইয়া যাইবার পর 'মুক্ত হইয়াছি বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয়। জন্ম শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, করণীয় সমাপ্ত হইয়াছে এবং এই জন্য করিবার আর কিছু নাই' বলিয়া অবগত হয়। ইহাকেও বিদ্যা বলে।

"অম্বষ্ঠ, এইরূপ ভিক্ষুকে বিদ্যা ও চরণ সম্পন্ন বলা হইয়া থাকে। এই বিদ্যা-সম্পদা ও চরণ-সম্পদা হইতে শ্রেষ্ঠতম অন্য বিদ্যা-সম্পদা বা চরণ-সম্পদা থাকিতে পারে না।

"অম্বষ্ঠ, এই অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদার চারি প্রকার বিঘ্ন (অপায়মুখ) আছে। সেই চারিটি কি? কোন কোন

শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই অনুপম বিদ্যা-চরণ-সম্পদা পূর্ণ না করিয়া ঝুলি আদি (বাণপ্রস্থাবলম্বীর সামগ্রী) গ্রহণ পূর্ব্বক 'ফল মূলাহারী হইব' সঙ্কল্প করিয়া বনবাসে গমন করে। এইরূপ করায় সে বিদ্যা ও চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচারক হইয়া পড়ে। ইহা অনুপম বিদ্যা-চরণ-সম্পদার প্রথম বিঘ্ন।

"অম্বষ্ঠ, কোন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণ এই অনুপম বিদ্যা-চরণ-সম্পদাকে কিম্বা ফলাহারীত্বকে পূর্ণ না করিয়া কুদাল হস্তে 'কন্দ-মূল ফলাহারী হইব' সঙ্কল্প করিয়া বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচর্য্যা করে। ইহাও অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদার দ্বিতীয় বিঘ্ন।

"অম্বষ্ঠ, ... কন্দমূল ফলাহারীত্বকেও পূর্ণ না করিয়া গ্রাম বা নগরের পার্শ্বে অগ্নিশালা প্রস্তুত করিয়া অগ্নি-পরিচর্য্যা (হোমাদি) করিয়া বাস করে। ইহাও অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদার তৃতীয় বিঘ্ন।

"অম্বষ্ঠ, ... অগ্নি পরিচর্য্যা ও পূর্ণ না করিয়া 'এখানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের যথাশক্তি সৎকার করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া চারিটি রাস্তার সংযোগ স্থলে চতুর্দ্বার সংযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া বাস করে। এই প্রকারে সে বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতে পৃথক বস্তুর পরিচর্য্যায় রত হয়। ইহাও অনুপম বিদ্যা চরণ সম্পদার চতুর্থ বিঘ্ন।

"অম্বষ্ঠ, অনুত্তর বিদ্যা-চরণ সম্পদার এই চারিপ্রকার বিঘ্ন বলিয়া ধারণা কর।

"অম্বষ্ঠ, তোমার আচার্য্য ও তুমি এই অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদা সম্বন্ধে কি উপদেশ প্রদান কর" ?

"গৌতম, করি না। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি আর কোথায় অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদা! আচার্য্য সহ আমি অনুপম বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতে বহুদূরে অবস্থিত আছি।"

"অম্বষ্ঠ, এই অনুত্তর বিদ্যা-চরণ সম্পদা পরিপূর্ণ না করিয়া ঝুলি আদি লইয়া 'প্রবৃত্ত ফলভোজী হইব' * সঙ্কল্প পূর্ব্বক আচার্য্য সহিত তুমি বনবাসের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিয়াছ কি ?"

"গৌতম, বনে প্রবেশ করি নাই।"

... ...

"অম্বষ্ঠ, 'এস্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সাধ্যানুযায়ী পরিচর্য্যা করিব' এই ভাবিয়া চারিটি রাস্তার সংযোগ স্থলে গৃহ প্রস্তুত করিয়া আচার্য্য সহিত তুমি বাস করিয়াছ কি ?"

"না, গৌতম।"

---

* তাপস আট প্রকার — (১) সপুত্র ভার্য্যা। (২) উঞ্ছাচারী। (৩) অনগ্নিপক্কিক। (৪) অস্বয়ং পাকী। (৫) অশ্মমুট্ঠিক। (৬) দন্ত বক্কলিক। (৭) প্রবৃত্ত ফলভোজী। (৮) পাণ্ডুপলাশিক। ইহাদের মধ্যে যে কেণিয় জটিলের ন্যায় আত্মীয়-স্বজন সহিত বাস করে তাহাকে 'সপুত্র ভার্য্যা' বলে। যে গ্রাম বা নগর হইতে অপক্ক দ্রব্য ভিক্ষা লইয়া পাক করিয়া আহার করে, তাহাকে অনগ্নিপক্কিক বলে। যে গ্রামে যাইয়া পক্কান্ন ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাহাকে অস্বয়ংপাকী বলে। যে মুষ্টি আবদ্ধ প্রস্তর-দ্বারা অম্বাটক আদি বৃক্ষের চামড়া

"অম্বষ্ঠ, আচার্য্য সহিত তুমি এই অনুত্তর বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতে পরিহীন হইয়াছ এবং অনুত্তর বিদ্যাচরণ—সম্পদার চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন হইতেও বিচ্যুত হইয়াছ।

"অম্বষ্ঠ, তোমার আচার্য্য পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণ বলিয়াছে, 'কোথায় মুণ্ডক, শ্রমণক, নীচ, ব্রহ্মার পদজ সন্তান, আর কোথায় ত্রিবিদ্যা সাক্ষাৎকারী ব্রাহ্মণ!' পৌষ্করসাতি স্বয়ং দুর্গতিগামী হইয়া এবং অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা পূর্ণ না করিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। ইহা তোমার আচার্য্য পৌষ্করসাতির মহা অপরাধ।

"অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজা প্রসেনদি প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু রাজা তাহাকে দর্শনও

উৎপাটিত করিয়া খায়, তাহাকে অশ্মমুষ্টিক বলে। যে দন্তদ্বারা বল্কল (ছাল) উৎপাটিত করিয়া খায়, তাহাকে প্রবৃত্ত ফলভোজী বলে। যে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল-পুষ্প-পত্র খাইয়া জীবন যাপন করে তাহাকে পাণ্ডুপলাশিক বলে। তাহা আবার উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু (সাধারণ) ভেদে ত্রিবিধ। যে উপবিষ্ট স্থানে ফল-পুষ্প-পত্র খাইয়া থাকে সে উৎকৃষ্ট। যে এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন না করে সে মধ্যম। যে যেই কোন বৃক্ষের মূলে যাইয়া অন্বেষণ করিয়া ফল-পুষ্প-পত্র খায় সে মৃদু। আট প্রকার তাপস-প্রব্রজ্যা আবার চারিটির মধ্যে পরিগণিত হয়। কিরূপে? ইহাদের মধ্যে 'সপুত্র-ভার্য্যা' 'উঞ্ছাচারী' দানাগারে; 'অগ্নিপক্কিক,' 'অসমং পাকী', 'অগ্নাগারে'; 'অশ্মমুষ্টিক', 'দন্তবল্কলিক' কন্দমূল-ফলভোজীতে এবং 'পাণ্ডুপলাশী' প্রবৃত্ত ফল ভোজীতে পরিগণিত হয়।

প্রদান করেন না। যখন তাহার সহিত রাজা মন্ত্রণা করেন, তখন যবনিকার অন্তরাল হইতে করিয়া থাকেন। যাঁহার ধর্ম্ম-দত্ত আহার্য্য পৌষ্করসাতি খাইয়া থাকে, রাজা তাহাকে দর্শনও দেন না। দেখ, ইহাও আচার্য্য পৌষ্করসাতির অপরাধ।*

"অম্বষ্ঠ, কোন স্থানে রাজা প্রসেনদি হস্তীর পৃষ্ঠে বা অশ্ব পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া অথবা রথের উপর দণ্ডায়মান হইয়া

* আচার্য্য পৌষ্করসাতি সম্মুখাবর্ত্তনী মায়া (Hipnotism) অবগত ছিলেন। রাজা মহার্ঘ অলঙ্কার পরিধান করিলে তিনি রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অলঙ্কারের নাম উচ্চারণ করিতেন। তখন রাজা 'অলঙ্কার দিব না' বলিতে অক্ষম হইতেন। রাজা তাঁহাকে অলঙ্কার দিয়া পুনঃ কোন উৎসবের সময় কর্ম্মচারীকে অলঙ্কার আনিতে আদেশ করিতেন। কর্ম্মচারী বলিত, 'দেব, আপনি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কার দিয়া ফেলিয়াছেন।' তচ্ছ্রবণে রাজা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আমি কেন দিয়াছি?' কর্ম্মচারীরা বলিত, 'ব্রাহ্মণ আবর্ত্তনী মায়া প্রভাবে আপনাকে মোহিত করিয়া অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করেন।' অন্ত ব্যক্তিরা রাজার সহিত পৌষ্করসাতির বন্ধুত্ব অসহ্য হওয়ায় বলিত — 'এই ব্রাহ্মণের দেহে শ্বেত কুষ্ঠ আছে। আপনি তাঁহার সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই সংক্রামক ব্যাধি আপনার দেহে সংক্রমিত হইতে পারে। অতএব আপনি আলিঙ্গন করিবেন না।' সেই হইতে রাজা ব্রাহ্মণকে দেখা দিতেন না। কিন্তু পৌষ্করসাতি পণ্ডিত ও ক্ষত্রিয় বিদ্যার পারদর্শী থাকায় তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করিলে কার্য্যে সাফল্য লাভ হয়। এই জন্ত যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া রাজা তাঁহার সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেন।

অমাত্য বা অনভিষিক্ত কুমারের সঙ্গে কোন পরামর্শ করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, তখন শূদ্র বা শূদ্রদাস আসিয়া যদি সেই স্থানে (যেই স্থানে স্থিত হইয়া রাজা পরামর্শ করিয়াছিলেন) দণ্ডায়মান হইয়া রাজা প্রসেনদির ন্যায় (অমাত্য বা কুমারের সঙ্গে) কোন পরামর্শ করে তবে তাহা রাজ মন্ত্রণা বলিয়া অভিহিত হইবে কি? এতদ্দ্বারা সে রাজা বা রাজামাত্য হইতে পারিবে কি?"

"না, গৌতম।"

"অম্বষ্ঠ, এখন ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন মন্ত্র কর্ত্তা, মন্ত্র প্রবক্তা অট্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কশ্যপ এবং ভৃগু আদি ঋষিদের গীত, প্রোক্ত, চিন্তিত মন্ত্র অনুগান, অনুভাষণ করিতেছে। 'সেই মন্ত্র আচার্য্য সহিত আমি অধ্যয়ন করিতেছি' এই বলিয়া তুমি ঋষি বা ঋষিত্বের মার্গের উপর আরূঢ় হইতে পারিবে কি?" "ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।"

"অম্বষ্ঠ, মন্ত্রকর্ত্তা যেই ঋষিদের কথা উল্লেখ হইল, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় সুস্নাত ও অঙ্গরাগ রঞ্জিত হইয়া এবং দাড়ি-গোঁফ ক্ষৌর করিয়া মণিকুণ্ডল আভরণ ধারণ করতঃ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া পঞ্চ কামগুণ ভোগে কি রত ছিলেন?"

"না, গৌতম।"

"অম্বষ্ঠ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় শালি-অন্ন-পরিশুদ্ধ মাংস, কালিমা রহিত সূপ এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন কি ?"

"না, গৌতম।"

"অম্বষ্ঠ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় শাড়ী পরিহিতা কমনীয় দেহ সম্পন্না স্ত্রীর সঙ্গে রমিত হইতেন কি ?"

"না, গৌতম।"

"অম্বষ্ঠ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় অশ্ব বাহিত রোমশালী রথে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত চাবুক দ্বারা বাহনকে প্রহার করিয়া গমন করিতেন কি ?"

"না, গৌতম।"

"অম্বষ্ঠ, তাঁহারা আচার্য্য সহিত তোমার ন্যায় পরিখা খনন ও প্রাকার উঠাইয়া নগর রক্ষিকায় দীর্ঘ অসিধারী পুরুষদ্বারা রক্ষা করাইতেন কি ?"

"না, গৌতম ?"

"অম্বষ্ঠ, এই প্রকারে আচার্য্য সহিত তুমি ঋষি কিম্বা ঋষিত্বের মার্গে আরূঢ় হইতে পার না। এখন আমার সম্বন্ধে তোমার যাহা সংশয় আছে জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দানে তোমার সংশয় দূর করিব।"

ভগবান এই বলিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া চঙ্ক্রমণ (পাদচারণ) স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। অম্বষ্ঠও বিহার হইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন।

অতঃপর তিনি ভগবানের পশ্চাৎ পাদচারণ করিতে করিতে তাঁহার শরীরে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দুইটি ব্যতীত অবশিষ্ট লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইলেন।

* তদ্দর্শনে অম্বষ্ঠের সংশয় বিদূরিত হইয়া গেল। তখন ভগবানকে বলিলেন — "গৌতম, আমি এখন যাইতেছি, আমার অনেক কার্য্য আছে।"

"অম্বষ্ঠ, তোমার যাহা উচিৎ বোধ হয়, তাহাই কর।"

অতঃপর অম্বষ্ঠ বল্লভ-রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই সময় পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণ 'উক্কট্‌ঠা' হইতে বাহির হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পারিষদ সহ স্বীয় উদ্যানে অম্বষ্ঠের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট ছিলেন।

অম্বষ্ঠ যথাসময় উদ্যানের সমীপে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ করতঃ ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তর এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি অম্বষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"বৎস অম্বষ্ঠ, তুমি কি ভগবান গৌতমের দর্শন পাইয়াছ?"

"হাঁ, আচার্য্য।"

"শ্রমণ গৌতমের গুণাবলী যেইরূপ প্রচারিত হইয়াছে তাহা কি যথার্থ? তাঁহার নিকট কি সেই গুণরাশি পরিদৃষ্ট হইয়াছে?"

* ৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"তাঁহার গুণাবলী যথার্থই প্রচারিত হইয়াছে, অযথার্থ নহে। শ্রমণ গৌতম দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে * পরিপূর্ণ আছেন।"

"বৎস অম্বষ্ঠ, তাঁহার সহিত কি তোমার কোন বিষয়ের আলাপ হইয়াছে?"

"হাঁ, আমার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে।"

"তাঁহার সঙ্গে তোমার কিরূপ আলাপ হইল?"

ভগবানের সঙ্গে তাঁহার যাহা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই তিনি পৌষ্করসাতির নিকট বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া পৌষ্করসাতি অম্বষ্ঠকে বলিলেন —

* দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ,— মস্তকে উষ্ণীষের চিহ্ন; কেশ সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ও দক্ষিণ দিকে আকুঞ্চিত; ললাটদেশ সমতল ও বিপুল; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ ঊর্ণালঙ্কৃত; নেত্র নীলবর্ণ এবং চত্বারিংশৎ দন্তই তুল্যাকৃতি; দন্ত সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট ও শুক্লবর্ণ; কণ্ঠস্বর অতি মধুর; রসনার অগ্রভাগ রসাভিষিক্ত; জিহ্বা বৃহৎ ও কৃশ; হনু সিংহের হনুর ন্যায়; স্কন্ধদেশ বর্ত্তুলাকৃতি ও উন্নত; কান্তি স্বর্ণের ন্যায়; দেহ স্থির; ভুজদ্বয় অবনত ও প্রলম্বিত; শরীরের পূর্ব্বভাগ সিংহের ন্যায়; কটিদেশ ন্যগ্রোধ তরুর ন্যায় পরিমণ্ডল; শরীরের ঘন রোমরাজি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; ঊরুদেশ সুগোল; জঙ্ঘাদেশ এন মৃগের ন্যায়; অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ; পার্ষ্ণি ও পাদ আয়ত ও কোমল; হস্ত ও পদতল রেখাজাল সমন্বিত; পাদদ্বয়ের তলদেশ চক্রাঙ্কিত, বিচিত্র ও শুভ্র; পাদদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমান; পুরুষ চিহ্ন কোষাবৃত।

"ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্বকে! ধিক্ আমাদের বাহুশ্রুত্বকে!! ধিক্ আমাদের ত্রৈবিদ্যত্বকে!!! অম্বষ্ঠ, তুমি ভগবান গৌতমের সঙ্গে যেইরূপ ব্যবহার করিয়াছ, সেইরূপ ব্যবহার দ্বারা মানুষ মৃত্যুর পর নরকে পতিত হইয়া থাকে। তোমার আচরণে তিনি আমাদের সম্বন্ধে (ব্রাহ্মণদের) ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবৃতি দিয়াছেন। ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্বকে! ধিক্ আমাদের বাহুশ্রুত্বকে!! ধিক্ আমাদের ত্রৈবিদ্যত্বকে!!! এরূপ কার্য্য দ্বারা মানুষ দেহত্যাগের পর দুর্গতিতে পতিত হয়।"

এইরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া অম্বষ্ঠকে সেই স্থান হইতে পদব্রজে বিতাড়িত করিলেন এবং সেই সময়ই ভগবানকে দর্শনার্থ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তদ্দর্শনে সেই স্থানে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা বলিল, "এখন সায়ংকাল, ভগবানকে দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে। অন্য দিন গমন করিলে ভাল হইবে।"

পৌষ্করসাতি ব্রাহ্মণ স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া যানের উপর স্থাপন করতঃ মশালের আলোকে 'উক্কট্ঠা' হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি যথাসময় ইচ্ছানঙ্গল বনখণ্ডে উপস্থিত হইয়া যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবানের নিকট গমন করিয়া কুশল প্রশ্নান্তর একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন —

"গৌতম, আমার শিষ্য অম্বষ্ঠ এ খানে কি আসিয়াছিল?"

"ব্রাহ্মণ, তোমার শিষ্য এ স্থানে আসিয়াছিল।"

"গৌতম, তাহার সঙ্গে কি আপনার কোন আলাপ হইয়াছিল ?"

"ব্রাহ্মণ, তাহার সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হইয়াছিল।"

তখন ভগবান অম্বষ্ঠের সঙ্গে যাহা আলাপ হইয়াছিল সেই সমস্ত পৌষ্করসাতিকে বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে পৌষ্করসাতি ভগবানকে নিবেদন করিলেন —

"গৌতম, অম্বষ্ঠ এখনও বালক ; অতএব আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।"

"ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ সুখী হউক।"

অনন্তর পৌষ্করসাতি ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করতঃ ভগবানকে নিবেদন করিলেন —

"গৌতম, অদ্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আপনি ভোজনের নিমিত্ত আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন পৌষ্করসাতি ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন —

"গৌতম, এখন ভোজনের সময় উপস্থিত; আহার্য্য প্রস্তুত আছে।"

ভগবান পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ পৌষ্করসাতির শিবিরে (নিবেশনে) উপস্থিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। পৌষ্করসাতি স্বহস্তে ভগবানকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ যুবকেরা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে পরিবেশন

করিল। তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে পৌষ্করসাতি একটি নীচ আসন লইয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে সময়োচিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার বিরজ, বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল এবং তিনি 'যাহার উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী' বলিয়া জ্ঞাত হইলেন।

অতঃপর পৌষ্করসাতি ভগবানকে নিবেদন করিলেন—

"গৌতম, বড় আশ্চর্য্য! ... ... আমি সপুত্র, সভার্য্যা, সপারিষদ এবং অমাত্য সহিত ভগবান গৌতম, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলাম। অদ্য হইতে আপনি আমাকে বদ্ধাঞ্জলি উপাসক বলিয়া মনে করুন। 'উক্কট্ঠা'র অন্য উপাসকদের গৃহে আপনি যেইরূপ আগমন করেন, তদ্রূপ আমার গৃহেও গমন করিবেন। সেখানে ব্রাহ্মণ যুবক ও যুবতীরা গমন করিয়া আপনাকে অভিবাদন করিবে এবং আসন ও জল প্রদান করিবে অথবা আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিবে। তদ্দারা তাহাদের চিরকাল হিতসুখ সাধিত হইবে।"

"ব্রাহ্মণ, তুমি ভাল বলিয়াছ।"

সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ

এক সময় ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ধর্ম্মাভিযান করিয়া অঙ্গদেশের * চম্পা † নগরান্তর্গত গর্গরা পুষ্করিণী তীরে বিহার করিতেছিলেন।

সেই সময় সোণদণ্ড নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বহুজনাকীর্ণ এবং ধন-ধান্যে সমৃদ্ধিশালী চম্পায় আধিপত্য করিতেন। এই চম্পা নগরটি মগধ-রাজ বিম্বিসার তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

চম্পা নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা ভগবান বুদ্ধের আগমন বার্ত্তা এবং তাঁহার বিবিধ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন মানসে শ্রেণীবদ্ধভাবে গর্গরা পুষ্করিণী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ দিবা শয়নের নিমিত্ত প্রাসাদের উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীদিগকে পুষ্করিণী অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বারপালকে (খত্তাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দ্বারপাল, ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা পুষ্করিণী অভিমুখে কেন গমন করিতেছেন ?"

"দেব, শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম অঙ্গদেশে পর্য্যটনে বাহির হইয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সহ গর্গরা পুষ্করিণী

---

* বিহার প্রদেশে ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলান্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণাংশ।

† চম্পা নগর, জেলা ভাগলপুর।

তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নানা প্রকার প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাইতেছে। তাঁহাকে দর্শন মানসে ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীরা গমন করিতেছেন।"

"হে দ্বারপাল, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বল, আমিও শ্রমণ গৌতমকে দর্শনার্থ গমন করিব।"

দ্বারপাল তাঁহার আদেশ পালন করিল।

সেই সময় বিভিন্ন দেশের পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে চম্পায় অবস্থান করিতেছিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবান বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সোণদণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,— "আপনি নাকি শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন করিবেন, এই সংবাদ কি সত্য?" "হাঁ, সত্য।"

"আপনি শ্রমণ গৌতমকে দেখিবার জন্য যাইবেন না; শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। কারণ, আপনি মাতৃ-পিতৃ উভয় দিকেই সুজাত (কুলীন) এবং সপ্তম পুরুষ পরম্পরা আপনার বংশ পরিশুদ্ধ। এই কারণেও শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাওয়া আপনার উচিত নহে বরং শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত। আপনি মহা-ধনশালী, ত্রিবেদ পারদর্শী, রূপবান, চরিত্রবান, প্রিয়ম্বদ, নাগরিক আলাপে দক্ষ, অনেকের আচার্য্য প্রাচার্য্য এবং তিনশত ব্রাহ্মণ যুবককে মন্ত্র শিক্ষা দান করেন। আপনি মগধ-রাজ

বিম্বিসার কর্ত্তৃক পূজিত, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্ত্তৃক সম্মানিত এবং চম্পার অধিপতি। এই সমস্ত কারণে শ্রমণ গৌতমকে দেখিতে যাওয়া আপনার উচিত নহে বরং শ্রমণ গৌতমেরই আপনাকে দেখিতে আসা উচিত।"

"তাহা হইলে আপনারা আমার কথাও শ্রবণ করুন—কেনই বা শ্রমণ গৌতমকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত এবং কেনই বা শ্রমণ গৌতমের আমাকে দেখিতে আসা উচিত নহে। শ্রমণ গৌতম উভয় দিকে (মাতৃ-পিতৃ) সুজাত; এই কারণেও তাঁহাকে আমার দেখিতে যাওয়া উচিত, আমাকে দেখিতে আসা তাঁহার উচিত নহে। তিনি অনেক জ্ঞাতি-সঙ্ঘ এবং ধন-রত্ন পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন, কৃষ্ণ-কেশরাজি সমন্বিত অতি তরুণ বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং সাশ্রুনেত্র মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করতঃ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। তিনি শীলবান, সুবক্তা, অনেকের আচার্য্য-প্রাচার্য্য, কামরাগ বিহীন, চঞ্চলতা রহিত, কর্ম্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ সন্তানের মধ্যে অগ্রগণ্য, পরিশুদ্ধ এবং মহাধনশালী ক্ষত্রিয়কুল হইতে প্রব্রজিত। তাঁহার নিকট দেশান্তর রাজ্যান্তর হইতেও প্রশ্ন করিবার জন্য লোক আগমন করে। অনেক সহস্র দেবতা আপ্রাণ তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার 'ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ' আদি বিবিধ প্রশংসাবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তিনি দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে পরিপূর্ণ, স্বাগত বাদী, পূর্ব্বভাষী এবং চারু

পারিষদ কর্ত্তৃক সম্মানিত। তাঁহার প্রতি অনেক দেব-মনুষ্য শ্রদ্ধান্বিত। তিনি যেই গ্রাম বা নগরে বিহার করেন, সেই স্থানে অমনুষ্য উৎপীড়ন করে না। তিনি সঙ্ঘাধিপতি, গণাচার্য্য এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রশংসা যে কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাঁহার প্রশংসা সেইভাবে উৎপন্ন হয় নাই; অনুত্তর বিদ্যা-চরণ সম্পদা হইতেই তাঁহার প্রশংসা উৎপন্ন হইয়াছে। পুত্র-ভার্য্যা-অমাত্য সহ মগধ-রাজ বিম্বিসার, কোশল-রাজ প্রসেনদি এবং ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি চম্পায় উপস্থিত হইয়া গর্গরা পুষ্করিণী তীরে বিহার করিতেছেন। যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমার নগরাভ্যন্তরে আগমন করেন, তিনি আমার অতিথি। অতিথি সর্ব্বদা পূজার পাত্র। শ্রমণ গৌতম অন্ততঃ অতিথিভাবে হইলেও আমার সৎকার, গৌরব, মান্য ও পূজার পাত্র। কেবল এই পর্য্যন্তই যে তাঁহার গুণ রাজি তাহা নহে, তিনি অনন্ত গুণের আধার। একটি মাত্র গুণে অলঙ্কৃত হইলেও তাঁহার আমাকে দেখিতে আসা উচিত নহে বরং সর্ব্বপ্রথম আমারই তাঁহাকে দেখিতে যাওয়া উচিত।"

"আপনি শ্রমণ গৌতমের যেইভাবে প্রশংসা করিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি শত যোজন দূরে অবস্থান করিলেও পাথেয় হস্তে তাঁহাকে দর্শনার্থ যাওয়া কর্ত্তব্য। আমরা সকলে তাঁহাকে দেখিতে যাইব।"

অতঃপর সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ সপারিষদ গর্গরা পুষ্করিণী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর তিনি সংশয়াকুল হইয়া ভাবিলেন, "আমি শ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি যদি আমাকে বলেন, 'ব্রাহ্মণ, এই প্রশ্ন এই ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে করা উচিত।' তবে আমাকে এই পারিষদেরা নিন্দা করিয়া বলিতে পারে, 'সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ মূর্খতা বশতঃ যথার্থভাবে শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্নও করিতে জানে না।' এই পরিষদে যে নিন্দিত হইবে, তাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং যাহার সুখ্যাতি লুপ্ত হইয়া যায় তাহার ধনাগমের পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ সুখ্যাতি হইতেই ধনাগম হইয়া থাকে। শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি যদি উত্তর দানে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে না পারি, তবে এই ব্রাহ্মণ পারিষদেরা আমাকে নিন্দা করিয়া বলিবে, ………। এত সমীপে আসিয়াও যদি আমি তাঁহাকে না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলেও এই ব্রাহ্মণ পারিষদেরা আমাকে ধিক্কার দিয়া বলিবে, সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ মূর্খতা বশতঃ ভীত হইয়া শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে ও সাহসী হইল না! অতএব এত নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কিরূপেই বা আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি। এরূপ করিলে যে ব্রাহ্মণেরা আমায় ধিক্কার দিবে।"

যথাসময় সপারিষদ সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাদর সম্ভাষণান্তর

একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। চম্পা নিবাসী অপরাপর ব্রাহ্মণ গৃহ-স্বামীদের মধ্যে কেহ ভগবানকে বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিল। কেহ সাদর সম্ভাষণ করিল, কেহ কৃতাঞ্জলি হইল, কেহ নাম-গোত্র শ্রবণ করাইল এবং কেহ বা নীরবে উপবেশন করিল।

সেই সময়ও সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের চিত্ত নানাভাবে সংশয়াকুল হইল, "যদি আমি শ্রমণ গৌতমকে কোন প্রশ্ন করি ... ...। অহো ! আমাকে যদি শ্রমণ গৌতম আমাদের স্বীয় ত্রিবেদ-দক্ষতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তবে আমি উত্তর দানে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে সক্ষম হইব।"

ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,— "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা কয় অঙ্গে (গুণে) পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে ? 'আমি ব্রাহ্মণ' এই বলিয়া যে আত্ম পরিচয় দেয়, সে সত্য বলিয়া থাকে, না মিথ্যা ?"

তচ্ছ্রবণে সোণদণ্ড ভাবিলেন, "অহো ! আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, শ্রমণ গৌতম তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দানে নিশ্চয়ই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইব।" এই স্থির করিয়া দেহ সোজা করিয়া পারিষদের দিকে অবলোকন করতঃ ভগবানকে বলিলেন —

"ভো গৌতম, ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সেই পঞ্চাঙ্গ এই — (১) উভয় দিকে সুজাত, (২) অধ্যাপক, মন্ত্রধর ও

ত্রিবেদ পারদর্শী, (৩) রূপবান, (৪) শীলবান, (৫) পণ্ডিত, মেধাবী ও যজ্ঞদক্ষিণা (স্রুজা) গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয়। এই পঞ্চাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।"

"ব্রাহ্মণ, এই পঞ্চাঙ্গ হইতে একাঙ্গ পরিত্যাগ করিলে চারি অঙ্গ যুক্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যায় কি?"

"গৌতম, হাঁ, বলা যাইতে পারে। পঞ্চাঙ্গ হইতে রূপ ত্যাগ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি উভয় দিকে সুজাত হয়, অধ্যাপক, মন্ত্রধর, শীলবান হয় এবং পণ্ডিত, মেধাবীও যজ্ঞ গৃহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয় হয়, তাহা হইলে রূপ (বর্ণ) কি করিবে? এই চারি অঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।"

"ব্রাহ্মণ, এই চারি অঙ্গের মধ্যে একাঙ্গ পরিত্যাগ করিলে তিন অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে কি?"

"গৌতম, হাঁ, বলা যাইতে পারে। চারি অঙ্গ হইতে মন্ত্র (বেদ) পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি উভয় দিকে সুজাত, শীলবান, পণ্ডিত এবং মেধাবী হয় তবে মন্ত্র কি করিবে? এই তিন অঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।"

"ব্রাহ্মণ. এই তিন অঙ্গ হইতে একাঙ্গ ত্যাগ করিলে দুই অঙ্গে পরি্পূর্ণ ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে কি?"

"গৌতম, উক্ত তিন অঙ্গ হইতেও জাতি ত্যাগ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ যদি শীলবান ও পণ্ডিত-মেধাবী হয় তবে জাতি কি করিবে? এই দুই অঙ্গ যুক্ত ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।"

এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা সোণদণ্ডকে বলিলেন, 'সোণদণ্ড, আপনি ঐরূপ বলিবেন না! আপনি রূপ (বর্ণ), মন্ত্র (বেদ) এবং জাতি (জন্ম) প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রকারান্তরে শ্রমণ গৌতমের সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়া লইতেছেন।"

তখন ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ, যদি সোণদণ্ড অল্পশ্রুত, দুর্ব্বক্তা এবং প্রজ্ঞাহীন বলিয়া তোমাদের মনে হয় এবং সে আমার সঙ্গে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে অসমর্থ বলিয়া বোধ হয়, তবে সোণদণ্ড নিরস্ত হউক, তোমরা আমার সঙ্গে তর্ক কর। আর যদি সোণদণ্ড বহুশ্রুত, সুবক্তা, পণ্ডিত এবং আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ বলিয়া তোমাদের ধারণা হয়, তবে তোমরা নিরস্ত হও, সোণদণ্ড আমার সঙ্গে তর্ক করুক।"

তখন সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন, "গৌতম, আপনি নিরস্ত হউন। আমি ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের কথার উত্তর প্রদান করিব।"

সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমি রূপ (বর্ণ), মন্ত্র (বেদ) বা জাতি (জন্ম) প্রত্যাখ্যান করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন না।"

সেই সময় সোণদণ্ডের ভাগিনেয় অঙ্গক নামক যুবক সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদণ্ড উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "আপনারা সকলে আমার ভাগিনেয় অঙ্গককে দেখিতেছেন কি?" "হাঁ, দেখিতেছি।" "যুবক অঙ্গক (১) পরম রূপবান; এই পরিষদে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক মাত্র শ্রমণ গৌতম ব্যতীত তাহার ন্যায় রূপবান আর কেহ নাই। (২) সে অধ্যাপক, মন্ত্রধর (বেদ পাঠে রত), নিঘণ্টু কল্প-অক্ষর প্রভেদ সহ ত্রিবেদ এবং পঞ্চেতিহাসে পারদর্শী, পদক (কবি), বৈয়াকরণ এবং লোকায়ত মহাপুরুষ শাস্ত্রে নিপুণ; আমি তাহাকে মন্ত্র (বেদ) অধ্যাপনা করিয়া থাকি। (৩) সে উভয় পক্ষে (মাতৃ-পিতৃকুল) সুজাত, আমি তাহার মাতা-পিতাকে অবগত আছি। যদি অঙ্গক প্রাণীহত্যা, চুরি ও পরস্ত্রী সম্ভোগ করে, মিথ্যা বলে এবং মদ্যপান করে তাহা হইলে **বর্ণ, মন্ত্র বা জাতি** তাহাকে কি করিবে? যখন ব্রাহ্মণ (১) **চরিত্রবান** এবং (২) **পণ্ডিত, মেধাবী ও স্রুজা** (যজ্ঞ-দক্ষিণা) **গ্রহীতাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানীয় হয়,** তখন এই দ্বিবিধ অঙ্গে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তি-ই — এই দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি-ই **"আমি ব্রাহ্মণ"** এই বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলে সত্য কথা বলা হইবে, মিথ্যা বলা হইবে না।"

"ব্রাহ্মণ, এই দ্বিবিধ অঙ্গ হইতে একাঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য একাঙ্গ যুক্ত ব্যক্তিকে কি ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে ?"

"গৌতম, না, বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রজ্ঞা শীল বিশোধিত এবং শীল (আচার) প্রজ্ঞা পরিশোধিত। যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত। যেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, সেখানে শীল অবস্থিত। শীলবানের নিকটই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) হয় এবং প্রজ্ঞাবানের নিকটই শীল হয়। কিন্তু জগতে শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। যেমন, লোকে হস্তদ্বারা হস্ত এবং পদ দ্বারা পদ ধৌত করে, তেমন শীল দ্বারা প্রজ্ঞা প্রক্ষালিত হয়।"

"ব্রাহ্মণ, তাহাই যথার্থ। প্রজ্ঞা শীল প্রক্ষালিত, শীল প্রজ্ঞা প্রক্ষালিত। যেখানে শীল অবস্থিত, সেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত থাকে; যেখানে প্রজ্ঞা অবস্থিত, সেখানে শীল অবস্থিত থাকে। শীলবানের নিকটই প্রজ্ঞা (জ্ঞান) হয় এবং প্রজ্ঞাবানের নিকটই শীল হয়। কিন্তু জগতে শীল প্রজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অভিহিত হয়।

"ব্রাহ্মণ, শীল এবং প্রজ্ঞা কাহাকে বলে ?"

"গৌতম, আমি ঐ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত অবগত আছি। অনুগ্রহ করিয়া গৌতম যদি বলেন, তবে আমি অনুগৃহীত হইব।"

"ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি —

"ব্রাহ্মণ, জগতে তথাগত উৎপন্ন হন। * এই প্রকারে ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হয়। ইহাকে শীল বলে।

"প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভ করে। জ্ঞান দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত অভিনমিত করে। ইহাকে প্রজ্ঞা বলে।"

তচ্ছ্রবণে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন,

"ভো গৌতম, বড় আশ্চর্য্য! বড় অদ্ভুত! ... ... অদ্য হইতে গৌতম আমাকে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাপন্ন উপাসক বলিয়া মনে করুন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ ভগবান গৌতম আগামী কল্য আমার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন শোণদণ্ড ব্রাহ্মণ ভগবানের স্বীকৃতি অবগত হইয়া আসন ত্যাগান্তর ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান পর দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত আসনে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে স্বহস্তে খাদ্য ভোজ্য পরিবেশন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে একটি নিম্ন আসনে এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভগবানকে বলিলেন —

---

* ২২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"গৌতম, আমি পরিষদে উপবিষ্ট আছি এমন সময় আপনাকে দেখিয়া যদি আসন ত্যাগ করতঃ আপনাকে বন্দনা করি, তবে আমাকে উপস্থিত পারিষদেরা নিন্দা করিবে। যে ব্যক্তি পারিষদের নিন্দাভাজন হয়, তাহার প্রশংসা লুপ্ত হইয়া যায়। যাহার প্রশংসা লুপ্ত হয়, তাহার ধনাগমের পথ ও রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, প্রশংসা হইতেই আমাদের ধনাগম হইয়া থাকে। এই জন্য আমি পরিষদে উপবিষ্টাবস্থায় আপনাকে দেখিয়া করজোড় করিলে তদ্দারা আপনাকে প্রত্যুপস্থান করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন। পরিষদে উপবিষ্টাবস্থায় আপনাকে দেখিয়া আমি উষ্ণীষ অপসারণ করিলে তদ্দারা আপনাকে অবনত শিরে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন। আমি যদি যান হইতে অবতরণ করিয়া আপনাকে বন্দনা করি, তবে পারিষদেরা আমাকে নিন্দা করিবে। এই হেতু আমি যানে বসিয়া প্রতোদ যষ্টি (চাবুক) ঊর্দ্ধদিকে করিলে যান হইতে অবতরণ করিয়াছি বলিয়া মনে করিবেন এবং যানে বসিয়া হস্ত ঊর্দ্ধদিকে করিলে আপনাকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি বলিয়া মনে করিবেন।"

ভগবান সোণদণ্ড ব্রাহ্মণকে সময়োপযোগী ধর্ম্মোপদেশ দানে আপ্যায়িত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্রোণ ব্রাহ্মণ

এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে বিহার করিতেছিলেন। একদিন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণান্তর একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন —

"হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি, 'শ্রমণ গৌতম জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া অভিবাদন, প্রত্যুত্থান কিম্বা আসন প্রদান করেন না।' তাহা কি সত্য ?"

"দ্রোণ, তুমি কি ব্রাহ্মণত্বের দাবী কর ?"

"গৌতম, যিনি মাতৃ-পিতৃ উভয় দিকেই সুজাত (কুলীন), যাঁহার পিতামহ-পিতামহী আদির সপ্ত পুরুষ পরম্পরা পবিত্র, জাতি হেতু অনিন্দিত এবং যিনি অধ্যাপক ও ত্রিবেদ পারদর্শী তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়া থাকে। আমার নিকট ঐ সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে; এই হেতু আমি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া থাকি।"

"দ্রোণ, যাঁহারা তোমাদের প্রাচীন ঋষি, মন্ত্রকর্ত্তা এবং মন্ত্র প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদের প্রাচীন মন্ত্রপদানুসারে আধুনিক ব্রাহ্মণেরা চলিয়া থাকে, সেই অট্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ এবং ভৃগু আদি ব্রহ্মর্ষিরা পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের বর্ণনা করিয়াছেন — (১) ব্রহ্ম-সম, (২) দেব-সম, (৩) মর্য্যাদ, (৪) সম্ভিন্ন (ভগ্ন) মর্য্যাদ (সীমা), (৫) চণ্ডাল। এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের ব্রাহ্মণ হইয়া থাক ?"

"গৌতম, আমি উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কিছুই জানি না; কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।"

"দ্রোণ, তাহা হইলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।

"দ্রোণ, ব্রহ্ম-সম ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? যিনি উভয় দিকে সুজাত * ...... অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত মন্ত্র (বেদ শিক্ষা করিয়া কৌমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন পূর্ব্বক কৃষি, বাণিজ্য, গো পালন, অস্ত্র চালনা, রাজসেবা (সরকারী চাকরী) কিম্বা অন্য কোন প্রকার শিল্প কার্য্য ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে কেবল ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা আচার্য্য ধন (গুরু দক্ষিণা) সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যকে প্রদান করেন এবং গৃহবাস ত্যাগ করতঃ প্রব্রজিত হইয়া (১) মৈত্রী, (২) করুণা, (৩) মুদিতা, (৪) উপেক্ষা আদি চতুঃব্রহ্ম বিহার ভাবনা দ্বারা সর্ব্বদিক প্লাবিত করিয়া বিহরণ পূর্ব্বক দেহান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম ব্রাহ্মণ বলে।

"দেব-সম ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? .... যে অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত বেদ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতঃ ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধন দ্বারা গুরু দক্ষিণা

---

* ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রদান করে এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে জল সহ প্রদত্ত ব্রাহ্মণ কুমারীকেই ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপগত হয়। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, চণ্ডাল আদি অন্য কোন হীন জাতীয়া নারীতে কিম্বা গর্ভবতী, স্তন্য দাত্রী ও ঋতু বিহীনা নারীতে উপগত হয় না। গর্ভবতী নারী সম্ভোগ করিলে গর্ভস্থ সন্তান-সন্ততি অতি মেহজ হইয়া পড়ে, এই হেতু গর্ভবতী সম্ভোগে বিরত হয়। স্তন্য দাত্রী নারী সম্ভোগে সন্তান-সন্ততি অশুচি লিপ্ত হইয়া যায়। ঋতু বিহীনা সম্ভোগ করার অর্থ বংশরক্ষা নহে, কেবল কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন। যে কেবল বংশরক্ষার্থেই ঋতুমতী ব্রাহ্মণী ভার্য্যায় উপগত হয়, সে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করার পর গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন করে এবং প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া দেহান্তে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে দেব-সম ব্রাহ্মণ বলে।

"মর্য্যাদ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ... ... যে সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হইবার পর তাহাদিগকে লইয়া সানন্দে গৃহবাসে অবস্থান করে, সংসার ত্যাগ করে না এবং চিরাচরিত ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা বজায় রাখে, তাহার কোন ব্যতিক্রম করে না, তাহাকে মর্য্যাদ ব্রাহ্মণ বলে।

"সম্ভিন্ন মর্য্যাদ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ... ... যে ধর্ম্ম অনুসারে হউক বা অধর্ম্ম অনুসারে হউক ক্রয় বিক্রয় আদি যে কোন প্রকারে ভার্য্যা লাভ করে এবং কাম সেবায়

নিমিত্ত যে কোন জাতীয়া বা যে কোন অবস্থাপন্না নারী সম্ভোগ করে এবং ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত প্রাচীন রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে, তাহাকে সম্ভিন্ন মর্য্যাদ ব্রাহ্মণ বলে।

"ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কাহাকে বলে? ... ... যে ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে কৃষি, বাণিজ্য, যে কোন প্রকার শিল্প কিম্বা ভিক্ষাচর্য্যাদি যে কোন প্রকারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করে, ধর্ম্মানুসারে হউক বা অধর্ম্মানুসারে হউক যে কোন ব্যবসা দ্বারা ভার্য্যা লাভ করে, যে কোন জাতীয়া বা যে কোন অবস্থাপন্না নারী কেবল কাম সেবার নিমিত্ত সম্ভোগ করে এবং যেই কোন ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তখন তাহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া যে কোন ব্যবসা দ্বারা কেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন?' তদুত্তরে সে বলে, 'অগ্নি যেমন শুচি-অশুচি সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তেমন ব্রাহ্মণ যে কোন ব্যবসা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন।' ইহাকে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলে।

"দ্রোণ, উক্ত পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমি কোন প্রকারের ব্রাহ্মণ?"

"গৌতম, এরূপ হইলে আমি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইবার ও যোগ্য পাত্র নহি। অদ্য হইতে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, আমাকে আপনার অঞ্জলি বদ্ধ উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপাসিকা-সঙ্ঘ

সুজাতা

উরুবেলার * সেনানী গ্রামে সেনানী নামক শ্রেষ্ঠীর ঔরসে সুজাতার জন্ম হয়। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে একদিন একটি ন্যগ্রোধ তরুমূলে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন — "যদি সম অবস্থাপন্ন স্বজাতীয় লোকের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় এবং আমার প্রথম গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে আমি প্রতি বৎসর এই বৃক্ষদেবতাকে পূজা করিব।"

যথাসময় বারাণসীতে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠী-গৃহে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার গর্ভে প্রথমে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই সন্তানের নাম রাখা হইয়াছিল, যশকুমার। সুজাতা প্রতিবৎসর পিত্রালয়ে আসিয়া ঐ ন্যগ্রোধ তরুমূলে নানা উপচারে পূজা প্রদান করিতেন। কুমার সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যায় ষড় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। বৈশাখী পূর্ণিমা

---

* বর্তমান নাম বোধগয়া, জিলা, গয়া।

দিনে সুজাতা পূজা করিবার মানসে দাসী পূর্ণাকে বলিলেন, "দাসি, আমার পূজার স্থান সম্মার্জ্জন করিয়া আস।" দাসী যথাশীঘ্র বৃক্ষমূলে যাইয়া কুমার সিদ্ধার্থকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে সে সুজাতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, —"মা, অদ্য দেবতা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন।" সুজাতা বলিলেন, — "তোমার কথা সত্য হইলে তোমাকে পরিচারিকার কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান করিব।"

তিনি যথাসময় স্বর্ণপাত্রে পরমান্ন লইয়া পূর্ণা দাসী সমভিব্যাহারে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কুমার সিদ্ধার্থকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে পরমান্ন প্রদান করিয়া বলিলেন,— "ভন্তে, আমার প্রার্থনা যেমন সফল হইয়াছে, তেমন আপনার মনস্কামনাও সিদ্ধি লাভ করুক।" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সমাপন পূর্ব্বক সুজাতার প্রদত্ত পায়সান্ন উনপঞ্চাশৎ গ্রাস করিয়া ভোজন করিলেন এবং স্বর্ণপাত্র নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। তৎপর অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে * উপবেশন করিয়া সেই দিনই সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি সপ্ত সপ্তাহ সেইখানে অতিবাহিত করিয়া

---

* বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট (সমূলে নহে) হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দীক্ষার পর এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তিনি পূজা ভক্তি করিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাজার অত্যাধিক ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া রাণী তিষ্য-রক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে উহা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের

বারাণসীতে গমন করতঃ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া তথায় প্রথম বর্ষা যাপন করিতে লাগিলেন।

সেই বর্ষাভ্যন্তরে সুজাতার পুত্র যশকুমার সাংসারিক ভোগবাসনায় নিস্পৃহ হইয়া বুদ্ধের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। * একদিন যশের পিতার অনুরোধে বুদ্ধ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পিতৃগৃহে ভোজনের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে যশের পরিজনকে বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে যশকুমারের মাতা ও পত্নী বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলেন। নারী জাতির মধ্যে যশকুমারের মাতা সুজাতাই সর্ব্বপ্রথম ত্রিরত্নের শরণাগতা উপাসিকা হইয়াছিলেন।

রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এই বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধের পূর্ণবর্ম্মন উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। কোন এক অজ্ঞাত শক্তি-প্রভাবে এক রাত্রিতে এই গাছটি দশফুট উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ণবর্ম্মন শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফুট উচ্চ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিল্টন সাহেব বুদ্ধগয়ায় আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন ইহার বয়স শতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান বোধিদ্রুমের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহা পুরাতন বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

* ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশাখা

অঙ্গদেশের * ভদ্দিয় নগরে মেণ্ডক নামে মহাধনাঢ্য জনৈক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ঔরসে সুমনা দেবীর গর্ভে বিশাখার জন্ম হয়। বিশাখার সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভগবান বুদ্ধ সার্দ্ধ দ্বাদস শত ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ শৈল প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বিম্বিসারের অধীন রাজ্যে অমিত ধনশালী জোতিয়, জটিল, মেণ্ডক, পূর্ণক এবং কাকবল্লি নামে পাঁচ জন প্রধান শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তন্মধ্যে মেণ্ডক সর্ব্বপ্রধান।

ভগবান বুদ্ধ ভদ্দিয় নগরের আপণ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী স্বীয় পৌত্রী বিশাখাকে বলিলেন — "বিশাখে, তুমি পঞ্চশত সখী ও পঞ্চশত দাসী সহ রথারোহণে যাইয়া ভগবান বুদ্ধকে অভ্যর্থনা কর। এরূপ করিলে তোমার এবং আমরা সকলের মঙ্গল সাধিত হইবে।"

তিনি পিতামহের বাক্যে সম্মত হইয়া সখী ও দাসী বৃন্দ পরিবৃতা হইয়া রথারোহণে ভগবানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং যথাস্থানে রথ হইতে অবতরণ

---

* গঙ্গানদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত বর্ত্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলা, (বিহার প্রদেশ)।

করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার মানসিক অবস্থানুযায়ী উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ শ্রবণে তিনি পঞ্চশত সখী বৃন্দ সহ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তাঁহার পিতাসহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীও বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণান্তর স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। তিনি সেই দিন হইতে আট মাস ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে খাদ্য ভোজ্য দ্বারা সেবা করিলেন। ভগবান ভদ্দিয় * নগরে যথাভিরুচি বাস করতঃ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

মগধ-রাজ বিম্বিসার ও কোশল-রাজ প্রসেনদি পরস্পর সম্পর্কে ভগ্নীপতি হইতেন। একদিন কোশল-রাজ চিন্তা করিলেন—"বিম্বিসারের রাজ্যে পাঁচজন মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করেন; কিন্তু আমার রাজ্যে তেমন ধনী ব্যক্তি একজনও নাই। আমি রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইয়া একজন ধনাঢ্য লোককে আমার রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলে ভাল হয়।" এই সঙ্কল্প করিয়া একদিন রাজা বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিম্বিসার তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

"আপনার রাজ্যে পাঁচজন ধনাঢ্য পুণ্যবান লোক বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে আমার রাজ্যে বাস

* মুঙ্গের জিলা।

করিবার জন্য পাঠাইতে আপনার নিকট অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে আমায় প্রদান করুন।"

"মহাধনশালী বংশের লোককে আমি ইচ্ছানুযায়ী স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারি না। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিতে পারি।"

রাজা বিম্বিসার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোশল-রাজকে বলিলেন —

"জোতিয় আদি মহাক্ষমতাশালী লোককে আমি স্থান চ্যুত করিতে পারি না। তাঁহাদিগকে স্থান চ্যুত করা পৃথিবী স্থান ভ্রষ্ট করার ন্যায়। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর ধনঞ্জয় নামে একটি পুত্র আছে। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপনাকে উত্তর প্রদান করিব।"

রাজা বিম্বিসার একদিন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন —

"ধনঞ্জয়, কোশল-রাজ একজন শ্রেষ্ঠী তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিবে কি?"

"আপনার আদেশ পাইলে যাইতে পারি।" "তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া লও।" ধনঞ্জয় স্বীয় করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ যথাসময়ে ধনঞ্জয়কে সঙ্গে করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সায়ংকালে একস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন —

"মহারাজ, এই স্থান কোন রাজ্যের অন্তর্গত ?"

"শ্রেষ্ঠি, ইহা আমার রাজ্যান্তর্গত ।"

"এখান হইতে শ্রাবস্তী কতদূর ?"

"সাত যোজন।"

"দেব, নগরাভ্যন্তর বড় জনাকীর্ণ। আমার পরিজন সংখ্যা বড় অধিক। আপনার অনুমতি হইলে আমি এখানেই বাস করিতে পারি।"

রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সায়ংকালে তথায় উপস্থিত হওয়ায় সেই নগরের নাম হইল, সাকেত *।

শ্রাবস্তীতে মিগার নামক শ্রেষ্ঠীর পূর্ণ বর্দ্ধন নামে বিবাহ যোগ্য একটি পুত্র ছিল। তাহার জন্য কুল মর্য্যাদায় ও পদমর্য্যাদায় তাহার সম অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা অন্বেষণার্থে ব্রাহ্মণ দূতদিগকে প্রেরণ করিল। তাহারা শ্রাবস্তীতে সেইরূপ কোন কুমারীর সন্ধান না পাইয়া অবশেষে সাকেতে উপস্থিত হইল। সেইদিন বিশাখা পঞ্চশত সখী পরিবৃতা হইয়া নক্ষত্র ক্রীড়া মানসে এক বৃহৎ পুষ্করিণী পাড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ দূতেরা নগরাভ্যন্তরে মনোমত পাত্রী না দেখিয়া নগরের বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছে এমন সময় হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিশাখার সখীরা সিক্ত হইবার আশঙ্কায়

* অযোধ্যা, জিলা ফৈজাবাদ, (সংযুক্ত প্রদেশ।)

দ্রুতপদে বিশ্রাম শালায় প্রবেশ করিল। দূতেরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোমত দেখিতে পাইল না। এদিকে বিশাখা বৃষ্টি-জলে সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও মন্থর গতিতে আসিয়া বিশ্রাম-শালায় প্রবেশ করিলেন। দূতেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল — "রূপবতী হইলে এইরূপই হয়।" এই স্থির করিয়া তাহারা তাঁহার বাক্য মাধুর্য্য মণ্ডিত কি-না জ্ঞাত হইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিল —

"মা, তোমায় বড় প্রবীণার মত বোধ হইতেছে।"

"কিরূপে জানিলেন?"

"তোমার সখীরা বৃষ্টি জলে সিক্ত হইবার আশঙ্কায় দ্রুতপদে আসিয়া বিশ্রাম শালায় প্রবেশ করিল, কিন্তু তুমি বৃদ্ধার মত ধীর পদ বিক্ষেপে আসিতেছ। কাপড় যে সিক্ত হইয়া যাইতেছে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি নাই। হস্তী কিম্বা অশ্ব তাড়া করিলেও কি এরূপ করিবে?"

"তাত, কাপড় আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। কাপড় অক্লেশে পাওয়া যায় মত ঘরেই আমি জন্মিয়াছি। বয়স্কা স্ত্রীলোক জলের কলসীর মত। যদি হস্ত কিম্বা পদ ভগ্ন হয়, তবে তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। তজ্জন্য আমি আস্তে আস্তে আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ দূতেরা বিশাখার এইরূপ নম্র ব্যবহার ও সার গর্ভ কথা শুনিয়া ভাবিল — "ইহার ন্যায় কুমারী রত্ন সারা ভারতে পাওয়া যাইবে না। এই মেয়েটি রূপে যেমন

অতুলনীয়। তাহার দূরদৃষ্টিও তেমন অনন্যসাধারণ।" এই স্থির করিয়া তাঁহার উপর ফুলের মালা নিক্ষেপ করিল।

বিশাখা তখন ভাবিলেন — "আমি পূর্ব্বে কাহারও অধীন ছিলাম না এখন কিন্তু অধীন হইয়া পড়িলাম।" — এইরূপ ভাবিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

যথাসময় তিনি সখিগণ পরিবৃতা হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই দূতেরা ও তাঁহার সঙ্গেই ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইল। ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন —

"আপনাদের বাড়ী কোথায় ?"

"আমাদের বাড়ী শ্রাবস্তীতে। আমরা মিগার শ্রেষ্ঠীর কর্ম্মচারী। আমাদের শ্রেষ্ঠী আপনার বয়স্কা মেয়ে আছে শুনিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

"আপনাদের শ্রেষ্ঠী আমার চেয়ে নির্ধন হইলেও কুলে-শীলে সমান। সকল দিকে সম সম পাওয়া যায় না। অতএব আমি সম্মত আছি বলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠীকে সংবাদ প্রেরণ করুন।"

দূতেরা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিয়া মিগার শ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। সংবাদ শ্রবণে শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে লিখিল — "আমি অবিলম্বে মেয়ে আনিতে চাহি ; অতএব আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন।"

ধনঞ্জয় পত্রোত্তরে জানাইলেন — "কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমার বিলম্ব হইবে না, আপনি প্রস্তুত হউন।"

মিগার শ্রেষ্ঠী কোশল-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল — "দেব, আমার একটি মাঙ্গলিক কার্য্য আছে। আপনার সেবক পূর্ণবর্দ্ধনের জন্য ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা আনয়ন করিব। সাকেতে যাইতে আমায় অনুমতি প্রদান করুন।"

"শ্রেষ্ঠি, বড় ভাল কাজ করিয়াছ। বরযাত্রী হইয়া আমাকেও কি যাইতে হইবে?"

"দেব, আমার কি সেইরূপ সৌভাগ্য হইবে?"

"শ্রেষ্ঠি, তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমিও বরযাত্রী হইয়া গমন করিব।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মিগার শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে কোশল-রাজও বরযাত্রী বেশে সাকেত নগরে গমন করিলেন।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশল-রাজ বরযাত্রীর সঙ্গে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করতঃ স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সকলের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন।

একদিন রাজা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন — "তুমি দীর্ঘদিন আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের মেয়ে লইয়া যাত্রা করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও।"

ধনঞ্জয় বলিলেন "এখন বর্ষা ঋতু সমাগত; কাজেই বর্ষা চারি মাস এখানে থাকিতে হইবে। আপনাদের সমস্ত ব্যয় ভার আমি বহন করিতে পারিব। বর্ষান্তে শুভদিনে আপনারা যাত্রা করিবেন।"

সেই হইতে সাকেত নগর মহা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। ক্রমে তিনমাস অতিবাহিত হইল তবুও ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কন্যা

বিশাখার মহালতা প্রসাদন নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারীরা আসিয়া বলিল—"শ্রেষ্ঠি, কোন দ্রব্যের অভাব হইতেছে না; কিন্তু জ্বালানী কাঠে সঙ্কুলান হইতেছে না।"

"হস্তী, অশ্ব ও গোশালা ভাঙ্গিয়া কার্য্য সম্পাদন কর।"

তদ্দ্বারা কোন প্রকারে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত হইলে কর্ম্মচারীরা আসিয়া পুনরায় বলিল—"প্রভু, জ্বালানী কাঠে কুলাইতেছে না।"

"এখন আর শুষ্ক কাঠ কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। সিন্ধুকে অনেক মোটা কাপড় আছে, তাহা রশির মত করিয়া তৈল সিক্ত কর এবং তদ্দ্বারা জ্বালানী কাঠের কার্য্য সম্পাদন কর।"

এইরূপে পাক করিতে করিতে চারিমাস অতিবাহিত হইল। চারি মাসে মহালতা প্রসাদন ও নির্ম্মাণ শেষ হইল। শ্রেষ্ঠী 'কল্যই মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী প্রেরণ করিব', — এই স্থির করিয়া বিশাখাকে শ্বশুর গৃহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। মিগার শ্রেষ্ঠী গৃহান্তর হইতে পিতা পুত্রীর বাক্যালাপ শুনিতে লাগিল। ধনঞ্জয় বিশাখাকে বলিলেন, —

"মা, শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হইলে (১) ঘরের অগ্নি বাহির করিবে না। (২) বাহিরের অগ্নি ঘরে প্রবেশ করাইবে না। (৩) দিলে দিবে। (৪) না দিলে দিবে না। (৫। দিলেও দিবে। (৬) না দিলেও দিবে। (৭) সুখে বসিবে। (৮) সুখে খাইবে। (৯) অগ্নি সেবা করিবে এবং (১০) গৃহ দেবতাকে নমস্কার করিবে।" এই দশবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ধনঞ্জয় পরদিন রাজা ও বরযাত্রীর সম্মুখে আটজন সম্ভ্রান্ত লোককে বলিলেন — "শ্বশুর বাড়ীতে যদি আমার মেয়ে কোন অন্যায় আচরণ করে, তবে আপনারা তাহার প্রতিকার করিবেন।"

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নয়কোটি স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের মহালতা প্রসাদন, স্নান চূর্ণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চুয়ান্ন শকট পূর্ণ অন্যান্য সামগ্রী, পঞ্চশত দাসী, একশত অশ্বযান, বহু গাভী এবং আরও অন্যান্য বহু মূল্য গৃহস্থালীর সরঞ্জাম দিয়া শ্বশুর বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন।

বিশাখা যেই দিন শ্বশুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন সেই রাত্রে একটি অজানেয় অশ্বী শাবক প্রসব করিল। সেই সংবাদ শ্রবণে তিনি দাসীসহ তৈল প্রদীপ হস্তে অশ্ব শালায় যাইয়া অশ্বী ও শাবকের সেবা শুশ্রূষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিগার শ্রেষ্ঠী সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুত্রের বিবাহ কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পাদন করিল। জেতবন বিহারে ভগবান বুদ্ধ বাস করিলেও তাঁহার কথা স্মরণমাত্র না করিয়া বিবাহের সপ্তম দিনে নগ্ন সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গৃহে উপবেশন করাইল এবং বিশাখাকে তাহার গুরু অরহতদিগকে বন্দনা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিল।

বিশাখা শ্বশুরের আহ্বানে আসিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, "এইরূপ নির্লজ্জেরা কিরূপে অহরত হইতে পারে? এরূপ নির্লজ্জদের সম্মুখে আমার

শ্বশুর কেন আমায় আহ্বান করিলেন?” এই বলিয়া “ছিঃ! ছিঃ!” করতঃ প্রস্থান করিলেন।

উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা বিশাখার এরূপ ব্যবহার দর্শনে মিগার শ্রেষ্ঠীকে নিন্দা করিয়া বলিল — “শ্রেষ্ঠি, তুমি আর কোথায়ও বুঝি মেয়ে পাও নাই? শ্রমণ গৌতমের শিষ্যা এই অপয়া মেয়েকে কেন ঘরে ঢুকাইয়াছ? তাহাকে অবিলম্বে ঘর হইতে তাড়াইয়া দাও।”

শ্রেষ্ঠী চিন্তা করিল — “ইঁহাদের উত্তেজনায় আমি পুত্র-বধূকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। কারণ, আমার পুত্র-বধূ সাধারণ লোকের মেয়ে নহে।” এই স্থির করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বলিল — “আচার্য্য, আমার পুত্রবধূ এখনও নিতান্ত বালিকা, অজ্ঞতা বশতঃ ঐরূপ বলিয়াছে। অতএব আপনারা নীরব থাকিলে সুখী হইব।” এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করতঃ পর্য্যঙ্কে বসিয়া মিষ্টান্ন খাইতে লাগিল। বিশাখা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এমন সময় জনৈক ভিক্ষার্থী স্থবির সেই স্থানে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠী স্থবিরকে দেখিয়াও অধোমুখী হইয়া খাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিশাখা স্থবিরকে বলিলেন — “ভন্তে, কিছু পাইবেন না. প্রস্থান করুন। আমার শ্বশুর ‘পুরাণ’ খাইতেছেন।”

শ্রেষ্ঠী তাহার গুরু উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা তাহাকে উত্তেজিত করিলেও সহ্য করিয়াছিল কিন্তু এবার আর সহ্য করিতে না পারিয়া সক্রোধে বলিল — “এই মিষ্টান্ন এখান হইতে

ফেলিয়া দাও এবং ইহাকেও আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও। আজ মঙ্গল দিবসে পুত্রবধূ হইয়াও আমাকে সে অশুচি খাদক বলিতেছে।"

সেই সময় সেই স্থানে যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই বিশাখার অধীনস্থ সেবক; কাজেই কেহ তাহাকে বহিষ্কৃত করা দূরে থাকুক মুখেও বাহির হইয়া যাইবার কথা বলিতে সাহসী হইল না। বিশাখা শ্বশুরের কথায় মর্ম্মাহত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন —

"বাবা, আমাকে জলের ঘাট হইতে কুড়াইয়া আনেন নাই, আমার জীবন্ত মাতাপিতা হইতেই আমাকে আনিয়াছেন। আপনি বাহির হইয়া যাইতে বলিলেও আমি ঘরের বাহির হইব না। এই জন্যই আমার মাতাপিতা আটজন সম্ভ্রান্ত লোককে আমার দোষাদোষের প্রতিকার করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আমার দোষাদোষ বিচার করুন।"

মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁহার কথা যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল — "এই বালিকা আমাকে তাহাদের বিবাহের সপ্তম দিবসে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমাধা না হইতেই অশুচি খাদক বলিয়াছে।"

"মা, একথা কি সত্য ?"

"বাবা, বোধ হয় আমার শ্বশুর অশুচি পদার্থ খাইতে অভিলাষী হইয়াছেন। আমি কিন্তু সেই অর্থে ঐ শব্দ

ব্যবহার করি নাই। সেই দিন ভিক্ষার্থী জনৈক স্থবির গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে ইনি মিষ্ট পায়সান্ন আহারে রত ছিলেন। স্থবিরকে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া অধোমুখী হইয়া খাইতে ছিলেন। এইজন্য আমি স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, "ভন্তে, কিছুই পাইবেন না, আমার শ্বশুর ইহজীবনে কোন পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন না, পুরাণ — অতীত জন্মে কৃত পুণ্য প্রভাবে প্রাপ্ত খাদ্যই খাইতেছেন।"

"মহাশয়, ইহাতে আমাদের মেয়েরত কোন দোষ দেখিতেছি না। মেয়ে সত্য কথাই বলিয়াছে. আপনি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন?"

"আচ্ছা, মানিয়া লইলাম ইহাতে তাহার কোন দোষ হয় নাই। এই বালিকা যেই দিন আমার ঘরে উপস্থিত হয়, সেই দিনই আমার ছেলেকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছামত স্থানে গিয়াছিল।"

"মা, তাহা কি সত্য?"

"বাবা, আমি কাহাকেও অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত স্থানে যাই নাই। সেইদিন এই গৃহে একটি অশ্বী প্রসব করিয়াছিল, তাহার সেবাশুশ্রূষা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অনুচিত মনে করিলাম, তাই প্রদীপ হস্তে দাসীদিগের সঙ্গে যাইয়া প্রসূতা অশ্বীর ও শাবকের শুশ্রূষা করিয়াছিলাম।"

"মহাশয়, আমাদের মেয়ে আপনার গৃহে দাসীদেরও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে। ইহাতে আপনি কি দোষ দেখিতে পাইলেন?"

"আচ্ছা, মানিয়া লইলাম, ইহাতেও তাহার দোষ হয় নাই। ইহার পিতা তাহাকে এখানে প্রেরণের দিনে 'ঘরের আগুণ বাহির করিও না'— বলিয়া উপদেশ দিয়াছে। আমরা প্রতিবেশীদিগকে অগ্নি না দিয়া থাকিতে পারিব কি?"

"মা, তাহা সত্য কি?"

"বাবা, আমার পিতা এই অগ্নি উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দেন নাই। গৃহাভ্যন্তরে শ্বশ্রূআদি স্ত্রীলোকের অনেক গোপনীয় কথা থাকে, তাহা দাসদাসীদিগের নিকট প্রকাশ করিতেই নিষেধ করিয়াছেন। কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ পাইলে কলহ বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই আমার পিতা ঐরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।"

"ইহার পিতা 'বাহিরের অগ্নি ঘরে না আনিতে' বলিয়াছে। ঘরের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে বাহির হইতে অগ্নি না আনিয়া আমরা পারিব কি?"

"মা, তাহা সত্য কি?"

"বাবা, আমার পিতা এই অগ্নির কথা বলেন নাই। দাস দাসীরা যাহা বলে, তাহা ঘরের কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

"'যে দেয় তাহাকে দিবে' এই কথার অর্থ কি?"

"যে ধার করিয়া পরিশোধ করে, তাহাকে দিবে ইহাই ঐ কথার অর্থ।"

"'যাহারা না দেয় তাহাদিগকে দিবে না' এই কথার অর্থ কি?"

"যাহারা ধার নিয়া পরিশোধ করে না, তাহাদিগকে দিবে না; ইহাই ঐ কথার অর্থ।

"'দিলে কিম্বা না দিলেও দিবে' এই কথার অর্থ কি?"

"দরিদ্র বা জ্ঞাতি বন্ধু উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতিদান দিবার সামর্থ্য থাকিলে বা না থাকিলেও তাহাদিগকে দিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ।"

"'সুখে বসিবে' এই কথার অর্থ কি?"

"যেখানে শ্বশুর শ্বশ্রূ গুরুবর্গ সর্ব্বদা গমনাগমন করেন সেই স্থানে না বসিয়া যেখানে তাঁহারা গমনাগমন করেন না সেই স্থানে বসিতে হইবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ।"

"'সুখে খাইবে' এই কথার অর্থ কি?"

"শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের আগে না খাইয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন পূর্ব্বক সকলের খাদ্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধান করিয়া পরে ভোজন করিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ।"

"'সুখে শয়ন করিবে' ইহার অর্থ কি?"

"শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও স্বামীর পূর্ব্বে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। তাঁহাদের অবশ্য করণীয় সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের শয়নের পর শয়ন করিবে, ইহাই ঐ কথার অর্থ।"

"'অগ্নি পরিচর্য্যা করিবে' ইহার অর্থ কি?"

"শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও স্বামীকে অগ্নির ন্যায় মনে করিতে হইবে; এই অর্থেই ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছেন।"

"'গৃহ দেবতা নমস্কার করিবে' ইহার অর্থ কি?"

"আমার পিতা ইহাও এই অর্থে বলিয়াছেন যে, গৃহবাসে থাকিতে হইলে গৃহদ্বারে উপস্থিত প্রব্রজিতকে ঘরে খাদ্য ভোজ্য থাকিলে তাহা হইতে কিয়দংশ দান দিয়া খাইবে।"

তখন সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিগার শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন —

"শ্রেষ্ঠি, প্রব্রজিতকে দান করা বোধ হয় আপনার ইচ্ছা নহে।"

সে এই কথার কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিল। পুনরায় তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আমাদের মেয়ের কি আর কোন দোষ আছে?"

"নাই, মহাশয়।"

"কেন তাহাকে বিনা কারণে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে আদেশ দিয়াছেন?"

তখন বিশাখা বলিলেন — "প্রথমেই আমার শ্বশুরের কথায় প্রস্থান করা অকর্ত্তব্য। আমি আসিবার দিন আমার দোষগুণ বিচার করিবার জন্য আমার পিতা আমাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন আমার চলিয়া যাওয়া উচিত। এই বলিয়া দাস দাসীদিগকে রথাদি সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন।

তদ্‌শ্রবণে মিগার শ্রেষ্ঠী ঐ ভদ্রলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া বিশাখার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, — "মা, আমি না

জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা কর।"

"বাবা, যাহা ক্ষমার যোগ্য তাহা আমি ক্ষমা করিয়াছি। কিন্তু আমি বুদ্ধশাসনে অচল শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত কুলের কন্যা। ভিক্ষু-সঙ্ঘ বিনা আমি বাস করিতে পারিব না। যদি আমার ইচ্ছামত ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবা করিতে পারি, তবে থাকিতে পারিব।"

"মা, যথারুচি তোমার শ্রমণদের সেবা কর।"

বিশাখা পরদিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করাইয়া গৃহে আনিয়া উপবেশন করাইলেন। ভগবান বুদ্ধ মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে গিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে নগ্ন সন্ন্যাসীরাও শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বিশাখা সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন—"আমার শ্বশুর আসিয়া বুদ্ধকে পরিবেশন করুক।"

সে নগ্ন সন্ন্যাসীদের আদেশানুযায়ী বলিল—"আমার পুত্রবধূই বুদ্ধকে পরিবেশন করুক।"

বিশাখা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে পুনরায় সংবাদ দিলেন—"আমার শ্বশুর আসিয়া বুদ্ধের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক।"

মিগার শ্রেষ্ঠী ভাবিল, "এখনও না গেলে অভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়।" এই স্থির করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় নগ্ন সন্ন্যাসীরা বলিল, "শ্রমণ গৌতমের ধর্ম্ম একান্ত শুনিতে হইলে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ

করিবে।” এই বলিয়া তাহারা পূর্ব্বেই যাইয়া যবনিকার দ্বারা একটি স্থান ঘিরিয়া দিল। মিগার শ্রেষ্ঠী যাইয়া যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করিল।

তথাগত বলিলেন — “তুমি যবনিকার বাহিরে থাক কিম্বা পরদেশে বা পরপর্ব্বতে অথবা চক্রবালের অন্য প্রান্তে যে কোন স্থানে থাক না কেন, আমি তোমাকে আমার শব্দ শুনাইতে সমর্থ হইব।” এই বলিয়া ধর্ম্ম দেশনা করিলেন। দেশনাবসানে শ্রেষ্ঠী স্রোতাপন্ন হইয়া যবনিকা উত্তোলন পূর্ব্বক. ভগবানের পদে প্রণতঃ হইয়া বিশাখাকে বলিল, — অদ্য হইতে আমি তোমাকে মাতৃস্থানে স্থাপন করিলাম।” সেইদিন হইতে বিশাখার নাম হইল, মিগার-মাতা।

বিশাখা একদিন মহালতা প্রসাদন দাসীর হস্তে দিয়া জেতবন বিহারে ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-দেশনা সমাপ্ত হইলে ভগবানকে বন্দনা কয়িয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। দাসী ভুলবশতঃ মহালতা প্রসাদন ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহার স্মরণ হওয়ায় সে পুনরায় জেতবন বিহারে প্রসাদন আনিবার জন্য যাইতে লাগিল। বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন — “তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?”

“আর্য্যা, গন্ধকুটি পরিবেণে রাখিয়া আসিয়াছি।”

“যাইয়া লইয়া আস। তাহা সেখানে রাখায় আমার পাপ হইয়াছে, অতএব বিক্রয় করিয়া আমি শান্তি ভোগ করিব। সেখানে থাকিলে তাহা আর্য্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের বিঘ্ন দায়ক হইবে।”

পরদিবস ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধ বিশাখার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঘরে ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য সর্ব্বদা বসিবার আসন প্রস্তুত থাকিত। ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে বিশাখা উক্ত প্রসাদন ভগবানের পদ-সমীপে স্থাপন করিয়া বলিলেন,— "ভন্তে, এই মহামূল্য প্রসাদন আপনাকে প্রদান করিলাম।" ভগবান বলিলেন,—

"অলঙ্কার প্রব্রজিতেরা গ্রহণ করিতে পারে না।"

"ভন্তে, তাহা আমি অবগত আছি। ইহার মূল্য দ্বারা আপনার বাসযোগ্য গন্ধকুটি নির্ম্মাণ করিব।"

ভগবান সম্মত হইলেন। বিশাখা সেই প্রসাদনের মূল্য স্বরূপ নয় কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নগরের পূর্ব্বপার্শ্বে সহস্র প্রকোষ্ঠ যুক্ত বিহার ও গন্ধকুটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই হইতে বিশাখার গৃহে পূর্ব্বাহ্নে কাষায় বস্ত্র সঞ্চালিত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনাথ পিণ্ডদের গৃহের ন্যায় তাঁহার গৃহেও সর্ব্বদা আহার্য্য প্রস্তুত থাকিত। তিনি প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষুদিগকে খাদ্য ভোজ্য দান করিয়া অপরাহ্নে ঔষধ ও অষ্টবিধ পানীয় হস্তে বিহারে যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বিংশতিজন পুত্র, চারিশত পৌত্র অষ্ট সহস্র প্রপৌত্র বিদ্যমান ছিল। এত বড় পরিবার তখন ভারতে কাহারও ছিল না।

শ্যামাবতী ও কুব্জোত্তরা

কৌশাম্বীতে * উদয়ন † নামে পরাক্রমশালী একজন রাজা ছিলেন। সেই নগরে সৌভাগ্য সম্পন্ন, উদার চরিত, আস্তিক, দানশীল এবং ধর্ম্মপরায়ণ কুক্কুট, ঘোষিত এবং প্রাবারিক নামে

---

* কোশম্, জেলা এলাহাবাদ।

† গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষে যে কয়টী স্বাধীন রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে অবন্তী রাজ্যই প্রধান। অবন্তী দেশের রাজার নাম চণ্ড প্রদ্যোত। রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে। সেই সময়ে বৎস দেশেও উদয়ন (উদেন) নামে অপর এক নরপতি ছিলেন। যমুনা নদীর তীরস্থ কোশাম্বী নগরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। মহাকবি কালিদাসের অমর তুলিকায় মেঘদূতের একস্থানে উদয়ন ও প্রদ্যোত সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পাদ্
ইত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ।"

অনুবাদ।— কথিত আছে, এই স্থান হইতেই বৎসরাজ (উদয়ন) প্রদ্যোতের প্রিয়দুহিতাকে (বসুলদত্তা বা বাসবদত্তাকে) অপহরণ করিয়াছিলেন; এই স্থানেই সেই রাজা [প্রদ্যোতের] হস্তী (নালগিরি হস্তী) বন্ধন-স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন;— ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভ্যাগত বন্ধুবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেন।

তিন জন শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন এবং সর্ব্বদা পঞ্চশত তাপসের পরিচর্য্যা করিতেন। তাপসেরা চারিমাস তাঁহাদের নিকট বাস করিয়া আট মাস হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন। তখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন। এই তাপসেরা 'জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন' এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারা কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী ত্রয়কে এই সংবাদ প্রদান করিয়া অবিলম্বে শ্রাবস্তী যাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠীরা বলিলেন —

"তাহা হইলে আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাইব।"

"আমরা এখনই যাইতেছি। ইচ্ছা হইলে তোমরা পরে আসিও।"

তাঁহারা যথাসময় শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরেই অরহত্ত্ব ফল লাভ করিলেন।

শ্রেষ্ঠীরাও প্রত্যেকে পঞ্চশত অনুচর সহ শকটারোহণে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া জেতবন বিহারে গমন করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদনাদি করিয়া উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে অবস্থানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তদ্ শ্রবণে তাঁহারা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত পালাক্রমে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বুদ্ধকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য দান করিয়া তাঁহাকে কৌশাম্বীতে যাইবার জন্য

অনুরোধ করিলেন। ভগবান বুদ্ধ বলিলেন — "আমি নির্জ্জন স্থানেই বাস করি।" তাঁহারা বলিলেন — "ভন্তে, তাহা আমরা অবগত আছি। আমরা সংবাদ গ্রাহক প্রেরণ করিব; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আগমন করিবেন।" এই বলিয়া ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করতঃ কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব উদ্যানে বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী নির্ম্মিত বিহার ঘোষিতারাম, কুক্কুট শ্রেষ্ঠী নির্ম্মিত বিহার কুক্কুটারাম এবং প্রাবারিক শ্রেষ্ঠী নির্ম্মিত বিহার প্রাবারিকারাম নামে অভিহিত হইল। তাঁহারা বিহার প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন — "ভগবন্, আমাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া কৌশাম্বীতে আগমন করুন।"

ভগবান যথাসময় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ কৌশাম্বীতে যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে মাগন্দিয় ব্রাহ্মণের অরহত্ব লাভের হেতু অবগত হইয়া, কুরুদেশের 'কম্মাস্‌সদম্ম' নামক গ্রামে গমন করিলেন। তখন মাগন্দিয় ব্রাহ্মণ সারারাত্রি গ্রামের বাহিরে অগ্নিপূজা করিয়া প্রাতেই গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। ভগবান গ্রামে ভিক্ষায় প্রবেশ করিবার সময় রাস্তায় তাহাকে দর্শন দিলেন। সে দশবল বুদ্ধকে দেখিয়া ভাবিল — "আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত আমার কন্যার স্থায় রূপবান প্রব্রজিত যুবক অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু রূপবান পুরুষ পাইলেও প্রব্রজিত পাইতেছি না। ইনি রূপবান

এবং প্রব্রজিত, সুতরাং তাঁহাকেই আমার কন্যা সম্প্রদান করিব।”

এই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ প্রব্রজিত ছিল, তদ্ধেতু প্রব্রজিত দেখিয়া তাহার মন অভিরমিত হইল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে যাইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল —

“প্রিয়ে, আমি এইরূপ রূপবান প্রব্রজিত কখনও দেখি নাই। শরীরের প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া এক তরুণ প্রব্রজিত আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন; তিনিই আমাদের তনয়ার উপযুক্ত পাত্র। অতএব তাঁহাকে আমাদের মেয়ে সম্প্রদান করিব। শীঘ্র মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া লইয়া আস।”

এদিকে ভগবান তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই সেই স্থানে পদ-চিহ্ন স্থাপন করিয়া নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া সেখানে ভগবানের দর্শন পাইল না। তখন সে ব্রাহ্মণীকে সক্রোধে বলিল—“তোমার বিলম্ব হেতুই প্রব্রজিতের দেখা পাইলাম না।” সে এদিক সেদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ বুদ্ধের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইল। তখন সহর্ষে ব্রাহ্মণীকে বলিল,— “এইটাই তাঁহার পদ-চিহ্ন; এখানেই তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি এইদিকেই গিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণী পদ-চিহ্ন দেখিয়া চিন্তা করিল — “এই মূর্খ ব্রাহ্মণ স্বীয় গ্রন্থের অর্থও বুঝিতে পারে না!” এই স্থির করিয়া

পরিহাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিল, "দেখিতেছি তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই ; এইরূপ ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিবে বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছ! কামুক, হিংস্রুক ও মূঢ়ের পদ-চিহ্ন এইরূপ নহে। জগতে তৃষ্ণা বিহীন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ব্যতীত এরূপ পদ-চিহ্ন অন্যের হইতেই পারে না। যে কামুক তাহার পায়ের তলা মাটিতে লাগে না, যে হিংস্রুক তাহার পদ পশ্চাৎ দিকে টান থাকে, যে মূঢ় তাহার পদ-চিহ্ন আঁকা-বাঁকা হয়। এই পদ-চিহ্ন তৃষ্ণা হীন পুরুষেরই হইবে।"

ব্রাহ্মণী এত কথা বলা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল — "তুমি বড় মুখরা"। তাহারা উভয়ের তর্ক বিতর্ক সমাপ্ত না হইতেই ভগবান ভিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক আহারান্তে ব্রাহ্মণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল — "ইনি-ই সেই পুরুষ।"

ব্রাহ্মণ বড় আনন্দের সহিত বুদ্ধের সম্মুখে যাইয়া বলিল — "হে প্রব্রজিত, আমি প্রাতঃকাল হইতেই আপনাকে অন্বেষণ করিতেছি। এই জম্বুদ্বীপে আমার কন্যার মত সুন্দরী স্ত্রীলোক নাই, আপনার ন্যায় সুরূপ পুরুষও নাই। আমার কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি, অতএব তাহাকে গ্রহণ করুন।"

তচ্ছ্রবণে ভগবান বলিলেন — "ব্রাহ্মণ, আমি কামকলা বিশারদা, উত্তম রূপ-যৌবনবতী, সুভাষিণী এবং আমায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য আসিয়া আমার সম্মুখে স্থিত দেবকন্যাও কামনা করি নাই। ইহাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি?

"মার-কন্যা তৃষ্ণা, রতি ও রাগকে দেখিয়া কামভোগে আমার অভিলাষ হয় নাই, মুত্র পুরীষে পরিপূর্ণ তোমার কন্যা মাগন্ধীয়াকে ত আমি পদেও স্পর্শ করিতে চাহি না।"

তখন ব্রাহ্মণ তনয়া মাগন্ধীয়া ভাবিল — 'ইচ্ছা না থাকিলে ইচ্ছা নাই বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না বলিয়া আমার শরীর 'মুত্র বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, পদেও স্পর্শ করি না' — এই কথা বলিয়া আমায় অপমান করিল কেন? যদি কোন দিন আমি উচ্চপদ প্রাপ্ত হই, তবে ইহার প্রতিশোধ লইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া রহিল।

ভগবান তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ দম্পতী অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়া তনয়া মাগন্ধীয়াকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল মাগন্ধি ব্রাহ্মণের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া প্রব্রজ্যাবলম্বন পূর্ব্বক অচিরে অরহত্ব ফল লাভ করিল।

কৌশাম্বীরাজ উদয়ন মাগন্ধীয়ার রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং পঞ্চশত সখী সহ একটি সুরম্য প্রাসাদ বাস করিতে দিলেন।

ভগবান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে যথাসময় কৌশাম্বীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীরা তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা ও কুশল প্রশ্নান্তর বলিলেন —

"ভন্তে, এই তিনটি বিহার আমরা আপনার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছি। চতুর্দ্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের উপকারের জন্য এই বিহারত্রয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" ভগবান সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

মাগন্ধীয়া বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া ভাবিল, এইবার আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব। তখন সে কয়েকজন ধূর্ত্তকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিত্য তিরস্কার করিবার জন্য নিয়োজিত করিল। তাহারা প্রত্যহ বুদ্ধ ও ভিক্ষুদিগকে নগরে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবার সময় নানাবিধ কটূক্তি করিতে লাগিল। এইরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ একদিন ভগবানকে বলিলেন — "ভন্তে, এখানে বাস করা উচিত হইবে না। লোকেরা অনর্থক সসঙ্ঘ বুদ্ধকে তিরস্কার করিতেছে। চলুন, আমরা অন্য দেশে প্রস্থান করি।"

"আনন্দ, তথাগত অষ্টবিধ লৌকিক ধর্ম্মে * কম্পিত হন না; এই তিরস্কার-ধ্বনি সপ্তাহের অধিক থাকিবে না। তিরস্কার তাহাদের উপরেই পতিত হইবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

শ্রেষ্ঠীরা সসঙ্ঘ বুদ্ধকে একমাস দান দিয়া পরে নগরবাসীকে দান দিবার অবসর প্রদান করিলেন।

* লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ।

রাজা উদয়নের তিনজন রানী ছিলেন। তাঁহাদের নাম শ্যামাবতী, মাগন্ধীয়া ও বসুলদত্তা বা বাসবদত্তা। মাগন্ধীয়া মধ্যমা ছিল। বাসব দত্তা * রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের এবং শ্যামাবতী †

* মহাকবি ভাস বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোতের কন্যা বসুলদত্তার (বাসবদত্তার) অপহরণ বৃত্তান্ত ও কৌশাম্বীর মহাসচিব যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উদয়নের কারামুক্তি কথা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ" নামক একখানি চারি অঙ্ক নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"মম হয়-খুর ভিন্নং মার্গরেণুং নরেন্দ্রাঃ
মুকুট-তট বিলগ্নং ভৃত্য-ভূতা বহন্তি।
নচ মম পরিতোষো যন্নমাং বৎসরাজঃ
প্রণমতি গুণশালী কুঞ্জর-জ্ঞান-দৃপ্তঃ॥"

অনুবাদ। [চণ্ড প্রদ্যোত বলিতেছেন] আমার অশ্বের খুরোৎক্ষিপ্ত পথরেণুকণা সকল নরপালই ভৃত্যভাবে স্বমুকুটে ধারণ করেন; কিন্তু বহু গুণোপেত বৎসরাজ (উদয়ন) হস্তী গ্রহণ শিক্ষাজ্ঞানে দৃপ্ত হইয়া আমার নিকট প্রণত নহেন, ইহাই আমার অপরিতোষের কারণ।

† শ্যামাবতীর অনুরূপ কাহিনী লইয়া মহাকবি ভাস "স্বপ্ন-বাসবদত্তম্" নামে অপর একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই নাটকে শ্যামাবতীকে পদ্মাবতী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তিনি ভদ্রবতী শ্রেষ্ঠী দুহিতা স্থলে মগধরাজ দর্শকের ভগিনী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ঘটনাটি ধর্ম্মপদার্থকথায় এবং স্বপ্নবাসবদত্তম্-এ প্রায় একরূপ।

ভদ্রবতী শ্রেষ্ঠীর তনয়া ছিলেন। রাজা অন্য দুই রাণী অপেক্ষা শ্যামাবতীর প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। শ্যামাবতীর কুজ্জোত্তরা নামে একজন পরিচারিকা ছিল। একদিন ভগবান বুদ্ধ রাজ-মাল্লাকারের বাড়ীতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্যামাবতীর পরিচারিকা কুজ্জোত্তরা আট টাকার পুষ্প নিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। মালাকার তাহাকে বলিল —

"মা উত্তরে, অদ্য তোমাকে পুষ্প দিবার অবসর আমার নাই। আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে পরিবেশন করিতেছি; তুমিও পরিবেশন কার্য্যে সাহায্য কর। এইরূপ করিলে ভবিষ্যতে পরিচারিকার কার্য্য হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হইবে।"

সে পরিবেশনে সাহায্য করিতে লাগিল। বুদ্ধ আহারান্তে ধর্ম্ম দেশনা করিলেন। কুজ্জোত্তরা ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল। সে প্রত্যহ চারি টাকার পুষ্প ক্রয় করিত এবং অবশিষ্ট টাকা অপহরণ করিত। সেই দিন কিন্তু আট টাকার পুষ্প লইয়া শ্যামাবতীর নিকট উপস্থিত হইল। শ্যামাবতী অধিক পুষ্প দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

"উত্তরে, দেখিতেছি তুমি অন্য দিন অপেক্ষা অধিক ফুল আনিয়াছ। রাজা আমার প্রতি আরও অধিক অনুরক্ত হইয়া ফুলের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা কি অর্থ অধিক দিয়াছেন?"

"না, মহারানি; আমি পূর্ব্বে আপনার প্রদত্ত অর্থের অর্দ্ধেকাংশ অপহরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ দিয়া ফুল ক্রয় করিয়া আনিতাম, অদ্য কিন্তু সম্পূর্ণ টাকার ফুল আনিয়াছি। অদ্য

আমি বুদ্ধের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি ; তদ্ধেতু আপনাকে প্রবঞ্চনা করিলাম না।”

শ্যামাবতী ভাবিলেন — “যাঁহার উপদেশে লোকের এইরূপ অলৌকিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, না জানি, তিনি কতই মহান এবং তাঁহার উপদেশই বা কতই হৃদয়গ্রাহী”— এই স্থির করিয়া তিনি কুব্জোত্তরাকে ভগবানের নিকট যাহা শুনিয়াছে, তাহা তাঁহাকে বলিতে অনুরোধ করিলেন। কুব্জোত্তরাও ভগবানের কথিত নিয়মে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিল। তচ্ছ্রবণে শ্যামাবতী পঞ্চশত সহচরী সহ স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

সেই হইতে কুব্জোত্তরা পরিচর্য্যার কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাহা পুনঃ শ্যামাবতীকে শুনাইতে আদিষ্ট হইল।

রাজা উদয়ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তদ্ধেতু শ্যামাবতী ও তাঁহার পঞ্চশত সহচরী বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্ম শ্রবণে কিম্বা তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহারা ভগবান বুদ্ধ যেই পার্শ্বের রাস্তা দিয়া গমনাগমন করেন সেই পার্শ্ব স্থিত গৃহের প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া ভগবানকে দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেন। মধ্যমা রানী মাগন্ধীয়া — যে ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া জ্বলিয়া রহিয়াছিল সে একদিন শ্যামাবতীর প্রাসাদে উপস্থিত হইল। সে এদিক-সেদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি উক্ত ছিদ্রের উপর

নিপতিত হইল। তখন শ্যামাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভগ্নি, এই ছিদ্র কিসের?"

"এই ছিদ্র দিয়া আমি ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিয়া থাকি।"

তচ্ছ্রবণে মাগন্ধীয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সতীনের জ্বালা নিবারণ ও বুদ্ধের দুর্ণাম রটনার জন্য এক অমোঘ শস্ত্র প্রস্তুত করিল।

একদিন রাজা উদয়ন মাগন্ধীয়ার প্রাসাদে উপস্থিত হইলে সে শ্যামাবতীর অনেক প্রকার কুৎসা প্রচার করিয়া বলিল—

"মহারাজ, যেই শ্যামাবতীকে আপনি দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছেন, সে কিন্তু তাহার উপপতির সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদের প্রাচীরে একটি রন্ধ্র করিয়াছে। আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যখন তাহাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আপনি স্বয়ং যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

তচ্ছ্রবণে রাজা বিস্মিত হইলেন। মাগন্ধীয়া বুঝিল, তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। সে আরও ভাবিল, আজ শ্যামাবতীর সর্ব্বনাশ করিলাম; এখন বসুলদত্তার পালা। যদি পারি একদিন না একদিন তাহারও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আমি একাকী-ই রাজার হৃদয় সিংহাসনে আধিপত্য করিব।

পরদিন রাজা শ্যামাবতীর প্রাসাদে গমনান্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে রন্ধ্র দেখিতে পাইলেন। তিনি শ্যামাবতীকে ছিদ্রের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্যামাবতী অকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমি ভগবান বুদ্ধকে দর্শনার্থ এই ছিদ্র করিয়াছি। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনিও সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া মানব জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করুন।"

রাজা শ্যামাবতীর স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বুদ্ধকে নিত্য দর্শন করিবার জন্য প্রাচীরে একটি বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে মাগন্ধীয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে আর একদিন আটটি জীবিত বন্য কুক্কুট আনিয়া রাজাকে বলিল—

"মহারাজ, শ্যামাবতী কুক্কুটের মাংস বড় ভাল রন্ধন করিতে জানে। তাহাকে এই আটটি কুক্কুট হত্যা করিয়া আপনার জন্য রন্ধন করিতে আদেশ প্রদান করুন।"

রাজা সম্মত হইলেন। শ্যামাবতী স্রোতাপন্ন আর্য্যা শ্রাবিকা। তিনি কুক্কুট হত্যা করা দূরে থাকুক হস্তে স্পর্শও না করিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে মাগন্ধীয়া রাজাকে পুনরায় বলিল—

"মহারাজ, এই কুক্কুটগুলি হত্যা করিয়া শ্রমণ গৌতমকে দান দিবার জন্য শ্যামাবতীকে আদেশ প্রদান করুন।"

রাজা জীবিত কুক্কুটগুলি শ্যামাবতীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং হত্যা পূর্ব্বক রন্ধন করিয়া ভগবানকে দান

দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য কুক্কুটগুলি শ্যামাবতীর নিকট লইয়া যাইবার সময় মাগন্ধীয়া সেইগুলি হত্যা করাইয়া মৃত অবস্থায় পাঠাইয়া দিল। শ্যামাবতী কুক্কুটগুলি মৃত দেখিয়া রন্ধন করতঃ ভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন মাগন্ধীয়া এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেক প্রকারে শ্যামাবতীকে রাজার বিরাগ ভাজন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না।

রাজা উদয়ন এক এক সপ্তাহ এক এক রাণীর প্রাসাদে রাত্রি যাপন করিতেন। মাগন্ধীয়ার দুইটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল, তবুও সে শ্যামাবতীকে রাজার কোপানলে ফেলিতে অন্য একটি ষড়যন্ত্র করিতে উদ্যত হইল। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,— "শ্যামাবতী যে রাজার প্রাণ নাশে উদ্যত, তাহা সপ্রমাণ করিব। প্রমাণিত করিতে পারিলে রাজা তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িবেন না।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে একটি কৃষ্ণ সর্প-শাবক সংগ্রহ করিয়া রাখিল। রাজা যেই দিন শ্যামাবতীর প্রাসাদে গমন করিবেন, সেই দিন সর্প-শাবকটি রাজার হস্তীকান্ত বীণাভ্যন্তরে ঢুকাইয়া দিয়া শ্যামাবতীর প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। রাজা শ্যামাবতীর শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে মাগন্ধীয়াও অনুসরণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে বীণাটি হাতে লইয়া তার ঠিক করিবার ভান করিয়া আবরণটি খুলিয়া দেওয়া মাত্র সর্প-শাবক বাহির হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে সে বীণাটি ভূতলে নিক্ষেপ

করিয়া শ্যামাবতীকে কর্কশ স্বরে বলিল, — "রে দুষ্টা, তুই এই কি করিয়াছিস্ ?" রাজাও সর্প-শাবক দর্শনে প্রজ্জ্বলিত বাঁশ বনের ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি রাগে বিবেক-বুদ্ধি রহিত হইয়া সহচরিগণ সহ শ্যামাবতীকে আহ্বান করাইলেন। শ্যামাবতী রাজাকে রাগান্বিত দেখিয়া সহচরীদিগকে বলিলেন — "রাজা আমরা সকলকে হত্যা করিবার জন্যই আহ্বান করিতেছেন। অতএব তোমরা সকলে তাঁহাকে মৈত্রীচিত্তে প্লাবিত কর।"

সকলে যথাসময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদিগকে ক্রমান্বয়ে দণ্ডায়মান করাইয়া বিষাক্ত তীর ও ধনু হস্তে রাজা উপস্থিত হইলেন। শ্যামাবতী প্রমুখা সকলে মৈত্রীচিত্তে রাজাকে প্লাবিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মৈত্রী-প্রভাবে রাজা তীর নিক্ষেপ করিতে সামর্থ্য হীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শ্যামাবতী বলিলেন —

"মহারাজ, আপনি কি ক্লান্ত হইয়াছেন ?"

"হাঁ, দেবি, আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

"তাহা হইলে তীর ভূমির দিকে করুন"

রাজা তদ্রূপ করিলেন। শ্যামাবতী 'রাজার হস্ত হইতে তীর স্খলিত হউক' এই কথা বলা মাত্রেই তীর ভূতলে

পড়িয়া গেল। রাজা এই ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া গেলেন এবং স্নান করতঃ সিক্ত কেশে ও সিক্ত বস্ত্রে শ্যামাবতীর নিকট আসিয়া করজোড়ে বলিলেন — "দেবি, আমি বিচ্ছেদ কারীর কুহকে পড়িয়া চিন্তা না করিয়া এই অপকার্য্য করিয়াছি; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।"

"মহারাজ, আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আপনি আমার শরণ গ্রহণ না করিয়া বুদ্ধের শরণই গ্রহণ করুন। আমিও আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।"

"দেবি, অদ্য হইতে তুমি তোমার অভিপ্রায়ানুযায়ী ভগবান বুদ্ধকে দান দাও এবং সায়াহ্নে বিহারে যাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ কর। আমি তোমাকে এই সব করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম।"

মাগন্ধীয়া কোন প্রকারেই শ্যামাবতীকে রাজার বিরাগ ভাজন করিতে না পারিয়া আর একদিন রাজাকে বলিল —

"মহারাজ, চলুন, উদ্যান ভ্রমণে গমন করি।"

রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। সে রাজার সম্মতি লাভ করিয়া তাহার পিতৃব্যকে আহ্বান করিয়া বলিল —

"আমরা উদ্যান ভ্রমণে গমন করিলে সহচরিগণ সহ শ্যামাবতীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া আগুন লাগাইয়া দিবেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে রাজাদেশ পালন করিতেছেন বলিবেন।"

তাহার পিতৃব্য চুল মাগন্ধীয় তাহার আদেশ পালন করিল। সেই দিন শ্যামাবতী ও তাঁহার সহচরীরা পূর্ব্বজন্মে কৃত উপপীড়ক কর্ম্মের প্রভাবে সমাপত্তি লাভে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সকলেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহাদের প্রহরীরা রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। এই অসম সাহসিক কার্য্য মাগন্ধীয়া ব্যতীত যে আর কেহ করিতে পারে না, তাহা বুঝিতে রাজার বিলম্ব হইল না। তখন তিনি মাগন্ধীয়াকে আহ্বান করাইয়া সস্নেহে বলিলেন —

"প্রিয়ে, তুমি ভাল কার্য্যই করিয়াছ। তুমি আমায় সর্ব্বদা হত্যার জন্য উৎসুক শ্যামাবতীকে সহচরীবৃন্দ সহ বিনাশ করায় আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে পুরস্কৃত করিব, অতএব তোমার জ্ঞাতিদিগকেও আহ্বান কর।"

সে রাজার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া অজ্ঞাতিদিগকেও জ্ঞাতি পরিচয় দিয়া আহ্বান করিল। তাহারা সকলে একত্র হইলে রাজা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি বৃহৎ গর্ত্ত খনন করাইয়া সকলকে জীবন্তাবস্থায় মাটি চাপা দিলেন এবং উপরিভাগে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করাইলেন। তাহাতে তাহারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মাগন্ধীয়ার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করাইয়া তপ্ত কটাহে ভাজাইলেন। সে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

উত্তরা

রাজগৃহে সুমন শ্রেষ্ঠীর পূর্ণ নামক একজন সেবক ছিল। তাহার পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা উত্তরা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। একদিন রাজগৃহে সপ্তাহব্যাপী নক্ষত্রক্রীড়া উৎসব আরম্ভ হইল। সুমন শ্রেষ্ঠী সেবক পূর্ণকে বলিল—"আমার পরিরারের সকলে নক্ষত্রক্রীড়া-উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে, তুমিও যাইবে, না শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবে ?"

"প্রভু, নক্ষত্রক্রীড়ায় আমোদ উপভোগ করা ধনবানদের কাজ। আমার গৃহে কল্য যবাগু পাক করিবার চাউলও নাই, কাজেই আমার মত দরিদ্রলোকের আমোদ উপভোগ করা শোভা পায় না। বলীবর্দ্দ পাইলে আমি জমি কর্ষণ করিতে যাইব।"

"তাহা হইলে তুমি বলীবর্দ্দ লইয়া যাইয়া তাহাই কর।"

সে বলিষ্ঠ বলদ ও লাঙ্গল লইয়া কৃষিক্ষেত্রে যাইবার সময় তাহার পত্নীকে বলিল—"আজ সকলেই নক্ষত্রক্রীড়ায় আমোদ উপভোগ করিতে যাইতেছে, কিন্তু আমি দরিদ্রতা নিবন্ধন কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য যাইতেছি। অদ্য আমার জন্য অধিক অন্ন পাক করিয়া লইয়া আসিও।"

পূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া জমি কর্ষণ করিতেছে, এমন সময় শারীপুত্র স্থবির তাহার নিকটবর্ত্তী একটি ঝোপের আড়ালে

গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সে তাঁহাকে দর্শনান্তর আসিয়া দন্তধাবন কাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল ছাঁকিয়া প্রদান করিল। শারীপুত্র মুখ প্রক্ষালন করিয়া নগরের দিকে ভিক্ষার্থে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ণের পত্নী স্বামীর জন্য আহার্য্য লইয়া সেই রাস্তা দিয়া আসিবার সময় শারীপুত্রের সম্মুখীন হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সে ভাবিল—

"যেই সময় আমার নিকট দানীয় দ্রব্য থাকে সেই সময় আর্য্যের দেখা পাই না, যেই সময় আর্য্যের দেখা পাই সেই সময় দানীয় বস্তু থাকে না। অদ্য আর্য্যও আমার সম্মুখে উপস্থিত, আমার নিকটও দানীয় সামগ্রী বর্ত্তমান আছে। আর্য্য আমার উপকার করিবেন কি?"—এই স্থির করিয়া সে অন্ন-পাত্র নামাইয়া তাঁহাকে বন্দনা পূর্ব্বক বলিল— "ভন্তে, এই আহার্য্য উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট তাহা মনে না করিয়া গ্রহণ করতঃ সেবিকার মঙ্গল সাধন করুন।"

সে স্থবিরের ভিক্ষাপাত্রে অন্ন প্রদান করিতে লাগিল। অর্দ্ধেক অন্ন দেওয়া হইলে স্থবির আর না দিবার জন্য হস্তদ্বারা পাত্রমুখ আচ্ছাদিত করিলেন। তদ্দর্শনে সে বলিল— "ভন্তে, একজনের আহার্য্য দুই অংশ করিতে পারি না। আপনার সেবিকার ইহলোকের হিত সাধন না করিয়া পরলোকের হিত সাধন করুন। সমস্ত আহার্য্যই প্রদান করিব।" এই বলিয়া সমস্ত আহার্য্য তাঁহার পাত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিল— "ভন্তে, এই পুণ্যের ফলে আপনি

যেই ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, আমিও যেন সেই ধর্ম্ম অবগত হইতে পারি।" স্থবির "তাহাই হউক" বলিয়া অনুমোদন পূর্ব্বক জল সুলভ স্থানে বসিয়া আহার-কৃত্য সমাপন করিলেন।

সে গৃহে ফিরিয়া গিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া পুনঃ ভাত পাক করিল। এদিকে পূর্ণ অর্দ্ধ করীষ প্রমাণ ভূমি কর্ষণ করতঃ ক্ষুধায় কাতর হইয়া গরু দুইটি ছাড়িয়া দিল এবং একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পত্নী পুনঃ আহার্য্য লইয়া আসিবার সময় ভাবিল,— "আমার স্বামী ক্ষুধায় কাতর হইয়া বোধ হয় আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বিলম্ব হওয়ায় তিনি যদি আমায় প্রহার করেন, তাহা হইলে অদ্য আমার কৃত পুণ্য বিফল হইবে। বিলম্বের কারণ আমি তাঁহাকে প্রথমেই বলিয়া ফেলিব।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই সে বলিতে লাগিল— "স্বামি, আপনার জন্য প্রাতেই আহার্য্য লইয়া আসিতেছি এমন সময় আর্য্য শারীপুত্র স্থবিরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে আপনার জন্য আহৃত আহার্য্য দান দিয়াছিলাম এবং গৃহে যাইয়া পুনরায় ভাত পাক করিয়া লইয়া আসিতেছি, এই জন্যই বিলম্ব হইল। অদ্য একদিনের জন্য চিত্ত প্রসন্ন করুন।"

পূর্ণ প্রসন্ন হইয়া বলিল— "প্রিয়ে, তুমি অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। আমিও অদ্য প্রাতে তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ এবং মুখ প্রক্ষালনের জল দিয়াছিলাম।" এই বলিয়া আহারকৃত

সম্পাদন করিল। বিলম্বে আহার করায় তাহার দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে তাহার কর্ষিত জমির ধূলিকণা পর্য্যন্ত সমস্তই রক্তস্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল। সে জাগ্রত হইয়া তদ্দর্শনে পত্নীকে সাশ্চর্য্যে বলিল—"প্রিয়ে, আমার কর্ষিত স্থান সমস্তই স্বর্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে! বোধ হয়, আমি অতি বিলম্বে আহার করায় আমার দৃষ্টি বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।"

"স্বামি, আমারও তদ্রূপ বোধ হইতেছে।"

তখন সে কর্ষিত স্থানে যাইয়া দেখিল, সেখানে মৃত্তিকা নাই, সমস্তই রক্তবর্ণের স্বর্ণকণিকা। সে ভাবিল— "আজই আর্য্য শারীপুত্রকে প্রদত্ত দানের ফল পাইলাম; কিন্তু এত স্বর্ণরাশি আমি নিতে পারিব না।" সে যাইয়া রাজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

"দেব, আমি সুমন শ্রেষ্ঠীর সেবক পূর্ণ।"

"তুমি অদ্য কি করিয়াছ?"

"আমি আজ প্রাতে আর্য্য শারীপুত্রকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল দিয়াছিলাম এবং আমার পত্নী আমার জন্য আহৃত খাদ্যসামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল।"

রাজা ভাবিলেন, "আর্য্য শারীপুত্রকে প্রদত্ত দানের ফল আজই পাওয়া গেল!" এই ভাবিয়া তাহাকে বলিলেন, "তাহা হইলে আমায় কি করিতে হইবে?"

"মহারাজ, শকটাদি প্রেরণ করিয়া স্বর্ণরাশি আনয়ন করুন।"

রাজা অনেকগুলি শকট প্রেরণ করিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা 'এই স্বর্ণ রাশির অধিকারী রাজা' — এইরূপ চিন্তা করিয়া যাহা লইল তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইতে লাগিল। তাহারা এই সংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — "তোমরা কিরূপ চিন্তা করিয়া স্বর্ণ লইয়াছিলে?"

"'এই স্বর্ণরাশির অধিকারী রাজা' এই চিন্তা করিয়াই আমরা লইতেছিলাম।"

"আমিত তাহার অধিকারী হইতে পারি না। পূর্ণই তাহার প্রকৃত অধিকারী। সে-ই ঐ সবের মালীক এইরূপ ভাবিয়া লও।"

তাহারা তদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত স্বর্ণে পরিণত হইয়া গেল। কর্ম্মচারীরা সমস্তই আনিয়া রাজ-প্রাঙ্গণে স্তূপ করিল। রাজা নগরবাসীদিগকে সমবেত করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — "এতগুলি স্বর্ণ অন্য কাহারও নিকট কি আছে?"

"নাই, মহারাজ।"

"এখন পূর্ণকে কোন পদ প্রদান করা উচিৎ?"

"মহারাজ, তাহাকে শ্রেষ্ঠী-পদ দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

রাজা পূর্ণকে শ্রেষ্ঠী-পদ প্রদান করিলেন। তখন সে রাজাকে বলিল — "দেব, আমি এতদিন পরের ঘরেই ছিলাম। এখন আমাকে বাসস্থান নির্ব্বাচিত করিয়া দিন।"

"ঐ যে বিস্তৃত মাঠ গুল্মে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থানই তুমি পরিষ্কার করিয়া গৃহ প্রস্তুত কর।"

পূর্ণ তথায় অচিরেই সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। গৃহ প্রবেশ ও শ্রেষ্ঠীপদ প্রাপ্তি উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নানা সামগ্রী দান করিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে দান-শীল-স্বর্গ কথা, কাম ভোগের অপকারিতা এবং গৃহবাস ত্যাগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তচ্ছ্রবণে পূর্ণ, তাহার পত্নী এবং কন্যা উত্তরা তিনজনেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

একসময় রাজগৃহের সুমন শ্রেষ্ঠী — পূর্ণের পূর্ব্ব মনিব তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইল,— "তোমার তনয়া উত্তরাকে আমার পুত্রের জন্য প্রদান কর।"

পূর্ণ ভাবিল, "সুমন শ্রেষ্ঠী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহার ছেলের জন্য আমার কন্যা দিব না বলিলে তিনি বলিবেন, 'আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই তুমি আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ। তোমার দুহিতা আমার ছেলেকে দিতেই হইবে'। কাজেই আমাকে বলিতে হইবে, 'আমার মেয়ে ত্রিরত্নের আশ্রয় বিনা থাকিতে পারে না, আপনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাই আমার কন্যা আপনার ছেলের জন্য দিতে পারিতেছি না'।"

এই ভাবিয়া সে সংবাদ দিল — "আপনি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় আমার কন্যা আপনার ছেলের জন্য দিতে পারি না। আমার মেয়ে ত্রিরত্নের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারিবে না।"

পূর্ণকে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরা বলিলেন,— "তুমি সুমন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখ। মেয়ে না দেওয়া ঠিক হইবে না।" পূর্ণ তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে সুমন শ্রেষ্ঠীর পুত্রকে তাহার কন্যা উত্তরাকে সম্প্রদান করিল।

উত্তরা স্বামী-গৃহে যাওয়া অবধি ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের নিকট যাইয়া ধর্ম্ম শুনিবার বা দান দিবার অনুমতি পাইল না। বর্ষাবাসের সার্দ্ধ দুই মাস অতীত হইলে সে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল — "এখন বর্ষাবাস শেষ হইবার আর কয়দিন অবশিষ্ট আছে?"

"আর্য্য, আর অর্দ্ধমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

তখন উত্তরা পিতার নিকট সংবাদ দিল — "বাবা, আমাকে এরূপ কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া চিহ্নিত করিয়া পরের দাসী বৃত্তিতে নিয়োজিত করিলে ভাল করিতেন। এরূপ মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করা আপনার উচিত হয় নাই। এখানে আসিয়াছি অবধি ভিক্ষু দর্শন কিম্বা পুণ্যকর্ম্ম করিবার সৌভাগ্য আমার হইতেছে না।"

তচ্ছ্রবণে তাহার পিতা পূর্ণ শ্রেষ্ঠী তাহার দুঃখে অভিভূত হইয়া পঞ্চদশ সহস্র টাকা সহ সংবাদ দিল —

"সেই নগরে শ্রীমা নামে রূপ যৌবন সম্পন্না বিলাসবতী গণিকা বাস করে। তাহাকে দৈনিক সহস্র টাকা হিসাবে পঞ্চদশ দিনের জন্য পঞ্চদশ সহস্র টাকা দিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় নিয়োগ কর এবং স্বয়ং পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।"

উত্তরা শ্রীমাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল — "সখি, তুমি দৈনিক সহস্র টাকা হিসাবে পক্ষকালের জন্য এই পঞ্চদশ সহস্র টাকা লইয়া আমার স্বামীর মনোরঞ্জন কর।" সে তাহাতে সম্মত হইল। উত্তরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল,— "ব্যাপার কি ?"

"স্বামি, আমার এই সখী আপনাকে অর্দ্ধমাস পরিচর্য্যা করিবে। আমি এই সময়ের মধ্যে দান কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।"

সে সুন্দরী গণিকা দেখিয়া আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিল।

উত্তরা অনুমতি পাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে অর্দ্ধমাসের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। বুদ্ধ প্রত্যহ তাহার দান উপভোগ করিতে লাগিলেন। উত্তরা স্বয়ং রন্ধন শালায় থাকিয়া দাসীদের দ্বারা সমস্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিল। তাহার স্বামী আশ্বিনী পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবসে বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তরাকে পাক ঘরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ছারিকা লিপ্ত এবং মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেখিয়া ভাবিল, "এই মূর্খ এমন ঐশ্বর্য্য পূর্ণ বিলাস সামগ্রী উপভোগ না করিয়া শ্রমণকদের সেবায়

আত্মনিয়োগ করিয়াছে!" এই ভাবিয়া ব্যঙ্গ হাস্য করিল। সেই স্থানে স্থিত শ্রীমা এই ব্যাপার দর্শনে ভাবিল, "বোধ হয়, উত্তরার সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠী পুত্রের গুপ্ত প্রণয় আছে!"

গণিকা শ্রীমা অর্দ্ধমাস মাত্র শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে বাস করিয়া সে যে বাহিরের লোক এবং এই ঘরের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই তাহা ভুলিয়া গেল! সে নিজকে গৃহকর্ত্রী মনে করিয়া উত্তরার বিনাশ সাধনের জন্য তাড়াতাড়ি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া পাকশালায় ঢুকিয়া উত্তপ্ত ঘৃত উত্তরার মস্তকে নিক্ষেপ করিল। উত্তরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, "আমার এই সখী আমার মহদুপকার সাধন করিয়াছে। আমার সখীর গুণের পরিসীমা নাই। সে না থাকিলে আমি কখনও এই পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠান করিবার অবসর পাইতাম না। যদি তাহার প্রতি আমার অণুমাত্র ক্রোধও থাকে, তবে উত্তপ্ত ঘৃত দ্বারা আমি দগ্ধ হইব, আর যদি না থাকে তবে এই ঘৃত আমায় দগ্ধ করিতে সমর্থ না হউক।" এইরূপে উত্তরা শ্রীমাকে মৈত্রী দ্বারা প্লাবিত করিল।

তাহার মৈত্রী প্রভাবে উত্তপ্ত ঘৃত তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। তাহা তাহার নিকট সুবাসিত স্নিগ্ধ তৈলের ন্যায় বোধ হইল। তদ্দর্শনে শ্রীমা পুনরায় চামচ পূর্ণ করিয়া তপ্ত ঘৃত লইয়া আসিতেছে এমন সময় উত্তরার দাসীরা তাহাকে পরিবৃত করিয়া বলিল—

"রে পোড়ামুখি, তুই করিতেছিস্ কি? আমাদের গৃহকর্ত্রীর প্রতি তোর এ কেমন ব্যবহার?" এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে ভূতলে ফেলিয়া দিল। উত্তরা বারম্বার বাধা দিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। তখনই শ্রীমার চৈতন্যোদয় হইল।

তখন সে ভাবিল "বাস্তবিক আমিত এই গৃহের কেহই নহি। আমি আমার উপপতি — উত্তরার স্বামী শ্রেষ্ঠীপুত্রের ব্যঙ্গহাস্যে এমন দুষ্কার্য্য কেন করিলাম! উত্তরা আমার এমন হিতৈষী যে তাহার প্রতি নিরর্থক অমানুষিক দুর্ব্যবহার করিলেও সে আমার প্রতি অত্যাচার না করিতে তাহার দাসীদিগকে কত অনুনয় বিনয় করিল। আমি যদি এমন সুশীলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি, তবে আমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে উত্তরার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল — "আর্য্য, আমাকে ক্ষমা কর।"

"আমি জীবিত পিতার তনয়া। আমার পিতা ক্ষমা করিলে আমিও ক্ষমা করিব।"

"আচ্ছা, তোমার পিতা পূর্ণ শ্রেষ্ঠীর কাছেও ক্ষমা চাহিব।"

"পূর্ণ আমার জন্মদাতা পিতা মাত্র। যিনি আমায় জন্মক্ষয়কর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার সেই পিতা ক্ষমা করিলেই আমি ক্ষমা করিব।"

"তোমার সেই পিতা কে?"

"ভগবান বুদ্ধ।"

"তাঁহার সঙ্গেত আমার কোন পরিচয় নাই।"

"আমি-ই পরিচয় করিয়া দিব। তিনি আগামী কল্য ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ এখানে আগমন করিবেন। তখন তুমি তোমার অবস্থানুয়ায়ী সৎকার সম্মানের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

সে তাহাতে সম্মত হইয়া পঞ্চশত পরিচারিকা দ্বারা উত্তম খাদ্য ভোজ্য সম্পাদন করিল এবং যথাসময়ে উত্তরার গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে স্বহস্তে দান দিতে সাহস না করায় উত্তরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। বুদ্ধের আহার কৃত্য সমাপন হইলে সে পরিচারিকাগণ সহ তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। বুদ্ধ বলিলেন —

"তুমি কি অপরাধ করিয়াছ?"

সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। বুদ্ধ উত্তরাকে জিজ্ঞাসা কারলেন — "উত্তরে, শ্রীমা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য?"

"ভন্তে, সবই সত্য। আমার এই সখী আমার মস্তকে উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ করিয়াছিল।"

"তখন তুমি কি চিন্তা করিয়াছিলে?"

"আমি চিন্তা করিয়াছিলাম, 'এই পৃথিবীর চেয়ে আমার এই সখীর উপকার অধিক। আমি তাহারদ্বারাই দান দিবার এবং ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছি। যদি তাহার প্রতি আমার অনুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হয়, তবে আমি দগ্ধ

হইব আর যদি ক্রোধের সঞ্চার না হয়, তবে দগ্ধ হইব না।' এই ভাবিয়া তাহাকে মৈত্রীচিত্তে প্লাবিত করিয়াছিলাম।"

বুদ্ধ উত্তরাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন—

"অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে, দান দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।"

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীমা প্রভৃতি পঞ্চশত স্ত্রীলোক স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

সুভদ্রা

আশৈশব উগ্‌গ নগরবাসী উগ্‌গ নামক শ্রেষ্ঠী-পুত্র অনাথপিণ্ডদ শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাহারা উভয়ে জনৈক আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট পুত্র কন্যা জন্মধারণ করিলে যাহার মেয়ে হয় সে অন্যের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিবে। তাহারা উভয়ে যথাসময় স্ব স্ব নগরে শ্রেষ্ঠী-পদ লাভ করিয়া পুত্র কন্যার জনক হইল।

একদিন উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী বাণিজ্যোপলক্ষে পঞ্চশত শকট সহ শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইল। অনাথ পিণ্ডদ কন্যা সুভদ্রাকে

আদেশ দিলেন, আমার বন্ধু উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী যতদিন আমার গৃহে অবস্থান করিবে ততদিন তুমি তাহার পরিচর্য্যা করিবে। সে পিতৃবাক্যে সানন্দে সম্মত হইয়া প্রত্যহ স্বহস্তে উগ্‌গ শ্রেষ্ঠীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী তাহার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিল।

এক সময় উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী কথা প্রসঙ্গে অনাথ পিণ্ডদকে বাল্যকালের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সুভদ্রাকে তাহার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল।

উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক। এই হেতু অনাথ পিণ্ডদ বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উত্তর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। একদিন অনাথ পিণ্ডদ ভগবানের নিকট যাইয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি উগ্‌গ শ্রেষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনাথ পিণ্ডদ-পত্নীও ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর অনাথ পিণ্ডদ উগ্‌গ শ্রেষ্ঠীকে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া শুভদিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশাখার বিবাহে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, অনাথ পিণ্ডদও তদ্রূপ করিলেন। যাত্রার দিন অনাথ পিণ্ডদ সুভদ্রাকে ডাকিয়া ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ন্যায় দশটি উপদেশ * প্রদান করিলেন।

---

* ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্বশুর গৃহে তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার জন্য বরপক্ষীয় আটজন সম্ভ্রান্ত লোককে নিয়োজিত করিলেন। বিদায়ের দিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে খাদ্য ভোজ্যাদি নানা সামগ্রী দান করিলেন। বিশাখার ন্যায় সুভদ্রাকে দাস-দাসী ও রত্নাভরণাদি নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

বরযাত্রীরা যথাসময় উগ্‌গ নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার বহু লোক তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। সুভদ্রা শ্বশুর গৃহে উপস্থিত হইবার পর তাহাকে অনেকে অনেক সামগ্রী উপঢৌকন প্রদান করিল। সেও তাহাদিগকে নানা দ্রব্য উপহার প্রদান করিয়া সকলের প্রীতি ভাজন হইল। বিবাহের দিন তাহার শ্বশুর উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সুভদ্রাকে সংবাদ দিল, 'আমার গুরুবর্গকে বন্দনা করিয়া যাও।' সুভদ্রা তাহাদিগকে নগ্ন দেখিয়া লজ্জা বশতঃ আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। উগ্‌গ শ্রেষ্ঠী বারম্বার আহ্বান করা সত্ত্বেও পুত্রবধূ সুভদ্রা তাহার কথায় কর্ণপাত না করায় সে ক্রোধভরে বলিল — "ইহাকে আমার ঘর হইতে বা হির করিয়া দাও।" এই বলিয়া সেই আটজন ভদ্রলোককে ডাকিয়া সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিল। তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিয়া সুভদ্রা নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন উগ্‌গশ্রেষ্ঠী তাহার পত্নীকে বলিল — "পুত্রবধূ আমাদের গুরুকে নির্লজ্জ বলিয়া বন্দনা করিতেছে না।" শ্রেষ্ঠী-পত্নী সুভদ্রাকে আহ্বান করিয়া বলিল,— "আমাদের গুরু নির্লজ্জ, তোমার

গুরু শ্রমণ কিরূপ বল দেখি। তোমায়ত তাঁহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখিতেছি।"

সুভদ্রা বলিল —

"আমার শ্রমণদের ইন্দ্রিয় ও মন শান্ত, তাঁহাদের গমনও দাঁড়ান শান্ত, তাঁহাদের চক্ষুদৃষ্টি নিম্নদিকে অবস্থিত এবং তাঁহারা মিতভাষী।

"আমার শ্রমণদের কায়িক কর্ম্ম পবিত্র, বাচনিক কর্ম্ম অনাবিল এবং মানসিক কর্ম্ম সুবিশুদ্ধ।

"আমার শ্রমণদের অভ্যন্তর ও বাহির ধৌত শঙ্খের ন্যায় নির্ম্মল।

"জগৎ লাভের দ্বারা হৃষ্ট, অলাভের দ্বারা ম্রিয়মান; আমার শ্রমণেরা কিন্তু লাভালাভে কম্পিত নহেন।

"জগৎ প্রশংসায় হৃষ্ট এবং নিন্দায় ম্রিয়মান; আমার শ্রমণেরা কিন্তু নিন্দা প্রশংসায় বিচলিত হন না।

"জগৎ যশের দ্বারা হৃষ্ট, অযশের দ্বারা দুঃখিত; আমার শ্রমণেরা কিন্তু যশাযশে কম্পিত হন না।

"জগৎ সুখে স্ফীত এবং দুঃখে ম্রিয়মান, আমার শ্রমণেরা কিন্তু সুখে দুঃখে কম্পিত নহেন।"

সুভদ্রা এইরূপে শ্রমণদের গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্বশ্রূকে সন্তুষ্ট করিল। শ্রেষ্ঠী-পত্নী বলিল — "তোমার শ্রমণকে আমাদিগকেও দেখাইতে পারিবে কি?"

"মা, নিশ্চয় পারিব।"

"তাহা হইলে আমরা যাহাতে শ্রমণকে দেখিতে পাই, তেমন উপায় কর।"

সুভদ্রা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য দানীয় সামগ্রী সজ্জিত রাখিয়া তাঁহাদের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিল। ভগবান পঞ্চশত অরহত ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উগ্‌গ নগরে যাত্রা করিলেন। উগ্‌গশ্রেষ্ঠী পরিজনসহ সুভদ্রার নির্দ্দেশ মত ভগবানের পথপানে তাকাইয়া রহিল। ভগবান যথাসময় উগ্‌গনগরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে দর্শনে প্রসন্ন হইয়া পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিল এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনেক দানীয় সামগ্রী দান করিল।

ভগবান তাহার স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শুনিয়া উগ্‌গশ্রেষ্ঠীর এবং চতুরাশীতি সহস্র প্রাণীর ধর্ম্মাববোধ হইল।

ভগবান সুভদ্রার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেইস্থানে অনুরুদ্ধ স্থবিরকে বাস করিবার আদেশ দিয়া শ্রাবস্তীতে প্রস্থান করিলেন। তদবধি উগ্‌গ নগরবাসীরা সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইল।

তন্তুবায়-দুহিতা

ভগবান বুদ্ধ এক সময় আলবী * রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ধর্ম্ম শ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত জনতাকে বলিলেন —

"জীবনের নিশ্চয়তা নাই, মৃত্যু নিশ্চিত ; আমাকে মরিতেই হইবে, মৃত্যু পর্য্যন্তই আমার জীবন ; জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু নিশ্চিত। এইরূপে মরণ-স্মৃতি ভাবনা কর। যাহারা মৃত্যু চিন্তা করে না, তাহারা শেষকালে — মৃত্যুকালে সর্প দেখিলে লোকে যেরূপ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়, সেইরূপ ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে। যাহারা মৃত্যু চিন্তা করে, তাহারা সর্পকে দূর হইতে দেখিয়া লোকে যেমন দণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করে তেমন মৃত্যুকালে নির্ভীক হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তদ্ধেতু তোমাদের সকলেরই মরণ-স্মৃতি ভাবনা করা উচিৎ।"

এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াও সকলে স্ব স্ব প্রমাদকর কার্য্যেই রত হইল। কেবল মাত্র এক ষোড়শী তাঁতির মেয়ে ভাবিল — "অহো, বুদ্ধের উপদেশ কেমন আশ্চর্য্যজনক! আমি সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে সেই দিন হইতে মরণ-স্মৃতি ভাবনায় নিবিষ্ট হইল। ভগবান

---

* বর্ত্তমান নাম অবল, জিলা কানপুর;

আলবীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রস্থান করিলেন। সেই তাঁতির মেয়ে তদবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত মরণ-স্মৃতি ভাবনা করিল।

ভগবান বুদ্ধ একদিন প্রত্যুষ সময়ে জগতের প্রাণীদের অবস্থা অবলোকন করিবার সময় সেই তাঁতির মেয়ে তাঁহার জ্ঞান জালাভ্যন্তরে নিপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে তিনি ভাবিলেন — 'আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছে পর্য্যন্ত এই কুমারী তিন বৎসর যাবৎ মরণ-স্মৃতি ভাবনা করিতেছে। এখন যদি আমি যাইয়া তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তবে সে প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর প্রদান করিবে। আমিও তাহাকে সাধুবাদ দিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব। তচ্ছ্রবণে সে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিবে এবং উপস্থিত শ্রোতৃবর্গও উপকৃত হইবে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তী হইতে আলবী রাজ্যের অগ্গালব বিহারে উপস্থিত হইলেন। আলবীবাসীরা তাঁহার আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

সেই তাঁতির মেয়েও এই সংবাদ শ্রবণে চিন্তা করিল, 'দীর্ঘ দিন পরে আমার পিতা, পরিত্রাতা, আচার্য্য এবং পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মহাগৌতম বুদ্ধ আসিয়াছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্ণকান্তি দেহ দেখিয়াছিলাম, এখন আবার তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে পারিব।'

তাহার পিতা কর্ম্মশালায় যাইবার সময় তাহাকে বলিল, 'মা, একজন লোকের কাপড় অদ্যই বুনিয়া দিবার জন্য অগ্রিম পারিশ্রমিক লইয়াছি। সেই কাপড় বয়ন প্রায় শেষ হইয়াছে, মাত্র এক বিদস্তি অবশিষ্ট আছে। তাহা অদ্য বয়ন করিয়া শেষ করিতে হইবে। তুমি সুতাগুলি 'তানা' দিয়া শীঘ্র তাঁতশালায় আস।'

পিতার আদেশ শ্রবণে সে চিন্তা করিল — "আমি অদ্য বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু পিতা সুতাগুলি 'তানা' দিতে আদেশ দিয়া গেলেন। এখন আমার কি করা উচিত? ধর্ম্ম শুনিতে যাইব, না 'তানা' দিব।" আবার চিন্তা করিল — "যদি আমি পিতার আদেশ পালন না করি তবে তিনি আমায় প্রহার করিতে পারেন, অতএব আমি আগে পিতার আদেশ পালন করিয়া পরে ধর্ম্ম শুনিতে যাইব।" এই স্থির করিয়া সে 'তানা' দিতে লাগিল।

আলবীবাসীরা ভগবানকে আহার করাইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে উপবেশন করিল। ভগবান ভাবিলেন, "আমি যাহার জন্য ত্রিংশৎ যোজন দূরে আগমন করিলাম, সে এখনও অবসর পাইল না। সে আসিলেই তবে ধর্ম্ম দেশনা আরম্ভ করিব।" এই ভাবিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। এই অবস্থায় জগতে এমন কেহ নাই, যে তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই বালিকা 'তানা' থলিয়ায় পুরিয়া পিতার নিকট যাইবার সময় সেই সভামণ্ডপে উপস্থিত

হইল। ভগবান তখন গ্রীবা ঊর্দ্ধদিকে করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বালিকা বুঝিল, ভগবান তাহার আগমন প্রত্যাশায়ই নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। সে তাহার কাপড় বুনিবার সামগ্রী একস্থানে রাখিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কুমারি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ভন্তে, তাহা আমি জানি না।"

"কোথায় যাইবে?"

"ভন্তে, তাহাও আমি জানি না।"

"জান না?"

"ভন্তে, জানি।"

"জান?"

"ভন্তে, জানি না।"

ভগবান এইরূপে তাহাকে চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত জনতা বালিকার উত্তর শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"দেখ, হীন জাতির মেয়ে বুদ্ধের সঙ্গে যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছে! তাহাকে বুদ্ধ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা হইতে আসিতেছ?' সে কি 'পিতৃগৃহ হইতে আসিতেছি' বলিতে পারিল না?' কোথায় যাইতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া 'তাঁতশালায় যাইতেছি' বলিতে, পারিল না?"

ভগবান তাহাদিগকে নীরব করিয়া বালিকাকে বলিলেন — "কুমারি, 'কোথা হইতে আসিতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া তুমি কেন 'জানি না' বলিয়া উত্তর দিলে?"

"ভন্তে, আমি যে পিতৃগৃহ হইতে আসিতেছি, তাহা আপনি অবগত আছেন। আপনার প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, আমি কোথা হইতে আসিয়া এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। তদ্ধেতু আমি বলিলাম — 'জানি না'।"

"'কোথায় যাইতেছ' জিজ্ঞাসিত হইয়া কেন 'জানি না' বলিলে?"

"ভন্তে, আমি যে কাপড় বুনিবার সামগ্রী লইয়া তাঁতশালায় যাইতেছি তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনার প্রশ্নের অর্থ হইতেছে, এখান হইতে মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব। তাহা আমার জ্ঞাত না থাকায় আমি বলিয়াছি, 'জানি না'।"

" 'জান না' জিজ্ঞাসিত হইয়া 'জানি' বলিলে কেন?"

"ভন্তে, আমার যে মৃত্যু হইবে আমি তাহা জানি। এইজন্য বলিয়াছি, 'জানি'।"

"কেন 'জান' জিজ্ঞাসিত হইয়া 'জানি না' বলিলে?"

"ভন্তে, আমার যে মৃত্যু হইবে আমি তাহা জানি বটে কিন্তু রাত্রি কিম্বা দিবসের কোন সময় যে মৃত্যু হইবে তাহাত জানি না। এই হেতু বলিয়াছি — 'জানি না'।"

ভগবান তাহার যথার্থ উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং উপস্থিত জনতাকে বলিলেন, —

"তোমরা কেবল উপহাসই করিতে পার। এই বালিকা যে উদ্দেশ্যে সেইরূপ বলিল তাহা বুঝিবার শক্তি তোমাদের নাই। যাহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাহারাই চক্ষুষ্মান, যাহাদের জ্ঞানচক্ষু নাই তাহারা প্রকৃত অন্ধ।"

উপদেশ সমাপ্ত হইলে বালিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল এবং ভগবানের ধর্ম্ম দেশনাও সার্থক হইল।

অতঃপর বালিকা বস্ত্রবয়নের সামগ্রী হস্তে পিতার কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইল। তখন তাহার পিতা উপবিষ্টাবস্থায় নিদ্রা যাইতেছিল। বালিকা তাঁতে কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। তাহার পিতাও হঠাৎ জাগ্রত হইয়া অসাবধান হইয়া যেই কার্য্য আরম্ভ করিল, অমনি তাঁতের 'মাকু' বালিকার বক্ষে পড়িয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সে তৎক্ষণাৎই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যক্ষ দমন

আলবক

শ্রাবস্তী হইতে ত্রিংশৎ যোজন ব্যবধানে হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে আলবী রাজ্য অবস্থিত ছিল। একদিন সেই রাজ্যের রাজা মৃগয়া করিবার মানসে সৈন্য সামন্ত লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন — "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে সে মৃগয়ায় নিপুণ নহে বলিয়া ধারণা করিব।" দৈবযোগে সেইদিন রাজার পার্শ্ব দিয়াই একটি মৃগ পলায়ন করিল। রাজা লজ্জিত হইয়া বেগে তীর লইয়া মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তিন যোজন অতিক্রম করিয়া মৃগ বধ করিলেন। মাংসের প্রয়োজন না থাকিলেও সহচরদের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত তিনি মৃগটি দুই খণ্ড করিয়া মৃগ সহ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত নিবিড় ছায়া সমাকুল একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষ-মূলে শ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। সেই বৃক্ষ-মূলে আলবক নামে নরভুক এক যক্ষ বাস করিত। সেই যক্ষ মধ্যাহ্নে প্রাণীরা সেই বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আসিলে ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত। সেইদিন সে রাজাকে দেখিয়া ভক্ষণ করিতে উপস্থিত হইল। রাজা অনন্যোপায় হইয়া

বলিলেন,— "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি প্রতিদিন তোমার জন্য একটি মনুষ্য ও এক পাত্র অন্ন প্রেরণ করিব।" যক্ষ বলিল — "তুমি রাজৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু যে এই বৃক্ষ-মূলে উপস্থিত হয় নাই কিম্বা উপস্থিত হইবার আদেশ পায় নাই, আমার তাহাকে ভক্ষণ করিবার বিধান নাই। যদি আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে অন্য কি খাইয়া জীবন যাপন করিব?" রাজা বলিলেন — "যেইদিন আমি তোমার ভক্ষ্য মনুষ্য না পাঠাইব, সেইদিন আমাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য আদেশ দিলাম।" তচ্ছ্রবণে যক্ষ রাজাকে মুক্তি প্রদান করিল। রাজা মুক্তি লাভ করিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা নগরের বহির্দেশে স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা রাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি তাহাদের নিকট কিছু প্রকাশ না করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়া নগর-রক্ষকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন।

নগর-রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল —

"মহারাজ, আপনি কি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিয়াছেন?"

"না, সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসি নাই।"

"যাহা হইবার হইবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তাহার যে কোন প্রতিকার করিব।"

নগর-রক্ষক কারাগারে যাইয়া যাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— "যে প্রাণদান চাও, সে

বাহির হইয়া আস।" তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে বাহির হইল তাহাকে স্নানাহার করাইয়া বলিল — "এই অন্নগুলি যক্ষকে দিয়া আস।" সে অন্ন লইয়া বৃক্ষ-মূলে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যক্ষ তাহাকে পদ্মনালের ন্যায় চর্ব্বন করিয়া খাইয়া ফেলিল। যক্ষের হস্তগত হইলে মানুষের দেহ নবনীত* পিণ্ডের ন্যায় কোমল হইয়া যায়। দূর হইতে পথিকেরা তাহার এই দশা বিপর্য্যয় দেখিয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের নিকট উক্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। রাজা অপরাধীকে যক্ষের আহার্য্যরূপে প্রেরণ করেন এই সংবাদ যখন প্রচার হইয়া পড়িল, তখন চোরেরা চৌর্য্য হইতে বিরত হইল। পুরাতন অপরাধীদিগকে যক্ষ ভক্ষণ করিয়া ফেলায় এবং নূতন অপরাধীরও অভাব হওয়ায় কারাগার অপরাধী শূন্য হইয়া গেল। এই সংবাদ নগর-রক্ষক রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা মূল্যবান সামগ্রী রাস্তায় ফেলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এইগুলি যে গ্রহণ করিবে তাহাকে যক্ষের আহার্য্যরূপে প্রেরণ করিব। মনুষ্যেরা রাজার আচরণে এতই সন্ত্রস্ত হইয়াছিল যে, কেহই রাস্তায় পরিত্যক্ত দ্রব্য স্পর্শও করিল না। তিনি অপরাধী না পাইয়া মন্ত্রীদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রীরা বলিল, — "প্রত্যেক বংশ হইতে এক একজন বৃদ্ধকে — যে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তেমন লোককে পাঠাইব।"

রাজা বলিলেন—"তেমন কাজ করা উচিৎ হইবে না। সেরূপ করিলে কেহ বলিবে, 'আমার পিতাকে লইয়া গেল,' কেহ বলিবে, 'আমার পিতামহকে লইয়া গেল'। এরূপ বলিয়া সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।"

"তাহা হইলে উত্তানশায়ী ছেলে পাঠাইব। সেরূপ ছেলের প্রতি 'আমার মাতা', 'আমার পিতা'—বলিয়া কাহারও স্নেহ নাই।"

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মত হইলেন। মন্ত্রীরা তদ্রূপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কুল ললনারা স্ব স্ব উত্তানশায়ী সন্তান সন্ততির জীবন রক্ষার্থ এবং গর্ভবতীরা ভাবী ছেলেমেয়ের জীবন রক্ষার্থ অন্য দেশে পলায়ন করিল। যখন তাহাদের ছেলে মেয়ে বড় হইল তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল। এরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

একদিন মন্ত্রীরা সমস্ত নগরে অনুসন্ধান করিয়া একটি ছেলেও না পাইয়া রাজাকে বলিল—

"মহারাজ, আপনার অন্তঃপুরস্থ রাজকুমার ব্যতীত নগরে আর কোন উত্তানশায়ী ছেলে পাওয়া গেল না।"

"আমার পুত্র যেমন আমার স্নেহের পাত্র, তেমন সকলের ছেলেই সকলের স্নেহপাত্র। কিন্তু জগতে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহই নহে। অতএব রাজকুমারকেও দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

কুমার আলবকের জননী কুমারকে স্নান করাইয়া শরীরে গন্ধ-মাল্য লেপন পূর্ব্বক ক্ষৌমবস্ত্রে আবৃত করতঃ কোলে

করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রাজ-কর্ম্মচারীরা রাজাদেশে রাণীর অঙ্ক হইতে নবনীত সদৃশ সুকোমল কুমারকে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কালরাত্রি প্রভাত প্রায় হইল। সেই দিন অমাবস্যা। করুণাময় বুদ্ধ দিব্যনেত্রে আলবী রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শনে করুণায় বিগলিত হইয়া সূর্য্যোদয়ের এই পূর্ব্বেই সেই নরমাংস লোলুপ জগতত্রাস যক্ষের আবাসে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে আলবক যক্ষ আসিয়া বলিল —

"হে শ্রমণ, বাহিরে আস।"

বুদ্ধ বাহিরে গেলেন।

এইভাবে সে বুদ্ধকে তিনবার বাহিরে আসিতে এবং তিনবার ভিতরে যাইতে আদেশ করিল। বুদ্ধ তাহার আদেশ পালন করিলেন। সে পুনরায় বলিল —

"হে শ্রমণ, বাহিরে আস।"

বুদ্ধ বলিলেন — "আমি আর বাহিরে আসিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পার।"

"হে শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। যদি আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পার, তবে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিব, কিম্বা বক্ষ বিদীর্ণ করিব, অথবা পায়ে ধরিয়া তুলিয়া গঙ্গার অপর পারে নিক্ষেপ করিব।"

"হে যক্ষ, দেব-মার-ব্রহ্মলোকের মধ্যে আমি এমন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে আমার চিত্ত ……। এখন তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

আলবক যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—

"ইহলোকে মানবের শ্রেষ্ঠ ধন কি? কি কাঁজ করিলে সুখ পাওয়া যায়? সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতম কি? কোন্ জীবনইবা শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া অভিহিত?"

"বিশ্বাসই মানবের শ্রেষ্ঠতম ধন। ধর্ম্মাচরণেই সুখ পাওয়া যায়। সত্য বাক্যই জগতে মিষ্ট হইতে মিষ্টতম। জ্ঞানীর জীবনই সংসারে শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া অভিহিত।"

"কিরূপে সংসার-স্রোত অতিক্রম করিতে পারা যায়? কিরূপে সংসার-সাগর পার হইতে পারা যায়? দুঃখের হস্ত হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যায়? কিরূপেই বা পরিশুদ্ধ হওয়া যায়?"

"বিশ্বাস-বলে ভব-স্রোত এবং অপ্রমাদের দ্বারা সংসার-অর্ণব পার হইতে পারা যায়। বীর্য্য প্রভাবে দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে। প্রজ্ঞাদ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।"

"কিরূপে প্রজ্ঞা ও ধন লাভ করিতে পারে? কিরূপে প্রশংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়? কিসের দ্বারা মিত্র লাভ হয়? কিরূপেই বা মৃত্যুর পর শোক করিতে হয় না?"

"বুদ্ধের বাক্য যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও পাঠ করে সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞা, যেই ব্যক্তি আলস্য বিহীন সেই ব্যক্তি

ধন, যেই ব্যক্তি সত্যবাদী সেই ব্যক্তি প্রশংসা এবং যেই ব্যক্তি দাতা সেই ব্যক্তি মিত্র লাভ করিতে পারে। যেই গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য-ধর্ম্ম-ধৈর্য্য ও ত্যাগশীল সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর শোক করিতে হয় না।

"সত্য-ধর্ম্ম-ধৈর্য্য ও ত্যাগ ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম অন্য কোন ধর্ম্ম আছে কিনা অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।"

"অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিসের দ্বারা আমার হিত সাধিত হইবে তাহা আমি অদ্য জানিলাম।

"ভগবান বুদ্ধ আমার মঙ্গলের নিমিত্তই আলবী দেশে আগমন করিয়াছেন। কিরূপে পরলোকে মঙ্গল হয় তাহাও আমি অদ্য জানিলাম।

"বুদ্ধের ও তাঁহার সদ্ধর্ম্মের পূজা করিতে করিতে এবং বুদ্ধ-ধর্ম্মের গুণ গান করিতে করিতে আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ভ্রমণ করিব।"

বুদ্ধের উপদেশ, রাত্রি প্রভাত এবং সাধুবাদ ধ্বনি শেষ হইতে না হইতেই রাজকর্ম্মচারীরা রাজকুমারকে যক্ষ-ভবনে লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,— "এইরূপ 'সাধু' শব্দের ধ্বনি বুদ্ধের উপস্থিতি স্থানে ব্যতীত অন্যত্র শোনা যায় না। এখানে বুদ্ধ আসিয়াছেন কি?" এইরূপ বলিতে বলিতেই বুদ্ধের জ্যোতিঃ দর্শনে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল। অতঃপর তাহারা সাহসে নির্ভর করিয়া

পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে না থাকিয়া গুহাভ্যন্তরে ঢুকিয়া দেখিল,— বুদ্ধ যক্ষ-ভবনে বসিয়া আছেন এবং যক্ষ কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা যক্ষকে বলিল,— "হে যক্ষরাজ, এই কুমারকে তোমার আহারের নিমিত্ত আনিয়াছি; তাহাকে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর।"

যক্ষ তচ্ছ্রবণে বিশেষতঃ বুদ্ধের সম্মুখে এইরূপ বলায় বিশেষভাবে লজ্জিত হইল। সে কুমারকে উভয় হস্তে লইয়া বুদ্ধকে অর্পণ করিয়া বলিল, "ভন্তে, এই কুমার আমার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, ইহাকে আমি আপনাকে প্রদান করিলাম; যেহেতু, বুদ্ধেরা পরম হিতৈষী। এই বালককে তাহার হিতসুখের জন্য দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।

"চক্ষুষ্মান্, শতপ্রকার শুভ লক্ষণ লাঞ্ছিত ও সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ এই বালককে প্রসন্ন চিত্তে আপনাকে প্রদান করিলাম। জগতের হিতার্থে গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ কুমারকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কুমারও যক্ষকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন —

"হে যক্ষ, এই কুমার দীর্ঘায়ু লাভ করুক এবং তুমিও পরম সুখে সুখী হও।"

যক্ষ বলিল —

"ভগবন্, আপনি ব্যাধিহীন হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত অবস্থান করুন। এই কুমার বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণে গমন করিতেছে।"

বুদ্ধ কুমারকে রাজ কর্ম্মচারীদিগকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই বালক এখন তোমাদিগকে পোষণ করিবার জন্য প্রদান করিলাম; সে বড় হইলে আমাকে প্রত্যর্পণ করিও।"

এইরূপে বালকটি রাজকর্ম্মচারীর হস্ত হইতে যক্ষের হস্তে, যক্ষের হস্ত হইতে বুদ্ধের হস্তে এবং বুদ্ধের হস্ত হইতে পুনরায় রাজকর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হওয়ায় তাহার নাম হইল,— **হস্তালবক**। কর্ম্মচারীরা বালকটিকে লইয়া রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল এবং যাহার অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল সেই পুত্রশোক কাতরা রাণীর অঙ্কে বালককে প্রদান করিল।

বালকটি বড় হইলে তাহার মাতা-পিতা বুদ্ধের অনুকম্পায় তাহার জীবন লাভ হওয়াতে তাহাকে বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। সে পরে অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চশত পারিষদ পরিবৃত হইয়া আজীবন ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাকে উপাসকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন।

সূচিলোম

গয়ায় সূচিলোম ও খরলোম নামে তুইটি যক্ষ বাস করিত। বুদ্ধ একদিন রাজগৃহ হইতে তাহাদের আবাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে যক্ষ দ্বয় আসিয়া তাহাদের শিলাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া খরলোম সূচিলোমকে বলিল, "ভাই, যাইয়া দেখ এব্যক্তি কে?"

সূচিলোম বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"শ্রমণ, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তুমি সতুত্তর দিতে পারিলে ভালই, নচেৎ তোমার পদ ধরিয়া তোমাকে গঙ্গার পরপারে নিক্ষেপ করিব, অথবা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।"

তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন,—"আমি দেব-মার-ব্রহ্মলোকের মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে বা পায়ে ধরিয়া গঙ্গার পরপারে নিক্ষেপ করিবে। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর প্রদান করিব।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল —

"কামাদি রিপু, দ্বেষ, ঘৃণা, সুখ ও ভয় এই সবের মূল কি এবং কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হয়? কাক যেমন শিশুদিগকে বিরক্ত করে তেমন যেই সন্দেহে মানবের মন বিরক্ত হয় সেই সন্দেহ কোথা হইতে জন্মে?"

"কামাদি রিপু, দ্বেষ, ভয়, ঘৃণা ও সুখের মূল হইতেছে দেহ। দেহ হইতেই তাহারা উৎপন্ন হয়। কাক যেমন শিশুদিগকে বিরক্ত করে, তেমন দেহ হইতে উৎপন্ন সংশয়ই মানবের মন বিরক্ত করে।

"এই সবের একমাত্র কারণ, তৃষ্ণা। বটবৃক্ষ-মূলে উৎপন্ন মালুলতার ন্যায় ইহারা দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণাই কামসুখের সহিত জড়িত আছে।

"যেই ব্যক্তি পাপ বিনাশ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই পাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা বলিতে পারে। হে যক্ষ, যে এই 'ভব-সমুদ্র পার হইয়াছে, সে আর এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে না।"

ভগবানের এই উত্তর ও উপদেশ শুনিয়া যক্ষ সন্তোষ লাভ করতঃ অনেক প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবদত্তের বিদ্রোহ

কৌশাম্বীতে * অবস্থান করিবার সময় দেবদত্তের দুরাকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হইল। তিনি একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমি কাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে আমার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ কুমার অজাতশত্রুর কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া আবার ভাবিলেন, অজাতশত্রুকে ষোড়শ বৎসর বয়সে যেরূপ উদ্ধত ও তেজস্বী দেখিতেছি তাঁহাকে কোন প্রকারে আমার বশে আনিতে পারিলে আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইবে না।

দুরাকাঙ্ক্ষা

কয়েকদিন পরে দেবদত্ত স্বীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। যথাসময় রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কুমার অজাতশত্রুকে বিস্মিত করিয়া স্বীয় বশে আনিবার মানসে লৌকিক যোগশক্তি প্রভাবে ভিক্ষু-বেশের পরিবর্ত্তে কুমার-বেশ গ্রহণ করিলেন এবং সর্প মেখলা ধারণ করিয়া আকাশপথে আসিয়া অজাতশত্রুর অঙ্কে নিপতিত

---

* বর্ত্তমান নাম কোসম্, জেলা এলাহাবাদ।

হইলেন। তদ্দর্শনে কুমার অজাতশত্রু আতঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কে?"

"কুমার, আমাকে দেখিয়া ভীত হইতেছেন কি?"

"হাঁ, ভীত হইতেছি; আপনি কে বলুন।"

"আমি দেবদত্ত।"

"ভন্তে, আপনি যদি সত্যই আর্য্য দেবদত্ত হইয়া থাকেন, তবে স্বীয় বেশ ধারণ করুন।"

তখন দেবদত্ত কুমার-বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষু-বেশ ধারণ করিলেন এবং কুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের এই প্রকার অলৌকিক শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেইদিন হইতে তিনি সপারিষদ পঞ্চশত রথারোহণে প্রত্যহ দুইবার দেবদত্তের বাসস্থানে গমনাগমন এবং পঞ্চশত ব্যক্তির উপযোগী খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে কতিপয় ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে বুদ্ধ বলিলেন —

"ভিক্ষুগণ, তোমরা দেবদত্তের ন্যায় লাভ-সম্মান-প্রতিপত্তি কামনা করিও না। যেইদিন হইতে কুমার অজাতশত্রু প্রত্যহ দুইবার তাহার দর্শন-মানসে গমনাগমন করিতেছে এবং পঞ্চশত লোকের উপযোগী খাদ্য প্রেরণ করিতেছে, সেইদিন হইতে দেবদত্তের পুণ্য সঞ্চয়ে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে কর।

"ভিক্ষুগণ, অতিশয় ক্রুদ্ধ কুকুরের নাসিকায় পিত্ত নিক্ষেপ করিলে কুকুর যেমন অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়, তেমনই লাভ-সম্মান-প্রতিপত্তি দেবদত্তের বিনাশের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

"ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের লাভ-সম্মান তাহার আত্মনাশের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

"যেমন কদলী-বৃক্ষ, বেণু (বাঁশ), নল (খাক্‌রা) এবং অশ্বতরী আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল প্রসব করে, দেবদত্তেরও তেমন আত্মনাশের নিমিত্ত লাভ-সম্মান উৎপন্ন হইয়াছে।"

এক সময় ভগবান বুদ্ধ বৃহৎ সভা-মণ্ডপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। সেই সভায় রাজা বিম্বিসার সহ সম্ভ্রান্ত নাগরিকবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃত্ব প্রার্থনা

সকলে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণান্তর প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় অকস্মাৎ দেবদত্ত দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন —

"ভন্তে, আপনি এখন জরাজীর্ণ হইয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। এখন আপনার নিশ্চিন্তমনে কাল অতিবাহিত করিবার সময় উপস্থিত। অতএব আপনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালনার ভার আমাকে অর্পণ করুন।"

"দেবদত্ত, প্রয়োজন নাই, এইরূপ দুরভিপ্রায় মনে পোষণ করিও না।"

দেবদত্ত বারম্বার তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহার অতিশয় ব্যাকুলতা দেখিয়া পুনরায় বলিলেন —

"দেবদত্ত, শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ন্যায় আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য দ্বয়কেও আমি ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালনার অধিকার দিতে পারি না, তোমার ন্যায় নিষ্ঠীববৎ (থুথু সদৃশ) নগণ্য ব্যক্তিকে কিরূপে দিতে পারি ?"

বুদ্ধের বাক্য শুনিয়া দেবদত্ত ক্রোধে অধীর হইয়া ভাবিলেন,—"যেই সভায় রাজা সহ সম্ভ্রান্ত নাগরিকবর্গ উপস্থিত আছেন, তেমন প্রকাশ্য স্থানে বুদ্ধ আমাকে ঘৃণিত নিষ্ঠীববৎ বলিয়া অপদস্থ করিলেন, আর শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা করিলেন !" এইরূপ ভাবিয়া সদম্ভে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দিলেন —

"ভিক্ষুগণ, সঙ্ঘ রাজগৃহে দেবদত্তের প্রকাশনীয় কর্ম্ম করুক। এখন দেবদত্তের স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সে কায়-বাক্য-মনে যাহা আচরণ করিবে এই হইতে তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য সে-ই দায়ী হইবে। তজ্জন্য বুদ্ধ কিম্বা ভিক্ষু-সঙ্ঘ দায়ী নহেন, এই কথা রাজগৃহে ঘোষণা কর।"

এদিকে দেবদত্ত নিজকে বুদ্ধের অনিষ্টসাধনে অসমর্থ ভাবিয়া রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণ মানসে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কুমার অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন —

পিতৃহত্যার নিয়োগ

"যুবরাজ, মনুষ্যের পরমায়ু বড়ই অল্প; এখন মনুষ্য পূর্ব্বকালের ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না। আপনি যদি

রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে চাহেন, তবে আপনার পিতা বিম্বিসারকে নিহত করিয়া রাজ-সিংহাসন অধিকার করুন। আমিও বুদ্ধকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বুদ্ধের ন্যায় মান-সম্মান লাভের সঙ্কল্প করিয়াছি।” কুটিল দেবদত্তের মনোমুগ্ধকর বাণী সরল অথচ অপরিণামদর্শী যুবক অজাতশত্রু হিতাবহ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি এই হইতে পিতৃহত্যার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন মধ্যাহ্ন কালে একমাত্র প্রহরী অন্তঃপুর দ্বার রক্ষায় নিয়োজিত আছে, এমন সময় অজাতশত্রু তীক্ষ্ণ অস্ত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া ত্বরিত পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে অসময়ে ক্ষিপ্রগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া প্রহরী গতিরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

“কুমার, আপনি কেন অসময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন?”

অজাতশত্রু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—

“আমি স্বহস্তে পিতৃ হত্যা করিতে চাই।”

“কে আপনাকে এই ঘৃণিত কার্য্যে প্ররোচনা দিয়াছে?”

“আর্য্য দেবদত্ত।”

তখন প্রহরী কুমারকে সঙ্গে করিয়া রাজা বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন বিম্বিসার সস্নেহে অজাতশত্রুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বৎস, তোমার বিরুদ্ধে প্রহরী যেই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিল, তাহা কি সত্য?"

"হাঁ, সত্য।"

"তুমি আমাকে কেন হত্যা করিতে চাও?"

"আপনি জীবিত থাকিতে আমি সিংহাসন লাভ করিতে পারিব না, এই হেতু আপনাকে নিহত করিয়া আমি সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কণ্টক করিতে চাই।"

"বৎস, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া কেন হস্ত কলুষিত করিবে? তুমিই ত সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অদ্যই আমি তোমাকে রাজ্য ভার অর্পণ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজ্যের এবং প্রকৃতিপুঞ্জের হিত সাধন করিয়া সাফল্যমণ্ডিত হও। তোমার যশ-সৌরভ দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হউক।"

অজাতশত্রু এখন মগধের অধীশ্বর। একদিন দেবদত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন —

তীরন্দাজ প্রেরণ। "মহারাজ, আমার উপদেশ পালন করিয়া আপনার মনস্কামনা সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারি নাই। যে কোন প্রকারে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমার বুদ্ধ হওয়া চাই। মহারাজের নিকট আমার নিবেদন, — মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে ৩২ জন তীরন্দাজ প্রদান করুন।"

রাজ সিংহাসনের অধিকারের জন্য অজাতশত্রু তাঁহার সহোদর কিম্বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের প্রাণ সংহারে উদ্যত

হইয়াছিলেন এবং বিম্বিসার তনয় অভয়, শীলবান ও বিমল আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত ভিক্ষুরূপে বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। * এজন্য অজাতশত্রু সাদরে দেবদত্তের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। একদিন দেবদত্ত জনৈক তীরন্দাজকে আদেশ করিলেন, ওহে, শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূট পর্ব্বতে † অবস্থান করিতেছেন। তুমি তীর নিক্ষেপে তাঁহাকে নিহত করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর।

যেই রাস্তা দিয়া তীরন্দাজকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন, সেই রাস্তায় অন্য দুইজন তীরন্দাজকে আদেশ দিলেন, এই রাস্তা দিয়া জনৈক তীরন্দাজ আগমন করিবে, তোমরা তাহাকে হত্যা করিয়া অমুক রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই নিয়মে একদলে চারিজন, একদলে আটজন এবং অন্য দলে ১৬ জন তীরন্দাজ প্রেরণ করিলেন।

প্রথম তীরন্দাজ যথাসময় মারণাস্ত্র হস্তে বুদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত হইল বটে কিন্তু তাঁহার উপর তীর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না, বরং তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা

* থেরগাথট্‌ঠ কথা। [এ সম্বন্ধে অঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, অজাতশত্রু ধর্ম্মান্ধতা বশতঃ দেবদত্তের মায়ায় মুগ্ধ ও তাঁহার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বুদ্ধের প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সিংহাসন লাভ ও রাজত্বের পক্ষে কণ্টক স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতাগণ বুদ্ধের আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিতেছেন ইহাই বুদ্ধের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।] — বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষ। † বর্ত্তমান নাম রত্নগিরি — জেলা পাটনা।

করিল, — "ভন্তে, অজ্ঞানতা বশতঃ আমি যেই গুরুতর কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। করুণা পরবশ হইয়া এই অধমকে ক্ষমা করুন।" করুণাময় বুদ্ধ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেবদত্তের অনির্দ্দিষ্ট রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। অপর তীরন্দাজেরা পূর্ব্বোক্ত তীরন্দাজ আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধের বাসস্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহারা ও বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করতঃ অন্য রাস্তা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই নিয়মে ৩২ জন তীরন্দাজই বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল।

প্রথমাগত তীরন্দাজ দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমি ভগবান বুদ্ধকে হত্যা করিতে পারিলাম না; কেননা তাঁহার ন্যায় অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষকে হত্যা করা আমার কাজ নহে।"

"যাহা হউক, তুমি হত্যা করিতে না পারিলেও আমি স্বহস্তেই তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিব।"

একদিন ভগবান বুদ্ধ গৃধ্রকূট পর্ব্বতের ছায়ায় পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময় দেবদত্ত ধীরপদ বিক্ষেপে পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। দৈব প্রভাবে দুইটি পর্ব্বত শৃঙ্গ আসিয়া শিলাখণ্ডের গতিরোধ

শিলা নিক্ষেপ।

করিল। কিন্তু উভয় পর্ব্বত শৃঙ্গের সঙ্ঘর্ষে উৎপন্ন প্রস্তর কণিকা বুদ্ধের চরণোপরি নিপতিত হইল। তাহাতে তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ * নিষ্পিষ্ট হইয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

ভিক্ষুরা এই হৃদয় ভেদী সংবাদে ভয়-বিহ্বল হইয়া বিহারের চতুর্দ্দিকে উচ্চশব্দে আবৃত্তি করিতে করিতে পাহারা দিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদের উচ্চধ্বনি শুনিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আনন্দ, এরূপ উচ্চশব্দে কাহারা আবৃত্তি করিতেছে?" আনন্দ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিতে আনন্দকে আদেশ প্রদান করিলেন। আনন্দ আদেশ পালন করিলেন। ভিক্ষুরা ভগবানের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন,— "ভিক্ষুগণ, অন্যের আক্রমণে কখনও বুদ্ধের জীবন-নাশ হইতেই পারে না। বুদ্ধ যথাসময় স্বাভাবিক নিয়মেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন।"

তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ প্রস্তরাঘাতে নিষ্পিষ্ট হওয়ায় তীব্র বেদনা উপস্থিত † হইলেও তিনি নিরুদ্বেগে সহ্য করিতে লাগিলেন। আনন্দ সঙ্ঘাটি চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত করিয়া দিলেন। ভগবান স্মৃতি সংযুক্ত হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন। অসমতল পার্ব্বত্য পথ দিয়া

---

* অঙ্গুট্ঠং পিসয়ি পাদে, মম পাষাণ সক্খরা। — থেরাপদান;

† সংযুক্ত নিকায়।

এই দুরারোহ পর্ব্বত শিখরে ভগবানকে দর্শন কামনায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আরোহণ ও অবতরণ করিতে ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া ভিক্ষুরা তাঁহাকে শিবিকায় করিয়া মদ্দকুক্ষি মৃগদায়ে লইয়া গেলেন। * ভগবান এইস্থানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর জীবকাম্রবনে গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। জীবক † এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রণে তীক্ষ্ণ ভৈষজ্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিলেন এবং বলিলেন, ভন্তে, আমি গ্রামাভ্যন্তরে জনৈক লোকের চিকিৎসা কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিব। আমি না আসা পর্য্যন্ত ঔষধের প্রলেপ এইভাবে থাকুক। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিবার পূর্ব্বেই নগরদ্বার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যথাসময় ভগবানের নিকট যাইতে না পারায় সারা রাত্রি তিনি উদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন এবং অতি প্রত্যূষে আম্রবনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা

* সম্মাখ পকাসনী; † রাজগৃহে পতিতা নারী সালবতীর গর্ভে এবং বিম্বিসার-তনয় অভয়কুমারের ঔরসে জীবকের জন্ম হয়। তিনি তক্ষশীলায় যাইয়া বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক আত্রেয়ের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজা বিম্বিসার ও ভগবান বুদ্ধের গৌরবপ্রদ চিকিৎসক পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহারই জীবকাম্রবন নামে অভিহিত।

করিলেন — "ভন্তে, আপনার শরীরে কি দাহ উপস্থিত হইয়াছে?" ভগবান বলিলেন — "জীবক, যিনি রোগ-শোক হীন হইয়াছেন এবং যাঁহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়াছে, তাঁহার নিকট দাহ উপস্থিত হইতে পারে না।"* জীবকের একবার ঔষধ প্রয়োগেই ভগবানের ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল।

সেই সময় রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর নালগিরি নামে একটি নরহন্তা দুর্দ্দান্ত হস্তী ছিল। অজাতশত্রুর অনুমতিতে একদিন দেবদত্ত হস্তীশালায় যাইয়া হস্তী রক্ষককে আদেশ করিলেন — "ওহে, শ্রমণ গৌতম যখন এই রাস্তা দিয়া ভিক্ষাচর্য্যায় বহির্গত হইবেন, তখন তুমি হস্তীটিকে অহিফেন সেবন করাইয়া শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিবে।"

নালগিরি নিয়োগ।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ভিক্ষা করিতে করিতে দেবদত্তের নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় উপনীত হইলেন। তখন হস্তীরক্ষক ভগবান বুদ্ধের অভিমুখে হস্তীটি ছাড়িয়া দিল। হস্তী বুদ্ধকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া শুণ্ড ঊর্দ্ধদিকে করিয়া দ্রুতবেগে কর্ণ সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ভিক্ষুরা তদ্দর্শনে ভয় বিহ্বল হইয়া বুদ্ধকে

* চুলবগ্‌গ।

বলিলেন,— "ভন্তে, নরহন্তা উন্মত্ত হস্তী দ্রুতপদে আসিতেছে! ভন্তে, পশ্চাদ্বর্ত্তন করুন! ভন্তে, পশ্চাদ্বর্ত্তন করুন!!"

সেই সময় লোকদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাসাদের উপর, কেহ কেহ গৃহের ছাদের উপর এবং কেহ বা বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাহীন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিতে লাগিল,— "অদ্য শ্রমণ গৌতম হস্তী দ্বারা নিহত হইবেন।" কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাবান এবং বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত তাহারা বলিতে লাগিল — "অদ্য করীরাজ বুদ্ধনাগের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে বটে কিন্তু বুদ্ধনাগের নিকট করীরাজ নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।"

দুর্দ্দান্ত নালগিরি বুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাকে মৈত্রী দ্বারা প্লাবিত করিলেন। তখন করীরাজ শুণ্ড অবনত করিয়া বুদ্ধের সমীপে যাইয়া নিশ্চল হইয়া রহিল। বুদ্ধ তাহার শিরোপরে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া করুণাসিক্ত স্বরে বলিলেন,— "হে কুঞ্জর, বুদ্ধ-নাগকে উৎপীড়ন করিও না। উৎপীড়ন করিলে বড় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে বুদ্ধ-নাগকে পীড়ন করে সে মৃত্যুর পর দুর্গতিতে গমন করে। তুমি প্রমত্ত হইও না; কারণ, প্রমত্ত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিতে পারে না! তুমি যাহাতে স্বর্গে গমন করিতে পার তেমন কাজ কর।"

তখন হস্তী শুণ্ড দ্বারা বুদ্ধের চরণ-রেণু গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকে বিকীর্ণ করিল এবং হস্তীশালায় গমনান্তর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সেইদিন হইতে এই দুর্দ্দান্ত হস্তীটি একেবারে শান্ত-শিষ্ট

হইয়া গেল। লোকে তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল,— "কেহ দণ্ড, কেহ অঙ্কুশ, কেহ বা কষায় দ্বারা হস্তী দমন করে; কিন্তু বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে মহর্ষি বুদ্ধ এই দুর্দ্দান্ত হস্তীকে দমন করিলেন।"

সেই দিন হইতে দেবদত্তের লাভ, সম্মান, প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে লাগিল এবং বুদ্ধের বাড়িতে লাগিল।

দেবদত্ত আর একদিন তাঁহার অনুচর কোকালিক, কটমোর তিষ্যক ও খণ্ডদেবীর পুত্র সমুদ্র দত্তের নিকট যাইয়া বলিলেন,— "আস, বন্ধুগণ, আমরা শ্রমণ গৌতমের সঙ্ঘ মধ্যে ভেদ উপস্থিত করি। আমরা তাঁহার নিকট পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করিব। তাহা এই — '(১) ভিক্ষু যাবজ্জীবন অরণ্যে বাস করুক; যে গ্রামে বাস করিবে সে দোষী হইবে। (২) ভিক্ষু আজীবন ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন যাপন করুক; যে নিমন্ত্রণে যাইবে সে দোষী হইবে। (৩) ভিক্ষু আজীবন পাংশুকূল (পরিত্যক্ত) চীবর ধারণ করুক; যে দানীয় চীবর ব্যবহার করিবে সে দোষী হইবে। (৪) ভিক্ষু আজীবন বৃক্ষ-মূলে বাস করুক; যে আচ্ছাদিত স্থানে বাস করিবে সে দোষী হইবে। (৫) ভিক্ষু আজীবন মৎস্য-মাংস আহার না করুক; যে আহার করিবে সে দোষী হইবে।' শ্রমণ গৌতম ইহাতে কখনও সম্মত হইবেন না। কাজেই আমরা এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা লোকদিগকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইব।"

পঞ্চবর যাজ্ঞা

দেবদত্ত সানুচর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভন্তে, (১) 'ভিক্ষু আজীবন অরণ্যে বাস করুক; যে গ্রামে বাস করিবে সে দোষী হইবে।' এই নিয়ম স্থাপন করুন। ... ... ।"

বুদ্ধ বলিলেন, "দেবদত্ত, এইরূপ নিয়ম স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রার্থীত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম সম্বন্ধে ভিক্ষুদিগকে ইচ্ছানুযায়ী চলিতে আদেশ দিয়াছি। চতুর্থ নিয়ম সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আদেশ দিয়াছি যে, তাহারা গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতুর আটমাস বৃক্ষমূলে বাস করুক। পঞ্চম নিয়ম সম্বন্ধে দৃষ্ট, শ্রুত এবং পরিশঙ্কিত * মৎস্য মাংস আহার না করিবার জন্যও আমি পূর্ব্বেই আদেশ দিয়াছি।"

বুদ্ধ তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সপারিষদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন,— "আমরা শ্রমণ গৌতমের নিকট পাঁচটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। অতএব আমরা তাঁহার নিকট হইতে পৃথক ভাবে উক্ত পঞ্চবিধ নিয়ম প্রতিপালন করিব।"

---

* স্বীয় উদ্দেশ্যে হত্যা করিতে দেখিলে, শুনিলে অথবা সন্দেহ হইলে মৎস্য মাংস আহার করিতে পারে না।— মজ্ঝিম নিকায়।

এই সংবাদ ভিক্ষুরা ভগবান বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। তখন তিনি দেবদত্তকে আহ্বান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবদত্ত, তুমি কি সঙ্ঘের মধ্যে ভেদ উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ ?" "ভন্তে, তাহাই আমার কামনা।" "দেবদত্ত, মনে ঐরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিও না। সঙ্ঘ ভেদ করা বড় গুরুতর অপরাধ। যে প্রীতি ভাবাপন্ন সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করে তাহার বড় পাপ হয়। সেই পাপের ফল তাহাকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়। দেবদত্ত, আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি তুমি এই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হও।"

একদিন আনন্দ রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় দেবদত্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"বন্ধু আনন্দ, অদ্য হইতে আমি বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ হইতে পৃথকভাবে সঙ্ঘের অবশ্য করণীয় উপোসথ কর্ম্ম সম্পাদন করিব।" আনন্দ ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধের নিকট দেবদত্তের মনোভাব নিবেদন করিলেন। তখন বুদ্ধ বলিলেন,—"সৎব্যক্তি দ্বারা সৎকাজ করা সহজ; কিন্তু অসৎব্যক্তি দ্বারা সৎকাজ করা সহজ নহে। পাপীষ্ঠের দ্বারা দুষ্কার্য্য করা সহজ; কিন্তু আর্য্য ব্যক্তি দ্বারা পাপকর্ম্ম করা সহজ নহে।"

সেই দিন উপোসথ। ভিক্ষু-সঙ্ঘ উপোসথাগারে সম্মিলিত। তখন দেবদত্ত আসন ত্যাগ করিয়া 'ছন্দ-শলাকা' * হস্তে

* বর্ত্তমানকালে ভোট লইবার জন্য যেমন Ballot প্রচলিত হইয়াছে পূর্ব্বে তেমন 'মত' জানিবার জন্য ছন্দ-শলাকা প্রচলিত ছিল।

বলিলেন,—"বন্ধুবর্গ, আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া পাঁচটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। আমরা সেই পাঁচটী নিয়ম প্রতিপালন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। যাঁহার সেই পাঁচটি নিয়ম মনোমত হয় তিনি শলাকা গ্রহণ করুক।" তখন সেই স্থানে বৃজি দেশীয় পঞ্চশত নূতন প্রব্রজিত ভিক্ষু উপস্থিত ছিল। তাহারা প্রকৃত বিষয় না জানিয়াই বলিয়া উঠিল,—"ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত বিনয় এবং ইহাই প্রকৃত গুরুর উপদেশ।"—এইরূপ বলিয়া তাহারা দেবদত্তের পক্ষে ভোট প্রদান করিল। দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। একদিন শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শারীপুত্র বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন—"ভন্তে, দেবদত্ত সঙ্ঘভেদ করিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু সহ গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে চলিয়া গিয়াছে।" বুদ্ধ বলিলেন,—"শারীপুত্র, সেই নব প্রব্রজিতদের প্রতি কি তোমাদের করুণার সঞ্চার হয় না? তাহারা বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের নিকট কি তোমাদের যাওয়া উচিৎ নহে?"

সঙ্ঘভেদ।

একদিন দেবদত্ত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে তাঁহার পারিষদ মণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় শারীপুত্র ও

মৌদ্গল্যায়ন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত তাঁহার অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ, ভিক্ষুগণ, আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কেমন হৃদয়গ্রাহী; যাঁহারা শ্রমণ গৌতমের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও আমার ধর্ম্ম গ্রহণের নিমিত্ত এদিকে আসিতেছেন।"

তখন কোকালিক দেবদত্তকে বলিল,—"বন্ধু দেবদত্ত, শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বিশ্বাস করিতে নাই। তাহারা বড় শঠ; দুরভিপ্রায়েই তাহারা এখানে আসিতেছে।"

"বন্ধু, তাহা হইতেই পারে না; কেননা, তাঁহারা আমার মত অনুমোদন করেন।"

দেবদত্ত শারীপুত্রকে তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু শারীপুত্র, এখানেই—আমার সঙ্গেই উপবেশন করুন।" শারীপুত্র অসম্মত হইয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। মৌদ্গল্যায়ন ও অন্য একটি আসনে উপবেশন করিলেন। দেবদত্ত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া অবশেষে শারীপুত্রকে বলিলেন,—"বন্ধু শারীপুত্র, এখন ভিক্ষু-সঙ্ঘ আলস্য ও প্রমাদ বর্জ্জিত; অতএব আপনি তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করুন। অধিক সময় উপবিষ্ট থাকায় আমার পৃষ্ঠদেশ বেদনা করিতেছে, আমি একটু বিশ্রাম করি।" শারীপুত্র তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তখন দেবদত্ত সঙ্ঘাটি চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত করতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেন। স্মৃতি সম্প্রজন্য রহিত হওয়ায় তিনি মুহূর্ত্তমধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। শারীপুত্র আদেশ প্রতিহার্য্য (আশ্চর্য্যজনক ব্যাখ্যা) এবং অনুশাসনীয় প্রতিহার্য্য, তথা মৌদগল্যায়ন ঋদ্ধি প্রতিহার্য্য (বিস্ময়কর যোগ শক্তি) দ্বারা ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান এবং অনুশাসন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই বৃজিদেশীয় ভিক্ষুদের বিরজ বিমল অন্তর্দৃষ্টি উৎপন্ন হইল। তখন শারীপুত্র তাহাদিগকে বলিলেন,— "বন্ধুগণ, যাহাদের নিকট ভগবানের মত অনুমোদিত হয়, তাহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে পার।" পঞ্চশত ভিক্ষু তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রাজগৃহের বেণুবন বিহারের দিকে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে কোকালিক দেবদত্তকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিল,— "বন্ধু দেবদত্ত, আমি পূর্ব্বেই আপনাকে শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে বিশ্বাস করিতে বারণ করিয়াছিলাম। তাহারা দুরভিপ্রায়েই এখানে আসিয়াছিল। আপনার পারিষদ লইয়া তাহারা প্রস্থান করিয়াছে।"

তচ্ছ্রবণে তখনই দেবদত্ত শোণিত বমন করিলেন।

অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী যাইয়া জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন।

পরিণাম

এ দিকে দেবদত্ত লাভ, সম্মান, প্রতিপত্তি, সহচর সমস্তই হারাইয়া দুরারোগ্য পীড়াক্রান্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকৃত

অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহার মন অধীর হইয়া উঠিল। রোগাক্রান্ত হইবার নয়মাস পরে একদিন অনুচর বর্গকে বলিলেন,—"আমি এই নয়মাস ভগবানের অনর্থ ভাবনা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপ চিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না। আমি স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই এখন অসহায় হইলাম। ভগবান নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ রাহুলস্থবির, শাক্যরাজগণ সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। ভগবান যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।* বন্ধুগণ, আমি ভগবানকে দর্শন করিতে চাই; তোমরা আমাকে তাঁহার চরণ-প্রান্তে লইয়া যাও।"

"আপনি যখন সুস্থ-সবল ছিলেন তখন ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দিন অতিবাহিত করতঃ এখন উত্থান-শক্তি রহিত হওয়ায় তাঁহার দর্শন কামনা করিতেছেন। কোন্ পোড়া মুখে আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব?"

"তোমরা আমাকে বিনাশের পথে নিও না। আমি তাঁহার সঙ্গে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও তিনি আমাকে বিদ্বেষ-চক্ষে দেখেন না।

---

* জাতকট্ঠ কথা।

"তিনি এমন করুণাময় যে, স্বীয় পুত্র রাহুলকে যেই চক্ষে অবলোকন করেন, ঘাতক দেবদত্ত (আমি), দস্যু অঙ্গুলিমালা এবং নরহন্তা ধনপাল (নালগিরি) হস্তীকেও সেই চক্ষে অবলোকন করেন।

"আমায় তাঁহার নিকট লইয়া যাও; আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে না পারিলে আমার যন্ত্রণার উপশম হইবে না।"

এই ভাবে অনুচরদিগকে বারম্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার কাতরোক্তি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়া ভগবানকে দর্শন করাইবার মানসে যাত্রা করিল। তাহারা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ ভগবানকে সংবাদ দিলেন, "দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।" বুদ্ধ বলিলেন, "আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে না।" অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলে আবার আনন্দ বুদ্ধকে একথা জানাইলেন। তিনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফল ভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল; স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জলপান করিব।" অনুচরেরা

তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মঞ্চখানা অবতারণ করিল *। এই অবসরে দেবদত্ত মঞ্চ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া উপবেশন করিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে পৃথিবী গ্রাস করিতে লাগিল। † যখন হনুকাস্থি (চোয়ালাস্থি) পর্য্যন্ত ভূপ্রোথিত হইতেছে তখন তিনি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন —

* জাতকট্ঠ কথা।

† এই ঘটনা যাঁহারা বিশ্বাস না করেন তাঁহাদের অবগতির জন্য আধুনিক কালের সত্য ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হইল, — "আজমীর মারোয়ারের মংলীয়াবাসের নিকটবর্ত্তি অর্জ্জুনপুরা গ্রামে একটি অদ্ভুত ও অশ্রুত পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, একটি কূপের চারিদিকের প্রায় ১২৫০ বর্গ গজ পরিমিত স্থান দুইজন লোক সহ হঠাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করে। উহাদের একজন কূপে স্নান করিতেছিল এবং অপর ব্যক্তি ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছিল। একটি শিশু বাবুল গাছে দোলায় ঘুমাইতেছিল। ঐ গাছটি সহ শিশুটিও ভূগর্ভে প্রবেশ করে। একটি বৃহৎ গহ্বর ভিন্ন ঐ স্থানে অপর কোনও চিহ্ন নাই। ফাটল হইতে জল নির্গমন হইতেছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ স্থান পরিদর্শন করেন এবং মাটি খুঁড়িয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিতে ও মৃত দেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একমাত্র শিশুর মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। ঐ গহ্বরটি খুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহা ভরিয়া যাইতেছে।"

— আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ শে ফাল্গুন ১৩৪১ সাল।

"সুগত, পুরুষোত্তম দেবের প্রধান,
পুণ্য-চিহ্ন দেহে যাঁর শতেক প্রমাণ,
সর্ব্বদর্শী, নরদম্য সারথি ভগবান,
লইনু শরণ তাঁর সঁপি দেহ, প্রাণ।" *

দেবদত্তের করুণকণ্ঠ নিঃসৃত এই বাণী শেষ হওয়া মাত্রই তিনি সশরীরে অবীচি নরকে গিয়া পতিত হইলেন। তিনি অন্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিবেন তাহা ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্বেই দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। তিনি যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিয়া গৃহবাসে থাকিতেন তবে আরও গুরুতর অপরাধের অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য মুক্তির হেতুও সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। প্রব্রজিত হইয়া গুরুতর অপরাধ করিলেও ভবিষ্যতের জন্য মুক্তির হেতু সঞ্চয় করিতে পারিবেন জানিয়াই ভগবান তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

দেবদত্ত এই হইতে লক্ষ কল্প পরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং 'অস্থিস্বর' নামক প্রত্যেক বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

---

* ঈশান বাবুর অনুবাদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাপরিনির্ব্বাণ

ভগবান বুদ্ধ একসময় রাজগৃহের * গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মগধ-রাজ অজাতশত্রু বৃজিরাজ্য † আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিলেন, "আমি এই সমৃদ্ধিশালী ও প্রভাবশালী বৃজিরাজ্য আক্রমণ করিয়া বৃজি জাতির বিনাশ সাধন করিব।"

রাজগৃহ

একদিন তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মন্ত্রি, ভগবান বুদ্ধের নিকট গমন করুন এবং আমার অভিবাদন নিবেদন করিয়া আমার পক্ষ হইয়া বলুন, 'ভন্তে, রাজা অজাতশত্রু বৃজিরাজ্য আক্রমণ করিয়া বৃজি জাতির বিনাশ সাধন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।' তদুত্তরে তিনি যাহা বলিবেন তাহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া আসিয়া আমাকে বলিবেন। ভগবান অসত্য কথা বলেন না।" ‡

---

* খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিম্বিসার এইস্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম রাজগির।

† বর্ত্তমান মজঃফরপুর ও চম্পারণ জিলা।

‡ মগধ ও বৃজিদের রাজ্য-সীমান্তে গঙ্গার সন্নিকটে একটি খনি ছিল। ঐ খনির উৎপন্ন দ্রব্য সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক

মন্ত্রী বর্ষকার যথাসময় রথারোহণে গৃধ্রকূট পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর্ব্বতের পাদমূলে রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নান্তর একপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক ভগবানকে রাজা অজাতশত্রুর বক্তব্য নিবেদন করিলেন। সেই সময় আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। ভগবান তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —

"আনন্দ, (১) তুমি কি শুনিয়াছ যে বৃজিগণ এক হৃদয় হইয়া সভাতে সম্মিলিত হয় এবং সর্ব্বদা সভা করিয়া থাকে ?"

"হাঁ, ভন্তে, আমি তদ্রূপ শুনিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন পর্য্যন্ত বৃজিরা অভিন্ন হৃদয়ে সভায় মিলিত হইবে এবং সর্ব্বদা সভা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

অংশ অজাতশত্রু ও অপরাংশ বৃজিরাজগণ পাইবেন এইরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়। প্রথম দুই একবার এই চুক্তি অনুসারে বৃজিরাজগণ খনি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিভক্ত করিয়া লন কিন্তু পরে অজাতশত্রুর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সমস্তই নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া বসেন। এই কারণে অজাতশত্রু বৃজিদের উপর বড় ক্রুদ্ধ হন। তিনি চিন্তা করিলেন, 'প্রজাতন্ত্র শাসিত রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ নহে। কেননা, তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় না। কোন একজন বিজ্ঞলোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে ভাল হইবে'— এইরূপ স্থির করিয়া বুদ্ধের নিকট মন্ত্রী বর্ষাকারকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। — সুমঙ্গল বিলাসিনী।

"আনন্দ, (২) বৃজিরা সকলেই একমত হইয়া একসঙ্গে * সভাতে উপস্থিত হয়, একসঙ্গে সভা ত্যাগ করে এবং এক মতে সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে, এই কথা কি তুমি শুনিয়াছ ?"

"হাঁ, ভন্তে, আমি তদ্রূপ শ্রবণ করিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা এইরূপ করিবে ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"আনন্দ, (৩) বৃজিরা অবিহিত বিধি ব্যবস্থাপন করে না, বিহিত বিধি ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে না এবং যথাবিহিত বিধি ব্যবস্থানুসারে প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা সমূহ † পালন করে কি ?"

---

* বৃজিরা এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল যে জরুরি সভার অধিবেশনের সময় ভেরিধ্বনি করিলে আহারে রত, প্রসাধনে রত, বস্ত্র পরিধানে রত, অর্দ্ধ ভোজন হইয়াছে এমন সময়, প্রসাধন অর্দ্ধেক সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময়, বস্ত্র পরিধান সমাপ্ত হয় নাই এমন সময়ও সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিত।

† বৃজিরা আইন লঙ্ঘনকারীকে প্রথমেই শাস্তি প্রদান করিত না। প্রাচীন বৃজি ব্যবস্থাপক গ্রন্থে লিখিত আছে, "অপরাধী লইয়া আসিলে 'ইহাকে শাস্তি দাও' — এইরূপ না বলিয়া প্রথম অধস্তন বিচারকের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তিনি বিচার করিয়া দোষী না হইলে মুক্তি প্রদান করেন, দোষী হইলে তাঁহার উচ্চপদস্থ বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। তিনিও তদ্রূপ তাঁহার উচ্চপদস্থ

"হাঁ, ভন্তে, আমি তদ্রূপ শ্রবণ করিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা ঐরূপ ভাবে চলিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"আনন্দ, (৪) বৃজ্জিরা তাহাদের বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাহাদের উপদেশ পালন করে, এই কথা কি তুমি শুনিয়াছ?"

"হাঁ, ভন্তে, আমি তদ্রূপ শুনিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা ঐরূপ করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানি হইবে না।

"আনন্দ, (৫) বৃজ্জিরা কুলবধূ ও কুলকুমারীদের প্রতি কুব্যবহার করে না, এই কথা কি তুমি শুনিয়াছ?"

"হাঁ, ভন্তে, আমি তদ্রূপ শুনিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা ঐরূপ করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানি হইবে না।

"আনন্দ, (৬) বৃজ্জিদেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে যত দেবস্থান (চৈত্য) আছে তাহারা সেই সমস্তের প্রতি

বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেনা নায়কের নিকট, সেনা নায়ক উপরাজের (রাষ্ট্রপতির) নিকট এবং উপরাজ রাজার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বিচার করিয়া অপরাধী না হইলে মুক্তির আদেশ দেন; দোষী হইলে ব্যবস্থাপক পুস্তক পাঠ করিয়া যেখানে 'এই অপরাধে এই রকম শাস্তি দিতে হয়'—এইরূপ লিখা আছে তাহা পাঠ করিয়া তদনুযায়ী শাস্তি বিধান করেন।"

সম্মান প্রদর্শন করে এবং সেই সব স্থানে পূর্ব্ব প্রদত্ত রাজস্ব আত্মসাৎ করে না, এই কথা কি তুমি শুনিয়াছ?"

"হাঁ, ভন্তে, তাহারা আত্মসাৎ করে না বলিয়া শুনিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা ঐরূপ করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"আনন্দ, (৭) বৃজি রাজ্যে অরহতগণের রক্ষা, আবরণ ও ভরণ পোষণের এইরূপ সুব্যবস্থা আছে যে, অন্য স্থানের অরহতগণ সে দেশে আগমন করে ও তদ্দেশস্থিত অরহতগণ সে রাজ্যে অনায়াসে বাস করে, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ?"

"হাঁ, ভন্তে শুনিয়াছি।"

"আনন্দ, যতদিন তাহারা ঐরূপ করিবে ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।"

অতঃপর ভগবান বর্ষকার ব্রাহ্মণকে বলিলেন — "ব্রাহ্মণ, একসময় আমি বৈশালীর সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিবার সময় এই সপ্তবিধ পরিহানি নিবারক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃজিদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম। যতদিন এই সপ্তবিধ পরিহানি নিবারক ধর্ম্ম বৃজিদেশে প্রতিপালিত হইবে, যতদিন তাহারা এই সব নীতি উপদেশ প্রদান করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।"

তখন বর্ষকার ব্রাহ্মণ ভগবানকে বলিলেন — "গৌতম, এই পরিহানি নিবারক সপ্ত নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সমস্ত বৃজি রাজ্যের উন্নতির আশা করা

যায় ও তাহাদের হানির আশঙ্কা নাই এবং যখন অপরিহানিজনক সাতটি নিয়মই বৃজিরাজ্যে প্রতিপালিত হইতেছে, তখন মগধ-রাজ অজাতশত্রু দ্বারা বৃজিদেশ কখনও পরাভূত হইবে না। মন্ত্রণা কৌশলে বা উৎকোচ প্রদানে তাহাদের গৃহবিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মগধ-রাজ যুদ্ধে বৃজিগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।

"গৌতম, এখন আমি প্রস্থান করিব। আমরা সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। উপস্থিত করণীয় বহু কার্য্য আছে।"

"ব্রাহ্মণ, তোমার যাহা উচিৎ বোধ হয় তাহাই কর।"

বর্ষকার বুদ্ধের উপদেশ অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

---

* বর্ষকার রাজা অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান কিরূপ বলিলেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভগবান যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝিলাম, বৃজিগণকে উৎকোচ প্রদান বা মন্ত্রণা কৌশল ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই পরাজয় করিতে পারা যাইবে না।" রাজা বলিলেন, "উৎকোচ প্রদান করিতে গেলে আমার অনেক ধনক্ষয় হইবে। অতএব মন্ত্রণা কৌশলে গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। এখন কিরূপ করিবেন?"

"মহারাজ, তাহা হইলে আপনি সভাসদ্‌দের মধ্যে বৃজিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন। তখন আমি বলিব, 'মহারাজ, ওসব অনর্থক কথার প্রয়োজন কি? তাহারা (প্রজাতন্ত্ররাজ্যের সদস্যেরা) কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা নিরাপদে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের অনিষ্ট

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে ভগবান আনন্দকে বলিলেন—

"আনন্দ, যত ভিক্ষু রাজগৃহের অভ্যন্তরে বাস করে সকলকে সভামণ্ডপে সমবেত করে।

করিয়া লাভ কি?' এই বলিয়া আমি প্রস্থান করিব। তখন আপনি সভাসদ্‌দিগকে বলিবেন, 'এই ব্রাহ্মণ বৃজিদের বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলেই বাধা প্রদান করেন।' সেই দিনই আমি বৃজিদের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিব; তাহাও আপনি বাজেয়াপ্ত করিয়া আমার উপর দোষারোপ করতঃ শাস্তি স্বরূপ আমাকে বন্ধনাদি না করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিবেন। তখন আমি বলিব, 'আমি আপনার নগরের প্রাকার ও পরিখাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছি। প্রাচীরের কোন্ কোন্ স্থান দুর্ব্বল এবং পরিখার কোন্ কোন্ স্থান অগভীর তাহাও অবগত আছি। অতএব আমি শীঘ্রই এই অপমানের প্রতিশোধ লইব।' এই কথা শুনিয়া আপনি আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন।"

রাজা অজাতশত্রু তাঁহার উপদেশানুযায়ী সমস্তই করিলেন। বৃজিরা বর্ষকারের বিতাড়নের সংবাদ পাইয়া বলিল, 'ব্রাহ্মণ বড় শঠ; তাহাকে গঙ্গা নদী পার হইতে দিও না।' তখন কেহ কেহ বলিল, 'আমাদের পক্ষ হইয়া দুই একটি কথা বলাতেই তাঁহার এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে'। এই কথা শুনিয়া বৃজিরা বর্ষকার ব্রাহ্মণকে গঙ্গা পার হইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিতে দিল। তাঁহাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বৃজিরা বলিয়া উঠিল, 'সামান্য কারণে গুরুতর দণ্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। আপনি সেই স্থানে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন?' 'আমি প্রধান

আনন্দ সকলকে সমবেত করিয়া ভগবানকে সংবাদ প্রদান করিলেন। ভগবান যথাসময় সভামণ্ডপে গমন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকট সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিব। তোমরা উত্তমরূপে শ্রবণ কর।" ভিক্ষুরা সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান বলিলেন —

মন্ত্রী ছিলাম।' 'এখানেও আপনাকে সেই পদ প্রদান করিলাম।' তিনি সুবিচার করেন বলিয়া তাঁহার নিকট রাজপুত্রেরা রাজনীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ষকার স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েকদিন পরে জনৈক লিচ্ছবীকে নির্জ্জনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, 'জমি কর্ষণ করিতেছ কি?' 'হাঁ কর্ষণ করিতেছি।' 'দুইটি বলদ দ্বারা কি?' 'হাঁ, দুইটি বলদ দ্বারা।' — এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাকে অন্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'মন্ত্রী কি বলিলেন?' যাহা যাহা কথা হইয়াছিল সে তদ্‌সমস্তই বলিল। তচ্ছ্রবণে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস না করিয়া সত্য গোপন করিতেছ।' এই বলিয়া সে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ আর একদিন অন্য একজন লিচ্ছবীকে নির্জ্জনে নিয়া বলিলেন, 'কি তরকারী দিয়া ভাত খাইয়াছ?' এই বলিয়া প্রস্থান করিল। এই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট ও আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে বিশ্বাস না করিয়া অসন্তুষ্ট হইল। আর একদিন জনৈক লিচ্ছবীকে নির্জ্জনে নিয়া বলিলেন, 'তুমি কি বড় গরীব?' 'আপনাকে কে বলিল?' 'অমুক লিচ্ছবী।' অন্য ব্যক্তিকে নির্জ্জনে নিয়া বলিলেন, 'তুমি না-কি বড় ভীরু?'

"ভিক্ষুগণ, (১) যতদিন ভিক্ষুরা সর্ব্বদা একস্থানে সম্মিলিত হইবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই; (২) যতদিন ভিক্ষুরা একসঙ্গে উপবেশন করিবে, একসঙ্গে গাত্রোত্থান করিবে এবং একসঙ্গে সঙ্ঘের অবশ্য করণীয় কার্য্য সমাধা করিবে ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা

'কে বলিল?' 'অমুক লিচ্ছবী।' বর্ষকার ব্রাহ্মণ এইরূপে অন্য যার অকথিত কথা অন্যকে বলিয়া তিন বৎসরের মধ্যে লিচ্ছবী জাতিকে গৃহ কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এমন অবস্থা হইল যে, দুই জন এক রাস্তা দিয়া গমনাগমন ও করিল না। অবস্থা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বর্ষকার একদিন সকলকে সম্মিলিত হইবার জন্য ভরি বাদ্য করাইলেন। শব্দ শ্রবণে সাধারণ লিচ্ছবীরা বলিল, 'সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা সমবেত হউক।' এই বলিয়া কেহ সভায় উপস্থিত হইল না। তখন বর্ষকার ব্রাহ্মণ অজাতশত্রুকে লিচ্ছবী রাজ্য আক্রমণ করিতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অজাতশত্রু সসৈন্য রণভেরি নিনাদিত করিয়া অভিযান করিলেন। বৈশালীবাসীরা এই সংবাদ শ্রবণে সকলকে একত্র হইবার জন্য ভেরি শব্দ করিয়া ঘোষণা করিল, 'চল, যাইয়া অজাতশত্রুকে গঙ্গা পার হইবার সময় বাধা প্রদান করি।' সাধারণ লোকেরা বলিল 'বড়লোকেরা গমন করুক।' এই বলিয়া কেহ গমন করিল না। পুনরায় ভেরি-ধ্বনি করিয়া বলিল, 'নগরে প্রবেশ করিতে দিও না, নগর দ্বার বন্ধ কর।' তচ্ছ্রবণেও কেহ গমন করিল না। রাজা অজাতশত্রু উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করতঃ সকলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া প্রস্থান করিলেন। [এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে সাধিত হইয়াছিল।]

নাই; (৩) যতদিন অপ্রজ্ঞাপ্ত (অবিহিত) বিষয় প্রজ্ঞাপ্ত না করিবে, প্রজ্ঞাপ্ত বিষয়ের উচ্ছেদ না করিবে এবং প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ (বিহিত ভিক্ষু-নিয়ম) অনুসার চলিবে; (৪) যেই পর্য্যন্ত তাহারা রক্তজ্ঞ (ধর্ম্মানুরাগী), চির প্রব্রজিত, সঙ্ঘ-পিতা, সঙ্ঘ-নায়ক ও স্থবির ভিক্ষুদের সৎকার, গৌরব, পূজা করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিবে; (৫' যতদিন তাহারা তৃষ্ণার বশীভূত না হইবে; (৬) যতদিন তাহারা অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে; (৭) যতদিন তাহারা মনে করিবে, অনাগত ব্রহ্মচারী শীলবান ভিক্ষুরা এখানে আগমন করুক এবং উপস্থিত ব্রহ্মচারীরা সুখে অবস্থান করুক ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানি হইবে না।

"ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম ভিক্ষুরা পালন করিবে এবং যতদিন এই অপরিহানিকর ধর্ম্মে ভিক্ষুদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি, তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

"ভিক্ষুগণ, (১) ভিক্ষুরা যতদিন কাজে (সারাদিন চীবর সেলাই আদি) রত না থাকিবে ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই; (২) যতদিন ভিক্ষুরা নর-নারী সম্বন্ধীয় আলোচনায় সময় অতিবাহিত না করিবে; (৩) যতদিন নিদ্রায় কাল অতিবাহিত না করিবে; (৪) যতদিন জন-সঙ্গ

প্রিয় না হইবে; (৫) যতদিন পাপেচ্ছার বশীভূত না হইবে; (৬) যতদিন কুসংসর্গে বাস না করিবে; (৭) যতদিন যোগ সাধনায় বিরত না হইবে; ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছে — (১) যতদিন ভিক্ষুরা শ্রদ্ধাবান হইবে; (২) পাপ কার্য্যে লজ্জাশীল হইবে; (৩) পাপ কার্য্যে ভয়শীল হইবে; (৪) বহুশ্রুত হইবে; (৫) উদ্যোগী (বীর্য্যবান) হইবে; (৬) স্মৃতিমান (উপস্থিত স্মৃতি) হইবে; (৭) প্রজ্ঞাবান হইবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি — (১) যতদিন ভিক্ষুরা স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিবে; (২) যতদিন ধর্ম্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, (৩) বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গ, (৪) প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, (৫) প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, (৬) সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ, (৭) উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"ভিক্ষুগণ, অপর সপ্তবিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি — (১) যতদিন ভিক্ষু অনিত্য সংজ্ঞা ভাবনা করিবে, (২) অনাত্ম সংজ্ঞা, (৩) অশুভ সংজ্ঞা, (৪) আদীনব (দুষ্পরিণাম) সংজ্ঞা, (৫) প্রহাণ (ত্যাগ) সংজ্ঞা, (৬) বিরাগ সংজ্ঞা, (৭) নিরোধ সংজ্ঞা ভাবনা করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।

"ভিক্ষুগণ, অপর ষড়বিধ অপরিহানিকর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছি,— (১) যতদিন ভিক্ষু সব্রহ্মচারীর গুরুভ্রাতা) প্রতি গুপ্ত ও প্রকটভাবে মৈত্রীপূর্ণ কায়িক কর্ম্ম উপস্থিত করিবে; (২) মৈত্রীপূর্ণ বাচনিক কর্ম্ম উপস্থিত করিবে; (৩) মৈত্রীপূর্ণ মানসিক কর্ম্ম উপস্থিত করিবে; (৪) যতদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত দ্রব্যের মধ্যে অন্ততঃ আহার্য্যও ভিক্ষুদিগকে বিভাগ করিয়া পরিভোগ করিবে; (৫) যতদিন ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হইয়া সব্রহ্মচারীদের সঙ্গে গোপনে বা প্রকাশ্যে বাস করিবে; (৬) যতদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষু আর্য্য (উত্তম) নৈর্যানিক (উত্তীর্ণকারক) সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয় কারক দৃষ্টি শ্রামণ্য যুক্ত হইয়া সব্রহ্মচারীদের সঙ্গে গুপ্তভাবে বা প্রকটভাবে বাস করিবে, ততদিন তাহাদের বৃদ্ধি ব্যতীত হানির সম্ভাবনা নাই।"

রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিবার সময় ভগবান এইরূপে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন,— এইরূপ শীল, এইরূপ সমাধি এবং এইরূপ প্রজ্ঞা। শীল পরিভাবিত সমাধি মহাফলদায়ক — মহা আনৃশংসদায়ক। প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যক্ প্রকারে আস্রব সমূহ (কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্ট্যাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব) হইতে মুক্ত হয়।

ভগবান রাজগৃহে যথাভিরুচি বিহার করতঃ আনন্দকে বলিলেন,— "চল, আনন্দ, আম্রলট্‌ঠিকায় গমন করি।" আনন্দ সম্মত হইলেন।

আম্রলটৃঠিকা।

ভগবান অনেক ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আম্রলটৃঠিকায় * গমন করিয়া রাজাগারে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষুদিগকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি সেখানে কতিপয় দিবস বাসের পর আনন্দকে বলিলেন,—"চল, আনন্দ, নালন্দায় গমন করি। আনন্দ সম্মত হইলেন।

নালন্দা।

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নালন্দায় † গমন করিয়া প্রাবারিক আম্রকাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তখন শারীপুত্র ‡ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন —

"ভন্তে, আমি আপনার প্রতি এতই অনুরক্ত যে, সম্বোধি (পরম জ্ঞান) সম্বন্ধে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আপনার

---

* বর্ত্তমান সিলাব (?), জেলা পাটনা।

† ইহার বর্ত্তমান নাম বরগাঁও। রাজগিরি কুণ্ডের (রাজগৃহের) ৭ মাইল উত্তরে এবং নালন্দা ষ্টেসনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

‡ বিক্রমপূর্ব্ব ৪২৭ অব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শারীপুত্র নালক গ্রামে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মৌদগল্যায়ন তাঁহার ১৫দিন পরে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীতে কালশিলায় পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবান বুদ্ধ ৪২৩ বিক্রম পূর্ব্বাব্দে শেষবার নালন্দায় উপস্থিত হন। কাজেই এখানে শারীপুত্রের উল্লেখ প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। — বুদ্ধচর্য্যা।

অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি ভূতকালে কেহ কখনও ছিলেন না, ভবিষ্যতে কেহ কখনও হইবেন না এবং বর্ত্তমান কালেও অপর কেহ নাই।"

"শারীপুত্র, তুমি উদার (বড়) সাহসিক বাণী প্রকাশ করিলে। একাংশ সিংহনাদ করিয়া বলিলে 'আমি এতই অনুরক্ত যে ... ...।' শারীপুত্র, অতীতে যেইসব সম্যক্ সম্বুদ্ধ ছিলেন, তুমি কি তাঁহাদিগকে স্বীয় চিত্তদ্বারা অবগত হইয়াছ, সেই ভগবানদের শীল, প্রজ্ঞা এইরূপ ছিল, তাঁহারা এইরূপে বিহার করিতেন এবং এইরূপ বিমুক্তি পরায়ন ছিলেন?"

"না, ভন্তে।"

"শারীপুত্র, ভবিষ্যতে যাঁহারা সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবেন তুমি কি তাঁহাদিগকে স্বীয় চিত্ত দ্বারা অবগত হইয়াছ, ... ?"

"না, ভন্তে।"

"শারীপুত্র, এখন আমি অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ বর্ত্তমান আছি। তুমি কি আমাকে স্বীয় চিত্ত দ্বারা অবগত হইয়াছ, ... ?"

"না, ভন্তে।"

"শারীপুত্র, যখন তোমার অতীত অনাগত এবং বর্ত্তমান সম্যক্ সম্বুদ্ধদের সম্বন্ধে চেতঃ-পরিজ্ঞান (পরচিত্তজ্ঞান) নাই তখন তুমি কেন উদার ও সিংহনাদ সদৃশ দুঃসাহসিক বাক্য বলিলে?"

"ভন্তে, অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান সম্যক্ সম্বুদ্ধদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করি নাই সত্য, কিন্তু সকলের ধর্ম্মের অন্বয়

(পরম্পরাক্রম) আমি অবগত আছি। যেমন, কোন রাজার সীমান্ত দুর্গের দৃঢ় ভিত্তি আছে, দৃঢ় প্রাকার ও তোরণ আছে এবং একটি মাত্র দ্বার আছে, দ্বারে মেধাবী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান দৌবারিক আছে। দৌবারিক অজ্ঞাত লোককে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় না ও পরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেয়। সেই দৌবারিক দুর্গের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া এরূপ দেখিতে না পায় যে, প্রাকার-সন্ধিস্থলে বা অন্য কোন স্থানে এরূপ বিবর থাকিতে পারে যদ্দারা ক্ষুদ্র বিড়াল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে ; কিন্তু সে জানে যে, বিড়াল অপেক্ষা বৃহৎ জন্তুর অভ্যন্তরে গমন বা নির্গমন প্রয়োজন হইলে একমাত্র দ্বার দ্বারাই উহা করিতে হয়। সেইরূপ ভন্তে, আমি ধর্ম্মান্বয় অবগত আছি, 'অতীতে যেই সকল অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সকলে চিত্তের উপক্লেশ (মল) প্রজ্ঞাদ্বারা দুর্ব্বল করিয়া পঞ্চনীবরণ * ত্যাগ করতঃ চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ যথার্থভাবে ভাবনা পূর্ব্বক সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ (অনুত্তর) সম্যক্ সম্বোধি (পরমজ্ঞান) লাভ করিয়াছেন (জ্ঞাত হইয়াছেন)। অনাগতে যাঁহারা সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবেন তাঁহারাও সেইরূপে পরম জ্ঞান লাভ করিবেন এবং বর্ত্তমানে যিনি অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ আছেন তিনিও সেইরূপে পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"

* কাম, হিংসা, আলস্য, অহঙ্কার ও সন্দেহ।

নালন্দার প্রাবারিক আম্রকাননে বিহার করিবার সময় ভগবান ভিক্ষুদিগকে এইভাবে নানাপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

ভগবান নালন্দায় যথাভিরুচি বিহার করিয়া আনন্দকে বলিলেন, "চল, আনন্দ, পাটলি গ্রামে * গমন করি।" আনন্দ সম্মত হইলেন।

পাটলিগ্রাম।

ভগবান যথাসময় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। উপাসকেরা এই সংবাদ শ্রবণান্তর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বন্দনা করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিল, "ভন্তে, আমাদের আবসথাগার † (বাসগৃহ) গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জানাইলেন। তাহারা ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া আবসথাগারে প্রস্থান করিল। ভগবান ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ সায়াহ্নে তথায় যাইয়া মধ্যস্তম্ভ

* খৃঃ পূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে মগধ-রাজ কালাশোক পাটলি গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহার বর্ত্তমান নাম পাটনা।

† ভগবান কখন পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন? শ্রাবস্তীতে ধর্ম্ম সেনাপতি শারীপুত্রের দেহাস্থির উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করাইয়া সেস্থান হইতে রাজগৃহে গমন করতঃ মৌদ্গল্যায়নের দেহাস্থির উপর স্তূপ স্থাপন করাইলেন। তৎপর সেই স্থান হইতে আম্রলট্ঠিকায় উপস্থিত হইলেন। অত্বরিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সেই স্থানে

পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"গৃহপতিগণ, দুঃশীলের পাঁচটি বিষয় পরিণামে অশুভ ফল প্রদান করে। সেই পাঁচটি এই—

"(১) দুঃশীল, দুষ্কার্য্যে রত ব্যক্তি আলস্য বশতঃ মহা দারিদ্র্যে নিপতিত হয়; (২) তাহার অপযশ প্রচারিত হয়; (৩) সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি বা শ্রমণ-ব্রাহ্মণের যে কোন সভায় উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভ ভাবে প্রবেশ করে; (৪) অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়; (৫) মৃত্যুর পর নরকে জন্মগ্রহণ করে।"

ভগবান উপাসকদিগকে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "গৃহপতিগণ,

---

এক এক রাত্রি বাস করতঃ লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ক্রমে পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাটলি গ্রামে মগধ-রাজ অজাতশত্রু ও লিচ্ছবীদের কর্ম্মচারীরা সময় সময় আসিয়া গৃহস্থদিগকে ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহাদের গৃহে মাস, অর্দ্ধমাস বাস করিত। এই জন্য পাটলি গ্রাম বাসীরা উৎপীড়িত হইয়া ভাবিল, "আমরা একটি বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিব; রাজ কর্ম্মচারীরা আসিলে আমরা এই স্থানে বাস করিতে পারিব।" এই সংকল্প করিয়া তাহারা নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিল। তাহার নামই 'আবসথাগার'। ভগবান যেইদিন পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদিনই এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়।—উদানট্ঠ কথা।

এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমাদের যাহা উচিত বোধ হয়, তাহা কর।" তাহারা ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর ভগবান শূন্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় সুনীধ ও বর্ষকার নামে মগধ-রাজের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় পাটলি গ্রামে বৃজিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ভগবান প্রত্যুষ সময়ে আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ, পাটলি গ্রামে কে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে?"

"ভন্তে, মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ ও বর্ষকার বৃজিদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন।"

"আনন্দ, মগধের মন্ত্রীরা যেন ত্রয়স্ত্রিংস দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই বৃজিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আমি মানব চক্ষুর অগোচর বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিতে পাইলাম, অনেক সহস্র দেবতা এই পাটলি গ্রামে আসিয়া বাস্তু (ঘর, নিবাস) গ্রহণ করিতেছে। যেই প্রদেশে মহাশক্তিশালী দেবতা বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই স্থানে মহাক্ষমতাশালী রাজা ও রাজমন্ত্রীদের চিত্ত রমিত হয়। যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবতারা বাস স্থান গ্রহণ করে, সেই স্থানে মধ্যম শ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রীদের চিত্ত রমিত হয়। যেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর দেবতারা বাস স্থান গ্রহণ করে, সেই স্থানে নিম্ন শ্রেণীর রাজা ও রাজমন্ত্রীদের চিত্ত রমিত হয়।

"আনন্দ, ভবিষ্যতে এই পাটলি গ্রাম সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্যস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবে; কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্ব্বিবাদ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

সেই সময় মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নান্তর উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন,—"গৌতম, আপনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ অদ্য আমাদের গৃহে ভোজন করুন।" ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তখন সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ নানাবিধ খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবান যথাসময় পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে মন্ত্রীদের আবাসে গমন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে স্বহস্তে খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিলেন। ভগবানের আহারের পর তাঁহারা উভয়ে নিম্ন আসনে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের দান অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "যেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি শীলবান, সংযমী ব্রহ্মচারীকে ভোজন প্রদান করিয়া বাস করায়, সেই স্থানে অবস্থিত দেবতারা দানাংশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; তাহারা পূজিত হইয়া পূজা করে, সম্মানিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করে। তাহারা ঔরস পুত্রের ন্যায় দাতাকে অনুকম্পা করে। দেবানুগৃহীত ব্যক্তির সর্ব্বদা মঙ্গল সাধিত হয়।" ভগবান এই উপদেশ দ্বারা মন্ত্রীদ্বয়ের দান অনুমোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রীদ্বয় ভগবানের অনুসরণ করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আজ শ্রমণ গৌতম যেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইবেন, তাহা গৌতম-দ্বার এবং যেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া গঙ্গা নদী পার হইবেন, তাহা গৌতম-তীর্থ নামে অভিহিত করিব।' সেই হইতে ভগবান যেই দ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই দ্বার **'গৌতম-দ্বার'** এবং যেই তীর্থ দিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, তাহা **'গৌতম-তীর্থ'** নামে অভিহিত

ভগবান নদী পার হইয়া আনন্দকে বলিলেন, "চল, আনন্দ, কোটিগ্রামে গমন করি" আনন্দ সম্মত হইলেন।

কোটিগ্রাম

তখন ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ কোটিগ্রামে উপস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান ভিক্ষুদিগকে একদিন বলিলেন —

"ভিক্ষুগণ, চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য জ্ঞাত না হওয়ায় আমি ও তোমরা দীর্ঘকাল সংসারে বারম্বার জন্মধারণ করিয়াছি। সেই আর্য্যসত্য চারিটি কি-কি? দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্য্যসত্য। আমি এই চতুরার্য্যসত্য অবগত হওয়ায় আমার ভব-তৃষ্ণা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, পুনর্জ্জন্মের হেতু বিনাশ পাইয়াছে, আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা নাই।"

ভগবান কোটিগ্রামে ভিক্ষুদিগকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নাদিকা

ভগবান কোটিগ্রামে ইচ্ছানুযায়ী বিহার করিয়া আনন্দকে বলিলেন, "চল, আনন্দ, নাদিকায় * গমন করি।" আনন্দ সম্মত হইলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নাদিকায় গমন করিয়া গিঞ্জকাবসথে (ইষ্টক প্রাসাদে) বিহার করিতে লাগিলেন। সেখানেও তিনি ভিক্ষুদিগকে উক্ত নিয়মে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

বৈশালী

ভগবান নাদিকা হইতে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ বৈশালীতে † গমন করিয়া আম্রপালী-উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—

"ভিক্ষুগণ, স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞাত (আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে জাগ্রত থাকা) সহ বিহার কর; ইহাই আমার অনুশাসন।"

পতিতা নারী আম্রপালী ভগবান বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া তাহার আম্রকাননে বিহার করিতেছেন শুনিয়া সুসজ্জিত অশ্ববাহিত রথারোহণে আম্রকাননে উপস্থিত হইল এবং

---

* নাদিকা-জ্ঞাতৃকা-নত্তিকা-অত্তিকা-রত্তিকা—রত্তী; যাহার নামে বর্ত্তমান রত্তী পরগণা হইয়াছে; জেলা মজঃফরপুর।

† এই রাজ্যটি বর্ত্তমান বিহারের উত্তরাংশে ত্রিহুত বিভাগে অবস্থিত ছিল। মজঃফরপুর জেলার হাজিপুর মহকুমার ২৩ মাইল উত্তরে কোলহুয়া নামক পল্লীতে প্রাচীন বৈশালী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত আছে।

ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। ভগবান তাহাকে উপদেশ দানে আপ্যায়িত করিলেন। সে ভগবানকে নিবেদন করিল —

"ভন্তে, আপনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আগামী কল্যের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আম্রপালী তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

বৈশালীর লিচ্ছবীরা ভগবানের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন মানসে সুসজ্জিত রথারোহণে বৈশালী হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নীলবর্ণ, নীলবর্ণ দেহ, নীলবস্ত্র ও নীল অলঙ্কারে ভূষিত; কেহ বা পীতবর্ণ, পীতবর্ণ দেহ, পীতবস্ত্র ও পীত অলঙ্কারে ভূষিত; কেহ বা লোহিতবর্ণ, লোহিতবর্ণ দেহ, লোহিতবস্ত্র ও লোহিত অলঙ্কারে ভূষিত; কেহ বা শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ দেহ, শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেত অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। পতিতা আম্রপালী পথের মধ্যে তরুণ লিচ্ছবীদের রথের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ, চক্রের সঙ্গে চক্র এবং যুগের সঙ্গে যুগ সঙ্ঘট্টন করিয়া অভিমান ভরে যাইতে লাগিল। তখন লিচ্ছবী যুবকেরা জিজ্ঞাসা করিল —

"রে আম্রপালি, তুমি কেন আমাদের যানের অঙ্গের সহিত তোমার যানের অঙ্গ, চক্রের সঙ্গে চক্র এবং যুগের সঙ্গে যুগ সঙ্ঘট্টন করিয়া অশ্বযান চালনা করিয়া যাইতেছ?"

"আর্য্যপুত্রগণ, আমি আগামী কল্যের জন্য ভগবান বুদ্ধকে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

"আম্রপালি, এই নিমন্ত্রণ তুমি আমাদিগকে দাও, আমরা তোমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিব।"

"আর্য্যপুত্রগণ, তোমরা যদি সমস্ত বৈশালী এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলও আমাকে প্রদান কর, তথাপি এইরূপ গৌরবের নিমন্ত্রণ আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব না।"

তচ্ছ্রবণে লিচ্ছবী যুবকেরা অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া বলিল, "অহো! আম্রপালীও আমাদিগকে পরাজিত করিল! আমরা ইহা দ্বারা প্রবঞ্চিত হইলাম!"

অনন্তর তাহারা আম্রপালীর আম্রকাননে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। ভগবান তাহাদিগকে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "যে সকল ভিক্ষুগণ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে অবলোকন কর নাই, তাহারা এই বৃজিগণকে * দর্শন কর। বৃজিগণের সহিত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাদৃশ্য অবলোকন কর।"

লিচ্ছবীরা ভগবানকে বলিল, "ভন্তে, ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আপনি আগামী কল্যের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

"লিচ্ছবিগণ, আমি আগামী কল্যের জন্য আম্রপালীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছি।"

* বৃজিগণের অপর নাম লিচ্ছবী।

তচ্ছ্রবণে তাহারা অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া বলিতে লাগিল, "অহো! আম্রপালী আমাদিগকে জয় করিল! আমরা আম্রপালী কর্তৃক পরাজিত হইলাম!"

তাহারা ভগবানের উপদেশে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

আম্রপালী রাত্রিশেষে খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে আসিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিল। ভগবান যথাসময় ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। আম্রপালী স্বহস্তে তাঁহাদিগকে খাদ্য ভোজ্য পরিবেশন করিল। তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে সে একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিল, — "ভন্তে, আমার আম্র কানন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করিলাম। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" *

ভগবান সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে উপদেশ দানে আপ্যায়িত করতঃ প্রস্থান করিলেন।

তিনি বৈশালীতে অবস্থান করিবার সময়ও ভিক্ষুদিগকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

---

* এই পতিতা রমণী যৌবনে সর্ব্বস্ব বুদ্ধকে দান দিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তিনি অনেক দিন জীবিতা ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া ১৯টি গাথা দ্বারা দেহের অসারতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। রচনা কৌশলে এবং কবিত্বে সেই গাথা গুলি কেমন হৃদয়গ্রাহী তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত এই স্থানে

ভগবান ভিক্ষু সঙ্ঘ সহ আম্রপালীর উদ্যান হইতে বেলুব গ্রামে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

বেলুব গ্রাম

"ভিক্ষুগণ, তোমরা সকলে বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পরিচিত স্থানে বর্ষা যাপন কর। আমি এই বেলুব গ্রামে বর্ষা যাপন করিব।" *

বর্ষাভ্যন্তরে ভগবান মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন; তিনি বেদনায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়া প্রসন্নভাবে সহ্য করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, 'আমার সেবক ও

দুইটি গাথা উদ্ধৃত হইল। প্রাচীন যুগে একজন পতিতা নারী কতদূর সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন, এই গাথা দুইটি পাঠ করিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। ভগবান এক সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'জরা একদিন আসিবে'। যখন সত্যই তাঁহাকে জরা আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহা তিনি গাথায় বর্ণনা করিয়াছেন।

কালকা ভমরবণ্ণসদিসা বেল্লিতগ্‌গা মম মুদ্ধজা অহু,
তে জরায় সাণবাক সদিসা সচ্চবাদি বচনং অনঞ্‌ঞথা।
... ...
কাননম্হিং বনসণ্ডচারিনী কোকিলা'ব মধুরং নিকুজিতং,
তং জরায় খলিতং তহিং তহিং সচ্চবাদি বচনং অনঞ্‌ঞথা।
—থেরীগাথা।

* ভগবান বুদ্ধের অন্তিম বর্ষা বেলুব গ্রামে যাপিত হয়।

ভিক্ষু-সঙ্ঘকে না জানাইয়া পরিনির্ব্বাণ গমন করা আমার উচিত হইবে না। আমি বীর্য্যের দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া জীবন সংস্কার রক্ষা করতঃ বিহার করিব'। তিনি বীর্য্যবলে এই মারাত্মক ব্যাধি দমন করিয়া জীবনী-শক্তি রক্ষা করতঃ বিহার করিতে লাগিলেন।

একদিন ভগবান রোগ হইতে সদ্যঃ মুক্ত হইয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তখন আনন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—

"ভন্তে, এখন আপনাকে সুস্থ দেখিতেছি! আপনাকে রোগহীন দেখিতেছি! আপনার রোগের সময় আমার দেহ জড়সর হইয়া গিয়াছিল; আপনি রোগগ্রস্থ হওয়ায় আমার ধর্ম্মবিষয় চর্চ্চা করিতে ইচ্ছা হয় নাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কিছু উপদেশ না দিয়া পরিনির্ব্বাপিত হইবেন না।"

"আনন্দ, ভিক্ষু-সঙ্ঘ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে? আমি-ত গোপন রাখিয়া কোন উপদেশ প্রদান করি নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন আচার্য্য মুষ্টি (রহস্য) নাই।

"আনন্দ, যাহার এইরূপ মনে হয়, 'আমি-ই ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিচালন করিব' অথবা এরূপ মনে করে যে, 'এই মণ্ডলী আমারই শাসনে থাকিবে' সে-ই ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য কিছু করে। কিন্তু তথাগত সেইরূপ কোন চিন্তা করেন না।

"আনন্দ, তথাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য আর কি করিবেন? আমি এখন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছে।

"আনন্দ, জীর্ণ শকট যেমন সংস্কার করিলে অতি যত্নে চলিতে পারে আমার শরীরও তদ্রূপ করিলে চলিতে পারে।

"আনন্দ, যেই সময় তথাগত সমস্ত নিমিত্ত মনে না করিয়া কোন কোন বেদনা নিরোধের জন্য অনিমিত্ত চিত্ত সমাধি (একাগ্রতা) প্রাপ্ত হইয়া বিহরণ করেন সেই সময় তথাগতের দেহ সুস্থ থাকে।

"আনন্দ, **আত্মদীপ** (নিজে নিজের মার্গ প্রদর্শক, দীপক), **আত্মশরণ** (স্বাবলম্বী), **অনন্যশরণ** (নাপরাবলম্বী), **ধর্ম্মদীপ, ধর্ম্মশরণ** এবং **অনন্য-শরণ** হইয়া বিহরণ কর।"

ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বৈশালীতে ভিক্ষা সমাপন করিয়া আহারান্তে আনন্দকে বলিলেন,—"আনন্দ, আসন লইয়া আস। অন্য দিবা বিহারের নিমিত্ত চাপাল চৈত্যে গমন করিব।"

আনন্দ আসন হস্তে ভগবানের অনুসরণ করিলেন। ভগবান চাপাল চৈত্যে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্দও তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন,—

"আনন্দ, বৈশালী বড় রমণীয় স্থান, উদয়ন চৈত্য, গৌতমক চৈত্য, সপ্তম্বক চৈত্য, বহুপুত্রক চৈত্য, সারন্দদ চৈত্য এবং চাপাল চৈত্য বড় রমণীয় স্থান।

"আনন্দ, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বত, কপিলবস্তুতে ন্যগ্রোধারাম, রাজগৃহে চোর প্রপাত, বৈভার পর্ব্বত পার্শ্বে কালশিলা, সীতবনে সর্প শৌণ্ডিক পব্ভার, তপোদারাম, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকাম্রবন এবং মদ্দকুক্ষি মৃগদাবও * বড় রমণীয় স্থান।

"আনন্দ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, 'সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য'। অচিরে তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। **আজ হইতে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্ব্বাপিত হইবেন।** † চল, আনন্দ, মহাবনের কূটাগার শালায় গমন করি।"

ভগবান আনন্দকে সঙ্গে করিয়া মহাবনের কূটাগারশালায় উপস্থিত হইয়া আনন্দকে বলিলেন —

---

* এই স্থানের নাম মৃগদাব ছিল। অজাতশত্রুর মাতা অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হইবে জ্ঞাত হইয়া এই স্থানে গর্ভপাতের নিমিত্ত কুক্ষি (উদর) মর্দ্দন করাইয়াছিলেন। তদ্ধেতু পরে এই স্থানের নাম মদ্দকুক্ষি মৃগদাব হয়।

† মাঘী পূর্ণিমা দিবসে ভগবান এই কথা বলিয়াছিলেন। এই হেতু মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের পক্ষে পরম পবিত্র।

"আনন্দ, বৈশালীতে যত ভিক্ষু অবস্থান করে, সকলকে উপস্থান শালায় (সভামণ্ডপে) একত্র হইতে বল।" আনন্দ আদেশ পালন করিলেন।

ভগবান উপস্থান শালায় যাইয়া উপবেশন পূর্ব্বক উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বে যেই সব উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সেই বিষয় গভীর চিন্তা কর, তৎসমুদয় সর্ব্বত্র প্রচার কর, যেন এই ব্রহ্মচর্য্য চিরস্থায়ী হয় এবং চিরদিন বিদ্যমান থাকে। তদ্রূপ করিলে তাহা দ্বারা বহু লোকের হিত, সুখ সাধিত হইবে। দেব ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাদের হিত-সুখ সাধিত হইবে। সেই উপদেশগুলি এই—(১) চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থান, (২) চতুর্ব্বিধ সম্যক্ প্রধান, (৩) চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপাদ, (৪) পঞ্চেন্দ্রিয়, (৫) পঞ্চ বল, (৬) সপ্ত বোধ্যঙ্গ (৭) আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ।

"ভিক্ষুগণ, সংস্কার (কৃতবস্তু) বিনাশশীল (বয় ধম্মা), অতন্দ্রিত ভাবে সম্পাদন কর। অচিরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। অদ্য হইতে তিনমাস পরে আমি পরিনির্ব্বাপিত হইব।"

ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বৈশালীতে ভিক্ষা করিয়া আহারান্তে গজদৃষ্টিতে বৈশালী অবলোকন করিয়া আনন্দকে বলিলেন,

কুশীনারাভিমুখ

"আনন্দ, তথাগতের এই অন্তিম বৈশালী দর্শন। চল, আনন্দ, ভণ্ডগ্রামে গমন করি।"

ভগবান ক্রমান্বয়ে ভণ্ডগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভোগ নগরে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ ভোগ নগরে উপস্থিত হইয়া আনন্দ চৈত্যে বিহার করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ, চারিটি মহাপ্রদেশ সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

ভোগনগর

"ভিক্ষুগণ, (১) যদি কোন ভিক্ষু বলে, 'বন্ধু, আমি ভগবানের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি, তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ গ্রহণ করিয়াছি, 'ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ এবং শাস্তার উপদেশ এইরূপ'। ভিক্ষুগণ, তোমরা তাহার বাক্য অনুমোদন কিম্বা অগ্রাহ্য না করিয়া পদ-ব্যঞ্জনের সহিত তাহার বাক্যগুলি যথাযত গ্রহণ করিয়া সূত্র-ছাঁচে ঢালিয়া বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিবে। যদি তাহা সূত্রের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিনয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পাও, সূত্রও বিনয়ের সহিত মিলিতেছে না, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও, ইহা বুদ্ধের বাক্য নহে; এই ভিক্ষু অজ্ঞতা বশতঃ কদর্থ করিতেছে। তখন তাহার বাক্য অগ্রাহ্য করিবে। যদি তাহা সূত্রের সঙ্গে মিলে এবং বিনয়ের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাস করিও, অবশ্যই ইহা বুদ্ধের বাক্য; এই ভিক্ষু যথার্থরূপে

চারিটি মহাপ্রদেশ

উপদেশের মর্ম্ম আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এই প্রথম মহাপ্রদেশ সাবধানে মনে গ্রহণ কর।

"ভিক্ষুগণ, (২) যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে — 'বন্ধু, অমুক আবাসে স্থবির প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘ অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ এবং শাস্তার শাসন এইরূপ' ... ... তবে বিশ্বাস করিও, অবশ্য ইহা ভগবানের বাক্য; এই ভিক্ষু-সঙ্ঘ যথার্থভাবে মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা দ্বিতীয় মহাপ্রদেশ বলিয়া গ্রহণ কর।

"ভিক্ষুগণ, (৩) ... ... ভিক্ষু এইরূপ বলে, 'বন্ধু, অমুক আবাসে অনেক বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আমি ইহা সেই স্থবিরের নিকট হইতে শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ধর্ম্ম,' ... ...।

"ভিক্ষুগণ, (৪) যদি কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে, 'বন্ধু অমুক আবাসে একজন বহুশ্রুত ... ... স্থবির ভিক্ষু বাস করেন। আমি ইহা তাঁহার নিকট শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি, 'ধর্ম্ম এইরূপ বিনয় এইরূপ।' ... ... ভিক্ষুগণ, এই চতুর্থ মহাপ্রদেশ ধারণ কর।

"ভিক্ষুগণ এই চতুঃ মহাপ্রদেশ উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর।"

ভগবান এই ভোগ নগরে অবস্থান করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে এইরূপে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যতদিন ইচ্ছা ভোগ নগরে বিহার করিয়া ভগবান আনন্দকে বলিলেন, "চল, আনন্দ, আমরা পাবা নগরে গমন করি।" আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলে ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবা নগরে গমন করিলেন।

পাবা

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ যথাসময় পাবায় * উপস্থিত হইয়া চুন্দ নামক স্বর্ণকার পুত্রের আম্র কাননে বাস করিতে লাগিলেন। চুন্দ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল এবং বন্দনা করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। ভগবান তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করিলেন। চুন্দ ভগবানকে নিবেদন করিল,—"ভন্তে, আপনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার বাড়ীতে আহার গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনাবলম্বনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাত্রি অবসানে চুন্দ

* পডরৌনার সমীপে অবস্থিত বর্ত্তমান পপ্‌উর গ্রাম (পাবাপুর)। ইহা গোরক্ষপুরের ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও গণ্ডক নদীর ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নানাবিধ খাদ্য ভোজ্য ও অনেক শূকর মর্দ্দব * প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে আসিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিল। ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ যথাসময়ে চুন্দের বাসভবনে গমন করিয়া উপবেশন করিলেন। চুন্দ স্বহস্তে পরিবেশন করিল। আহারান্তে ভগবান চুন্দকে ধর্ম্মোপদেশ দানে পরিতৃপ্ত করতঃ প্রস্থান করিলেন।

স্বর্ণকার পুত্র চুন্দের অন্ন ভোজনের পর ভগবানের রক্তামাশায় ও তীব্র বেদনা উপস্থিত হইল। রোগ এমন প্রবল হইল যে, তাঁহার জীবনের আশা রহিল না। এই কঠিন রোগের সময়ও ভগবান স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে ছিলেন, কোন কাতর উক্তি করেন নাই। তখন ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "চল, আনন্দ, কুশীনারায় † গমন করি।" আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলে

---

* নাতি তরুণ নাতি বৃদ্ধ এক বৎসর বয়স্ক শূকরের মাংস। তাহা মৃদু এবং স্নিগ্ধ। কেহ কেহ বলেন, নরম (কোমল) চাউল পঞ্চবিধ গোরসের যূসের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যের নাম শূকর মর্দ্দব। আবার কেহ কেহ বলেন, শূকর মর্দ্দব এক প্রকার রসায়ন বিশেষ। এই রসায়ন সম্বন্ধে ভৈষজ্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ভগবানের পরিনির্ব্বাণ লাভ না হইবার জন্য, চুন্দ তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল।

† ইহা গোরক্ষপুরের ২৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম কসয়া।

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর এক বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ভগবান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, আমার সঙ্ঘাটি চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত কর। আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রাম করিব।" আনন্দ সঙ্ঘাটি বিস্তারিত করিয়া দিলে ভগবান উপবেশন করিলেন। সেই সময় আলাড় কালামের শিষ্য পুক্কুস নামক মল্লপুত্র কুশীনারা * হইতে পাবা নগরে গমন করিতেছিল। সে ভগবানকে তরুমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার নিকট আগমন করতঃ অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। অনন্তর সে ভগবানকে বলিল, "ভন্তে, যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শান্তির সহিত বিহার করেন। পূর্ব্বে আলাড় কালাম দীর্ঘ পথ ভ্রমণে রত হইয়া রাস্তা ত্যাগান্তর সমীপে এক তরুমূলে রৌদ্রের সময় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময় পঞ্চশত শকট প্রায় আলাড় কালামকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তখন একব্যক্তি সেই শকট সমূহ অনুসরণ করিয়া আলাড় কালামের নিকট উপস্থিত হইল এবং আলাড় কালামকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, পঞ্চশত শকট এই স্থান

মল্লপুত্র পুক্কুস

---

* পাবা হইতে কুশীনারা ৬ গব্যূতি (১½ যোজন) মাত্র। ভগবান মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় কুশীনারায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই পথটুকুর মধ্যে পঞ্চবিংশতিবার তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। — উদানার্থকথা।

দিয়া চলিয়া গেল, আপনি তাহা দেখিয়াছেন কি?' 'না, দেখি নাই।' 'আপনি তাহার শব্দ শুনিয়াছেন কি?' 'না।' 'আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?' 'না।' 'আপনি কি জাগ্রত ছিলেন?' 'হাঁ।' 'তাহা হইলে আপনি সসংজ্ঞ ও জাগ্রত ছিলেন এবং পঞ্চশত শকট আপনাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা দর্শন কিম্বা শব্দ শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার চীবর ধূলি লিপ্ত হইয়াছে!!' 'হাঁ, তাহা সত্য।'

তখন সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিল, 'কি অদ্ভুত শান্তির সহিত প্রব্রজিত ব্যক্তি বিহার করেন, যে সংজ্ঞাযুক্ত ও জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়াও নিকট দিয়া পঞ্চশত শকট গমন করিলেও দর্শন কিম্বা তাহার শব্দ শ্রবণ করেন না।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া আলাড় কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।"

"পুক্কুস, তুমি নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি কঠোরতম মনে কর, প্রথম সজ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থাতে অতি নিকট দিয়া পঞ্চশত শকট চলিয়া যাইতে না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা, অন্যটি সজ্ঞান ও জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কল কল রবে প্রবাহিত হওয়া, বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া, বজ্রপাত হওয়া দর্শন না করা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা?"

"ভন্তে, ইহার সহিত তুলনায় পঞ্চশত বা শতসহস্র শকটই বা কি? ইহাই কঠোরতম যে সজ্ঞান জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া ... ...।"

"পুক্কুস, এক সময় আমি আতুমা নগরের ভূষাগারে বিহার করিতেছিলাম। তখন বৃষ্টিবর্ষণ হইয়াছিল, বৃষ্টির জল কল কল ... ... ভূষাগারের সমীপে দুই কৃষক ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্ধ হত হইয়াছিল এবং আতুমা নগর হইতে বহু লোক আসিয়া সেই স্থানে হত কৃষকভ্রাতৃদ্বয় ও চারিটি বলীবর্দ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় আমি ভূষাগার হইতে বাহির হইয়া দ্বারের নিকবর্ত্তী উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছিলাম। তখন সেই জনতা হইতে একজন আমার নিকট আসিয়া আমাকে অভিবাদনান্তর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে অত লোক একত্র হইয়াছে কেন?' সে বলিল, 'কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি পড়িয়া জল কল কল রবে বহিতেছিল, বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছিল, বজ্রপাত হইতেছিল এবং দুই কৃষকভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ্ধ হত হইয়াছে। এই জন্য এই স্থানে এত লোক একত্র হইয়াছে। ভন্তে, আপনি কোথায় ছিলেন?' 'আমি এস্থানেই ছিলাম।' 'ভন্তে, আপনি কি এই সমস্ত দেখেন নাই?' 'না, আমি দেখি নাই।' 'ভন্তে, আপনি কি শব্দ শ্রবণ করেন নাই?' 'না, আমি শব্দ শ্রবণ করি নাই।' 'ভন্তে, আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?' 'না।' 'তখন কি আপনার সংজ্ঞা ছিল?' 'হাঁ, সংজ্ঞা ছিল।' 'তাহা হইলে আপনি সংজ্ঞাযুক্ত ও জাগ্রত ছিলেন অথচ বৃষ্টি পতিত হইয়াছে, জল কল কল রবে বহিয়া গিয়াছে, বিদ্যুৎ

স্ফুরিত হইয়াছে ও বজ্রপাত হইয়াছে — এসকল দর্শন ও করেন নাই এবং তাহার শব্দও শ্রবণ করেন নাই।' 'হাঁ, তাহা সত্য।'

"পুক্কুস, তচ্ছ্রবণে সেই ব্যক্তি ভাবিতে লাগিল, 'কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত শান্তির সহিত প্রব্রজিত ব্যক্তিগণ বিহার করেন যে বৃষ্টি পতিত হইল, কল কল রবে জল প্রবাহিত হইল, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, বজ্রপাত হইল অথচ জাগ্রত ও সজ্ঞানে থাকিয়াও ইনি তাহা দর্শন কিম্বা তাহর শব্দ শ্রবণ করিলেন না!' অনন্তর সে আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।"

ভগবানের এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মল্ল পুত্র পুক্কুস ভগবানকে বলিল, "প্রবল বাতাসে যেমন লোকে তুষ উড়াইয়া দেয় আমি আড়াল কালামের মত তেমন উড়াইয়া দিলাম, খরস্রোত নদীতে যেমন তুষ ভাসাইয়া দেয় সেইরূপ আমি ভাসাইয়া দিলাম। ... ... ভন্তে, আমি ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ সহ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আমাকে অদ্য হইতে অঞ্জলিবদ্ধ শরণাগত উপাসক বলিয়া মনে করুন।"

ভগবান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, অদ্য রাত্রির অন্তিম প্রহরে কুশীনারার উপবর্ত্তনে * মল্লদের শালবনে যুগ্মশাল

* বর্ত্তমান মাথা কুঁয়র, কসয়া — জেলা গোরক্ষপুর।

তরুর মধ্যস্থলে তথাগত পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। আস, আনন্দ. ককুত্থা (ককুৎসা) নদীতে গমন করি।”

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ ককুত্থা নদীতে গমন করিলেন। অনন্তর নদীতে অবগাহন ও জলপান করিয়া আম্র কাননে * গমন করতঃ আয়ুষ্মান চুন্দককে বলিলেন,—

“চুন্দক, আমার জন্য সঙ্ঘাটি চারিভাঁজ করিয়া বিস্তারিত কর। বড় ক্লান্ত হইয়াছি, বিশ্রাম করিব।”

চুন্দক চীবর বিস্তারিত করিয়া দিলেন। ভগবান পদের উপর পদ স্থাপন করতঃ স্মৃতি সম্প্রজন্য যুক্ত হইয়া এবং উত্থান সংজ্ঞা মনে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শয়নের ন্যায় শয়ন করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দক ভগবানের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আনন্দ, যদি কেহ স্বর্ণকার পুত্র চুন্দের অনুতাপ উৎপাদন করিয়া বলে, ‘চুন্দ, তোমার বড় ক্ষতি হইল, কেননা সর্ব্বশেষ তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াই তথাগত পীড়িত হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন’। আনন্দ, চুন্দের এইরূপ অনুতাপ নিবারণ করিয়া বলিও, বন্ধু, তুমি মহৎ লাভের অধিকারী হইলে; কেননা তথাগত সর্ব্বশেষ তোমার অন্ন ভোজন করিয়াই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বন্ধু চুন্দ, আমি সাক্ষাৎ ভগবানের মুখে শুনিয়াছি, ‘এই দ্বিবিধ অন্ন সমফলদায়ক, সম বিপাক

* সেই নদী তীরে অবস্থিত আম্রকানন।

দায়ক; অন্য সময়ে প্রদত্ত অন্ন হইতে মহাফলপ্রদ। সেই দ্বিবিধ অন্ন এই,— (১) যেই অন্ন আহার করিয়া তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছেন এবং (২) যেই অন্ন আহার করিয়া অনুপাধিশেষ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন'।

"চল, আনন্দ, হিরণ্যবতী * নদীর পরতীরে অবস্থিত কুশীনারা-উপবর্ত্তনে † মল্লদের শালবনে গমন করি।" আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান যথাসময়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ শালবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দকে বলিলেন—

শালবন

"আনন্দ, ঐ যুগ্ম শালতরুর মধ্যস্থলে উত্তর শীর্ষ করিয়া মঞ্চ স্থাপন কর। আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।"

---

* ইহার বর্ত্তমান নাম শোণ। কাহারও মতে গণ্ডক নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবতী।

† যেমন কদম্ব নদীর তীর হইতে রাজ-মাতা-বিহার-দ্বার দিয়া স্তূপারামে যাইতে হয় তেমন হিরণ্যবতী নদীর তীর হইতে শালোদ্যানে যাইতে হয়। যেরূপ অনুরাধাপুরের স্তূপারাম তদ্রূপ কুশীনারা। যেমন স্তূপারাম হইতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার রাস্তা পূর্ব্বমুখী হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছে তেমন শালোদ্যান হইতে শালপংক্তি ভেদ করিয়া পূর্ব্বমুখী যাইয়া উত্তর দিকে যাইতে হয়। এই জন্য তাহা উপবর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

আনন্দ আদেশ পালন করিলেন। ভগবান উত্তরশীর্ষ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর ভগবান আনন্দকে বলিলেন —

চারিটি দর্শনীয় স্থান

"আনন্দ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির এই চারিটি স্থান দর্শনীয় এবং সংবেগজনক (বৈরাগ্য প্রদ)। সেই চারিটি স্থান এই — (১) 'এখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' *; (২) 'এই স্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন' †; (৩) 'এই স্থানে তথাগত অনুত্তর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ' ‡; (৪) 'এই স্থানে তথাগত 'অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছেন' ¶। এই চারিটি স্থান দর্শনীয় এবং সংবেগজনক।

"আনন্দ, ভবিষ্যতে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকারা আসিয়া বলিবে, 'এইস্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'; ... ...।"

"ভন্তে, আমরা নারী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব ?"

নারীর প্রতি ব্যবহার

"আনন্দ, দর্শন করিবে না।"

"দেখা হইলে কিরূপ ব্যবহার করিব ?"

"আলাপ করিবে না"

"আলাপ করিতে হইলে কিরূপ করিব ?"

* লুম্বিনী; † বুদ্ধগয়া; ‡ সারনাথ; ¶ মাথা কুঁয়র।

"স্মৃতিযুক্ত (সাবধান) হইবে।"

"ভন্তে, আমরা তথাগতের শরীর পূজা (সংকার) কিরূপে করিব ?"

"আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজার নিমিত্ত তোমরা চিন্তান্বিত হইও না। তোমরা স্বীয় মঙ্গলের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠ হও। স্বীয় মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত হও। সদর্থে অপ্রমাদী, উদ্যোগী এবং আত্মসংযমী হইয়া বিচরণ কর। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা তথাগতের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত; তাহারা তথাগতের শরীরের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে।"

"ভন্তে, তথাগতের শরীর পূজা কিরূপে করা হইবে ?"

'আনন্দ, রাজ চক্রবর্ত্তীর মৃত দেহের প্রতি যেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তথাগতের দেহের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হয়।"

"ভন্তে, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় ?"

"আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ নূতন অব্যবহৃত বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া তৎপর সুধূনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করে।

রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ সংকার

এইরূপে সহস্রবার উভয় বস্তুদ্বারা বেষ্টন করে। তৎপর লৌহ তৈলাধারে তাহা স্থাপন করে ও অপর লৌহ তৈলাধার দ্বারা তাহা আবৃত করে এবং সকল প্রকার গন্ধ সামগ্রীদ্বারা চিতা রচনা করে। এইরূপে রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ দগ্ধ করিয়া চারিটি

রাজ পথের সংযোগ স্থলে রাজচক্রবর্ত্তীর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে।"

এই কথা শুনিয়া আনন্দ বিহারে প্রবেশ করতঃ কপিশীর্ষ (প্রাচীরের অগ্রভাগ) অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,— "হায়! আমার করণীয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই, যিনি আমার পরম হিতৈষী এবং উপদেষ্টা তিনি পরিনির্ব্বাণ গমন করিতেছেন!"

ভগবান ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "ভিক্ষুগণ, আনন্দ এখন কোথায়?"

"ভন্তে, তিনি বিহারাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন।"

"তাহাকে আমি আহ্বান করিতেছি বলিয়া বল।"

ভিক্ষুরা আনন্দকে আহ্বান করিলে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, "আনন্দ, আর শোক করিও না, আর বিলাপ করিও না। আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, 'সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছেদ হইতে হইবে।' যাহার উৎপত্তি আছে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। তাহা ধ্বংস না হওয়া অসম্ভব। তুমি দীর্ঘকাল মৈত্রীচিত্তে তথাগতের সেবা করিয়াছ। তুমি পুণ্যবান, নির্ব্বাণ সাধনায় উদ্যমশীল হও। অচিরে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।"

"ভন্তে, এই ক্ষুদ্র নগণ্য নগরে আপনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন না। চম্পা, * রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, † সাকেত, ‡ কৌশাম্বী ৺ অথবা বারাণসীর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ নগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করুন। সেই সমস্ত দেশের মহাধনাঢ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা ভগবানের পরম ভক্ত, তাহারা ভগবানের দেহের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে।"

"আনন্দ, ঐরূপ বলিও না। এই নগর ক্ষুদ্র নগণ্য এইরূপ মনে করিও না। পূর্ব্বে এই কুশীনারা সুদর্শন নামক রাজার কুশাবতী রাজধানী নামে খ্যাত ছিল। তুমি কুশীনারা নগরাভ্যন্তরে যাইয়া মল্লদিগকে সংবাদ দাও যে, বাশিষ্ঠগণ, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। প্রসন্ন হইয়া আগমন কর, যেন পশ্চাৎ অনুতাপ করিয়া বলিতে না হয়, 'আমাদের গ্রামে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইল অথচ আমরা শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করিতে পারিলাম না'।"

আনন্দ একাকী কুশীনারা নগরাভ্যন্তরে গমন করিলেন। সেই সময় মল্লগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে মন্ত্রণাগারে সম্মিলিত

---

* বর্ত্তমান ভাগলপুর; † বলরামপুর হইতে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম সহেট-মহেট, জেলা গোণ্ডা;

‡ বর্ত্তমান অযোধ্যা, জেলা ফৈজাবাদ; ৺ কোশম্, এলাহাবাদ।

হইয়াছিল। আনন্দ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মল্লগণকে সংবাদ দিলেন, "বাশিষ্ঠগণ, ...।"

তাহারা আনন্দের বাক্য শ্রবণান্তর শোকে অভিভূত হইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া দক্ষিণে বামে লুটাইয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়, অতি শীঘ্র তথাগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেছেন! অতি শীঘ্র লোকনেত্র অন্তর্হিত হইতেছেন!" মল্লযুবক, মল্লকন্যা ও মল্লবধূগণ সহ মল্লগণ ক্লিষ্ট, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া উপবর্ত্তনস্থ শালবনে গমন করিল।

আনন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভাবিলেন, যদি আমি কুশীনারাবাসী মল্লদিগকে এক এক জন করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিবার অবসর প্রদান করি, তাহা হইলে মল্লগণ ভগবানকে বন্দনা না করিতেই এই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। অতএব আমি কুশীনারার মল্লদিগের এক এক পরিবারকে একত্র করিয়া এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইব এবং বলিব, 'ভন্তে, অমুক নামক মল্ল সপরিবারে ভগবানের চরণে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুশীনারার মল্লদের এক এক পরিবারকে একত্র করিয়া এক সঙ্গে ভগবানের বন্দনা করাইলেন।

আনন্দ এই প্রকারে প্রথম যামে (সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত) কুশীনারার মল্লদের দ্বারা ভগবানের বন্দনা শেষ করিয়াছিলেন।

এই সময় কুশীনারায় সুভদ্র নামক পরিব্রাজক বাস করিতেন। তিনি সেই রাত্রিতেই বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হইবে শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, "আমি প্রাচীন আচার্য্য প্রাচার্য্যদের নিকট শুনিয়াছি, জগতে কচিৎ অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তাঁহার নাকি পরিনির্ব্বাণ লাভ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার একটি সন্দেহ আছে। আমি শ্রমণ গৌতমের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন; তিনি-ই আমার সংশয় দূর করিতে সমর্থ হইবেন।"

সুভদ্র

অতঃপর পরিব্রাজক সুভদ্র শালবনে গমন করিয়া আনন্দকে বলিলেন, "বন্ধু আনন্দ, আমি প্রাচীন আচার্য্য প্রাচার্য্যদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, ... আমি কি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিব ?"

"বন্ধু সুভদ্র, তথাগতকে আর বিরক্ত করিও না; তিনি বড় ক্লান্ত হইয়াছেন।"

ভগবান সুভদ্রের সহিত আনন্দের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, সুভদ্রকে আমার নিকট আসিতে আর বারণ করিও না, তাহাকে আসিতে দাও। সুভদ্র আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবে তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিবে, আমাকে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায়ে করিবে না এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি যাহা বুঝাইয়া দিব সে তাহা শীঘ্র বুঝিতে সমর্থ হইবে।"

তখন আনন্দ সুভদ্রকে বলিলেন, "বন্ধু সুভদ্র, ভগবান্ তোমাকে যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন; তুমি যাইতে পার।"

সুভদ্র ভগবানের নিকট গমন করিয়া কুশল প্রশ্নান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো গৌতম, বর্ত্তমানে সংসারে গণাচার্য্য, যশস্বী, প্রসিদ্ধ তীর্থঙ্কর, বহুব্যক্তি দ্বারা সম্মানিত পূরণ কাশ্যপ, মক্ষলি গোশাল, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলষ্ঠি পুত্র এবং নিগ্রন্থ নাথপুত্রাদি * অনেক শ্রমণ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা সকলেই কি পরম জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন কিম্বা তাঁহারা সকলেই কি সেই বিষয় জ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই, অথবা তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন এবং কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই?"

* বুদ্ধের অনেক দিন পূর্ব্বে নিগ্রন্থ নাথপুত্র (মহাবীর স্বামী) কালকবলিত হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ 'সামগাম সুত্র।' মজ্ঝিম নিকায়ের সামগাম সুত্রের বর্ণনামতে কপিলবস্তুর অন্তঃপাতী 'সামগ্রামে' অবস্থান কালে বুদ্ধ 'অধুনা' বা মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে নিগ্রন্থ নাথপুত্র পাবায় কালগত হইয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ দুইদলে (শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর) বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়াছেন — এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তদ্ধেতু এই স্থানে 'নিগ্রন্থ নাথপুত্র বিদ্যমান আছেন' এই কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইতেছে।

"সুভদ্র, ঐ সব নিরর্থক প্রশ্ন ত্যাগ কর। আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি।"

"ভগবন্, তাহাই হউক, আপনি বলুন।"

"সুভদ্র, যেই ধর্ম্ম বিনয়ে আর্য্যাষ্টাঙ্গিকমার্গ উপলব্ধ হয় না সেখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণও (স্রোতাপন্ন) উপলব্ধ হয় না; দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণও (সকৃদাগামী) উপলব্ধ হয় না; তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণও (অনাগামী) উপলব্ধ হয় না; চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও (অরহত) উপলব্ধ হয় না। যেই ধর্ম্ম বিনয়ে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ উপলব্ধ হয়, সেখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণও উপলব্ধ হয়; ... ...। এই ধর্ম্ম বিনয়ে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ উপলব্ধ হয়, এখানে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণও উপলব্ধ হয় ... .। অন্য জনশ্রুতিমূলক ধর্ম্ম সকল শূন্যগর্ভ, তাহা শ্রমণ শূন্য। সুভদ্র, যদি এই ধর্ম্মে ভিক্ষু যথার্থরূপে বিহার করে তবে জগত অরহত শূন্য হইবে না।"

তচ্ছ্রবণে সুভদ্র বলিলেন, "ভন্তে, বড় আশ্চর্য্য! ভন্তে, বড় অদ্ভুত! আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলাম। আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করুন।"

"সুভদ্র, যদি কোন অন্য মতাবলম্বী পরিব্রাজক আমার শাসনে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থী হয় তবে তাহাকে চারিমাস পরিবাস (পরীক্ষার্থ বাস) করিতে হয়। চারি মাসের পর তাহাকে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা ও

উপসম্পদা প্রদান করে। তবে উপসম্পন্ন হইবার উপযুক্ততা বিষয়ে একব্যক্তিতে ও অপর ব্যক্তিতে অনেক প্রভেদ আছে তাহা আমি অবগত আছি।"

"ভন্তে, তদ্রূপ হইলে আমি চারিমাস কেন চারি বৎসর পরিবাস করিব। চারি বৎসর পরে উপযুক্ত মনে করিলে ভিক্ষুরা আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন।"

তখন ভগবান আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।"

আনন্দ সুভদ্রকে বলিলেন. "বন্ধু, তুমি বড় ভাগ্যবান; কেন না, তুমি বুদ্ধের সম্মুখেই শিষ্যত্বে অভিষিত হইলে।"

সুভদ্র ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। * উপসম্পদা লাভের পর সুভদ্র আত্ম সংযমে রত হইয়া অরহত্বফল লাভ করিলেন। তিনি-ই ভগবানের অন্তিম সাক্ষাৎ শিষ্য হইয়াছিলেন। †

---

* ভগবান বুদ্ধ প্রথম প্রহরে মল্লদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মধ্যম প্রহরে সুভদ্রকে প্রব্রজিত করতঃ অন্তিম প্রহরে ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া অতি প্রত্যুষে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† সুভদ্র স্বয়ং বলিতেছেন —

উপবত্তনে সালবনে পচ্ছিমে সয়নে মুনি,
পব্বাজেসি মহাবীরো হিতো কারুণিকো জিনো।

ভগবান আনন্দকে বলিলেন, —"আনন্দ, তোমাদের এমনও মনে হইতে পারে, (১) 'শাস্তার প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাণী সমূহ অতীত হইয়াছে, অতএব আমাদের আর শাস্তা নাই।' কিন্তু আনন্দ, এইভাবে বিষয়টি দেখিলে চলিবে না। কেননা, যেই ধর্ম্ম ও যেই বিনয় আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাপ্ত হইয়াছে তাহাই আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের শাস্তা। (২) এখন যেমন এক ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে 'আবুস' বলিয়া সম্বোধন করে, আমার অবর্ত্তমানে ঐরূপ সম্বোধন করিতে পারিবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষুকে নাম ধরিয়া বা গোত্রের নাম ধরিয়া অথবা 'আবুস' বলিয়া সম্বোধন করিবে। নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে 'ভন্তে' বা 'আয়ুস্মা' বলিয়া সম্বোধন করিবে। (৩) ভিক্ষু-সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে

অজ্জে'ব 'দানি পব্বজ্জা অজ্জেব উপসম্পদা,
অজ্জে'ব পরিনিব্বাণং সম্মুখা দ্বিপদুত্তমে।

—থেরাপদান।

অনুবাদ। মহাকারুণিক জিন (বুদ্ধ) কুশীনারার উপবর্ত্তনস্থ শালবনে অন্তিম শয্যায় [আমাকে] প্রব্রজিত করিয়াছেন। অদ্যই আমি দ্বিপদ শ্রেষ্ঠের (বুদ্ধের) সম্মুখে প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা এবং পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলাম।

আমার অন্তর্দ্ধানের পর ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ সকল (ভিক্ষু-নিয়ম) পরিত্যাগ করিতে পারিবে। (৪) আমার পরিনির্ব্বাণের পর ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে।"

"ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে?"

"আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষুদিগকে যাহা বলিতে চায় তাহা বলুক কিন্তু ভিক্ষুরা তাহাকে কিছু বলিতে পারিবে না; ইহাই ব্রহ্মদণ্ড।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, — "ভিক্ষুগণ, যদি বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ বা মার্গ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকে তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার। পরে অনুতাপ করিয়া বলিতে পারিবে না, 'ভগবান বর্ত্তমান থাকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূর করি নাই'।"

ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘকে এইরূপ তিনবার বলিলেও সকলে নীরব রহিলেন। তখন ভগবান বলিলেন, "সংস্কার (কৃতবস্তু) ক্ষয়শীল (বিনাশশীল); অপ্রমাদের সহিত (আলস্য না করিয়া) জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পাদন কর।"* ইহাই বুদ্ধের অন্তিম বাণী।

অন্তিম বাণী

---

* বয়'দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।

অতঃপর ভগবান প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া চতুর্থ ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান হইতে উঠিয়া আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন এবং সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন আনন্দ অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভন্তে অনুরুদ্ধ, ভগবান কি পরিনির্ব্বাপিত হইলেন?"

"না, আবুস আনন্দ, ভগবান এখনও পরিনির্ব্বাপিত হন নাই; তিনি সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

পরিনির্ব্বাণ

অনন্তর ভগবান সংজ্ঞাবেদয়িত নিরোধ সমাপত্তি (চতুর্থ ধ্যানের উপরিতম সমাধি) হইতে উঠিয়া নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হইলেন। ...... দ্বিতীয় ধ্যান হইতে উঠিয়া প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় প্রথম ধ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। ... ... চতুর্থ ধ্যান হইতে উঠিবার সময়েই ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

ভগবানের পরিনির্ব্বাণের পর সেই স্থানে যেই সব অবীতরাগী (আসক্তিপরায়ণ) ভিক্ষুরা ছিলেন তন্মধ্যে কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায়!

ভগবান অতিশীঘ্র পরিনির্ব্বাপিত হইলেন! অতিশীঘ্র লোক-নেত্র অন্তর্হিত হইলেন!' যাঁহারা বীতরাগী (অনাসক্ত) তাঁহারা স্মৃতিমান হইয়া সম্প্রজ্ঞাত ভাবে অবস্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন, **'সংস্কার অনিত্য।'**

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "বন্ধুগণ, শোক কিম্বা রোদন করিবেন না। কারণ, ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন, **'সকল প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে'।"**

আনন্দ ও অনুরুদ্ধ অবশিষ্ট রাত্রি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর অনুরুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, কুশীনারায় যাইয়া মল্লগণকে সংবাদ দাও যে, হে বাশিষ্ঠগণ, ভগবান পরিনির্ব্বাপিত হইয়াছেন, এখন তোমাদের যেরূপ উচিত বোধ হয়, তাহা কর।"

আনন্দ মল্লদের মন্ত্রণাগারে যাইয়া উপস্থিত মল্লদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। মল্লরাজ্যের রাষ্ট্র নেতাগণ কুশীনারাবাসী সকলকে আদেশ দিলেন, "তোমরা সকলে গন্ধ, মাল্য, এবং বাদ্য যন্ত্রাদি একত্র সংগ্রহ কর।"

মল্লগণ গন্ধ, মাল্য, বাদ্যযন্ত্র ও পঞ্চশত জোড়া নূতন বস্ত্র লইয়া শালবনে * উপস্থিত হইল। তাহারা ভগবানের

* বর্ত্তমান মাথা কুঁয়র; কসয়া — জেলা গোরক্ষপুর।

দেহ নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা এবং মাল্য ও সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা পূজা করিল এবং বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে করিতে সেই দিন অতিবাহিত করিল। তাহাদের মনে হইল, 'অদ্য ভগবানের দেহ সৎকার করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কল্যই সৎকার করিব।' এইরূপে তাহারা আজ নয় কাল করিয়া ছয়দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে ভাবিল, "আমরা ভগবানের দেহ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া নগরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বহন করিয়া লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব।" এই স্থির করিয়া আটজন প্রধান লোক মস্তক ধৌত করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবানের দেহ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তাহারা অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভন্তে অনুরুদ্ধ, আমরা আট জন বলিষ্ঠলোক ভগবানের দেহ উত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেছি না কেন?"

"বাশিষ্ঠগণ, তোমাদের অভিপ্রায় এক প্রকার এবং দেবতাদের অভিপ্রায় অন্যরূপ হইয়াছে।"

"ভন্তে, দেবতাদের অভিপ্রায় কিরূপ?"

"তাঁহাদের ইচ্ছা নগরের পূর্ব্বভাগস্থ মুকুটবন্ধন * নামক মল্লদের দেবস্থানে ভগবানের দেহ দাহ করা হয়।"

---

* বর্ত্তমান রামাভারস্তূপ; কসয়া — গোরক্ষপুর।

"ভন্তে, দেবতাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী-ই কার্য্য হউক।"

অনন্তর দেবগণ ও কুশীনারার মল্লগণ স্বর্গীয় ও পার্থিব গন্ধ ও মাল্য এবং বাদ্য যন্ত্র বাদন, নৃত্য ও গীত দ্বারা ভগবানের দেহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাননা প্রকাশ করিয়া নগরের উত্তর ভাগ দিয়া বহন করিয়া, উত্তর দ্বার দিয়া নগরের মধ্যভাগে আনয়ন করিয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং নগরের বহিস্থ মুকুটবন্ধন নামক মল্লদিগের দেবস্থানে লইয়া গিয়া তথায় স্থাপন করিল। তৎপর আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভন্তে আনন্দ, আমরা তথাগতের দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব?"

"রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের যেরূপ সংকার করা হয় তথাগতের দেহের সংকারও তদ্রূপ করিতে হইবে।"

"ভন্তে, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহের সৎকার কিরূপ করে?"

"হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ নূতন বস্ত্রে পরিবেষ্টন করে, তৎপর ধূনিত কার্পাস দ্বারা তাহা বেষ্টন করে এবং পুনরায় নূতন বস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করে, এইরূপে সহস্রবার উভয় বস্তুদ্বারা আবেষ্টন করে। তৎপর লৌহ তৈল পাত্রে তাহা স্থাপন করে ও অপর লৌহপাত্র দ্বারা তাহা আবৃত করে, তৎপর সকল প্রকার গন্ধ সামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ দাহ করে। চারি রাজপথের সংযোগস্থলে রাজচক্রবর্ত্তীর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করে। বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ এইরূপে দাহ করা হয়। 'রাজচক্রবর্ত্তীর

দেহের যেই প্রকার ব্যবস্থা করা হয়, তথাগতের দেহেরও সেই প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়, চারিটি রাজপথের সংযোগস্থলে তথাগতের স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।”

তখন মল্লগণ তাহাদের অনুচরদিগকে কুশীনারার সমস্ত ধূনিত কার্পাস ও নূতন বস্ত্র আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। যথাসময় সমস্ত সামগ্রী আনয়ন করা হইল। অতঃপর তাহারা নূতন বস্ত্র ও ধূনিত কার্পাস দ্বারা সহস্র বার ভগবানের দেহ আবেষ্টন করিল। তৎপর লৌহময় তৈলাধারে তাহা স্থাপন করিয়া অপর এক লৌহ পাত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিল এবং সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা চিতা রচনা করিয়া ভগবানের শরীর চিতার উপর স্থাপন করিল।

সেই সময় মহাকাশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষু সহ পাবা হইতে কুশীনারার দিকে আসিতেছিলেন। তিনি এক বৃক্ষ-

মহাকাশ্যপ

ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় জনৈক আজীবক কুশীনারা হইতে মন্দারপুষ্প লইয়া পাবা নগরাভিমুখে যাইতেছিল। মহাকাশ্যপ তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, তুমি কি আমাদের শাস্তার কোন সংবাদ অবগত আছ?”

“হাঁ, বন্ধু, আমি অবগত আছি। আজ সপ্তাহ কাল হইল, তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সেই স্থান হইতে আমি এই মন্দার পুষ্প লইয়া আসিতেছি।”

আজীবকের মুখে এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা তখনও বীতরাগ হইতে পারেন নাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাহুতে মুখাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ বা ধরাশায়ী হইয়া গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! ভগবান সুগত অতিশীঘ্রই পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, অতি অসময়ে অপ্রত্যাশিত কালের মধ্যেই লোক-লোচন অন্তর্হিত হইলেন!" যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছিলেন তাঁহারা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া এই সংবাদ গ্রহণ করিলেন — 'সংস্কার মাত্রই অনিত্য, সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব কিরূপে সম্ভবপর!' সুভদ্র * নামে জনৈক বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত ভিক্ষু সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিল। সে শোকাকুল ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া সান্ত্বনা প্রদানচ্ছলে বলিল, 'ওহে বন্ধুগণ, তোমরা অকারণ শোক ও বিলাপ করিও না। ভগবানের পরিনির্ব্বাণে আমরা মহাশ্রমণের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি; ইহা করা তোমাদের উচিৎ, ইহা করা তোমাদের অনুচিৎ, ইত্যাদি বাক্যে আমরা জ্বালাতন থাকিতাম, এখন আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব এবং যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা করিব না।'

* এই সুভদ্র আতুমা নিবাসী এবং জাতিতে নাপিত ছিল। তাহার স্বেচ্ছাচারিতা সূচক কথাগুলি স্মরণ করিয়াই মহাকাশ্যপ সদ্ধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য রাজগৃহের সপ্তপর্ণি গুহাদ্বারে প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "ওহে বন্ধুগণ, তোমরা শোক ও বিলাপ করিও না। তোমরা কি জান না যে ভগবান পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছেন, 'সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বস্তু হইতে নানা-ভাব, বিনা-ভাব ও অন্যথা-ভাব হইবেই। যাহা জাত, ভূত, কৃত এবং বিলোপধর্ম্মী তাহা অন্তর্হিত না হইয়া পারে না'।"

চারিজন প্রসিদ্ধ মল্ল ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ করিল; কিন্তু অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল না। তখন কুশীনারার মল্লগণ অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভন্তে অনুরুদ্ধ, চিতা প্রজ্বলিত না হইবার কারণ কি?"

"বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদের অভিপ্রায় অন্যরূপ। মহাকাশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষু সহ পাবা নগর হইতে কুশীনারাভিমুখে আসিতেছেন। যেই পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া ভগবানের চরণ বন্দনা শেষ না করিবেন সেই পর্য্যন্ত চিতা প্রজ্বলিত হইবে না।"

"ভন্তে, তাহা হইলে দেবতাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যই হউক।"

যথাসময় মহাকাশ্যপ স্থবির মল্লদের মুকুটবন্ধন চৈত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। পঞ্চশত ভিক্ষুরাও তদ্রূপ করিলেন। তাঁহাদের বন্দনা সমাপ্ত হইলে চিতা স্বয়ং জ্বলিয়া উঠিল। ভগবানের দেহের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু আদি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল কিন্তু অস্থিগুলি ভস্ম হইল না। যেমন

প্রদীপ্ত ঘৃত কিম্বা তৈলের ভস্ম বা মসী দেখা যায় না তদ্রূপ ভগবানের দেহ দগ্ধ হইবার সময়ও ভস্ম কিম্বা মসী দৃষ্টি গোচর হইল না। দাহ কৃত্য সমাপ্ত হইয়া যাইবার পর অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা পতিত হইয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ জল-ভাণ্ডার হইতে জল উঠিয়া ভগবানের চিতা নির্ব্বাপিত করিল। কুশীনারার মল্লগণও নানাবিধ সুগন্ধি জল দ্বারা চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল।

কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের অস্থিগুলি সপ্তাহ কাল মন্ত্রণাগারে রাখিয়া তাহার চারিদিকে বাণের ঘেরা ও ধনুকের প্রাকার রচনা করিয়া নানাপ্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য ও গন্ধ সামগ্রী দ্বারা পূজা করিল।

মগধ-রাজ অজাতশত্রু ভগবানের পরিনির্ব্বাণের সংবাদ শুনিয়া কুশীনারার মল্লদের নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়; সুতরাং ভগবানের দেহাবশেষে আমারও অধিকার আছে। আমি ভগবানের দেহাস্থির উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব।"

তদ্রূপ বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পক দেশের বুলিয়গণ, রামগ্রামের * কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ এবং পাবার মল্লগণও দূত পাঠাইয়া ভগবানের দেহাবশেষ যাচ্ঞা করিলেন।

---

* ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে, গণ্ডকী ও রাপ্তি নদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম রামনগর।

তখন কুশীনারার মল্লগণ বলিল, "ভগবান আমাদের দেশে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দেহাবশেষ কাহাকেও দিব না।"

তচ্ছ্রবণে দ্রোণ নামক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন, "আপনারা আমার একটি কথা শ্রবণ করুন, আমাদের বুদ্ধ ক্ষমাশীল ছিলেন; তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। আপনারা সকলে একমত হইয়া অস্থি সমূহ আট অংশে বিভাগ করুন এবং চতুর্দ্দিকে স্তূপ প্রতিষ্ঠা করুন; কেননা অনেক, লোক বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন।"

"তাহা হইলে আপনি-ই বুদ্ধের দেহাবশেষ আটভাগে বিভাগ করিয়া প্রদান করুন।"

তিনি আটভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা সকলে কুম্ভটি (অস্থি ওজন করিবার পাত্র বিশেষ)

ধাতু বিভাগ

আমাকে প্রদান করুন। আমি তাহার উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিব।" সকলে ব্রাহ্মণকে কুম্ভটি প্রদান করিল।

অস্থি বণ্টন হইয়া যাইবার পর পিপ্পলি বনের * মৌর্য্যেরা ভগবানের দেহাবশেষের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন কিন্তু অস্থি না পাইয়া চিতা হইতে অঙ্গার লইয়া যাইয়া অঙ্গার স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

---

* ইহা গোরক্ষপুরের পূর্ব্বে রাপ্তি ও গণ্ডক নদীর মধ্যে অবস্থিত।

রাজা অজাতশত্রু * (১) রাজগৃহে ভগবানের অস্থির উপর স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদ্রূপ (২) বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, (৩) কপিলবস্তুর শাক্যগণ, (৪) অল্লকপ্পকের

* কুশীনারা হইতে রাজগৃহ পঞ্চবিংশতি যোজন। ইহার মধ্যে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়া মল্লগণ মুকুটবন্ধন চৈত্য হইতে মন্ত্রণাভবন পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে যেইরূপ আড়ম্বরের সহিত ধাতু পূজা করিয়াছিলেন তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি যোজন রাস্তার মধ্যে পূজা করিতে করিতে সাত বৎসর সাতমাস সাত দিনে মগধরাজের কর্ম্মচারীরা রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। অজাতশত্রু রাজগৃহে এই ধাতু নিধান করিয়া স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এইরূপে প্রত্যেক রাজ্যে স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহাকাশ্যপ স্থবির ভবিষ্যতে ধাতু সমূহের অন্তরায় দেখিয়া রাজা অজাতশত্রুকে বলিলেন, "মহারাজ, একটি ধাতু নিধান (অস্থি ধাতু স্থাপনের কূপ) প্রস্তুত করিতে হইবে।" রাজা সম্মত হইলেন।

পরে মহাকাশ্যপ পূর্ব্বোক্ত রাজ্যসমূহ হইতে তাঁহাদের পূজা করিবার জন্য সামান্যমাত্র ধাতু অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্তই লইয়া আসিলেন। রামগ্রামে স্থিত ধাতু নাগরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হেতু কোন অন্তরায় না দেখিয়া অথবা সেই স্থানের দেহাবশেষ ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে মহাবিহারের মহাচৈত্যে স্থাপন করিবে এই হেতু সেই স্থানের ধাতু আনিলেন না। অবশিষ্ট সাতটি রাজ্য হইতে ধাতু লইয়া আসিয়া রাজগৃহের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে সকলের অজ্ঞাতসারে বুদ্ধাস্থি সমূহ স্থাপন করিয়া বৃহৎ চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বুদ্ধাস্থি প্রতিষ্ঠার কথা গোপন রাখিয়া মহা শ্রাবকদের চৈত্য বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিলেন। মহাকাশ্যপ স্থবির সেই চৈত্যগর্ভে পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ করাইয়া

বুলিয়গণ, (৫) রামগ্রামের কোলিয়গণ, (৬) বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ (৭) পাবার মল্লগণ, (৮) কুশীনারার মল্লগণ, (৯) দ্রোণ ব্রাহ্মণ এবং (১০ পিপ্পলিবনের মৌর্য্যগণ স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে আটটি শারীরিক স্তূপ, একটি কুম্ভ স্তূপ এবং একটি অঙ্গার স্তূপ পুরাকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"চক্ষুষ্মান বুদ্ধের দেহাস্থি আঠ দ্রোণ হইয়াছিল। সাত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে এবং এক দ্রোণ রাম গ্রামে নাগরাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে।

"একটি দন্ত দেবলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, একটি কলিঙ্গরাজ্যে এবং আর একটি নাগরাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে।"

দিলেন, ভবিষ্যতে পিয়দাস (পিয়দস্সী — প্রিয়দর্শী) নামক কুমার রাজছত্র ধারণ করিয়া অশোক নামে অভিহিত হইবেন। তিনি এই ধাতুসমূহ ভারতের সর্ব্বত্র স্থাপন করিবেন।"

এই প্রকারে ধাতু নিধান সমাপ্ত করিয়া যথাসময় মহাকাশ্যপ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা অজাতশত্রু কর্ম্মানুযায়ী গতি লাভ করিলেন। সেই সময়ের লোকেরাও যথাসময় মৃত্যুকবলে পতিত হইল।

পরে পিয়দাস (পিয়দস্সী) নামক কুমার রাজছত্র ধারণ করতঃ অশোক নামে অভিহিত হইয়া সেই স্থান হইতে ধাতু সমূহ লইয়া সমস্ত ভারতে ৮৪ সহস্র স্তূপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

বৌদ্ধযুগের ভৌগোলিক বিবরণ

মধ্যদেশ — পূর্ব্বে কৌশিকী নদী, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পরিবৃত স্থান। কজঙ্গল নিগম — কঁকজোল, জেলা সাঁওতাল পরগণা। সেতকন্নিক নিগম — হাজারীবাগ জেলার স্থান বিশেষ। থূন ব্রাহ্মণ গ্রাম — স্থানেশ্বর, জেলা কর্ণাটক। উসীরদ্ধজ পর্ব্বত— হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত। কপিলবস্তু — তিলৌরাকোট, তৌলিহবা (নেপাল তরাই) হইতে ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। লুম্বিনীবন — রুম্মিন্ দেই, নৌতনবা ষ্টেসন (B. N. W R.) হইতে প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে নেপাল তরাইতে অবস্থিত। মহাবোধি — বোধগয়া, জেলা গয়া। যুগন্ধর পর্ব্বত — চংতৌলী (?), জেলা গোরক্ষপুর। পাণ্ডব পর্ব্বত — রত্নগিরি বা রত্নকূট; গৃধ্রকূট — উদয়গিরি; বৈপুল্ল — বিপুল গিরি; বৈভার — বৈভারগিরি; ঋষিগিলি — শোণ গিরি, জেলা পাটনা। ঋষিপতন — সারনাথ (B. N W R.) জেলা বেণারস। উরুবেলা — বোধগয়া, জেলা গয়া। উত্তরকুরু — মেরু পর্ব্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ। গয়াশীর্ষ পর্ব্বত

— ব্রহ্মযোনি, জেলা গয়া। ষষ্ঠিবনোদ্যান — জাঁঠিয়াব, পাটনা। মদ্রদেশ — রাবী ও চনাব নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। সাগল — শিয়ালকোট, পাঞ্জাব। বহুপুত্রক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ — রাজগিরি কুণ্ড ও নালন্দার মধ্যস্থানে অবস্থিত সিলাবএ এই স্থান হইবে, পাটনা। বৈশালী — বসাড়ের (জেলা মজঃফরপুর) প্রায় ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান কোলহুয়া; সেস্থানে এখনও অশোক স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। সঙ্কাশ্য — সংকিশা বসন্তপুর; ষ্টেসন, মোটা (E. I. R.); ফররুকাবাদ। ভর্গদেশ — বেণারস, মির্জ্জাপুর এবং এলাহাবাদ জেলান্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণাংশের কিয়দংশ। সোরেয্য — সোরোঁ, এটা। কাণ্যকুব্জ — কণৌজ, ফররুকাবাদ। প্রয়াগ প্রতিষ্ঠান — এলাহাবাদ। ভদ্দিয়া — মুঙ্গের। অঙ্গদেশ — গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। সাকেত — অযোধ্যা ফৈজাবাদ। অঙ্গুত্তরাপ — মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলান্তর্গত গঙ্গার উত্তরাংশ। কুশীনারা — কসয়া, গোরক্ষপুর। যবনরাজ্য — রুস-তুর্কিস্থান (?)। কম্বোজ — কাফির স্থান (আফগানিস্থান) অথবা ইরাণ। মল্লিকারাম তিন্দুকাচীর — চীঁরে নাথ (সহেট্‌ মহট্‌), বহরাইচ। কোশলরাজ্য — যুক্ত প্রদেশের ফৈজাবাদ, গোণ্ডা, বহরাইচ, সুলতানপুর, বারাবঁ এবং বস্তী ও গোরক্ষপুর জেলার কিয়দংশ। চম্পা — চম্পা নগর, ভাগলপুর। কীট গিরি — বেণারস হইতে অযোধ্যা (সাকেত)

যাইবার পথে অবস্থিত বর্ত্তমান কেরাকত (জৌনপুর) বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থান। আলবী — অর্বল, কানপুর। প্লক্ষগুহা — কোসম্‌এর নিকটবর্ত্তী পভোসা, এলাহাবাদ। দেবকোট সোত্ত — পভোসার কোন প্রাকৃতিক জলকুণ্ড। সুহ্মদেশ — হাজারীবাগ ও সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ। তক্ষশিলা — শাহজীর ঢেরী, (ষ্টেসন তক্ষিলা) রাওলপিণ্ডি। শিবিদেশ — সীবী (বেলুচিস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান) বা শোরকোটের (পাঞ্জাব) পার্শ্ববর্ত্তী স্থান। অন্ধকবিন্দ — রাজগিরি কুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রাম। অল্লক — গোদাবরীর উত্তরাংশে ঔরঙ্গাবাদ হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত পৈটন, ঔরঙ্গাবাদ; (হায়দ্রাবাদ রাজ্য)। মহিষ্মতী — ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত মহেশ্বর বা মহেশ। উজ্জয়িনী — উজ্জৈন, গোয়ালিয়র রাজ্য। গোনন্ধ — ভূপালের অন্তর্গত দেশ বিশেষ। বনসা — বাঁসা, সাগর (?)। কৌশাম্বী — এলাহাবাদের প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনার বাম পার্শ্বে অবস্থিত বর্ত্তমান কোসম্‌। শ্রাবস্তী — বলরামপুর হইতে ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বর্ত্তমান সহেট্‌-মহট্‌, গোণ্ডা। পাবা — পডরৌণা বা কসয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত পপউর গ্রাম। পাষাণক চৈত্য — রাজগিরি কুণ্ড হইতে ৬ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত সম্ভবতঃ গির্য্যক পর্ব্বত। সুনাপরন্ত —

থানা ও সুরাট জেলা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান। মিথিলা — (গঙ্গা, গণ্ডক, কোশি ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ) তিরহুত। মল্লদেশ — গোরক্ষপুর ও ছাপরা (সারণ জেলা। বৃজিরাজ্য — সম্পূর্ণ চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলা, দ্বারভাঙ্গার অধিকাংশ এবং ছাপরা জেলান্তর্গত দিঘরার মহী নদীর যাহা গণ্ডক নদীর পুরাণা খাত; গণ্ডক নদী পালিতে মহী নদী নামে অভিহিত।) গঙ্গার সহিত প্রাচীন সংযোগ স্থলের সমস্ত অংশ। কাশী রাজ্য — বেণারস, গাজিপুর ও মির্জ্জাপুর জেলান্তর্গত গঙ্গার উত্তরাংশ, আজমগড়, জৌনপুর ও প্রতাপগড় জেলার অধিকাংশ এবং বালিয়া জেলা। মগধ রাজ্য — পাটনা ও গয়া জেলা এবং হাজারিবাগের উত্তরাংশের কিয়দংশ। পূর্ব্বারাম — হনুমন বাঁ (সহেট্-মহট্ এর সমীপ), গোণ্ডা। সুংসুমার গিরি - চুণার পর্ব্বত, মির্জ্জাপুর। উক্কাচল—হাজিপুর ও মজঃফরপুর। অম্বলটুঠিকা — সিলাব (?), পাটনা। মুকুট বন্ধন চৈত্য — রামাভার স্তূপ (কসয়া), গোরক্ষপুর। সহজাতি — ভিটা, এলাহাবাদ। অহোগঙ্গা পর্ব্বত — সম্ভবতঃ হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বত। গান্ধার — পেশোয়ার। মহিষমণ্ডল — মহেশ্বর (ইন্দোর রাজ্য), বিন্ধ্যাচল ও সাতপুড়া পর্ব্বত মালার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। বনবাস — উত্তর কানাড়া, বোম্বাই। অপরান্ত — নর্ম্মদার মোহনা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বত মালার পশ্চিম প্রান্ত। যোনক — ব্যাল্‌হিক, সিরিয়া,

মিশর, য়ুনান প্রভৃতি। তাম্রলিপ্ত — তমলুক, মেদিনীপুর। নালন্দা — বরগাঁও (রাজগিরি কুণ্ডের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত), পাটনা। পাটলিগ্রাম — পাটনা, (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মগধ-রাজ কালাশোক সর্ব্বপ্রথম এইস্থানে রাজধানী স্থাপন করেন)। পিপ্পলিবন — পিপরিয়া (রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটবর্ত্তী), ষ্টেসন নরকটিয়াগঞ্জ (B. N. W. R.), চম্পারণ। রামগ্রাম — ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে গগরা ও রাপ্তি নদীর মধ্যে অবস্থিত; বর্ত্তমান নাম রাম নগর। অগ্‌গলপুর — কানপুর বা ফতেপুর জেলার কোন স্থান। সুনাপরন্ত — থানা ও সুরাট জেলা। অম্বুহত্থ পর্ব্বত — থানা ও সুরাট জেলান্তর্গত পর্ব্বত। অবন্তী — মালবার। অশ্মক দেশ — দক্ষিণাপথে ঔরঙ্গাবাদের সমীপে গোদাবরী তীরে অবস্থিত পৈটন। উদুম্বর নগর — কানপুর জেলার কোন স্থান। কপ্পাসিকবন সণ্ড — গয়া ও বেণারসের মধ্যস্থলে অবস্থিত অরণ্য বিশেষ। কালশিলা — রাজগিরি কুণ্ডস্থ বৈভারগিরির পার্শ্বে অবস্থিত। কুশাবতী — কুশীনারার প্রাচীন নাম। কোটিগ্রাম — গঙ্গা ও কোলহুয়ার মধ্যবর্ত্তী গ্রাম। তেলপ্পনালি — রাজগিরি কুণ্ড হইতে উজ্জৈন এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত গ্রাম। দক্ষিণগিরি — রাজগিরি কুণ্ডের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত বিশেষ। দক্ষিণাপথ — অন্ধ্র প্রদেশ। মল্লদেশ — গোরক্ষপুর ও সারণ জেলার অধিকাংশ। মহাবন

কূটাগার শালা — বখরা, মজঃফরপুর। বাহিয়রাষ্ট্র — বাহ্লীক, সতলজ ও ব্যাসের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। বিদিশা — বেস নগর, ভিল্‌সা; (গোয়ালিয়র রাজ্য)। বেদিশাগিরি — সাঞ্চি। সেতব্যা — শ্রাবস্তী ও কপিলবস্তুর মধ্যবর্ত্তী দেশ। সললবতী নদী — মেদিনীপুর ও হাজারীবাগ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত সিলই নদী। অনোমা নদী — ঔমী নদী (?), গোরক্ষপুর। নৈরঞ্জরা নদী — নিলাজন নদী, গয়া। অনবতপ্তদহ — মান সরোবর। হিরণ্যবতী নদী — ইহার বর্ত্তমান নাম শোন; কাহারও মতে গণ্ডক নদের প্রাচীন নাম হিরণ্যবতী। অচীরাবতী নদী — রাপ্তি নদী। সরভূ নদী — সরযূ-ঘাঘরা নদী। মহী নদী — গণ্ডক নদী। কৃমিকালা নদী — সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কর্ম্মনাশা নদী।

শব্দ-সূচী